নাসরুল বারী
শরহে বুখারী
(৫ম খণ্ড)

মূল
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী রহ.
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম, (ওয়াকফ) সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ ও সংযোজন
আবু বকর সিদ্দিক
তাকমীল : যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আদব : যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ইফতা : আল-মা'হাদুল ইসলামী, উত্তর [illegible], ঢাকা
তাখাসসুস ফিল ফুনূন : উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, ঢাকা
দাওরাতুল হাদীস : আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া, [illegible], মুন্সিগঞ্জ
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

আনোয়ার লাইব্রেরী
একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : [illegible]

প্রথম প্রকাশ ☐ জুলাই ২০১৬

নাসরুল বারী শরহুল বুখারী (৫ম খণ্ড)

মূল ☐ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী রহ.
অনুবাদ ও সংযোজন ☐ আবু বকর সিদ্দিক

প্রকাশক ☐ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী
টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ☐ ৭০০.০০ টাকা

অর্পণ

বাবা মোস্তফা কামালের হাত ধরে 'নাসরুল বারী শরহে বুখারী' পাঠকের হাতে যাচ্ছে ছেলে আতাউল্লাহ মাসরুর বড় হয়ে সেটা পড়বে এই কামনায়।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم واله اصحابه اجمعين.

আল্লাহ পাকের লাখো-কোটি শোকর, যাঁর অপার মহিমায় দীর্ঘদিন পরে নাসরুল বারী ৫ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বহুদিন পূর্ব থেকে মনের প্রবল ইচ্ছা ছিল হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোখারী শরীফের কোন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার। আর এ লক্ষ্যে আমি বেছে নিয়েছিলাম নাসরুল বারীকে। কারণ এটি বিস্তৃতও নয় আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয়। এ কারণেই এ গ্রন্থটি হযরতে উলামায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।

আলহামদুলিল্লাহ ইতিপূর্বে আমরা কিতাবটির ১ম, ৮ম ও ৯ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি। আর সেই ধারাবাহিকতায় নাসরুল বারীর ৫ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্নেহাস্পদ তরুণ আলেমে দ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া, বল্লালবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ এর শায়খুল হাদীস মুফতী আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অল্প দিনের মধ্যে কিতাবটির অনুবাদ শেষ করে দিলেন। যার কারণে কিতাবটি প্রকাশ করা আমাদের সহজ হয়। এমন একটি বরকতপূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত এবং গর্বিত। আশা করি এর বরকতপূর্ণ অনুবাদ দ্বারা তাকমীল ও হাদীস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

হে আল্লাহ! হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ এ যতসামান্য খেদমতকে আপনি কবুল করুন। এ কিতাব প্রকাশ করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষত স্নেহের ছাত্র মাওলানা আমিনুল ইসলাম এবং ভাতিজা মোহাম্মদ মোস্তফা কামালসহ সকলকে কবুল করুন এবং সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
শিক্ষক, জামিআ আরাবিয়া
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

অভিমত

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ (দা.বা.)
মুহতামিম, দারুল উলুম তারাপুর, গুজরাট, ভারত।

আমার মাখদুম আল্লামা উসমান গনী সাহেব (মুজ. আ.) মাজাহিরে উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুরের মুহাদ্দিস। একজন প্রসিদ্ধ আলেম, লেখক, খতীব এবং গুণী ব্যক্তি। অন্যান্য রচনাবলী ছাড়াও নাসরুল বারীর বিশাল বিশাল খণ্ডগুলি তার এলমী গভীরতা এবং কলমের দৃঢ়তার প্রমাণ। এগুলি তার এলমী কৃতিত্বের সাক্ষী। সূর্যই সূর্যের প্রমাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় উলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রদের এ কিতাব থেকে উপকৃত করে তাঁর দরবারে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করুন।

আব্দুল আহাদ কাসেমী
খাদেমুত তালাবাহ
দারুল উলুম তারাপুর, গুজরাট

সূচীপত্র

كِتَابُ الزَّكَاةِ

জাকাত অধ্যায়

كتاب المناسك

হজ অধ্যায়

أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

[ওমরার অধ্যায়সমূহ]

فَضَائِلُ المَدِينَةِ
মদিনার ফযিলত

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায়: ছওম

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায়: ছওম

الجزء الثامن

অষ্টম পারা

كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

অধ্যায়: তারাবীহ নামায

ابوابُ الاعتكاف

অধ্যায়: ই'তিকাফ সম্পর্কিত আলোচনা

بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ له فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

পরিচ্ছেদ [৮৪৮] : জানাযা নামাযে চার তাকবীর বলার প্রসঙ্গে

এবং হযরত হুমাইদ বলেন যে, হযরত আনাস (রাযি.) আমাদেরকে নিয়ে জানাযার নামায পড়ালেন, তখন তিনি (জানাযার নামাযের চার তাকবীরের পরিবর্তে) তিন তাকবীর বললেন অতঃপর সালাম ফিরালেন। কেউ তাকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলে (সাথে সাথেই) তিনি কিবলামুখী হয়ে চতুর্থ তাকবীর বলেন। এরপর সালাম ফিরালেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

হাদীসের অনুবাদ [১২৫৯] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী ইন্তেকাল করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন এবং লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন। তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীর বলে জানাযার নামায পড়লেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭-১৭৮, ৫৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম শরীফের ১ম খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ. عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৬০] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশী আসহামার জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন এবং আব্দুস সামাদ সালিম হতে শুধু "আসহামা" বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَكَبَّرَ أَرْبَعًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৬, ১৭৮, ৫৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম শরীফের كتاب الجنائز এর অধীনে ৩০৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ জানাযার নামাযে কয়টি তাকবীর বলতে হবে? এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতে হবে। এর অধিক নয়। যদিও কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো কোনো সাহাবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন বদরী হওয়ার কারণে চারের অধিক তাকবীর বলা প্রমাণিত আছে; কিন্তু জুমহূর ও আইম্মায়ে আরবাআর ইত্তিফাক প্রমাণিত চার তাকবীর বলার উপর। তাদের মতে জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতে হবে। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে জুমহূর ও ইমাম চতুষ্টয়ের সমর্থন করছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَصْحَمَةَ : শব্দটির (أ) হামযা বর্ণে ফাতহা এবং (ص) সোয়াদ বর্ণে সাকিন আর (ح) হা বর্ণে ফাতহা দিয়ে। আসহামাহ হলো হাবশা দেশের বাদশাহর নাম। নাজ্জাশী হলো তার উপাধি। উল্লেখ্য যে, বাদশাহ আসহামার-ই উপাধী কেবল নাজ্জাশী নয় বরং হাবশা দেশের সকল বাদশার উপাধিই নাজ্জাশী হতো। যেমনিভাবে রোমের সকল বাদশার উপাধি হতো কায়সার। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা অন্যান্য খণ্ডে করা হয়েছে।

بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ

পরিচ্ছেদ [৮৪৯] : জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে

এবং ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, নাবালক সন্তানদের নামাযে জানাযায় সূরা ফাতিহা এবং এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا الخ

হে আল্লাহ! এ শিশুকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী বানিয়ে দিন। এবং তাকে আমাদের জন্য সাওয়াব ও সম্পদে রূপান্তরিত করুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سَعْدِ ابن ابراهيم. عَنْ طَلْحَةَ. قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ح قال وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ. قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৬১] ঃ হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রাযি.) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে জানাযার নামায আদায় করলেন এবং পরে বললেন, (আমি এটা এজন্য করলাম) যাতে তোমরা এটাকে সুন্নত বলে জানতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের শুধু এক স্থানেই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া একটি ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলা।

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত।

২. ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ. قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

পরিচ্ছেদ [৮৫০] : মুর্দা দাফন হওয়ার পর কবরের উপর জানাযার নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গে।

হাদীসের অনুবাদ [১২৬২] ঃ হযরত শা'বী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, তাকে এক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছিল যে, সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে তাদের ইমামতী করেছিলেন। আর তারা তার পিছনে নামায পড়লো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَبِي رَافِعٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً-كَانَ يكون فى المسجد يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ. وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ "مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ". قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي". فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ. قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ "فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ". فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৩] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আসওয়াদ নামক একজন পুরুষ বা নারী মসজিদে থাকতো এবং মসজিদ পরিষ্কার করতো। সে ইন্তেকাল করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ জানতে পারলেন না। একদিন তার কথা স্মরণ হলে তিনি বললেন, ঐ লোকটি কোথায়? সবাই বললো, হে রাসূল! সে তো ইন্তেকাল করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেনো? তারা লোকটির ঘটনা বললো, সে তো এই প্রকৃতির-এই প্রকৃতির মানুষ ছিলো। মানুষটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের পাশে উপস্থিত হলেন এবং জানাযার নামায আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫,১৭৮, ৩০৯-৩১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: কবরের উপর জানাযার নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে কবরের উপর জানাযার নামায আদায় করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে জায়েয নেই। এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো শাফেয়ীদের সমর্থন করা, এবং হানাফীদের মতকে খণ্ডন করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً: এ বর্ণনায় সন্দেহের সাথে او-এর ব্যবহার রয়েছে। এ সন্দেহটি হয়েছে ছাবিত বুনানী অথবা আবু রাফে' তাবেয়ী হতে। কুসতুল্লানী বলেন, ছাবিত হতেই হয়েছে। কারণ, পূর্বে এই রেওয়ায়েতটিই অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে আবু রাফে' এর শব্দ হলো– ولا اراه الا امرأة, যা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে মহিলাই ছিল, যার নাম হলো খিরকা এবং কুনিয়াত হলো উম্মে মিহজান।

فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ : কবরের উপর জানাযার নামায পড়ার হুকুম ঃ এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য বিদ্যমান। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও দাউদে জাহেরী (রহ.)–এর মতে – يصلي علي القبر من فاتته الصلوة علي الجنازة অর্থাৎ যারা জানাযার নামায জামাতে আদায় করতে পারেনি তারা কবরের উপর পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে।

২. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–لا يصلي علي القبر জানাযার নামায কবরের উপর পড়া যাবে না।

৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন–لا يصلي علي القبر الا الولي فقط اذا فاتته الصلوة علي الجنازة অর্থাৎ যদি জানাযার নামায জামাতের সাথে আদায় হয়ে গেলে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া যাবে না; কিন্তু অভিভাবক দূরে থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে যদি নামাযে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে সে কবরের উপর নামায পড়তে পারবে। অথবা যদি মৃত ব্যক্তিকে জানাযাবিহীন দাফন করা হয়ে থাকে তাহলেও আদায় করতে পারবে। (শর্ত হলো লাশ পঁচে-গলে যাওয়ার পূর্বে)

হানাফীদের পক্ষ হতে জবাব:

উম্মে মিহজানের জানাযার নামায পড়া হয়েছিল, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পুনরায় পড়েছিলেন তার কারণ নিম্নরূপ–

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল মুসলমানের অভিভাবক। সুতরাং তিনি অভিভাবক হিসেবে কবরের উপর নামায পড়েছেন।

২. এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাছ। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে–

ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة علي اهلها وان الله ينورها لهم بصلوتي عليهم

(কবরের উপর জানাযার নামায পড়ার পর তিনি বললেন) এ কবরগুলি কবরবাসীদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; আমার নামায পড়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কবরবাসীদের জন্য তা আলোময় করে দিয়েছেন।[১] সুতরাং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট বুঝা গেল; সুতরাং এটা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

৩. হানাফীদের একটি দলীল হলো تعامل امت তথা সকল উম্মতের আমল এটিও হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী একটি দলীল। কারণ, আমাদের পূর্বসুরি তথা-সলফ-খলফগণের কোনো একজনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে জানাযার নামায আদায় করেননি। অথচ নবী-রাসূলগণের দেহ মোবারক সংরক্ষিত থাকে। মাটি তাদের দেহের সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারে না। যেমন হাদীসে আছে- حرم الله علي الارض اجساد الانبياء

بَابٌ: اَلْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. ح قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ. قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ. وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ له مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ. أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا - وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوِ الْمُنَافِقُ - فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ ".

পরিচ্ছেদ [৮৫১] : মৃত ব্যক্তি কবর থেকে স্বজনদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পাওয়া প্রসঙ্গে।

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৪] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধু-বান্ধব সেখান থেকে ফিরে চলে যায়, সে তখনও তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দুইজন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে তখন বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থানটি দেখে নাও। সেটি পরিবর্তন করে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে দুইটি স্থান একসাথে দেখতে পাবে। কিন্তু কাফির-মুনাফিক বলবে, আমি কিছু জানি না। অন্যান্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতেও না বুঝতেও না। এরপর লোহার একটি হাতুড়ী দিয়ে উভয় কানে এমন জোরে আঘাত করা হবে যে, সে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত কাছের সকলেই তার এ চিৎকার শুনতে পাবে।

---

[১] মুসলিম শরীফ ১/ ৩০৯-৩১০

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৮, ১৮৩-১৮৪, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) দাফনের আদব বর্ণনা করা শুরু করছেন। দাফনের সময় হৈচৈ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকা এবং ভাবগাম্ভির্যের সাথে কাজ করা উচিত। যেমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীসে রয়েছে মৃতগণ কবরে থেকেও জীবিতদের কথা শুনতে পায়।

মৃতদের শ্রবণ সংক্রান্ত মাসআলা ঃ মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শুনতে পারে কি না? এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত সাহাবায়ে কেরামের মাঝেই পরস্পরের মতবিরোধ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) মৃতদের শ্রবণের পক্ষে ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বিপক্ষে ছিলেন। এজন্য অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈনের মধ্যেও দুটি দল হয়ে যায়। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। তাছাড়া মুজতাহিদীন ইমামগণ থেকেও মতপার্থক্য বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃতরা শুনতে পায়। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে ইসলামের মাযহাবও এটাই।

শ্রবণের পক্ষে দলীল-প্রমাণ

১। হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের আলোচ্য হাদীস। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মৃতকে কবরে রেখে লোকজন ফিরে আসে তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। (বুখারী–মুসলিম)

২। বুখারী শরীফে কিতাবুল মাগাযীতে হযরত আবু তালহা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ কাফেরদের লাশ যখন বদর যুদ্ধের দিন বদরের ময়লা কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তার তৃতীয় দিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন– فانا وجدنا ما وعدنا ربناحقا الخ তথা আমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। তোমরা কি স্বীয় প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছ? এর উপর হযরত উমর (রাযি.) কর্তৃক প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– ما انتم باسمع لما أقول منهم তথা আমি এ লাশগুলোকে যা বলছি তোমরা তা এদের চেয়ে বেশি শুননা। অর্থাৎ, এরা ঠিক তেমনিভাবে আমার কথা শুনছে, যেমন তোমরা শুনছ।

৩। এ সকল হাদীস ছাড়াও কবর জিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোও তাদের দলীল।

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর দিকে নিসবত করা হয় যে, মৃতরা শুনতে পায়না এবং তাদের দলিলস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করা হয়–

১। সূরা নাহলে আছে– انك لا تسمع الموتى। অর্থাৎ আপনি মৃতকে কথা শোনাতে পারবেন না। (সূরা নমল-৮০)

২। সূরা ফাতিরে আছে– و ما انت بمسمع مَن فى القبور, অর্থাৎ, কবরবাসীদেরকে আপনি কিছুই শুনাতে পারবেন না।

সামঞ্জস্য বিধান ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইমাম আজম (রহ.) থেকে মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি অস্বীকার প্রমাণিত নয়; বরং শুধু একটি মাসআলা থেকে কিয়াস করা হয়েছে। আর ঐ মাসআলাটি ফাতহুল কাদীরে আছে। তাহলো এই যে, এক ব্যক্তি কসম খেল, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। অতঃপর ঐ ব্যক্তির ইন্তেকালের পর কবরের পাশে গিয়ে যদি কথা বলে তাহলে কসম ভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে কি না? ইমাম আজম (রহ.) এর মতে ঐ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না।

এ থেকে উৎসারণ করা হয় যে, ইমাম সাহেব মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি অস্বীকার করেন। অথচ শপথের বিষয়টি ওরফের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে যদি চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এগুলোতে শ্রবণ অস্বীকার করা হয়নি। বরং মৃতদের শুনানোর অস্বীকার করা হয়েছে। যার পরিষ্কার অর্থ হল, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় মৃতদের শুনাতে পারি না। মৃতরা শুনতে পারেন– এ কথা আয়াত থেকে কখনো প্রমাণিত হয় না। মোটকথা, বান্দার শক্তি নেই– যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা মৃতদের শুনাতে পারে। তবে আল্লাহ তাআলা নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আমাদেরকে যা ইচ্ছা শোনাতে পারেন।

অতএব যেখানে হাদীসের দলীল বিদ্যমান রয়েছে মৃতদের আল্লাহ তাআলা জীবন দান করে শুনিয়ে দেন। যেমন– হযরত কাতাদাহ (রহ.) এর উক্তি এর দলিল। তাছাড়া জুতার আওয়াজ ইত্যাদির হাদীস এমনিভাবে কবরস্থানে যেয়ে সালাম সম্পর্কিত হাদীসগুলো রয়েছে। (এগুলোতে শ্রবণ অস্বীকার করা যায় না।) কিন্তু যেসব জিনিস সম্পর্কে হাদীসের সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই, সেগুলোকে কিয়াস করে শ্রবণের অধীনে আনা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে। এক সময়ে আমাদের কথা তারা শুনেন, অন্য সময় তারা শুনতে পারেন না। এটা সম্ভব যে, কারো কারো কথা শুনেন আর কারো কারো কথা শুনেন না। অথবা কোন কোন মৃত শুনেন আর কোন কোন মৃত শুনেন না। এ বিষয়টি শুধু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। والله اعلم وعلمه اتم

بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ [৮৫২] : যে ব্যক্তি বরকতময় ভূমিতে (যেমন বায়তুল মুকাদ্দাস) বা তদ্রূপ ভূমিতে দাফন হওয়ার কামনা করে তার সম্পর্কে।

শিরোনামে نحوها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত বরকতময় স্থানসমূহ যেখানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের অনুমতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ " أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ. فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ له يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ أَىْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ "

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর ফিরিশতাকে হযরত মূসার কাছে পাঠানো হলো। ফিরিশতা তাঁর কাছে আসার পর তিনি ফিরিশতাকে চপেটাঘাত করলেন। ফিরিশতার চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। ফিরিশতা তার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মৃত্যুবরণ করতে চায় না। আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশতাকে বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে বলো, একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে। তার হাত যতটুকু জায়গার ওপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। এ কথা তাকে জানানো হলে তিনি আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহর কাছে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুকাদ্দাসে থাকতাম তাহলে পথের ধারে বালুর লাল ঢিবির কাছে হযরত মূসার কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৮, ৪৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এটা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি দাফন হওয়ার জন্য কোনো বরকতময় ভূমি বা কোনো পয়গাম্বর বা অলী-বুযুর্গদের নৈকট্য হওয়াকে পছন্দ করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

২. শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মৃতব্যক্তিকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা জায়েয নেই; কিন্তু যদি মৃতব্যক্তির কামনা এটা থেকে থাকে যে, পবিত্র ও বরকতময় ভূমিতে তার দাফন হবে, তাহলে তা জায়েয আছে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে সর্বাবস্থায় জায়েয আছে।

৩. শায়খ যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একটি সংশয় নিরসন করতে চাচ্ছেন, যা হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)-এর উক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়। তা হলো হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) বলেন–

ان الارض لا تقدس احدا (اي لا فرق بين الدفن في الارض المقدسة وغيرها)

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা তার সমাধান করছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ মালাকুল মাউত ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসেছিলেন, তারপরও হযরত মূসা (আ.) কেন তাকে চড় মারলেন?

উত্তরঃ ফেরেশতা এসেছিলেন মানুষের আকৃতিতে। তাই তিনি তাকে চিনতে পারেননি; বরং তিনি তাকে শত্রু মনে করেছিলেন। এ কারণে তার চড় মারাটা বৈধ এবং সঠিক ছিল।

প্রশ্নঃ ফেরেশতারা অনেক ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী। তারপরও একজন মানুষের চড়ের আঘাতে তার চক্ষু কিভাবে বের হয়ে গেল?

উত্তরঃ যখন কোনো কিছু কোনো আকৃতি ধারণ করে তখন তার মধ্যে ঐ বস্তুর গুণাবলী এসে পড়ে। উদাহরণতঃ জিন জাতি বড়ই শক্তিশালী হয়ে থাকে; কিন্তু যখন তারা সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করে

তখন তাদেরকে একটি লাঠি বা একটি জুতা দ্বারা আঘাত করলেও মরে যায়। তেমনিভাবে হযরত মালাকুল মাউত যখন মানবাকৃতিতে এসেছিলেন, তখন তিনি মানবীয় গুণাবলী নিয়ে এসেছিলেন। এ কারণে এ চড়ের আঘাতে তার চক্ষু বের হয়ে গিয়েছিল।

بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلًا

পরিচ্ছেদ [৮৫৩] : রাতে দাফন করার বর্ণনা প্রসঙ্গে, এবং হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে রাত্রে দাফন করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ. وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ "مَنْ هَذَا". قَالُوا فُلَانٌ. دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৬] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা হয়েছিল। পরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায আদায় করলেন। এবং (দাফনকৃত ব্যক্তির) পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, তাকে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সেখানে গেলেন এবং লোকটির নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত دُفِنَ بِلَيْلَةٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১৮, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মৃত ব্যক্তিকে রাতের বেলা দাফন করা জায়েয আছে। এটিই জুমহূরের মাসলাক। ইমাম বুখারী (রহ.) (রহ.) বাবের এ হাদীসটি উল্লেখ করে জুমহূরের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) উসমান (রাযি.) আলী (রাযি.) এবং ফাতিমা (রাযি.) প্রমুখকে রাতের বেলা সমাহিত করা হয়েছে।

بَاب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ [৮৫৪] : কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ. يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ. وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ. فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ "أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا. ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৭] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত হয়ে পড়লে তার স্ত্রীদের একজন মারিয়া নামক একটি গীর্জাঘরের কথা তাঁকে বললেন, যা তিনি (আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী) হাবশা দেশে দেখেছিলেন। (তার স্ত্রীদের মধ্যে) উম্মে সালামা ও উম্মে হাবিবা হাবশায় গিয়েছিলেন। তারা দুইজনই ঐ গীর্জাঘরের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং ভিতরের চিত্রসমূহের বর্ণনা দিলেন। (এসব কথা শুনে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা তুলে বললেন, ঐসব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য থেকে কোনো সৎ লোক ইন্তেকাল করলে তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে তা এর মধ্যে রাখতো। ঐসব লোক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘণ্য বলে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬১, ৬২, ১৭৯, ৫৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। কারণ, কবর যদি মুসলমানের হয় তাহলে মুসলমান মাইয়্যেতের অবমাননা জায়েয নেই, আর কবর যদি কাফের-মুশরিকদের হয় তাহলে তা হবে মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এমনকি কবরের ডান-বামেও মসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ।

কয়েক বাব পূর্বে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি শিরোনাম গঠন করেছিলেন– باب ما يكره من اتخاذ المسجد তার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করার মাসআলা বর্ণনা করা, আর এ বাবে সরাসরি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের মাসআলা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। তাই বাবের পুনরাবৃত্তির অভিযোগ উথাপিত হবে না।

উম্মে হাবিবা (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও পিতামাতার পরিচয়

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) কুরাইশ নেতা হযরত আবু সুফইয়ান (রাযি.)-এর কন্যা। আবু সুফইয়ানের আসল নাম সাখর বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব। আর মায়ের হলেন সাফিয়্যা বিনতে আবুল আস ইবনে উমাইয়া।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর আসল নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রামলা। কারো কারো মতে হিন্দা।

রূপ লাবণ্য

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) খুবই রূপবতী ছিলেন। সহীহ মুসলিমে পিতা আবু সুফইয়ানের বর্ণনা এভাবে এসেছে, 'আমার কাছে আরবের সেরা সুন্দরী ও সেরা রূপবতী কন্যা উম্মে হাবীবা।'

ভাইবোন

আবু সুফইয়ানের এক কন্যা যায়নাব। তার বিয়ে হয় তায়েফের দাউদ ইবন উরওয়া ইবন মাসউদ আসা-সাকাফীর সাথে। অপর দুই কন্যার বিয়ে হয় উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনত জাহাশ (রাযি.)-এর দুই ভাইয়ের সাথে। ফারি'আকে আবু আহমাদ ইবন জাহাশ এবং উমুম হাবীবাকে উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশ বিয়ে করেন। আবু সুফইয়ানের এক পুত্র হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)।

আবু সুফইয়ানের অপর স্ত্রী এবং উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর সৎ মা হিন্দা বিনত উতবা উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা (রাযি.)-এর কলিজা চিবিয়েছিলেন। হিন্দা

ছিলেন হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর মা। আবু সুফইয়ানের অন্য এক স্ত্রী সাফিয়্যা বিনত আবীল আস উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর মা। মু'আবিয়া (রাযি.) উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর সৎ ভাই। উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর মা সাফিয়্যা ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবন আফফান (রাযি.)-এর ফুফু।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সতেরো বছর পূর্বে উম্মে হাবীবা (রাযি.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আবু সুফইয়ান, তাঁর স্ত্রী হিন্দা ও তার খান্দানের অধিকাংশ মানুষ মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। পিতৃ-পরিবার ইসলামের প্রতি মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিদ্বেষী থাকলেও উম্মে হাবীবা (রাযি.) ইসলামের সূচনা পর্বেই মুসলমান হয়ে যান।

হিজরত

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশসহ মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে উবাইদুল্লাহর ঔরসে কন্যা হাবীবার জন্ম হয়। তবে ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হাবশায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় 'হাবীবা'র জন্ম হয়। এই কন্যার নামে তাঁর উপনাম হয় উম্মে হাবীবা'। তাঁর আসল নাম 'রামলা' হারিয়ে যায় এবং এই উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হাবশায় যাওয়ার কিছুদিন পর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। ফলে তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। উবাইদুল্লাহ এখন বেপরোয়াভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করে। একদিন অতিরিক্ত মদ পানাবস্থায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মতান্তরে মদ্যপ অবস্থায় সাগরে ডুবে মারা যায়। উম্মে হাবীবা (রাযি.) আরও বলেছেন, আমি দেখলাম, কেউ আমাকে ইয়া উম্মাল মু'মিনীন' বলে ডাকছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করবেন।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। এ খবর মদীনায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছলো। উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরী (রাযি.)-কে একটি চিঠি এবং চারশত দীনার দেন-মাহরের অর্থসহ হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি নাজ্জাশীকে লেখেন, 'আমার সাথেই উম্মে হাবীবার বিয়ের কাজ কমাধা করে দাও।' চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নাজ্জাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মে হাবীবার নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। তাঁকে একথাও জানান যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে লিখেছেন। এখন এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য আপনি আপনার পক্ষের একজন উকিল মনোনীত করুন। উম্মে হাবীবা (রাযি.) এ সুসংবাদ দানের জন্য আবরাহাকে নিজের দুইটি রূপোর চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি দান করেন। আর মামাতো ভাই খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আবীল 'আসকে উকিল নিয়োগ করে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান। সন্ধ্যার সময় নাজ্জাশী হাবশায় সহবাসরত হযরত জাউর ইবন আবী তালিব (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (রাযি.) দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাঁদের সবার উপিস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

দেনমোহরের পরিমাণ

বিয়ের দেন-মাহরের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। মুসতাদরিকের একটি বর্ণনায় চার হাজার দীনারের কথা এসেছে। আবু দাউদের বর্ণনায় চার হাজার দিরহামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আবী খায়সামা ইমাম যুহরী থেকে চল্লিশ উকিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লামা যুরকানী চার শো দীনারের বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

মাহরের অর্থ হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর নিকট পৌঁছলে তাঁর থেকে পঞ্চাশ দীনার তিনি দাসী আবরাহাকে দিতে চান। কিন্তু আবরাহা নিতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, নাজ্জাশী আমাকে নিতে বারণ

করেছেন। উম্মে হাবীবা (রাযি.) পূর্বে যা কিছু তাকে দিয়েছিলেন তাও ফিরিয়ে দেন। বিয়ের পর নাজ্জাশী বহু মিশক, আম্বর, সুগন্ধি এবং আরও বিভিন্ন জিনিস উপহার হিসেবে উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর নিকট পাঠান।

বিয়ে সংঘটিত হওয়ার সময়কাল

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর এ বিয়ে হিজরী ৬, মতান্তরে ৭ সনে সম্পন্ন হয়। তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবার বয়স ৩৬ অথবা ৩৭ বছর হবে। বিয়ের পর নাজ্জাশী শুরাহবীল ইবন হাসানা (রাযি.)-এর মতান্তরে জাউর ইবন আবী তালিব (রাযি.)-এর নেতৃত্বে একদল মুহাজিরের সাথে উম্মে হাবীবাকে (রাযি.) জাহাজযোগে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এই কাফেলা যখন মদীনায় পৌছে তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে অবস্থান করছিলেন।

বিয়ের সংবাদ শুনে পিতার অভিব্যক্তি

ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় এসেছে। উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর বিয়ের খবর মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট পৌছে। তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপক্ষ ও দুশমন। তবে তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেননি। তিনি মন্তব্য করেন, 'এমন সম্ভ্রান্ত কুফূ যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।'

প্রথম স্বামীর ঔরসে দুইটি সন্তান 'আবদুল্লাহ ও হাবীবা জন্মগ্রহণ করে। হাবীবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। সাকীফ গোত্রের এক বড় নেতার সাথে তার বিয়ে হয়।

বর্ণিত হাদিস

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর পয়ষট্টিটি (৬৫) হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি হাদীস মুত্তাফাক 'আলাইহি এবং দুইটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, হাবীবা (কন্যা), মু'আবিয়া, উতবা (আবু সুফইয়ানের দুই ছেলে), আবদুল্লাহ ইবন উতবা, আবু সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ সাকাফী, সালিম ইবনু সাওয়ার, আবুল জাররাহ, সাফিয়্যা বিনত শায়বা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, শাহর ইবন হাওশাব, আনবাসা, আবুল মালীহ আমির আল-হুজালী প্রমুখ।

ওফাত

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) তাঁর ভাই হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতকালে হিজরী ৪৪ মতান্তরে ৪২ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাকে মদীনায় দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। তাই ভাই ও বোনের ছেলেরা কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন। কবরের ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, সেটা হযরত আলী (রাযি.)-এর গৃহে ছিল।

একবার তিনি তাঁর ভাই হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য দিমাশক সফরে গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, সেখানে মারা যান এবং সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। ইমাম জাহাবী বলেন, এটা ভিত্তিহীন কথা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবর মদিনাতেই অবস্থিত।

بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ [৮৫৫] : নারীর মৃতদেহ রাখার জন্য কবরে কে প্রবেশ করবে?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ. عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ. فَرَأَيْتُ

عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا. قَالَ "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا". فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ {لِيَقْتَرِفُوا} أَيْ لِيَكْتَسِبُوا

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৮] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কন্যার) কবরের পাশে বসেছিলেন। আমি দেখলাম তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, (তোমাদের মধ্যে) আজ রাতে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওনি এমন কেউ কি আছে? আবু তালহা বললেন, আমি আছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তার কবরে নামো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭১, ১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মাইয়্যেত যদি মহিলা হয় এবং দাফনের সময় মাহরাম লোক উপস্থিত না থাকে তাহলে পুণ্যবান ব্যক্তিরাও কবরে অবতরণ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بِنْتُ رَسُولِ اللهِ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত উম্মে কুলছুম (রাযি.)। তিনি ছিলেন হযরত ওসমান (রাযি.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী। এর পূর্বে নবীজীর কন্যা হযরত রুকাইয়া(রাযি.)-কেও তার নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত রুকাইয়ার মৃত্যুর সময় তাঁর জানাযায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকতে পারেননি; কারণ তখন তিনি বদর যুদ্ধে ছিলেন এবং রুকাইয়া (রাযি.)-এর অসুস্থতার কারণেই তাঁর দেখাশুনার জন্য হযরত ওসমান (রাযি.)-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। হযরত রুকাইয়ার ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কুলছুম (রাযি.)-কেও তার নিকট বিবাহ দেন। [এ কারণেই হযরত ওসমান (রাযি.)-এর উপাধি হলো ذي النورين]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : এখানে হাদীসে যেহেতু لم يقارف শব্দ এসেছে, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাব অনুযায়ী কুরআন কারীমে এ মূলবর্ণের শব্দ ليقترفوا-এর তাফসীর করে দিয়েছেন।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

পরিচ্ছেদ [৮৫৬] : শহীদের উপর জানাযার নামায পড়ার হুকুম সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ. وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

হাদীসের অনুবাদ [১২৬৯] : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দুইজন দুইজন শহীদকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে একই কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কুরআন অধিক মুখস্থ করেছে। দুইজনের যার দিকে ইশারা করে বলে দেয়া হলো প্রথমে তাকেই কবরে নামানো হল। এরপর তিনি বললেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর তিনি রক্তসহ গোসল ব্যতীতই তাঁদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না এবং নামাযে জানাযাও পড়া হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১ ,০ , পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ সব কিতাবের জানাযা অধ্যায়ে এ হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ. عَنْ أَبِي الْخَيْرِ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ. أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا."

হাদীসের অনুবাদ [১২৭০] : হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হয়ে ওহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতদের নামাযে জানাযা আদায় করার মত নামায আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আগেই চলে যাবো। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীও বটে। আর আল্লাহর শপথ, আমি এই মুহূর্তে আমার হাউজে কাওসার দেখতে পাচ্ছি, আমাকে তো পৃথিবীর সম্পদরাশির চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা বললেন, (রাবীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। বরং আর্থিক স্বার্থ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে বলে ভয় করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯, ৫০৮, ৫৭৮-৫৭৯, ৫৮৫, ৯৫১, ৯৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যেহেতু এ বিষয়ে বর্ণনা বিভিন্ন ধরণের রয়েছে তাই এভাবে শিরোনাম গঠন করে সব ধরণের বর্ণনা জমা করে দেয়া। নির্দিষ্ট কোনো হুকুম লাগানো নয়। তাই তিনি কোনো হুকুম নির্ধারণ করেননি। উভয় ধরনের হাদীসবর্ণনা করে দিয়েছেন। বাবের প্রথম হাদীস হলো لم يصل عليهم আর দ্বিতীয় হাদীস হলো صلي علي اهل احد صلاته علي الميت

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ : আল্লাহর রাস্তার শহীদদের জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখ শহীদদের উপর জানাযার নামায পড়ার বিপক্ষে। ইমাম আজম আবু হানীফা, হাসান বসরী প্রমুখ জানাযার নামায পড়ার স্বপক্ষে।

উল্লেখ্য মাযহাবের বিভিন্নতার কারণে মাযহাবের বিবরণেও মতপার্থক্য হয়ে যায়। ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইসহাক (রহ.) কে ইমাম আজম এর সাথে বর্ণনা করেন। (তিরমিযী : ১২৩)

ইমাম আহমাদ (রহ.) এর দুটি উক্তি আছে- ১। নিষেধ, ২। দলীলগুলোর বিরোধের কারণে নামায পড়াই মুস্তাহাব। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এর তাকরীরে তিরমিযীতে আছে- و قال احمد الصلوة مستحبة و يجوز تركها। অর্থাৎ, ইমাম আহমাদ (রহ.) এর উক্তি মতে, নামায পড়া মুস্তাহাব, বর্জন করাও জায়েয আছে। (আল আরফুশ শাযী : ৩৪৭)

ইমাম মালেক (রহ.) এর মাযহাব সাধারণ কিতাবাদিতে শাফেয়ীদের মাযহাবের অনুরূপ নামায নিষেধই বর্ণিত রয়েছে। তবে মুদাওয়ানার হাশিয়ায় আছে, যদি কাফেররা আক্রমণ চালায় তবে সে যুদ্ধের শহীদদের উপর জানাযার নামায হবে না। আর যদি আক্রমণ চালায় মুসলমানরা তাহলে তখন শহীদের উপর জানাযার নামায পড়তে হবে। যেহেতু উহুদ যুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল কাফেররা, তাই তাদের জানাযার নামায পড়া হয়নি।

মোটকথা হল, মূল মাযহাব দু'টি। ১। আইম্মায়ে ছালাছা বলেন, শহীদদের জানাযার নামায পড়া হবে না। আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেন- فذهب الشافعى و مالك و أحمد و اسحاق فى رواية الى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يُغسل و اليه ذهب الظاهر অর্থাৎ, ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমাদ (রহ.) এর এক উক্তি অনুযায়ী ইসহাক (রহ.) এর মাযহাব হল, শহীদদের উপর জানাযার নামায পড়া হবে না। যেমনিভাবে শহীদকে গোসল দেয়া হয় না। আসহাবে জাহিরগণ এ মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। (উমদা : ৮/১৫২)

আইম্মায়ে ছালাছার প্রমাণাদি

১। হযরত জাবির (রাযি.)-এর উপরোক্ত হাদীসইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল জানাইযে (পৃ. ১৭৯/১৮০) এটি বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়া হয়নি, যেমনিভাবে তাদের গোসল দেয়া হয়নি। তাছাড়া, এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডে (পৃ. ১২৩) রয়েছে।

২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.)-এর হাদীস- ان شهداء احد لم يُغسَلوا دفنوا بدمائهم و لم يُصلّ عليهم অর্থাৎ, নিশ্চয় উহুদের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে স্বীয় রক্তাক্ত পোশাকে দাফন করা হয়েছে এবং এসব শহীদের উপর জানাযার নামায পড়া হয়নি। (আবু দাউদ : ২/৯৯)

৩। মূলত জানাযার নামায হলো মৃতদের জন্য সুপারিশ ও মাগফিরাতের একটি দোয়া। শহীদগণ জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের কারণে গোনাহ থেকে পাক-পাক হয়ে যায়। কারণ, তরবারি সমস্ত গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। সুতরাং এরপর জানাযা নামাযের মাধ্যমে কারও মাগফিরাত ও সুপারিশের দোয়া করার দরকার নেই।

৪। চতুর্থ প্রমাণ আল্লাহর বাণী- و لا تحسبنّ الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتا الخ "যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেছেন তোমরা তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা সকলেই জীবিত।"

স্পষ্ট বিষয় যে, জানাযার নামায হয় মৃতদের, জীবিতদের নয়।

দ্বিতীয় মাযহাব হল- জানাযার নামায পড়া হবে এবং শহীদদের উপর জানাযার নামায পড়া ওয়াজিব। এ মাযহাবই হল- ইমাম আজম, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.) এর। এ মতই গ্রহণ করেছেন- ইমাম

আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবু লায়লা ও এক হাদীসঅনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। যেমন– আল্লামা তারকুমানী (রহ.) লিখেন–

قال فقهاء الكوفة ابن ابي ليلى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و فقهاء البصرة عبد الله. الحسنُ و غيره و فقهاء الشام سليمانُ بن موسى و الأوزعي و سعيد بن عبد العزيز يُصلى على الشهداء[2]

হানাফী প্রমুখের দলীল-প্রমাণ

১। পরবর্তী অনুচ্ছেদে হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.)-এর হাদীস আসছে–

ان النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت

অর্থাৎ, নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং শুহাদায়ে উহুদের উপর এভাবে নামায পড়লেন, যেমনিভাবে মৃতের নামায পড়া হয়। (বুখারী : ২/৫৮৫, আবু দাউদ : ২/১১১)

২। عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال اغرنا على حي من جهينة الخ أبو داؤد আবু সাল্লাম এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, আমরা জুহাইনার এক গোত্রের উপর হামলা করি। একজন মুসলমান এক শত্রুর পিছু ধাওয়া করে তার উপর হামলা চালায়। কিন্তু ঐ হামলা শত্রুর উপর লাগেনি উল্টা তার উপর লেগেছে। ফলে সে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– হে মুসলমানরা! এতো তোমাদের ভাই। অতঃপর লোকজন দৌড়ে এসে তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার রক্তমাখা পোশাকে রেখে দিয়ে তার উপর নামায পড়লেন এবং দাফন করলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি শহীদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ। আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।

এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় صلى عليه শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি এ শহীদের জানাযার নামায পড়েছেন।

৩। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক (রহ.) শরহে সফরুস সাআ'দাতে লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমর ইবনে আ'স (রাযি.)-কে ৯০০ এর এক বাহিনীসহ ইলা ও শাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ১৩০ জন লোক শহাদাত বরণ করেন। আমর ইবনে আ'স (রাযি.) এসব শহীদের জানাযার নামায পড়েন। (আসাহহুস সিয়ার : ১৫৮, ফাতহুল কাদীর : ১/৪৭৫)

৪। হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে ঈমান আনেন এবং বললেন– আমি এজন্যই ঈমান এনেছি– যাতে করে আমার গলায় তীর বিদ্ধ হয় এবং আমি মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে সত্যিকার লেনদেন কর তবে তিনি তোমার কথা সত্য সত্য করে নিবেন। কিছুক্ষণ পর লোকেরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তারপর সে লোকটিকে আহত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত করা হল। তার গলায় তীর বিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি ওই ব্যক্তি? লোকজন বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে সে সত্য বলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে সত্য করে দেখিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফনের পর তার জানাযার নামায পড়েছেন। (তাহাভী : ১/২৪৪, নাসাঈ)

আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, জানাযার নামায পড়তে যারা নিষেধ করে থাকেন, তাদের নিকট আবু সাল্লাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আবু দাউদের হাদীস ও সাদ্দাদ ইবনে হাদের এই রেওয়ায়েতের কোন উত্তর নেই এবং এসব সুস্পষ্ট রেওয়ায়াতের কারণে আল্লামা শাওকানী (রহ.) শহীদদের জানাযার নামাযকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

[২] (৪/১৩, উমদাতুল কারী : ৮/১৫২)

আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেন, হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যের ১০টি কারণ আছে–

১। হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা নামায প্রমাণিত হয়। এমনিভাবে যে সমস্ত হাদীস দ্বারা নামায প্রমাণিত হয় সেগুলোও ইতিবাচক। পক্ষান্তরে হযরত জাবির (রাযি.)-এর হাদীস নেতিবাচক। আর বান্দার দিকে লক্ষ্য করলে বিরোধকালে ইতিবাচক হাদীসের প্রাধান্য হয়।

২। হযরত জাবির (রাযি.) স্বীয় পিতা ও চাচার শাহাদাতের কারণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাকে মদীনায় দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য মদীনায় চলে যান। কিন্তু তিনি যখন ঘোষণা শুনলেন যে, শহীদদেরকে তাদের শাহাদাতস্থানে দাফন করা হবে, তিনি তখন দ্রুত ফিরে আসেন। এ কারণে তিনি জানাযা নামাযের সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

৩। হানাফিদের অনুকুল হাদীসবিরোধীদের হাদীসসমূহ অপেক্ষা অধিক।

৪। জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। সুতরাং রেওয়ায়েতের পারস্পারিক বিরোধের কারণে তা বর্জন না করা। কিন্তু গোসলের জন্য বর্জন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েতের মধ্যে বিরোধ নেই।

৫। শহীদদের উপর জানাযার নামায যদি লিপিবদ্ধ না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্ণনা করতেন। যেমন– গোসল না দেয়ার হুকুম দিয়েছেন।

৬। এমনও হতে পারে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়েননি, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম পড়েছেন।

৭। আবার এমনও হতে পারে ঐ দিন পড়েননি, পরে পড়েছেন। কারণ, সেদিন তিনি মারাত্মক আহত ছিলেন। বিশেষতঃ স্বীয় চাচা হামযা (রাযি.)-এর কারণে তিনি বিষণ্ন ছিলেন। পরবর্তীতে এজন্য নামায পড়েছেন যে, শহীদদের দেহে কোন পরিবর্তন আসে না। এক রেওয়ায়েতে আছে, ৮ বছর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়েছেন।

৮। অনেক হাদীসদ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য স্থানের শহীদের জানাযার নামায পড়েছেন।

৯। নামায পড়ার হাদীসের এই ব্যাখ্যা সঠিক নয় যে, নামায দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য। কারণ, হাদীসে এমন আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন নামায পড়েছেন যেমন মৃতদের উপর পড়া হয়।

১০। নামায পড়ার মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা ও সওয়াব অর্জন। যেমন– হাদীসে রয়েছে– مَن صلى على ميتٍ فله قيراطٌ- নবীজী এ ইরশাদে কাউকেও নির্দিষ্ট করেননি যে, শহীদের উপর নয় বা গায়রে শহীদের উপর। সুতরায় শহীদের উপর নামায পড়লেও সাওয়াব পাওয়া যাবে। (উমদাতুল কারী : ৮/১৫৫)

শাফেয়ীদের দলীলের উত্তর

প্রথম দলীলের উত্তর হল– হযরত জাবির (রাযি.) এবং হযরত আনাস (রাযি.)-এর হাদীসের শব্দ হল– لم يُصل عليهم অর্থাৎ, এসব শহীদের উপর জানাযার নামায পড়া হয়নি। আমরা বলব, এর উদ্দেশ্য হল, لم يصلّ عليهم كصلوته على حمزة حيث صلى عليه مرارا অর্থাৎ, হযরত হামযা (রাযি.)-এর উপর যেমনিভাবে বারবার নামায পড়া হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যান্য শহীদদের উপর নামায পড়া হয়নি। যেমন– ইবনে মাজাহ ও তাহাভী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের উপর পালাক্রমে নামায পড়েছেন। দশ দশজন সাহাবীকে হযরত হামযা (রাযি.)-এর পাশে রাখতেন। নামাযের পর তাদেরকে তুলে নেয়া হত। এরপর অন্যদেরকে তাদের স্থলে রাখা হত। অথচ হযরত হামযা (রাযি.)-কে নিজ স্থানে রেখে দেয়া হত। এমনিভাবে হযরত হামযা (রাযি.)-এর জানাযার নামায পড়া হয়েছে ৭০ বার। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাহাভী শরীফ দেখুন।)

দলীলের দ্বিতীয় উত্তর হল– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নামায পড়েননি। কারণ, তিনি তখন ছিলেন জঘন্য আহত। অন্যান্য সাহাবী পড়েছেন। যেমন– কোন কোন রেওয়ায়েতে لم يُصلّ عليهم শব্দটি معروف শব্দে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় দলীলের উত্তর– শাফেয়ীগণের তৃতীয় দলীল ছিল শাহাদাতের কারণে যেহেতু গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন থাকে না। এর উত্তর হল, মানুষ মর্যাদায় যতই উচ্চ স্তরে পৌছুক না কেন তা সত্ত্বেও দোয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। কারণ, নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। শাহাদাতের কারণে যদি অমুখাপেক্ষিতা এসে যেত তারপরেও হযরত আবু বকর, উমর (রাযি.) থেকে তো অগ্রসর হতে পারত না। তাঁদের তো জানাযার নামায হয়েছে। আরেকটু অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায পড়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবুওয়াতের মর্যাদাতো হাজার শাহাদাতের মর্যাদা অপেক্ষা উঁচু স্তরের। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও শীর্ষ রাসূলের মর্যাদার কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখেনা। তাঁরও তো জানাযার নামায পড়া হয়েছে।

চতুর্থ দলীলের উত্তর– শাফেয়ীগণের চতুর্থ দলীল ছিল শহীদগণ জীবিত। আর জানাযার নামায হয় মৃতদের। এর উত্তর স্পষ্ট যে, শহীদগণ জীবিত হল পরকালীন বিধানে, দুনিয়াবী বিধানে নয়। অন্যথায় তাদের স্ত্রীগণের বিবাহ বৈধ হত না এবং তাদের ধন-সম্পদও উত্তরাধিকারীগণের মাঝে বিলিবন্টন করা হত না। والله اعلم,

بَاب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ [৮৫৭] : দুই বা তিন ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ. أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭১] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুইজন করে একত্রে দাফন করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯, ১৮০, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, প্রয়োজনের সময় দু'জনকে এক কবরেও দাফন করা যাবে। তবে পুরুষের সাথে যেন মহিলা না থাকে।

তাছাড়া হযরত হাসান বসরী (রহ.) যেহেতু এটাকে জায়েয মনে করেন না, তাই তাঁর মতকে খণ্ডন করাও ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য। মূলত হাসান বসরী (রহ.) প্রয়োজন না থাকার সময় নাজায়েয মনে করতেন। তাছাড়া হানাফীরাও বিনা প্রয়োজনে একত্রে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করাকে মাকরূহ মনে করেন।

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

পরিচ্ছেদ [৮৫৮] : শহীদদেরকে গোসল না দেয়ার বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ جَابِرٍ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ. وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭২] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদদেরকে রক্তাক্ত দেহেই দাফন করো। এ কথা তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিনই বলেছিলেন। আর ঐসব শহীদদেরকে গোসলও দেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَمْ يُغَسِّلْهُم-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, শহীদদেরকে গোসল করানো হবে না। বরং তাদেরকে রক্ত রঞ্জিত পোশাকেই দাফন করা হবে। চার ইমাম এবং জুমহুরের মাযহাব এটাই। শুধু আবু হুরায়রা (রাযি.) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযি.)-এর মতে শহীদদেরকে গোসল করানো হবে। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা তাদের মতকে খণ্ডন করেছেন।

بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ {مُلْتَحَدًا} مَعْدِلًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا

পরিচ্ছেদ [৮৫৯] : কবরে কাকে আগে নামানো হবে?

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.)) বলেন, বগলী কবরকে لحد এজন্য বলা হয় যে, তা এক পার্শ্বে থাকে। এবং প্রত্যেক জালিমকে مُلْحِد বলা হয়। এ মূলবর্ণ থেকেই পবিত্র কুরআনে আছে ملتحدا যার অর্থ হলো আশ্রয়স্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল। আর যদি সোজা সিন্দুকী কবর হয় তাকে বলা হয় ضريح

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ. قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ " أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ " أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. قَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ. حَدَّثَنَا مَنْ. سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৩] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের দুইজন দুইজন শহীদকে একত্রিত করে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান বেশি অর্জন করেছিলো? জবাবে তাকে যখন দুইজনের মধ্যে একজনের প্রতি ইশারা করে বলা হলো, তখন তাকেই প্রথমে কবরে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী

হবো। এরপর রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করছিলেন। তিনি তাদের কাউকেই গোসল দেননি, জানাযাও পড়েননি। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক বলেন, আওযায়ী যুহরীর মাধ্যমে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ) বলেছেন, ওহূদ যুদ্ধের শহীদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, এদের মধ্যে কে কোরআনের জ্ঞান বেশি অর্জন করেছিলো? জবাবে যখন কারো প্রতি ইশারা করে নির্দেশ করা হচ্ছিলো, তখন তার সঙ্গীর আগে তাকে কবরে রাখছিলেন। জাবের বলেন, আমার আব্বা ও চাচাকে একই সাথে একটি নকশা করা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো।

সুলাইমান ইবনে কাসীর বলেন, আমাকে যুহরী বলেছেন যে, তাকে হাদীসটি এমন ব্যক্তি বলেছেন, যিনি হযরত জাবের (রাযি.) থেকে শুনেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯, ১৮০, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: প্রশ্নবোধক শিরোনামের অধীনে হাদীস উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, اكثر آخذا للقرآن [কবরে আগে নামানো হবে অধিক কুরআন মুখস্তকারীকে] অর্থাৎ অধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে কবরে আগে নামানো হবে, তারপর নামানো হবে পর্যায়ক্রমে অন্যদেরকে।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) এর পরিচয় : তাঁর নাম আবদুর রহমান, কনিয়াত আবু আমর, উপাধি আওযায়ী, পিতার নাম আমর। তিনি একজন উচ্চস্তরের তাবে তাবেয়ী ছিলেন। ৮৮ হিজরীতে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেশকে প্রথমদিকে বসবাস করলেও পরবর্তীকালে চলে যান বৈরুতে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে বসবাস করেন। ১৫৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

بَابُ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ [৮৬০] : কবরে ইযখির ও শুষ্ক ঘাস বিছানো প্রসঙ্গে

إِذْخِرْ বলা হয় একপ্রকার সুগন্ধি ঘাসকে। যা, মক্কা মুকাররমায় প্রচুর পরিমাণ জন্মায়। حَشِيشْ অর্থ শুষ্ক ঘাস, কর্তিত সবুজ ঘাস।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ. فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا. وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا. وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ " إِلَّا الْإِذْخِرَ ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ". وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ. قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ.

---

[৩] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৭, পৃ: ৮৬]

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারো জন্য বৈধ করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য বৈধ করা হবে না। হ্যাঁ, তবে আমার জন্য একটি দিনের অল্প কিছু সময়ের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল (মক্কা বিজয়ের দিন)। এখানের ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না এবং ঘোষণা করে জানানোর উদ্দেশ্য ব্যতীত পড়ে থাকা কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। (এসব কথা শুনে) আব্বাস বললেন, তবে আমাদের স্বর্ণকারদের ও কবরের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ব্যতীত। আবু হুরাইরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের ঘর ও কবরের জন্য' কথা দুইটি বর্ণনা করেছেন।

আর আবান ইবনে সালেহ, হাসান ইবনে মুসলিম থেকে তিনি সাফিয়্যা বিনতে শায়বা হতে বর্ণনা করেন, সাফিয়্যা বলেন, আমি নবীজীকে এমন বলতে শুনেছি। আর মুজাহিদ, তাউস, ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে কর্মকার ও ঘর-এর কথা বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯-১৮০, ২১৬, ২৪৭, ২৮০, ৩৩৮, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হেজাজ এলাকায় ইযখির ঘাস প্রচুর পাওয়া যায়। যা ঘরের কাজে, কবরে বিছানোর কাজে এবং স্বর্ণকার, কর্মকারদের কাজেও তা ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, ইযখির ঘাস অনেক কাজে আসে। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যতিক্রম রেখেছেন,এবং তা কর্তনের অনুমতি প্রদান করেছেন।

প্রশ্নঃ হাদীসে তো حَشِيش শব্দ নেই, তারপরও ইমাম বুখারী (রহ.) তা বৃদ্ধি করার কারণ কি?

উত্তরঃ মূলত তিনি হাশীশকে ইযখিরের উপর কিয়াস করেছেন।

بَاب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

পরিচ্ছেদ [৮৬১] : প্রয়োজনবশত কবর থেকে লাশ উত্তোলন করা যাবে কি না?

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. وَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ. وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. فَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هَارُونَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৫] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি তাকে কবর

থেকে উঠানোর আদেশ করলেন। তিনি তাকে দুই হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং নিজের মুখের লালা ফুঁকে দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সত্য কি না তা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এক সময় আব্বাসকে তার গায়ের জামা পরিয়েছিলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আবু হারুন বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে তখন দুইটি জামা ছিল। তাই আব্দুল্লাহর পুত্র বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যে জামাটি আপনার শরীর স্পর্শ করে আছে ঐটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান বলেন, সকলের ধারনা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহর কৃত বদান্যতার পরিবর্তে তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৯, ১৮০, ৪২২, ৮৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ. غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَتُ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ. ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৬] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেছেন, ওহূদ যুদ্ধের সময় কাছাকাছি হলে আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) রাতে আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা নিহত হবে, আমি তাদের প্রথম ব্যক্তি হবো। এ অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত তোমার চাইতে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমি ঋণগ্রস্ত। ঋণ পরিশোধ করে দিবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ও ভাল উপদেশ দিবে। পরদিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথম শহীদ হলেন। তার কবরে অন্য এক ব্যক্তিকে তার সাথে আমি দাফন করলাম। কিন্তু অন্য একজনের সাথে তাকে কবরে রাখা আমার কাছে ভালো মনে হলো না তাই ছয় মাস পরে আমি তাকে কবর থেকে উঠালাম। তার কর্ণ ব্যতীত সমগ্র শরীর এমন ছিল যেন ঐদিন কিছুক্ষণ আগেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৭] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেছেন, আমার পিতার সাথে অন্য আরেকজন লোককে দাফন করা হয়েছিল কিন্তু আমার কাছে তা পছন্দ হলো না। তাই তাকে কবর থেকে উঠিয়ে অন্য আরেকটি কবরে দাফন করলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى أَخْرَجْتُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, প্রয়োজন হলে কবর থেকে লাশ উঠানো যাবে। অথবা যারা বলে যে, কোনোক্রমেই কবর থেকে লাশ উঠানো যাবেনা ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা হলো তার উদ্দেশ্য হলো। তিনি হাদীস উল্লেখ করে তাদের মতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন।

بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ [৮৬২] : বগলী কবর ও সিন্দুক কবর প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৮] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুইজন দুইজন পুরুষের লাশ একসাথে করে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কোরআনের জ্ঞান বেশি রাখে। তাকে যখন কোনো একজনের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হতো, তখন তিনি তাকেই প্রথমে লাহাদে (ভিন্ন ধরনের কবর) রাখছিলেন এবং বলছিলেন কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা শরীরেই তাদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসলও দিলেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৯, ১৮০, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বগলী কবর উত্তম। এবং শিরোনামে لحد শব্দের সাথে شق বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, উভয়টিই জায়েয আছে, তবে উত্তম হলো বগলী কবর।

بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى

পরিচ্ছেদ [৮৬৩] : যদি শিশুসন্তান মুসলমান হয় (এবং যুবক হওয়ার পূর্বেই) মারা যায় তাহলে তার জানাযার নামায পড়া হবে কি না? এবং বাচ্চাকে মুসলমান বলা যাবে কি না?

হযরত হাসান বসরী, কাজী শুরাইহ, ইবরাহীম নখয়ী, কাতাদাহ (রহ.) প্রমুখ বলেন যদি পিতামাতা উভয়ের কোনো একজন মুসলমান হয় তাহলে শিশু সন্তান তার সাথেই থাকবে। এবং ইবনে আব্বাস (রাযি.) তার মায়ের সাথে দুর্বল মুসলমান (মনে করা হতো) ছিলেন এবং পিতার সাথে স্বগোত্রের সাথে ছিলেন না। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে– "ইসলাম সমুচ্চ ও বিজয়ী থাকে, তা নিচু ও পরাভূত হয় না।"

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ " أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ". فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ. فَقَالَ لَهُ " مَاذَا تَرَى ". قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ " ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا ". فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ " اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ". فَقَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ ".

وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ ـ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ ـ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ ". وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ رَمْرَمَةٌ، أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৭৯] : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, ওমর (ইবনুল খাত্তাব) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে ইবনে ছইয়াদের কাছে গেলেন। আরো কিছু লোক সাথে ছিল। তারা সকলেই ইবনে ছইয়াদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে দেখতে পেল।

সেই সময় ইবনে ছইয়াদ যুবক বয়সে পৌঁছার কাছাকাছি। সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন বুঝতে পারার আগেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়ে হাত রাখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করো যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন ইবনে ছইয়াদ তার দিকে তাকিয়ে দেখলো এবং বললো, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর ইবনে ছইয়াদ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? একথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে ছইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি দেখতে পাও? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার অস্পষ্ট হয়ে আছে বা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এবার) তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, পারলে তা বলে দাও। ইবনে ছঈয়াদ বলল, তা হল ধোঁয়া। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও দূর হও। তুমি নিজের ক্ষমতা বা সীমার বাইরে যেতে পারো না। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রাপ্তির বিশেষ উৎস অহী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। এই সময় ওমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ যদি সেই হয় অর্থাৎ মসীহে দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয় তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো লাভ নেই।

সালেম বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে ওমরকে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উবাই ইবনে কা'আব একটি খেজুর বাগানে গেলেন যেখানে ইবনে ছইয়াদ ছিল। তিনি ধারণা করছিলেন যে, ইবনে ছইয়াদ তাকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনবেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন, একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে এবং গুনগুন করছে। ইবনে ছইয়াদের মা দেখতে পেলো যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর শাখায় নিজেকে আড়াল করে এগিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং সে ইবনে ছইয়াদকে ডাকলো, হে সাফ (এটি ইবনে ছইয়াদের নাম) দেখছো না মুহাম্মাদ এসেছেন? ইবনে ছইয়াদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়ল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে (ইবনে ছইয়াদের মা) যদি তাকে (তার মা) তেমন থাকতে দিত, তাহলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০-১৮১, ৪২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ- وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ. فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ "أَسْلِمْ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৮০] : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, এক ইহুদি বালক আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তখন

তার পিতার দিকে চেয়ে দেখলো। তার পিতা কাছেই উপস্থিত ছিলো। সে বললো, আবুল কাসেম (আল্লাহর রাসূল) যা বলছেন তাই করো। অতপর ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হেয় এসে বললেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَالَ لَهُ "أَسْلِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي، مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي، مِنَ النِّسَاءِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৮১] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার মা ছিলাম অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত। আমি ছিলাম শিশু আর আমার মা ছিলেন নারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي، مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ৬৬০, ৬৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلاَمَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৮২] ঃ হযরত ইবনে শিহাব (রাযি.) বলেছেন, প্রতিটি মৃত নবজাতকের নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে, যদি সে ব্যভিচারিণীর সন্তানও হয়। কারণ, সে ইসলামি স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার পিতামাতা উভয়ে ইসলামের অনুসারী হয় অথবা শুধু পিতা ইসলামের অনুসারী হয় এবং মা ইসলামের অনুসারী না হয়, আর ভূমিষ্ঠ হবার পরে সে শিশুটি যদি চিৎকার করে কেঁদে থাকে, তাহলে তার নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু যে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে না, তার নামাযে জানাযা আদায় করা হবে না। কারণ, সে গর্ভপাতে নষ্ট হয়েছে। আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামি স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা আগুনের পূজারী হিসেবে গড়ে তোলে। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেটার অনুসরণ করে উক্ত শিশুকেও সেই মতাবলম্বী করে গড়ে তুলে। যেমন চতুস্পদ জন্তু নিখুঁত চুতস্পদ জন্তু হিসেবেই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি তার নাক বা অন্য কোনো অংশ কাটা দেখতে পাও? এরপর আবু

হুরাইরা কুরআনের এ আয়াতের আবৃত্তি করলেন- {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} এটিই আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ১৮৫, ৭০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৩] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামি স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদি খ্রিস্টান অথবা অগ্নি পূজক করে গড়ে তুলে। (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্মবিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে গড়ে তুলে)। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটি চতুষ্পদ জন্তু হিসেবেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি? এরপর আবু হুরাইরা (রাযি.) কোরআনের এ আয়াত (فطرة الله.........) আবৃত্তি করলেন, এটিই আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোনো পবিরর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ১৮৫, ৭০৪, ৯৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বুঝমান শিশুর উপর ইসলাম পেশ করা হবে। অর্থাৎ তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে এবং এমন শিশুর ইসলাম গ্রহণযোগ্য। জুমহূরের মতও এটিই।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে সন্দেহের সাথে هل يعرض علي الصبي الاسلام উল্লেখ করেছেন। আর এটা স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী (রহ.) দীর্ঘ ষোল বছরে বুখারী শরীফ লিখেছেন। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মতামত পরিবর্তন হতে পারে। যেমন এ মাসআলায়ও তার মত পরিবর্তন হয়েছে। তাই তিনি সামনে গিয়ে কিতাবুল জিহাদে ৪২৯ পৃষ্ঠায় শিরোনাম কায়েম করেছেন 'শিশুর উপর ইসলাম পেশ করা হবে কি না?' এ শিরোনাম দ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেছে। সেখানে তিনি দৃঢ়তার সাথে শিরোনাম গঠন করেছেন- باب كيف يعرض الاسلام علي الصبي

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ابْنُ صَيَّادٍ : এ ছিল একটি ইহুদি শিশু, যার নাম ছিল صَافِي বা আব্দুল্লাহ। আল্লামা কুসতুল্লানী মুসনাদে আহমদের উদ্বৃতিতে হযরত জাবির (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদি এক নারীর ঘরে একটি সন্তান জন্মলাভ করে। যার একটি চক্ষু ছিলই না, অপর চক্ষটিও ছিল উপরের দিকে উত্থিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করলেন যে, ছেলেটি দাজ্জাল নয়তো? (কুসতুল্লানী খ. ৩)

কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে কানা দাজ্জাল সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ অবগত হয়েছিলেন তার কিছু কিছু ইবনে ছইয়াদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া তার কিছু কিছু অবস্থা বিস্ময়কর ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সন্দিহান ছিলেন যে, সম্ভবত এটিই সেই কানা দাজ্জাল। কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম তো শপথ করে বলতেন যে, এটিই কানা দাজ্জাল।

জুমহূর বলেন, এ ইবনে ছইয়াদ সেই ইবনে ছইয়াদ নয় যে কিয়ামতের পূর্বে আবির্ভূত হবে; তবে সে ঐ দাজ্জালসমূহের একজন। ইবনে ছইয়াদ সম্পর্কে মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, দাজ্জালের কিছু কিছু নিদর্শন তার মধ্যে ছিল, তাই প্রথমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ ছিল। অতঃপর অনুসন্ধানের জন্য তিনি নিজে সেখানে গমন করেন এবং সেখানে গমনের পর যা যা হয়েছে তার বিবরণ হাদীসে রয়েছে।

প্রশ্ন: ইবনে ছইয়াদ তো নবুওয়াতীর দাবি করেছিল, তারপরও তাকে হত্যা না করার কারণ কি?

উত্তর: সে ছিল ইহুদি বংশোদ্ভূত সন্তান। আর তখন ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি ছিল। অথবা সে নাবালক ছিল। তাই তাকে হত্যা করা হয়নি।

بَاب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

পরিচ্ছেদ [৮৬৪] : যদি মুশরিক মৃত্যুর সময় (প্রাণ হরণ শুরুর পূর্বে) لا اِلٰهَ الا الله পড়ে তাহলে তার হুকুম সম্পর্কে?

অর্থাৎ যদি পরকালের অবস্থা তার উপর স্পষ্ট না হয়, তখন ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু যদি পরকালের অবস্থা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তার প্রাণ হরণ শুরু হয়ে যায় তখন ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য নয়। –

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأَو بأسَنا

অর্থাৎ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপশয়ে আসলো না।

(সূরা মুমিন-৮২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وقال تعالي : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتي اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار

আল্লাহ তাআলা বলেন:

অর্থাৎ তওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে। অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে, সে বলে, আমি এখন তওবা করতেছি, এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। (সূরা নিসা-১৮)

وقال في قصة فرعون آلئن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين

ফিরআউনের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, এখন তুমি ঈমান আনছো? অথচ ইতিপূর্বে তুমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে?

وفي حديث ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

হাদীস শরীফে ইরশাদ আছে-মৃত্যুর গরগরা শুরু হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করেন।

মোটকথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মুমূর্ষ অবস্থায় প্রাণ হরণের সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। আবু তালিবকেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণ হরণের পূর্বে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন; আর তখন প্রাণ হরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বলা হয় যে, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে আবু তালিবের শাস্তি কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَالِبٍ " يَا عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ". فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৪] ঃ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাযি.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু তালেবের মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন। সেখানে তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রাবী বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবকে বললেন, হে আমরা চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবো। তখন আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালেব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন আর তারা দুইজনও (আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া) তাদের কথা বার বার বলতে থাকলো। এ ব্যাপারে আবু তালেব শেষ কথা যা বললেন, তা হলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সাথে সাথে তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! তবুও যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন– {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ....} নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না– যদিও তারা (মুশরিকরা) কাছের আত্মীয় হয়। কারণ, তারা জাহান্নামবাসী হবে এটা (তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই) স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। (সূরা তাওবা-১১৩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَا عَمِّ. قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ. كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ-অংশের সাথে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালিবের মৃত্যুর মুহূর্তে এটা বলেছিলেন এবং এটাই সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলেছিলেন প্রাণ হরণ শুরুর পূর্বে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবু তালিব মৃত্যুর সময় এ কালিমা পাঠ করলে তা গ্রহণযোগ্য হতো।

মোটকথা শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত دلالت التزامي হিসেবে; এ কারণেই আল্লামা আইনী বলেন–

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لان الترجمة فيما اذا قال المشرك عند الموت لا اِلٰهَ الا الله والحديث فيما اذا قيل للمشرك قل لا اِلٰهَ الا الله (عمدة)

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ৫৪৮, ৬৭৫, ৭০২, ৯৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মৃত্যুর সময়ও কোনো মুশরিক তওবা করলে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে, তবে শর্ত হলো প্রাণ হরণ শুরু না হওয়া (অর্থাৎ যদি আখেরাতের অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হয়ে যায়) তখন আর ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ- যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আবু তালিবের অনেক অনুগ্রহ ছিল। আবু তালিব নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আপন সন্তানের ন্যায় বরং তদপেক্ষা অধিক যত্ন করে প্রতিপালন করেছেন। কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহব্বতের কারণে বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য দোয়া করতে থাকব। এই বলে তিনি দোয়া করা শুরু করে দিয়েছিলেন। এমতবাস্থায় কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তিনি যেন মুশরিকের জন্য দোয়া না করেন।এরপর তিনি তার জন্য দোয়া করেননি।

بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ

পরিচ্ছেদ [৮৬৫] : কবরের ওপর খেজুর গাছের শাখা গাড়া প্রসঙ্গে

হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযি.) অসিয়ত করেছিলেন তার কবরে যেন দুটি শাখা গাড়া হয়। হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কবরের উপর একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে বললেন হে বালক! এটা সরিয়ে দাও। কারণ, এটা তার আমলকে ছায়াবৃত করে রাখবে। হযরত খারেজা বিন যায়েদ বলেন, আমরা

হযরত ওসমান (রাযি.)-এর যুগে আমাদের যুবকদের মধ্য হতে ঐ ব্যক্তিকে সর্বাধিক লম্ফদাতা মনে করতাম, যে উসমান বিন মাযউনের কবর লাফ দিয়ে পার হতে পারত। হযরত উসমান বিন হাকীম বলেন, খারেজা বিন যায়েদ আমার হাত ধরে আমাকে একটি কবরের উপর বসিয়ে দিয়ে স্বীয় চাচা এজিদ বিন ছাবিত হতে হাদীসকরেন যে, কবরের উপর বসা এজন্যই মাকরূহ ও নিষিদ্ধ, কারণ, তার উপর প্রস্রাব-পায়খানা করে দিবে। আর নাফে' বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) কবরের উপর বসতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله: أَشَدَّنَا وَثْبَةً - কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত উসমান বিন মাযউনের কবর উঁচু ছিল। কিন্তু এও হতে পারে যে, তারা লম্বালম্বি লাফ দিত। শায়খ ইবনে হুমাম বলেন, কবর এক বিঘতের অধিক উঁচু করা মাকরূহ।

قوله : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবরের সাথে হেলান দেয়া; সরাসরি কবরের উপর বসা নয়। কারণ, কবরের উপর বসা মাকরূহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৫] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কবর দুইটিতে আযাব হচ্ছে। তিনি বললেন, কবরের দুইজন অধিবাসীকেই আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য কোনো বড় গুনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। একজনকে এ জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে যে, সে প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করতো। এরপর তিনি একটি তাজা (খেজুর) শাখা ভাঙলেন এবং সেটা দুই টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কি উদ্দেশ্যে আপনি এমন করলেন? জবাবে তিনি বললেন, হয়তো যতক্ষণ এ দুইটি শুকিয়ে না যাবে, ততক্ষণ তাদের উপর আযাব লঘু করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৩৪-৩৫, ৩৫, ১৮২, ১৮৪, ৮৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যেহেতু এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা, মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখারীন সকল ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য অব্যাহত ছিল, এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাবীগণের আছার দ্বারাও তা স্পষ্ট করে দিলেন যে, সাহাবী বুরাইদা আসলামী বৃক্ষশাখা গাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইবনে ওমর (রাযি.) তাবু সরিয়ে দিয়েছেন। এ মতপার্থক্যের কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) কোনো হুকুম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড ১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

{يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ} الأَجْدَاثُ الْقُبُورُ {بُعْثِرَتْ} أُثِيرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِي أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ الإِيفَاضُ الإِسْرَاعُ وَقَرَأَ الأَعْمَشُ {إِلَى نَصْبٍ} إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ {يَوْمُ الْخُرُوجِ} مِنَ الْقُبُورِ {يَنْسِلُونَ} يَخْرُجُونَ

পরিচ্ছেদ [৮৬৬] : মুহাদ্দিস (আলেম) কবরের নিকট ওয়াজ করা এবং তার সাথীবর্গ তার আশপাশে বসা প্রসঙ্গে

সরল অনুবাদ: সূরা ক্বমারের আয়াত يخرجون من الاجداث এ-اجداث দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবর/সমাধিসমূহ। (অর্থাৎ তারা কবর থেকে বের হবে) আর সূরা ইনফিতারের শব্দ " بُعْثِرَتْ" যা সূরার চতুর্থ আয়াত وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ-এ এসেছে, এর অর্থ হলো اثيرت তথা- যখন কবরসমূহ উঠানো হবে; নিচের বস্তুসমূহ উপরে উঠে আসবে যেমন আরবরা বলে- بَعْثَرْتُ حوضي অর্থাৎ তার নিচটা উপরে করে দিয়েছি। اِيفاض অর্থ হলো اسراع ; দ্রুত করা; ত্বরান্বিত করা। হযরত আ'মাশ সূরা মাআরিজের আয়াতে পড়েন- كأنهم الي نَصْبٍ অর্থাৎ যেন তারা একটি দণ্ডায়মান জিনিসের প্রতি দৌড়াচ্ছে। (نَصْبٌ অর্থ মূর্তি, যার বহুবচন انصاب) يُوفِضُون এর প্রসিদ্ধ কেরাত হলো الي نُصُبٍ يُوفِضُون পূর্ণ আয়াত হলো يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ যেদিন তারা কবরসমূহ হতে বহির্গত হয়ে এরূপে ধাবিত হবে, যেমন তারা কোনো নিশানার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। আয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, نصب দ্বারা মূর্তি উদ্দেশ্য। কা'বা শরীফের চতুর্পাশ্বে সে মূর্তিগুলো ছিলো। তারা সেগুলোর প্রতি দৌড়াচ্ছিলো।

وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ : نُصبٌ হলো একবচন, আর نَصبٌ হলো মাসদার।

يَوْمُ الْخُرُوجِ : সূরা ক্বাফের আয়াত ذلك يوم الخروج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

يَنْسِلُونَ : সূরা আম্বিয়ায় যে ينسلون আছে তার অর্থ হলো يخرجون অর্থাৎ তারা বের হয়ে পড়বে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، او مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ " أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ". ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৬] ঃ হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমরা একদা বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং বসলেন। আমরাও তার চারদিকে বসলাম। তার কাছে একটি ছড়ি ছিলো। তিনি ধীরে ধীরে ছড়িটি দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এমন কোনো প্রাণী নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়নি অথবা সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগা বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে কাজকর্ম পরিত্যাগ করবো না? কারণ আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্যশালীর মত কাজ করতে অগ্রসর হবে আর যারা ভাগ্যাহত বলে লিখিত তারাও অচিরে সেই মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জবাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সৌভাগ্যশালীর জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয় আর দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি কোরআনের এ আয়াত فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الاية আবৃত্তি করলেন, অর্থাৎ যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলো এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করলো। এবং ভালো কথার সত্যায়ন করলো। তখন আমি তার জন্য নেকীর পথ সতজ করে দিই। পক্ষান্তরে যে, কৃপণতা করলো, এবং পরওয়াহীন থাকে, সত্য কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করে তখন আমি তাকে কঠিনে ফেলি তথা তার নেকীর যোগ্যতা নষ্ট করে দিই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ-অংশের সাথে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা এবং লোকদের কথাবার্তা বলা নিঃসন্দেহে তা উপদেশমূলক কথাবার্তাই ছিল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮২, ৭৩৭-৭৩৮, ৭৩৮, ৯১৮, ৯৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কবরের উপর বসার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কবরের উপর বসা মাকরূহ, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, এ মাকরূহ হবে তখন, যখন বসার দ্বারা কোনো উপকার না হবে। যেমন যদি উদ্দেশ্য হয় বসে শুধুমাত্র গল্প-গুজব করা তাহলে মাকরূহ হবে। কিন্তু যদি বসার দ্বারা কোনো ফায়েদা ও কল্যাণ থাকে যেমন সেখানে বসে কোনো আলেম সাধারণ লোকদেরকে ওয়াজ নসিহত করল, মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করল, কবর, হাশর-নাশর ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দিল, তাহলে মাকরূহ হবে না; বরং তা মুস্তাহাব হবে।

بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

পরিচ্ছেদ [৮৬৭] : আত্মহত্যাকারীর শাস্তি প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ". وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. عَنِ الْحَسَنِ.

قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَاهُ، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৭] ঃ হযরত সাবেত ইবনে দাহহাক আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে মিথ্যা শপথ করে তাকে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাকে সে অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে। অন্য একটি সূত্রে হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, জাবির ইবনে হাযেম এবং হাসানের মাধ্যমে রাবী জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করলো। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮২, ৮৯৩, ৯০১, ৯৮৪, ৬০০, ৭১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ফাঁসী লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮২, ৮৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আত্মহত্যাকারীর হুকুম বর্ণনা করা। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন– قال رشيد مقصود الترجمة حكم قاتل النفس আল্লামা আইনীও একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া হবে কি না? জুমহূর বলেন, আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া হবে। ইমাম মালেক বলেন, যেহেতু আত্মহত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না; তাই তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না। শিরোনাম দ্বারা মনে হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাবও এটিই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دخول اولي তথা জান্নাতে প্রথম অবস্থায় প্রবেশ করবে না। তবে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা।

অথবা বলা হবে যারা এটাকে হালাল মনে করে এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যারা আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে, তাদের জন্য জান্নাত চিরদিনের জন্য হারাম।

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

পরিচ্ছেদ [৮৬৮] : মুনাফিকদের উপর জানাযার নামায পড়া এবং মুশরিকদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইবনে ওমর (রাযি.) এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ـ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ـ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ". فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ "إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا". قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ {بَرَاءَةٌ} {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى {وَهُمْ فَاسِقُونَ} قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৮৯] ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জানাযার নামায পাড়ার জন্য ডাকা হলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে চান? অথচ সে তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে! এরপর আমি এক এক করে তার ভূমিকা তুলে ধরতে থাকলাম। (এ সব শুনে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, হে ওমর, আমার পেছনে চলে যাও। যখন আমি অনেক কিছু বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমি সেই ইখতিয়ারকে কাজে লাগাচ্ছি। যদি আমি জানি যে, আমি তার জন্য সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি সত্তর বারেরও বেশি ক্ষমা চাইতাম। ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি তার জানাযা পড়লেন এবং ফিরে দাঁড়ালেন। এর অল্পক্ষণ পরেই সূরা বারায়াতের (তওবার) দুইটি আয়াত নাযিল হলো, হে নবী! তাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করে তাদের কারো জন্যই আপনি কখনোই দোয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না। (নামাযে জানাযা পড়বেন না) বা তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়েন না। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং এ অবস্থায়ই মারা গিয়েছে। সুতরাং তারা ফাসিক। ওমর বলেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার ঐ দিনের এ সাহসিকতার জন্য বিস্মিত হয়েছি। কেননা, আল্লাহ ও তার রাসূলই সব থেকে ভালো জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮২, ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর জানাযার নামায জায়েয নেই। এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ঃ রঈসুল মুনাফিকীন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (হামযার উপর পেশ, باء এর উপর যবর, ياء এর উপর তাশদীদ) ইবনে সলূলের মৃত্যুর পর এ ঘটনা ঘটে। আল্লামা আইনী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নবম হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। এ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক বরং মুনাফিকদের সর্দার। সে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর এ মুনাফিকের ছেলে সম্মানিত সাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে দুটি আবেদন করেন। তার দুটি আবেদনই মঞ্জুর করা হয়। যেমনটা হাদীস থেকে জানা গেল।

উক্ত হাদীসে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল এমন একজন মুনাফিক যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল। সুতরাং এহেন জঘন্য প্রকৃতির লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ করলেন কিভাবে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পরিধেয় জামা মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর ঃ এর দুটি কারণ হতে পারে। ১. তার পুত্রের আবেদনে যিনি একজন একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। ২. অথবা এও হতে পারে যে, বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়া কোরাইশ সর্দারদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। তার পরনে জামা ছিলনা, তা দেখে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তাকে একটি জামা পরিয়ে দিতে বললেন। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো জামা তার গায়ে ভালোভাবে লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহর অনুগ্রহের বদলা হিসেবেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামা মোকারক তাকে পরিয়ে দেন।[৪]

প্রশ্ন ঃ হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন তা তিনি বলেছিলেন কিসের ভিত্তিতে? কারণ এর পূর্বের কোন আয়াতে তো স্পষ্টভাবে তাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়নি। এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, হযরত ওমর (রাযি.) নিষেধের বিষয়টি উক্ত সূরার পূর্বের আয়াত– **استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة** থেকেই হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াত দ্বারা যদি জানাযার নামাযের নিষেধের প্রতি ইঙ্গিত বুঝে আসে, তাহলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন বুঝলেন না? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর ঃ মূলত আয়াতের শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাধিকার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, ৭০ বারের উল্লেখ আধিক্য বোঝানোর জন্যে; নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য নয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী তার সারমর্ম এই হবে যে, মুনাফিকদের জন্য যতবারই আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন তাদের ক্ষমা হবে না। দেখুন! এখানে মুরাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে স্পষ্টভাবে রাসূলকে নিষেধ করা হয়নি। পবিত্র

---

[৪] (কুরতুবী)

কুরআনের সূরা ইয়াসীনের অপর এক আয়াতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

এ আয়াতে নবীজীকে দীনের তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে নিষেধ করা হয়নি; বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় بلّغ ما أنزل اليك من ربّك অথবা انما انتَ منذرٌ وكل قومٍ هادٍ

মোটকথা এই যে, سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون আয়াতের দ্বারা তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের ক্ষমা হবে না। কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাকে ভীতি প্রদর্শনেও নিষেধ করা হয়নি।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানতেন যে, তার জামার কারণে অথবা জানাযা পড়ার কারণে তার ক্ষমা হবে না। কিন্তু এতে দ্বীনি অন্যান্য কল্যাণ অর্জন হওয়ার আশা করা যায়।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি বাক্য এ সম্পর্কিত দলীল বহন করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) যদি আমি জানতাম যে, সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তার ক্ষমা হবে তাহলে আমি তাও করতাম।[৫]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপর একটি হাদীসও এর দলিল। তিনি বলেছেন, আমার জানাযা তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু আমি তারপরও এটা করেছি এই আশায় যে, এ আমল দ্বারা তার গোত্রের শত সহস্র মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। এজন্য মাগাযী ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে আছে, এ ঘটনার পর খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোদ্দাকথা, উপরোক্ত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের কোন আমল দ্বারা এ মুনাফিকের ক্ষমা হবে না। কিন্তু যেহেতু আয়াতের বাহ্যিক শব্দে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত অন্যত্র কোন আয়াত তখনো অবতীর্ণ হয়নি। অপরদিকে একজন কাফেরের অনুগ্রহ থেকে দুনিয়ার মুক্তি লাভের ফায়দাও ছিল, তাছাড়া অন্যান্য কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশাও ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) ভেবেছিলেন, যেহেতু এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষমা হবে না। সুতরাং তার জন্য জানাযার নামায পড়ে দোয়া করা একটি অনর্থক কাজ। এটি নবুওয়াতের শানেরও পরিপন্থি। এটাকেই তিনি 'নিষেধ' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও এ কাজটিকে ব্যক্তিগতভাবে কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যদের ইসলাম গ্রহণের ফায়দা তাঁর সামনে ছিল। এজন্য এ কাজটি অনর্থক রইলনা। এভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়না, আবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর উক্তির উপরও প্রশ্ন অবশিষ্ট রইল না।[৬]

---

[৫] (কুরতুবী)

[৬] (মা'আরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন সূত্রে)

بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

পরিচ্ছেদ [৮৬৯] : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَجَبَتْ". ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ "وَجَبَتْ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. مَا وَجَبَتْ قَالَ "هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৯০] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, লোকেরা একটি জানাযার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটির প্রশংসা করলে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হলো? জবাবে তিনি বললেন, এই লোকটি, যার প্রশংসা তোমরা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে লোকটির তোমরা নিন্দা করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৩, ৩৬০পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ هو الصفار قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ. قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ. فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا. فَقَالَ عُمَرُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ. فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ". فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ قَالَ "وَثَلاَثَةٌ". فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ "وَاثْنَانِ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৯১] ঃ হযরত আবুল আসাওয়াদ (রাযি.) বলেছেন, আমি মদিনায় আগমন করে দেখলাম সেখানে এক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের কাছে বসলাম। সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। এতে ওমর বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলেও মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির নিন্দা করা হলে এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! কি ওয়াজিব হলো? উত্তরে ওমর বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, আমিও ঠিক তাই বললাম। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান সম্পর্কে চারজন যদি ভালো কথা বলে, আল্লাহ সেই মুসলমানকে জান্নাতে প্রবেশ

করাবেন। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনজন বলে তাহলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনজন হলেও। আমরা আবার বললাম যদি দুইজন হয়, তাহলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ দুইজন হলেও। এরপর আমরা একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৩, ৩৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ বর্ণনা করা শরিয়তসম্মত এবং জায়েয। আর যে প্রশংসার নিষিদ্ধতা এসেছে তা জীবিতদের জন্য প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বাবের দ্বিতীয় হাদীসের রাবী আবুল আসওয়াদ দাইলামী হলেন একজন উচ্চস্তরের তাবেয়ী; তাঁর নাম ছিল জালিম বিন আমর বিন সুফিয়ান। হযরত আলী (রাযি.)-এর পর সর্বপ্রথম তিনিই ইলমে নাহুর প্রচলন করেন।

قوله : ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ যেহেতু সর্বনিম্ন সাক্ষির সংখ্যা হলো দুই জন; অর্থাৎ সাক্ষির নেসাব সর্বনিম্ন হলো দুইজন। তাই একজনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়নি।

بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

وَقَوْلُ اللهِ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} قَالَ ابو عبد الله الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}

পরিচ্ছেদ [৮৭০] : কবরের আজাবের বর্ণনা

এবং মহান আল্লাহর বাণী– "আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় [অভিভূত] হবে এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে, [এবং বলবে] নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.)) বলেন, আয়াতে বর্ণিত هُوْن শব্দটি هَوَان অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো অপদস্থতা, লাঞ্ছনা। আর هَوْن অর্থ হলো নম্রতা, কোমলতা; বিনীতভাব। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে– يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا-এর দিকে। (সূরা ফুরকান: ৬৩) "যারা জমিনের উপর বিনীতভাবে চলাফেরা করে"

মহান আল্লাহর বাণী– "আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, তৎপর [পরকালেও] তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

মহান আল্লাহর বাণী– "এবং ফেরাউনী লোকদের উপর কষ্টদায়ক আজাব নাজিল হলো। তাদেরকে [প্রত্যহ] সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে। [সেদিন আদেশ করা হবে যে,] ফেরাউনী লোকদেরকে কঠোরতর আজাবে দাখিল কর।"

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ. ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} "

হাদীসের অনুবাদ [১২৯২] ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন তার কবরে তুলে বসানো হয় এবং তার কাছে ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তখন এ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত কথা দ্বারা আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ-অংশের সাথে। কারণ, এ হাদীসটি কবরের আযাব সম্পর্কেই, যা দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা স্পষ্ট। কারণ, সেখানে আছে–

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৩, ৬৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযীতে তা বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا وَزَادَ {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৩] ঃ মুহাম্মদ বিন বাশশার... হযরত শু'বা সূত্রে এ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন-

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

এ আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: মূলত এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي. عَنْ صَالِحٍ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ "وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا". فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৪] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কূপের কিনারে গিয়ে উঁকি দিলেন যেখানে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তোমরা অবিকল তা-ই পেয়েছ তো? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদের চাইতে বেশি শুনতে পাও না। কিন্তু তারা জবাব দিতে পারছে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ وهم يعذبون فَقَالَ "وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১,, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}"

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৫] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এখন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে, আমি তাদেরকে যা বলতাম, তা সত্য। আল্লাহ তো বলেছেন, হে নবী! তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৩, ৫৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ يَهُودِيَّةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ "نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ" قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زَادَ غُنْدَرٌ "عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, একজন ইহুদি নারী তার কাছে এসে (কথা প্রসঙ্গে) কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। পরে আয়েশা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ কবরের আযাব সত্য। আয়েশা বলেছেন, এরপর আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোনো নামায আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَالَ "نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৩, ৯৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ. فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৭] ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে কবরে মানুষকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি বর্ণনা দিলেন তখন কবর আযাবের ভয়াবহতা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ১৮৩, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ. وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ. قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ". قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ " وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ. غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৮] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা (তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল) ফিরে আসতে থাকে তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এ অবস্থায় তার কাছে দুইজন ফিরিশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। এটার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দুইটি জায়গায়ই দেখতে পাবে। কাতাদাহ বলেন আমাদের কাছে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর আবার আনাস বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন, মুনাফিক অথবা কাফিরকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে

তুমি কি বলতে? সে বলবে আমি জানি না ; লোকেরা যা বলতো আমিও তা-ই বলতাম । তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি । এরপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে । জ্বিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার কাছের সবাই শুনতে পাবে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً-অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৮, ১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের অধীনে সাতটি হাদীস উল্লেখ করেছেন । এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় যারা কবরের আজাবকে স্বীকার করেনা, তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা । কবরের আযাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য রয়েছে । এ ব্যাপারে মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে । অপর একদল বলেন, কবরের আজাব সত্য । তবে তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয় । ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে অস্বীকারকারীদের মত খণ্ডন করে দিলেন যে, কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সূরা আনআমের আয়াতে আছে– عَذَابَ الْهُونِ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ 'আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে' আজ শব্দ দ্বারা মৃত্যুর পর থেকেই শাস্তি শুরু হয়ে যাওয়া বুঝা যায় । এটিই হলো কবরের আযাব । অর্থাৎ মৃত্যুর পর এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আলমে বরযখে শাস্তি হয়ে থাকে । কবরের আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আলমে বরযখ ।

দ্বিতীয় দলীল হলো কুরআনের আয়াত– সূরা তওবায় আছে–

{سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ}

(আয়াতের তরজমা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে ।)

তৃতীয় দলীল: সূরা মুমিনের আয়াত– وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (তরজমা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।) এতে اشد عذاب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নামের শাস্তি, যা কিয়ামতের দিন হবে; এর পূর্বে غدوًّا و عشيًّا (সকাল-সন্ধ্যা) আগুনের উপর অর্থাৎ শাস্তির উপর পেশ করা হবে । এর দ্বারা কবরের আযাবই উদ্দেশ্য । কেননা, জাহান্নামে সকাল-সন্ধ্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । জাহান্নামে তো থাকতে হবে সর্বদা আগুন আর আগুনের মধ্যেই । হাদীস দ্বারা দলীল একেবারেই স্পষ্ট । সকল হাদীসের অনুবাদ দেখুন ।

باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ [৮৭১] : কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ "يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا". وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১২৯৯] ঃ হযরত আবু আইয়ুব (রাযি.) বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হয়েছে এমন সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, ইহুদিকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত বা সম্পর্ক কি? এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত রয়েছে।

১. আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন যে, এ হাদীস ও শিরোনামের সাথে কোনো মুনাসাবাত নেই। কারণ, হাদীসে কবরের শাস্তি সম্পর্কে কোনো আলোচনা উল্লেখ নেই।

২. পরে আল্লামা আইনী (রহ.) নিজেই আল্লামা কিরমানী (রহ.) হতে উদ্বৃত করে বলেন যে, মুনাসাবাত হলো, فَسَمِعَ صَوْتًا-এর সাথে। কারণ, এ শব্দটি ছিল কবরের শাস্তির শব্দ। আর এটা স্পষ্ট যে, এ ধরনের শব্দ শুনে تعوذ হয়েই থাকে।

৩. অথবা বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি থেকে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু রাবী সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে তা বর্ণনা করেননি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَلًّى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩০০] ঃ খালিদ বিন সাঈদ বিন আ'স-এর মেয়ে উম্মে খালিদ (রাযি.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৪, ৯৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের কি করা উচিত? তিনি বলে দিলেন যে, কবরের আযাব থেকে প্রার্থনা করা উচিত। যেন তা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

পরিচ্ছেদ [৮৭২] : পরচর্চা ও পেশাবের কারণে কবরের আযাব প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ . ثُمَّ قَالَ . بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ. وَأَمَّا الاخر فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ". قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ. ثُمَّ قَالَ " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

হাদীসের অনুবাদ [১৩০২] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বললেন, এ দুইটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের দুইজনের মধ্যে একজন পরনিন্দা চর্চা করতো এবং অন্যজন প্রস্রাব থেকে সাবধান থাকতো না। রাবী বলেন, এরপর তিনি গাছের একটি তাজা শাখা ভেঙ্গে দুই টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে গেড়ে দিলেন এবং বললেন, হয়ত এ দুইটি (শাখা) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৪-৩৫, ৩৫, ১৮৪, ৮৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম হলো تخصيص بعد التعميم-তথা 'আম বর্ণনার পর খাস বর্ণনা করা'-এর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ আলোচনা চলে আসছিল কবরের শাস্তির। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন যে, গীবত-পরনিন্দা ও প্রস্রাব (শরীরে লেগে যাওয়া থেকে) সতর্ক না থাকার কারণে কবরে বিশেষভাবে শাস্তি হবে। এবং এ দুটি জিনিস কবরের শাস্তির অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ প্রস্রাব থেকে সতর্ক না থাকার সাথে কবরের শাস্তির সম্পর্ক কি?

উত্তরঃ ইবাদত ও আনুগত্যের প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। আর কবর হলো আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি। হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। পবিত্রতা নামাযেরও আগের বিষয়। তাই পরকালের প্রথম ঘাঁটি কবরে পবিত্রতা ত্যাগ করার শাস্তি দেয়া হবে।

প্রশ্নঃ হাদীসে তো نميمة বা চুগলখোরীর কথা আছে গীবতের কথা নেই?

উত্তরঃ এর উত্তরে ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, চুগলখোরীর মধ্যে গীবতও শামিল আছে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এর দ্বারা অন্য একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। যাতে غيبة শব্দও রয়েছে। আর এমন করাটা তাঁর একটা অভ্যাস।

قوله: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ-এ কবর দু'টি ছিল মুসলমানের। কারণ কতেক রেওয়ায়েতে রয়েছে بقبرين جديدين। আবার কতেক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইহা জান্নাতুল বাকী'র ঘটনা। আর জান্নাতুল বাকী'তে নতুন কবর শুধু মাত্র মুসলমানদেরই ছিল। কারণ এ কবরস্থান মুসলমানদেরই ছিল। فسمع صوت انسانين এখানে واحد এর ইযাফত تثنية এর দিকে করা হয়েছে। আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন, মুযাফ যদি মুযাফ ইলাইহির جزء হয় তা হলে واحد এর ইযাফত تثنية এর দিকে করা জায়েয। যেমন, اكلت رأس شاتين। তবে جمع নেয়াই উত্তম। যেমন, فقد صغت قلوبكما। আর যদি মুযাফ ইলাইহির جزء না হয় তা হলে অধিকতর ক্ষেত্রে تثنية ই লওয়া হয়। যেমন, سل الزيدان سيفيهما। আর যদি ইলতিবাস হওয়ার আশঙ্কা না হয় তা হলে جمع এর সিগা নেওয়াও জায়েয। যেমন এ হাদীসে রয়েছে। جريدة ডালা যার পাতা পরিষ্কার করা হয়েছে। لعله যমীরে শান। يعذبان فى قبورهما - فى শব্দটি সববিয়া। যেমন কোরআন কারীমে আছে- لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم। অর্থাৎ তোমরা যা কিছু (ফিদিয়া) নিয়েছ তার কারণে তোমাদের অনেক বড় শাস্তি হত। আর যেমন হাদীসে রয়েছে- عذبت امرأة فى هرة অর্থ : একটি বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। لا يستتر এখানে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা ১৪১ এবং আবু দাউদ শরীফ পৃষ্ঠা ৪ এ রয়েছে- لا يستنزه নূন এবং 'যা' দিয়ে। আরেক রেওয়ায়েতে আছে- لا يستبرئ। সবগুলোর অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ সে প্রস্রাব হতে সতর্ক থাকত না। পেশাবের ফোঁটা হতে বেঁচে থাকত না। এখানে استتار এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ লজ্জাস্থান অনাবৃত করা যদি কবরের শাস্তির কারণ হত তাহলে من بوله শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন অর্থ হত যে, সে বেপর্দা করত। তবে এ অর্থ হতে পারে যে সে প্রস্রাব করার সময় পর্দা করত না।

كبائر এর বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা ঃ এ শব্দটি كبيرة এর বহুবচন। আরবী ভাষায় নিয়ম রয়েছে যে, যে শব্দ গঠিত হবে ك . ب এবং ر দ্বারা তার মধ্য বড়ত্বের অর্থ বিদ্যমান থাকবে। এ জন্য كبير বড়কে বলে। আর كبائر বড় বড় গুনাহকে বলে। যেমন কোরআনে কারীমে রয়েছে- ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية অর্থাৎ যদি তোমরা বড় বড় গুনাহ হতে বেঁচে থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে।

গুনাহ দুই প্রকার- সগীরা ও কবীরা : আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা এ ভাবে দিয়েছেন যে, যে পাপের উপর কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ শরিয়তের হদ্দ যেমন কতল, যিনা, চুরি করা ইত্যাদি কিংবা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে বা লা'নত এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخرة الخ অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে লা'নত দিয়েছেন।

উলামায়ে কেরাম লিখেন, কেউ যদি সগীরা গুনাহের উপর অটল-অবিচল থাকে এবং তাকে হালকা মনে করে তার পরোয়া না করে এবং তা বার বার করতে থাকে তবে তাও কবীরায় পরিণত হয়ে যায়। আর যে কবীরা হতে সঠিক অর্থে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নেয় এবং তা বর্জন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেয় তবে তা সগীরার মতই। তাই গুনাহের দৃষ্টান্ত হল আগুনের মত। যদি তা নিভানোর উপকরণ তৈরী না হয় তবে ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও বড় বড় বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর যদি তা নিভানোর উপকরণ থাকে তবে বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গও নিভিয়ে ঠান্ডা করা যায়। গুনাহের আগুন নিভানোর উপকরণ যদিও নেককাজ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি

কার্যকরী জিনিস হল তওবা। অর্থাৎ অনুতপ্ত হওয়া এবং গুনাহ বর্জনের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া তওবার অন্যতম রুকন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার নিজ অনুগ্রহে সগীরা এবং কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

কবীরা গুনাহের সংখ্যা ঃ সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিরা গুনাহের সংখ্যা কখনও তিনটি কখনও সাতটি আবার কখনও তারও অধিক বলেছেন। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন–

قال العلماء و لا انحصار للكبائر فى عدد مذكور و قد جاء عن ابن عباس رض انه سئل عن الكبائر اسبع هى فقال هى الى سبعين

অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম বলেন, কবীরা গুনাহের সংখ্যার নির্দিষ্ট কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ইবনে আব্বাস (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কবীরা গুনাহ সাতটি কিনা? তিনি বললেন, সেগুলো সাত থেকে সত্তর পর্যন্ত।

কবিরা গোনাহ

কবিরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা

১. যিনা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব হরণ করা।

২. লাওয়াতাত অর্থাৎ, ছেলেদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া।

৩. মদ পান করা। যদিও তা এক ফোটাই হোক না কেন। এমনিভাবে তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি পান করাও কবীরা গুনাহ।

৪. চুরি করা।

৫. সতী-স্বাধ্বী নারীর উপর যিনার অপবাদ দেয়া।

৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

৭. সাক্ষ্য গোপন করা-যখন তাকে ছাড়া অন্য কোনা সাক্ষ্য দাতা না থাকে।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৯. মিথ্যা কসম খাওয়া।

১০. কারো ধন-সম্পদ লুট করা।

১১. জিহাদের ময়দান হতে (প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) পলায়ণ করা।

১২. সুদ খাওয়া।

১৩. অন্যায়ভাবে এতিমের মাল খাওয়া।

১৪. ঘুষ লওয়া।

১৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

১৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (নিকটাত্মীয়দের হক আদায় না করা)

১৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি স্বেচ্ছায় কোনো মিথ্যারোপ করা।

১৮. কোনো ওযর-অসুবিধা ছাড়াই রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।

১৯. ওজনে কম দেয়া।

২০. কোনো ফরয নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা।

২১. যাকাত কিংবা রোযাকে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করা। (ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)

২২. ফরয হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করা। (যদি মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করে যায় এবং হজ্জ আদায়ের খরচাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যায়, তাহলে গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে)

২৩. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা।

২৪. কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা।

২৫. উলামায়ে কিরাম ও হাফেযদেরকে মন্দ বলা এং তাদের বদনাম করার পেছনে লাগা।

২৬. জালেমের কাছে কারো চুগলখোরী (কুটনামী) করা।

২৭. আপন স্ত্রী, কন্যা বোন ও অধীনস্থ মেয়েদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত করা বা তাতে রাজী থাকা।

২৮. কোনো বেগানা মহিলাকে হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য দালালী করা।

২৯. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করা।

৩০. যাদু নিজে শিখা, অপরকে শেখানো বা এর উপর আমল করা।

৩১. কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া। (অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছায় অলসতা ও অবহেলার দরুন ভুলে যাওয়া) অবশ্য অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে ভুলে গেলে গুনাহ হবে না) কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো, দেখেও পড়তে না পারা।

৩২. কোনো জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো। অবশ্য সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদীর অনিষ্টতা ও উৎপাত হতে বাঁচার জন্য পোড়ানো ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না থাকলে পোড়াতে কোনো দোষ নেই।

৩৩. কোনো স্ত্রী লোককে তার স্বামীর নিকট যেতে এবং স্বামীর অধিকার আদায় করতে বাধা দেয়া।

৩৪. আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া।

৩৫. আল্লাহ তাআলার আজাব হতে নির্ভয় হওয়া অর্থাৎ, তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা।

৩৬. মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া। (অবশ্য নিরুপায় হয়ে খেলে কোনো দোষ নেই)

৩৭. শূকরের গোশত খাওয়া।(অবশ্য নিরুপায় হয়ে খেলে কোনো দোষ নেই)

৩৮. চোগলখোরী (কুটনামী) করা।

৩৯. কোনো মুসলমান বা অমুসলমানের অগোচরে তার দোষ বর্ণনা বা গীবত করা।

৪০. জুয়া খেলা।

৪১. সম্পদের অপচয় অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

৪২. সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা।

৪৩. শাসক বা বিচারক হয়ে ন্যায়ভাবে বিচার না করা।

৪৪. স্ত্রীকে মা বা মেয়ের মত বলা। আরবীতে একে 'যিহার' বলে।

৪৫. ডাকাতি করা।

৪৬. কোনো সগীরা গুনাহ বারবার করা।

৪৭. অপরকে গোনাহের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

৪৮. গান শোনা বা শোনানো।

৪৯. মানুষের সামনে সতর খোলা।

৫০. হযরত আলী (রাযি.)-কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও উমর (রাযি.)-এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা।

৫১. কোনো ওয়াজিব হক আদায় করতে কৃপণতা করা।

৫২. আত্মহত্যা করা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ দেহের কোনো অঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করে ফেলা। এটি অপরকে হত্যা করার চেয়েও মারাত্মক ও অধিক গুনাহের কাজ।

৫৩. প্রস্রাবের ফোটা-ছিটা হতে বেঁচে না থাকা।

৫৪. সদকা বা হাদিয়া দিয়ে খোটা দেয়া বা কষ্ট দেয়া।

৫৫. তাকদীরকে অস্বীকার করা।

৫৬. আপন আমীরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৫৭. গণক বা জ্যৌতিষির কথা বিশ্বাস করা।

৫৮. অন্যের বংশকে খারাপ বলা বা দোষারোপ করা।

৫৯. নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাখলূক(পীর,ফকীর, প্রমুখ) এর নামে মান্নত ও পশু কুরবানী করা।

৬০. লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি স্বেচ্ছায় ও অহংকার করে টাখনুর নিচে পরিধান করা।

৬১. কোনো ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা বা কোনো কুপ্রথা চালু করা।
৬২. মুসলমান ভাইকে তলোয়ার, চাকু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি দেখিয়ে মেরে ফেলার ইশারা করা।
৬৩. ঝগড়া-ফাসাদ বা মারপিটের অভ্যাস থাকা।
৬৪. আপন গোলামকে খাসী বানানো অথবা তার কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা অথবা তাকে ভীষণ কষ্ট দেয়া।
৬৫. অনুগ্রহ বা উপকারীর প্রতি না-শোকরী করা বা অকৃতজ্ঞ হওয়া।
৬৬. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দিতে কৃপণতা করা।
৬৭. হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহীতা বা কোনো গুমরাহী কাজ করা।
৬৮. মানুষের গোপন দোষ তালাশ করা এবং এর পিছনে লেগে থাক।
৬৯. গুটি দ্বারা জুয়া খেলা। তবলা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজানো। (যে সকল খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়াও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত)।
৭০. ভাঙ্গ খাওয়া বা পান করা।
৭১. এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফির বলা।
৭২. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের অধিকার আদায়ে সমতা রক্ষা না করা।
৭৩. হস্ত মৈথুন করা।
৭৪. হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।
৭৫. মুসলমানদের দুরাবস্থা ও অভাব-অনটনে আনন্দবোধ করা।
৭৬. কোন জানোয়ার যেমন,গাভী, বকরী, ভেড়া ইত্যাদির সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। (নাওযুবিল্লাহ)
৭৭. আলেম তাঁর ইলম অনুযায়ী আমল না করা।
৭৮. কোনো খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা। (তৈরী বা রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা এর অন্তর্ভূক্ত নয়)।
৭৯. গান-বাদ্যসহ নাচা।
৮০. দুনিয়াকে মুহাব্বত করা অর্থাৎ, দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া।
৮১. দাড়িবিহীন ছেলেদের প্রতি কামভাবসহ দৃষ্টিপাত করা।
৮২. অপরের ঘরে উঁকি মারা।
বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা। -(ফয়যুল হাদী)

প্রশ্ন ঃ হাদীসের শব্দের মধ্যে বাহ্যত: দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। و ما يعذبان فى كبير এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উভয়টি কবীরা নয়। পরবর্তী বাক্য - ثم قال بلى (অর্থাৎ অতঃপর বললেন, হ্যাঁ! কবিরা গুনাহ)। বাহ্যত: উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান।

উত্তর ঃ না-বাচক এবং হা-বাচক দু'টি দুই হিসেবে বলা হয়েছে। না-বাচক বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ গুনাহ দু'টি বর্জন করা বা এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এমন কোন কঠিন কাজ ছিল না। এ দিক থেকে কবীরা নয়। কিন্তু পাপ হিসেবে প্রস্রাব থেকে বেঁচে না থাকা এবং চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ।

২. কারো কারো মতে, যে গুনাহের নফী করা হচ্ছে তা হল اكبر الكبائر। তথা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর যা সাব্যস্ত করা হচ্ছে তা হল مطلق কবীরা। অর্থাৎ, যে কাজের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে যদিও তা কবীরা গুনাহ; কিন্তু খুব বড় গুনাহ যেমন হত্যা ইত্যাদির মত নয়।

৩. গুনাহকারীর দৃষ্টিতে সেগুলো সাধারণ গুনাহ ছিল। তাই তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আল্লাহর নিকট সেগুলো অনেক বড় গুনাহ। যেমন কোরআন কারীমে আছে- و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم 'তোমরা ইহাকে হালকা মনে কর অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা অনেক গুরুতর পাপ।' একটি

কঠিন পাপকে সাধারণ মনে করা জঘন্য অপরাধ। ইফকের ঘটনায় কিছু মুসলমানও জড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল ।

৪. **মূলত ঃ** গুনাহ অনেক জঘন্য ছিল না। কিন্তু সেগুলো বারবার করতে থাকায় জঘন্য পরিণত হয়েছে। যেমন হাদীসের বাণী– كان احدهم لا يستتر من بوله و كان الاخر يمشى بالنميمة দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা এগুলো বার বার করত। এ উত্তরগুলোর মধ্যে প্রথমটি সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, প্রস্রাবের ফোঁটা হতে বেঁচে না থাকার সাথে কবরের শাস্তির কী সম্পর্ক?

উত্তর ঃ এর বাস্তবতা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এর রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, প্রস্রাব হতে পবিত্র থাকা ইবাদত এবং আনুগত্যের প্রথম স্তর। পক্ষান্তরে কবর হল পরকাল জগতের প্রথম মনযিল। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। আর পবিত্রতা নামাযের আগের বিষয়। এর জন্য পরকালের মনযিলগুলোর প্রথম মনযিল অর্থাৎ কবরে পবিত্রতা লংঘনের শাস্তি দেয়া হবে। মু'জামে তাবারানীর একটি হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। তা হল– اتقوا عن البول فانه أول ما يحاسب به العبد فى القبر।

কবরের শাস্তির দু'টি কারণ ঃ এ বাবের হাদীসে কবরের শাস্তির দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছে। একটি হল পেশাব হতে বেঁচে না থাকা। দ্বিতীয়টি হল চোগলখোরী করা।

প্রস্রাব হতে বেঁচে না থাকার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। ১. প্রস্রাব হতে ইস্তিঞ্জা না করা। ২. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কিংবা এমনভাবে বসে প্রস্রাব করা যে, প্রস্রাবের ছিটা এসে গায়ে পড়ে। মোট কথা, নামাযের পূর্বে শরীর এবং কাপড়ের পবিত্রতা শর্ত।

প্রকাশ থাকে যে, সকল প্রকার নাপাকি থেকে বেঁচে না থাকার কারণে কবরে শাস্তি হবে। এতে প্রস্রাবের কোন বিশেষত্ব নেই। প্রস্রাবের কথা এ কারণেই বলা হয়েছে যে, মানুষ এ ক্ষেত্রে অধিকতর বেপরোয়া থাকে। অন্যান্য নাপাকি হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এত বেশি বেপরোয়া হয় না। আজকাল প্রায় এ অবস্থাই দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ চোগলখোরী করা। চোগলখোরীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল, একজনের কথা ক্ষতির উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট পৌছানো। এটি একটি নিকৃষ্ট অভ্যাস। ثم دعا بجريدة الخ তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আযাবের সমাধান এভাবে করেছেন যে, তিনি একটি তাজা ডালা চেয়ে নিয়ে দু'টুকরো করে উভয়ের কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন এবং বললেন, لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا। এর দ্বারা কোন কোন বিদ'আতী কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে দেয়া জায়েয সাব্যস্ত করে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদীসে ফুলের কোনই উল্লেখ নেই। অবশ্য এ হাদীস অনুযায়ী কবরের উপর ডালা গেড়ে দেয়ার কী হুকুম সে সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে?

এক দল ওলামায়ে কেরামের মত হল, ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো জন্য এরূপ করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) এবং আল্লামা মাযরী (রহ.) এর কারণ প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে এদের কবরে আযাব হচ্ছে। সাথে সাথে এও জানানো হয়েছে যে, ডালা গেড়ে দিলে তাদের শাস্তি হালকা হতে পারে। কিন্তু অন্য কারো জন্য কবরবাসীর শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কিংবা শাস্তি হালকা হওয়ার কথা জানার সুযোগ নেই। তাই অন্য কারো জন্য গাছের ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয নয়। আরেক দল ওলামায়ে কেরামের মত হল, শাস্তি হালকা হওয়ার নিয়্যতে এরূপ ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয আছে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল জানায়িযে এর

উপর আলাদা বাব গঠন করেছেন। باب الجريد على القبر। সে বাবে কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও উক্ত বাবে হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযি.)-এর একটি তা'লীক উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি তার কবরের উপর দু'টি ডাল গেড়ে দেয়ার জন্য মৃত্যুর সময় অসিয়্যত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের ফকীহদের মধ্য হতে আল্লামা শামী (রহ.)ও এর জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আসকালানী এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)ও এ বিষয়ে একমত। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.)-'র মতও এদিকে। কিন্তু এর উপর ফুল ছড়ানোর কিয়াস করাটা শরীয়তের সীমা লজ্ঘন এবং অসার কথা। কারণ বাবের হাদীসের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এটি বাতিল হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ফাসিক-ফাজির যাদের শাস্তি লাঘব প্রয়োজন তাদের পরিবর্তে এরা নেককার-বুযুর্গদের কবরে ফুল ছিটায়। বাবের হাদীসে শাস্তিপ্রাপ্তদের শাস্তি হালকা হওয়ার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তাহলে এ সমস্ত বিদ'আতীরা যাদের কবরে ফুল ছিটায় তাদেরকে যেন শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করে।

بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

পরিচ্ছেদ [৮৭৩] : মৃতব্যক্তিকে (কবরে) সকাল-সন্ধ্যায় তার আসল ঠিকানা দেখানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ইন্তেকাল করলে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নাম অথবা জান্নাতে তার জায়গা দেখানো হয়। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হলে জান্নাতে এবং জাহান্নামী হওয়ার উপযুক্ত হলে জাহান্নামে তার জায়গা দেখানো হয়। তাকে বলা হবে এ হলো তোমার উপযুক্ত জায়গা। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করে উঠাবেন এবং এ জায়গা দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৪, ৪৫৯-১৬০, ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, এবং মন্দ কাজের ভীতি প্রদর্শন করা।

بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

পরিচ্ছেদ [৮৭৪] : শবাধারে মৃতব্যক্তির কথা বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ. فَإِنْ

كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا. يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ. وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৪] ঃ হযরত আবু সাঈদা খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎ কর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো, আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো। আর যদি সে সৎ কর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায়! হায়! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছো। মানুষ ছাড়া তার কাঁদার শব্দ সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭৫, ১৭৬, ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মৃতব্যক্তি খাটিয়ার উপর থেকে কথা বলে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: এর পূর্বে ১৭৬ পৃষ্ঠায়ও অতিবাহিত হয়েছে باب قول الميت وهو علي الجنازة قدموني তাহলে বাবের পুনরাবৃত্তি কেন করা হলো?

উত্তর: আল্লামা আইনী (রহ.) এর উত্তরে বলেন, উভয় স্থানেই একটি বিশেষ মুনাসাবাতের কারণে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ওখানে তার পূর্বের বাব باب السرعة بالجنازة-এর সাথে মুনাসাবাতের কারণে তা আনা হয়েছিল। কারণ এ বাবের হাদীসে জানাযা দ্রুত নেয়ার কারণ উল্লেখ রয়েছে। আর এখানেও পূর্বের বাব كلام الميت علي الجنازة-এর সাথে মুনাসাবাতের কারণে আনা হয়েছে। আর তা হলো عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ; বুঝা গেল যে, এ দেখানোর সূচনা খাটিয়ার উপর থেকেই হয়ে থাকে। কারণ, তখনই তার নিকট তার পরিণতি স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তখন এটা বলতে শুরু করে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

পরিচ্ছেদ [৮৭৫] : মুসলিম (নাবালক) সন্তানাদি সম্পর্কিত বর্ণনা

এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, যার তিনটি এমন সন্তান মারা যাবে যারা, এখনো গুনাহের পর্যায়ে পৌছেনি (অর্থাৎ বালেগ হয়নি) তাহলে তারা জাহান্নাম থেকে আড়ালকারী হবে, অথবা তারা জান্নাতে যাবে।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৫] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের তিনটি অপ্রাপ্ত সন্তান মারা যায়, সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-মমতার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। (অর্থাৎ সন্তানদের শাফাআতে পিতা-মাতাও জান্নাতে যাবে)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ الخ-অংশের সাথে। অর্থাৎ যখন সন্তানের পিতামাতা ঐ সন্তানদের কারণে জান্নাতে যাবে, তাহলে ঐ সন্তানেরা তো আরো উত্তমভাবেই জান্নাতে যাবে। বুঝা গেল মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান জান্নাতে যাবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৭, ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بن عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৬] ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম মারা গেলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে তার জন্য একজন দুধ-মা থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৪, ৪৬১, ৯১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো যখন ঐ সন্তানেরা অন্যদেরকে অর্থাৎ পিতামাতাকে জান্নাতে নেয়ার কারণ হবে তাহলে তারা নিজেরা তো জান্নাতী হবেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ- নবীপুত্র হযরত ইবরাহীম (রাযি.) দুধপানের বয়সে মারা যান, তাই আল্লাহ তা'আলা তার নবীর ইজ্জত ও সম্মানের কারণে তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের জন্য জান্নাতে দুধ-মার ব্যবস্থা করে দেন। এ হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা গেলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। কিন্তু ইজমার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, এ ব্যাপারে একদল ওলামায়ে কেরামের মত হলো তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

পরিচ্ছেদ [৮৭৬] : মুশরিকদের (নাবালক) সন্তানাদি সম্পর্কিত বর্ণনা

حَدَّثَنَا حِبَّانُ ابنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ "اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৭] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বললেন, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই ভাল জানেন তারা জীবিত থাকলে কি করতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ-অংশের সাথে। কারণ, হাদীসটি توقف এর উপর দালালত করে। আর শিরোনামে توقف আছে। অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহ নিজ ইলম অনুযায়ী মুআমালা করবেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের , পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীস বাহ্যতঃ ঐ সমস্ত লোকদের দলীল যারা তাদের ব্যাপারে নিরবতা পালনের পক্ষে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করবেন; এবং তিনি তাদের সাথে কি আচরণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন? ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও অধিকাংশ আহলে ইলম এ মতেরই প্রবক্তা।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন, বেঁচে থাকলে তারা কি ধরনের আমল করতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৫, ৯৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ. هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩০৯] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতামাতা তাকে ইহুদি করে গড়ে তুলে অথবা নাসারা করে গড়ে তুলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন চতুষ্পদ পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮১, ১৮৫, ৭০৪, ৯৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম আরোপ করেননি। তাছাড়া মুশরিকদের সন্তানদের বিষয়টি একটি বহুল বিতর্কিত মাসআলা। যা যুগ যুগ ধরে বিতর্কিত হয়েই চলে আসছে। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতামত কি, সে ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. توقف তথা নিরবতা পালন করা। ২. তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) নীরবতার পক্ষে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

কিন্তু বাবের তৃতীয় হাদীস যাতে فطرة-শব্দ রয়েছে। যার তাফসীর তিনি নিজে করেছেন- والفطرة الاسلام (বুখারী ছানী পৃ. ৭০৪) এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সকল শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তারা যদি শৈশবেই মারা যায় তাহলে ইসলামের উপর মারা গেল, আর যখন ইসলামের উপর মারা গেল তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ - আল্লামা আইনী বলেন- মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা গেলে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে এ মাসআলায় প্রাচীন ও বর্তমান সকল যুগের ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য অব্যাহত রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. انهم في مشية الله تعالي [তাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন] এটি হলো হাম্মাদ বিন সালামাহ, হাম্মাদ বিন যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মত। ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী (রহ.) থেকে বিশেষতঃ কাফেরদের সন্তানদের ব্যাপারে এ মত উল্লেখ করেছেন। তাদের দলীল হলো- اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

২. أنهم تبع لآبائهم; [তারা তাদের পিতামাতার অনুসারী হবে] সুতরাং মুসলমানের সন্তানেরা জান্নাতে যাবে, আর কাফের-মুশরিকদের সন্তানেরা যাবে জাহান্নামে। এটি কিছু কিছু খারেজীদের মত। তাদের দলীল হলো কুরআনের আয়াত- رب لا تذر علي الارض من الكافرين ديارا

৩. أنهم في الجنة ; [তারা জান্নাতী হবে] আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এটিই সঠিক মাযহাব। কারণ, কুরআনে আছে- وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا সুতরাং যেখানে জ্ঞানবান বয়স্ক লোকদের নিকট দীন ও ঈমানের দাওয়াত না পৌঁছার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না, তাহলে ছোট্ট শিশু যাদের জ্ঞান নেই, তাদেরকে তো আরো উত্তমরূপেই শাস্তি দেয়া হবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জান্নাতে দেখেছেন وحوله اولاد الناس তার আশপাশে ছিল লোকদের সন্তানেরা।

باب
পরিচ্ছেদ [৮৭৭] ঃ (শিরোনামহীন)

(এটি পূর্বের বাবের ফসলসদৃশ)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ". قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا. فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ. فَسَأَلَنَا يَوْمًا. فَقَالَ " هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا ". قُلْنَا لاَ. قَالَ " لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي. فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ. وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كلوب من حديدٍ يدخله فى شدقه حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ. ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا. فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ. وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ. فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ. فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ. فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ. وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ. فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ. أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ. تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا. فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا. فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا. وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ. فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ قَالَ يَزِيْدُبنُ هَارُوْن وَوَهَبُ بنُ جَرِيْرِبْنِ حَازِمٍ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ. فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ. فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ. فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ. فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ. وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ. وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا. فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ. وَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا. فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ. ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ. فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ. فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالاَ نَعَمْ. أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ. فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ. فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ. فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ. يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُو الرِّبَا. وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ. وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ. وَأَنَا

جِبْرِيلُ. وَهَذَا مِيكَائِيلُ. فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ. قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ. قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي. قَالاَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ. فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩১০] ঃ হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায আদায় করতেন, নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং বলতেন আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছো কি? সামুরাহ ইবনে জুনদুব বলেন, এ অবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতো এবং তিনি আল্লাহ যেমন চাইতেন সেভাবে তার ব্যাখ্যা করতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছো? আমরা জবাব দিলাম, না, আমরা কেউ স্বপ্ন দেখিনি। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দুইজন লোককে দেখেছি। তারা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছে আর তার পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, তার হাতে আছে লোহার কাঁটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা চিরে ফেলছে এবং অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলছে। ইতোমধ্যে তার প্রথমোক্ত চেয়ালটি জোড়া লেগে ভালো হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাঁটা ঢুকিয়ে আগের মত করছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার? তারা দুইজন বললো, চলুন। সুতরাং আমরা যেতে থাকলাম এবং এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি মাথার কাছে একখন্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে মারছে প্রস্তর খন্ডটি ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা আবার তাকে আঘাত করছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা দুইজন বলল, আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং তন্দুরের মতো একটি গর্তের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। এটির উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত, আর এর নীচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন ওপরে উঠছে তখন ভিতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নীচে চলে যাচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ মুখ গর্তের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি হচ্ছে? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা তখন অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্ত নদীর কিনারে উপনীত হলাম যার মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এজিদ ইবনে হারুন এবং ওয়াহাব ইবনে জাবীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে এবং নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতোমধ্যে নদীর মাঝখানে দন্ডায়মান ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিল। এভাবে যখন-ই সে তীরে উঠতে চাচ্ছে তখনই লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ব্যাপার দেখছি? তারা দুইজন বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে চললাম এবং এমন একটি সবুজ-শ্যামল তরতাজা বাগিচায় প্রবেশ করলাম যেখানে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটির নীচে এক বৃদ্ধ ও কিছুসংখ্যক শিশু বসে ছিল। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন জ্বালাচ্ছিল। আমার সাথী দুইজন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যার চাইতে উত্তম ও সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। এরপর তারা দুইজন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং পুনরায় আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর

সে ঘরের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র বৃদ্ধ ও যুবকেরা। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তাদেরকে (আমার দুই সাথীকে) বললাম, তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এখন যেসব কিছু আমি দেখতে পেলাম সে সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত করো। তারা বলল, হ্যাঁ, তাই করছি। যাকে আপনি দেখলেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে সে হলো মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলতো। লোকেরা তার থেকে ঐ কথা শুনে অন্যদেরকে তা বলতো এবং এভাবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ আচরণ করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করা হচ্ছে, এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন কিন্তু সে তা থেকে গাফিল হয়ে রাতে ঘুমিয়েছে আর দিনেও সে অনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে। যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ্য গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলেন, সে হলো সুদখোর। গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ.) আর তার চতুর্দিকের শিশুরা হল মৃত নাবালেগ সন্তানগণ। যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, সে হল, জাহান্নামের ফিরিশতা মালেক। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা হলো সাধারণ ঈমানদারদের ঘর আর এটি হল শহীদদের ঘর। আমি হলাম, জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মিকাঈল। এরপর সে বললো, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে ওপরে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তারা দুইজন বললো, ওটি আপনার স্থান। আমি বললাম, আপনারা আমাকে আমার স্থানে যেতে দিন। জবাবে তারা দুইজন বললেন, আপনার আয়ু তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তা এখনো পূর্ণ হয়নি। আপনি তা পূরণ করলে, আপনার ঘরে যেতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১৭, ১৫৩, ১৮৫, ২৮০, ৩৯১-৩৯২, ৪৫৯, ৪৭৩. ৬৭৪, ৯০০, ১০৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটাই মনে হচ্ছে যে, মুসলমান হোক বা মুশরিক তাদেও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটি পূর্বের বাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেছে যে, সকল সন্তানই ইসলামি স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তারা যদি শৈশবেই ইন্তেকাল করে তাহলে তারা ইসলামের উপরই ইন্তেকাল করল। সুতরাং যেহেতু তারা ইসলামের উপর ইন্তেকাল করল তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটিই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত। কিন্তু মুহাক্কিকগণের মতে এ ব্যাপাওে নীরবতা পালন করাই শ্রেয়।

بَاب مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

পরিচ্ছেদ:[৮৭৮] ঃ সোমবার দিন মৃত্যুবরণের ফযিলত

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ. قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ. قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ

فِيهِ. بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا. وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আমি আবু বকরের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কত খণ্ড কাপড়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দিয়েছিলে? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী (জায়গার নাম) কাপড় দ্বারা। যার মধ্যে কোর্তা বা আমামা ছিল না। তিনি (আবু বকর) তাঁকে (আয়েশাকে) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছিল? তিনি বললেন, সোমবার দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কোন্ দিন? তিনি বললেন, সোমবার দিন। এরপর তিনি (আবু বকর) বললেন, আমি আশা করছি যে, রাতের মধ্যেই আমি চলে যাবো। এরপর তিনি নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে তাকালেন, অসুস্থ অবস্থায় যা তিনি পরিধান করেছিলেন এবং যাতে জাফরান রঙের কিছু আভা ছিল। তিনি বললেন, আমার এ জামা ধুয়ে দাও এবং এর সাথে আরও দুইটি কাপড় যোগ করে আমাকে কাফন দিবে। (আয়েশা বলেন) আমি তখন বললাম, এ কাপড় তো পুরানো হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চাইতে জীবিত লোকেরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তির কাফন তো পুঁজ ও গলিত পদার্থের জন্য। সেদিন থেকে মঙ্গলবারের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেননি। তিনি মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেছিলেন এবং ভোর হবার আগেই তাকে দাফন করা হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَتْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ-অংশের সাথে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিন মৃত্যুবরণ করবে তার কল্যাণের ব্যাপারে আশা করা যায়। কারণ, তার মৃত্যুর দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দিনের সাথে মিলে গেছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৯, ১৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সোমবার দিন মৃত্যুবরণের ফযিলত প্রমাণ করা। এটা নিশ্চিত যে, শুক্রবার দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করার ফযিলত হাদীসে আছে (তিরমিযী ১/১২৭); ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করারও অনেক ফযিলত রয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন মৃত্যুবরণ করেছেন, তেমনিভাবে হযরত আবু বকর (রাযি.) এ দিন মৃত্যুবরণের কামনা করেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সোমবার দিনে মৃত্যুবরণ একটি ফযিলতের বিষয়। উল্লেখ্য যে, হযরত আবু বকর (রাযি.)- মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ: مُهْلَة শব্দটি ميم বর্ণে পেশ, যবর, যের সবই হতে পারে। শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে।
১. পুঁজ ইত্যাদি গলিত পদার্থ। যেমন কুরআনে আছে- يوم تكون السماء كالمهل. অবকাশ, বিলম্ব।

هو যমীরের মারজা' যদি جديد ধরা হয় তাহলে বিলম্ব ও অবকাশের অর্থ নেয়া হবে। তখন অর্থ হবে এ নতুন কাপড় তো ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের জীবিত থাকার অবকাশ রয়েছে। আর যদি هو যমীরের মারজি' كفن হয় তখন প্রথম অর্থ তথা- গলিত পদার্থ, পুঁজ ইত্যাদি নেয়া হবে। তখন অর্থ হবে এ কাফন তো গলিত পদার্থ, পুঁজ ইত্যাদির জন্য উপযোগী, সুতরাং নতুন কাপড়ের প্রয়োজন নেই।

بَاب مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ

পরিচ্ছেদ:[৮৭৯] ঃ হঠাৎ মৃত্যুর বর্ণনা

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ. أَنَّ رَجُلاً. قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا. وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩১২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তাহলে কিছু দান-খয়রাত সম্পর্কে কথা বলতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, পাবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ نَعَمْ-অংশের সাথে। অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যু মুমিনের জন্য ক্ষতিকর নয়। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাতে হযরত আয়েশা (রাযি.) ও ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীসআছে- موت الفجأة راحة للمؤمن واسف علي الفاجر

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৬, ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীস موت الفجأة اَخذَةُ اَسَفٍ [হঠাৎ মৃত্যু হলো ক্রোধের পাকড়] এটা সাধারণ অর্থে নয়; বরং এটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট অর্থে। কেননা, কোনো কোনো সাহাবী হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। বায়হাকীর রেওয়ায়েতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট রয়েছে। সেখানে আছে اخذة الاسف للكافر ورحمة للمؤمن

২. সম্ভবত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো মুসলমানের হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে তার জন্য সদকা করা উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: أَنَّ رَجُلاً- ইনি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রাযি.)। এ হাদীস দ্বারা ইসালে ছওয়াবের মাসআলাও প্রমাণিত হলো। অর্থগত ইবাদতের ব্যাপারে তো জুমহূরের ইজমা রয়েছে যে, দান-সদকার ছওয়াব কবরে মৃতব্যক্তির নিকট পৌছে। তবে শারীরিক ইবাদত যেমন নামায, রোযা ইত্যাদির ছওয়াবের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যার বিশ্লেষণ যথাস্থানে আসবে। ইনশাআল্লাহ

হানাফীগণের মতে শারীরিক ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পাঠালে তা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

{فَأَقْبَرَهُ} أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ {كِفَاتًا} يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

পরিচ্ছেদ: [৮৮০] ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও ওমর (রাযি.)-এর কবর প্রসঙ্গে

" فَأَقْبَرَهُ " শব্দটি সূরা عبس-এর " ثم اماته فاقبره " থেকে নেয়া। এর অর্থ-আরবদের উক্তি থেকে বুঝা যায়। তারা বলে- اقبرتُ الرَّجُلَ অর্থাৎ আমি তার জন্য কবর খনন করেছি। আর قَبَرْتُهُ অর্থ আমি তাকে দাফন করেছি। মূলত ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ثلاثي مجرد ও ثلاثي مزيد فيه এর অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে চাইছেন। তাহলো اقبرتُ যা বাবে افعال থেকে ثلاثي مزيد فيه; তার অর্থ হলো আমি তার জন্য কবর বানিয়েছি বা কবর তৈরির নির্দেশ দিয়েছি। আর قبرتُ যা ثلاثي مجرد থেকে, তার অর্থ হলো دفنته আমি তাকে দাফন করেছি।

كفاتا যা সূরা মুরসালাতের আয়াত اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا-এর শব্দ, এখানে যে كفات এসেছে এর অর্থ হলো সমবেতকারী, জমাকারী। আয়াতের অর্থ হলো আমি কি জমিনকে সমবেতকারী করিনি? ইমাম বুখারী (রহ.) এর তাফসীরে বলেন, এ জমিতে জীবিত মাখলুক বসবাস করে, এবং এ জমিতেই মৃতব্যক্তিকে দাফন করা হয়। বুঝা গেল জমি সকলকে সমবেতকারী।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا" اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৩] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু পীড়ায় আয়েশার ঘরে থাকার দিন আসতে দেরী আছে দেখে ওযর হিসেবে বলতেন, আজ আমি কোথায় আছি আর কালকেই বা কোথায় (কার ঘরে) থাকবো? আয়েশা (রাযি.) বলেন, এরপর আমার ঘরে থাকার দিনই আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং আমার ঘরেই তাঁকে দাফন করা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَدُفِنَ فِي بَيْتِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২২, ১৮৬, ৪৩৭, ৫৩২, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৭৮৫, ৯৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ

أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ. غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৪] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত অবস্থায় বলেছিলেন (এ পীড়া থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি) ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তাঁর কবরকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানানো হবে তবে তাঁর কবরকে চিহ্নিত করে দেয়া হতো। এ হাদীসের রাবী বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কুনিয়াত রেখেছেন অথচ আমার কোনো সন্তানাদি নেই। (অথচ কুনিয়ত সাধারণত রাখা হয় সন্তান হওয়ার পর)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬২, ১৭৭, ১৮৬, ৪৯১, ৬৩৯, ৮৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ. أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ. رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৫] ঃ হযরত সুফিয়ান আত-তাম্মার (রাযি.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর গম্বুজাকৃতি দেখেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ. فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا. وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَعَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-لاَ تَدْفِنِّي مَعَهُمْ وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ. لاَ أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৬] ঃ হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার দেয়াল যখন ধ্বসে পড়ে তখন সবাই তা পুণ:নির্মাণ শুরু করলেন। হঠাৎ একটি পা বেরিয়ে পড়লো। সবাই এ ভেবে ভীত হয়ে পড়লো যে, এটি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক জানে

এমন কাউকেই তারা পেলেন না। অবশেষে উরওয়া তাঁদেরকে জানালেন, আল্লাহর শপথ! এটি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা নয়। বরং এটি অবশ্যই উমরের পা হবে।

হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে অছিয়ত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমর) পাশে দাফন করো না, বরং আমার সঙ্গীনীদের (সতীনদের) সাথে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করো। কারণ, তাদের পাশে দাফন করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাবো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ-অংশের সাথে। কারণ, যেহেতু সেটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা নয়, তাহলে তাঁর পা ছিল তার কবরের মধ্যে। আর শিরোনাম হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর সম্পর্কে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ. قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ. قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ. ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي. فَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ مَا كَانَ شَىْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ. فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي. وَإِلاَّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ. كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ. ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ. فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْرًا. أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ. وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ. وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৭] ঃ হযরত আমর ইবনে মায়মূন আওদী (রাযি.) বলেন, আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে দেখলাম তিনি নিজের পুত্রকে ডেকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি আয়েশার কাছে গিয়ে বলো যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করো, আমি আমার দুই সাথীর (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর)-এর পাশে দাফন হতে চাই এ ব্যাপারে তাঁর মত কি? এসব কথা

শুনে তিনি বললেন, জায়গাটি আমি নিজের জন্য পছন্দ করে রেখেছিলাম। আজ আমি নিজের চাইতে ওমরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আব্দুল্লাহ ফিরে এলে ওমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এলে? তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আয়েশা (রাযি.) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। শুনে তিনি বললেন, আজ ঐ নিদ্রার জায়গাটির (কবরের জায়গা) ব্যাপার ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি মৃত্যুবরণ করলে, আমাকে (তাঁর কাছে) বহন করে নিয়ে যাবে এবং সালাম জানিয়ে আবেদন করবে, ওমর ইবনুল খাত্তাব আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, যদি তিনি (আয়েশা) অনুমতি প্রদান করেন, তবে সেখানেই দাফন করবে অন্যথায় মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি তাদের চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে মনে করি না, ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ যাদের প্রতি খুশি ছিলেন। আমার পরে এরা যাকেই খলিফা মনোনীত করবে তার নির্দেশ শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। এরপর তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নাম উলেখ করলেন। এ সময় একজন আনসার যুবক তাঁর কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দেয়া শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। ইসলাম আপনার যে মর্যাদা ও অগ্রাধিকার দিয়েছে, তা আপনি নিজেই অবহিত আছেন। এরপর আপনি খলিফা নির্বাচিত হয়েও ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেছেন এবং এসবের পরে রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এসব কথা শুনে ওমর বললেন, ভাতিজা, কতই না উত্তম হত যদি আমি শুধু নাজাত প্রাপ্ত হতাম। (পুরস্কার যদি নাও পাই তবুও গোনাহের জন্য যদি পাকড়াও না হতাম, আমার জন্য কতই না উত্তম হত। শাস্তি বা পুরস্কার কোনটাই না পেয়ে যদি আমি নাজাত পেতাম তাহলে সেটাই আমার জন্য অত্যন্ত ভাল হত।) আমার পরে যিনি খলিফা মনোনীত হবেন, তাঁকে আমি মোহাজেরীনে আওয়ালীনদের (প্রথম হিজরতকারীগণ) সাথে উত্তম ব্যবহার, অধিকার প্রদান ও তাদের মর্যাদা এবং সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে সর্বশেষ উপদেশ দান করছি। আনসারদের সাথেও উত্তম ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করছি, যারা নিজেদের বাড়িঘরে আশ্রয় দান করেছিল এবং ঈমান গ্রহণ করেছিল। এদের ইহসানকে (উপকারীর উপকারকে) স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ এবং ছোট ছোট অপরাধকে ক্ষমা করতেও উপদেশ দান করছি। আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জিম্মাদারী গ্রহণের দায়িত্বের কথাও আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের পক্ষে তাদের শত্রুদের মুকাবিলা করতে এবং সামর্থের বাইরে কোনকিছু তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতেও আমি উপদেশ প্রদান করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৬-১৮৭, ৪২৯, ৫২৩, ৭২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের অবস্থা বর্ণনা করা যে, তাঁর কবর শরীফ مُسَنَّم ছিল না কি مسطح ছিল। সুতরাং বাবের তৃতীয় হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট রয়েছে যে, সুফিয়ান তাম্মার বলেন أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا

জুমহূর হানাফী, মালেকী প্রমুখও গম্বুজাকৃতির কবর উত্তম হওয়ার পক্ষে। অধিকাংশ শাফেয়ীর মতে সমতল কবর উত্তম। ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফীদের সমর্থন করছেন; কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ছিল مُسَنَّم তথা গম্বুজাকৃতির।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাযি.) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর গৃহে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সাথে। সুতরাং রওযা মুবারকে কবর রয়েছে চারটি।

উসমান ইবনে নাসতাস বলেন, উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.)-এর যুগে যখন রওজা মুবারক ভাঙ্গা হয়েছিল তখন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর দেখেছি, তা ছিল চার হাত উঁচু। এবং আবু বকর (রাযি.)-এর কবর ছিল তার পশ্চাতে, আর ওমর (রাযি.)-এর কবর ছিল তার থেকে নিম্নে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক পশ্চিম পার্শ্বে মিলিত, আর আবু বকর (রাযি.)-এর মাথা নবীজীর পায়ের কাছে, আর ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের পিছনে।

হযরত নাফে' বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর তাদের উভয়ের থেকে কিবলামুখী সামনের দিকে বর্ধিত, তারপর আবু বকর (রাযি.)এর কবর তাঁর কাঁধ বরাবর। আর ওমর (রাযি.)-এর কবর আবু বকরের কাঁধ বরাবর।

মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক বলেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, আবু বকরের কবর তার পিছনে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের নিকট ওমরের কবর।

আবার ইবনে উকাইল বলেন, আবু বকরের কবর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পায়ের নিকট, আর আবু বকরের পায়ের নিকট ওমরের কবর।

بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

পরিচ্ছেদ: [৮৮১] ঃ মৃত ব্যক্তিকে মন্দ বলার নিষিদ্ধতা

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ". تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَشِ

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৮] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালমন্দ করো না। কারণ, তারা যা কিছু করেছে তারা তার ফলাফলের মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: কয়েক বাব পূর্বে একটি বাব অতিবাহিত হয়েছে باب ثناء الناس علي الميت অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদের মন্দ বিষয়সমূহের আলোচনা না করে তাদের উত্তম গুণাবলী আলোচনা করা উচিত। সুতরাং তাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল উত্তম গুণাবলী আলোচনার প্রতি। এখন তিনি মন্দ বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকার কথা বলছেন।

এর কারণ স্পষ্ট। অর্থাৎ কোনো মানুষই পাপের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির মন্দ আলোচনা করে কোনো লাভও নেই, তবে ক্ষতি অবশ্যই আছে। তা হলো তার আত্মীয়স্বজন কষ্ট পাবে। আর মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم

بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

পরিচ্ছেদ: [৮৮২] ঃ দুষ্ট প্রকৃতির মৃতদের দোষ বর্ণনা করা (জায়েয আছে)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ- عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ- لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. فَنَزَلَتْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}.

হাদীসের অনুবাদ [১৩১৯] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আবু লাহাব আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, সারাদিন ধরেই যেন তোমার অকল্যাণ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা লাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ أَبُو لَهَبٍ- عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭, ৫০০, ৭০২, ৭০৮, ৭৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

চমৎকার সমাপ্তি: تَبَّ শব্দ দ্বারা অধ্যায়ের সমাপ্তি চমৎকার হয়েছে। কারণ, تب অর্থ হলো ধ্বংস হয়েছে, নিঃশেষ হয়েছে। আর এখানে এসে কিতাবুল জানাইযও সমাপ্ত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হল এটা বর্ণনা করা যে, উপরে বর্ণিত হাদীস لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ এটি সাধারণ বা ব্যাপক অর্থে নয়; বরং তা শুধুমাত্র মুসলমান মৃতদের জন্য প্রযোজ্য, যারা বাহ্যতঃ সৎ কর্মশীল ছিলেন। অর্থাৎ الاموات-এর আলিফ লামটি استغراقي নয়; বরং তা عهدي তথা নির্দিষ্ট। তাইতো ইবনে আব্বাস (রাযি.) আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার দোষ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

জাকাত অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

اي هذا كتاب في بيان احكام الزكوة

যোগসূত্র: ইমাম বুখারী (রহ.) নামায ও তার আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি থেকে অবসর হওয়ার পর কিতাবুজ-জাকাত অর্থাৎ জাকাতের মাসআলা ও আহকাম সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করছেন। যেহেতু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ৩২ স্থানে সালাতের সাথে জাকাতের আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা বাকারায় আছে **واقيموا الصلوة واتوا لزكوة** এ আয়াতটি পূর্ণ কুরআনে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। (যেমন সুরা বাকারার আয়াত ৪৩, ৮৩, ১১০ এবং সূরা নিসা, হজ, নূর ইত্যাদিতেও আছে)

২. তেমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস–

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الاسلامُ علي خمس شهادة ان لاإِلٰـهَ الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان (بخاري كتاب الايمان)

এ হাদীসেও নামাযের সাথে জাকাতের আলোচনা রয়েছে।

উপকারিতা: দুররে মুখতারে ৩২- আয়াতের স্থলে কুরআনের ৮২ আয়াত উল্লেখ রয়েছে। তাই আল্লামা শামী সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, মূলত اثنين و ثمانين-এর পরিবর্তে اثنين و ثلاثين হওয়া উচিত।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস সালাত অধ্যায়ের পর সওম অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। যেমন নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে এমনই আছে। কিন্তু যে তারতীব বুখারীতে আছে তাই বিশুদ্ধতর ও উন্নত। এ কারণেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস জাকাতকে সাওমের উপর অগ্রগামী করেছেন। যেমন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ইত্যাদি।

আর যারা সওমকে অগ্রগামী করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো এই যে, নামায ও রোযা উভয়ই হলো শারিরীক ইবাদত। তাই উভয়টির আলোচনা একসাথে হওয়া বাঞ্চনীয়।

মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া এ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়ার আরো কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার হক নফস ও মাল উভয়ের সাথে রয়েছে। তাই যা নফস সম্পর্কিত হক ছিল অর্থাৎ নামায, তাকে পূর্বে উল্লেখ করার পর মাল সম্পর্কিত হক অর্থাৎ জাকাতের আলোচনা করছেন। তারপর এ উভয়ের পরে যে হক উভয়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ হজ, তার আলোচনা করেছেন। তাছাড়া রোযা যেহেতু না-করণীয় ইবাদত তাই যা করণীয় ইবাদত তা না-করণীয় ইবাদতের উপর অগ্রগণ্য হওয়াই বাঞ্চনীয়। মোটকথা, প্রত্যেকেই যার যার চিন্তাধারা অনুযায়ী তাদের কিতাবকে সাজিয়েছেন।

گلہائے رنگارنگ سے ہے زینت چمن * اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} *وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ

পরিচ্ছেদ: [৮৮৩] জাকাত ওয়াজিব তথা ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর বাণী– এবং তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত প্রদান করো। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমাকে হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করতে, জাকাত দিতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং অশ্লীলতা বর্জন করে পূত-পবিত্র জীবন যাপন করতে নির্দেশ দেন। (এর বিস্তারিত বিবরণ বদউল ওহীতে অতিবাহিত হয়েছে)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লেখ্য যে, শিরোনামে "وجوب" শব্দটি "فرض" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

زكوة শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. **زكوة** শব্দটির অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন আরবরা বলে– زكا الزرع ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হিসেবে জাকাতকে জাকাত বলে নাম করণের কারণ হচ্ছে, সম্পদের জাকাত আদায় করার দ্বারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতেই সম্পদের উন্নতি ও বরকত হয়। অথবা এটা বলা হবে যে, জাকাতের দ্বারা ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। অথবা জাকাত আদায় করতে হয় বর্ধনশীল সম্পদের।

২. **زكوة** শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা। আর এ অর্থ হিসেবে জাকাতকে জাকাত বলে নামকরণের কারণ হচ্ছে, জাকাতের মাল পৃথক করার দ্বারা অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়। বা জাকাত আদায়কারী লোকটি গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

زكوة-এর শরয়ী ও পারিভাষিক সংজ্ঞা :

تنوير الابصار গ্রন্থের রচয়িতা জাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন –

هی تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمی ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

অর্থাৎ জাকাত বলা হয় শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ঐ সম্পদকে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো মুসলমান দরিদ্রকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়। শর্ত হলো দরিদ্র হাশেমী বংশের লোক বা দাস না হতে হবে এবং এই সম্পদ থেকে জাকাত প্রদানকারীর সর্বপ্রকার অধিকার বিলুপ্ত হতে হবে।

عنيه الشارع: শরিয়ত নির্ধারিত উক্ত পরিমাণ হলো সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ, যার উপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

উপকারিতা: জাকাতের সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেল যে, এর বাস্তবতা হলো تمليك তথা মালিক বানিয়ে দেয়া। সুতরাং যেখানে تمليك-এর অর্থ পাওয়া যাবে না, তা শরিয়তসম্মত জাকাত হবে না। যেমন জাকাতের টাকা

মসজিদের কাজে, মৃতদের দাফন-কাফনের কাজে বা জনসেবামূলক কাজে ব্যয় করা। তেমনিভাবে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা ইত্যাদি বানানো।

জাকাত ফরয হওয়ার সন : জাকাত কত সনে ফরয হয়েছে সে ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে–

১. আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে জাকাত ফরয হয়েছে হিজরতের পরে । কেউ বলেন দ্বিতীয় হিজরীতে। যে বছর রোযা ফরয হয়েছিল। তবে এতদুভয়ের মাঝে কোনটি আগে হয়েছে; রোযা না জাকাত? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা আইনী বলেন– قبل فرض رمضان অর্থাৎ জাকাত ফরয হয়েছে রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে । কিন্তুঅধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত হলো আগে রোযা ফরয হয়েছে, তারপর জাকাত ফরয হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈর এক হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে, হযরত কায়েস বিন সা'দ বলেন– امرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكوة এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া এটাও বুঝা গেল যে, রোযা ফরয হয়েছে জাকাতের পূর্বেই । কারণ, ফিতরার সম্পর্ক হলো রোযার সাথে। সুতরাং ফিতরা যেহেতু জাকাতের আগে তাহলে রোযাও ফরয হয়েছে জাকাতের আগে।

২. মুহাদ্দিস ইবনে খুযাইমার মত হলো– জাকাতের ফরযিয়্যাত হিজরতের পূর্বেই মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তার পরিপূর্ণ পরিমাণ তখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। এছাড়া তখন সাধারণ মালের জাকাত উসুল করার মতো সরকারী কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। কেননা তখনও হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর জাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর দলিল হলো, সূরা মুযযাম্মিলের واقيموا الصلاة واتوا الزكوة আয়াতটি। কারণ সূরা মুযযাম্মিল মক্কা মুকাররমায় একেবারে শুরুর দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

তদুপরি হযরত উম্মে সালামার হাদীসে আছে হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব নাজ্জাশী বাদশার নিকট ছিলেন, নাজ্জাশী তাকে প্রশ্ন করেছিল যে, তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ প্রদান করেন। তখন জা'ফর বলেছিলেন– يأمرنا بالصلوة والزكوة الخ আর এটা ছিল হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এর উপর প্রশ্নোত্তরের জন্য ফতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

৩. শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী, আল্লামা কাশ্মিরী, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখের মত হলো জাকাত ফরয হয়েছিল হিজরতের পূর্বেই মক্কায় ।

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : এ আয়াত উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত করে দিলেন যে, জাকাত ফরয হওয়ার বিধান কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এর ফরযিয়্যাত অকাট্য ও সর্বসম্মিলিত। জাকাত অস্বীকারকারীরা কাফের। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন।

জাকাত প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষ, আকেল-বালেগের উপর ফরয। যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদের মালিক হবে এবং তার উপর এক বৎসর অতিক্রান্ত হবে, এবং তা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অতিরিক্ত হবে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: এ হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল ওহীর শেষ হাদীসে দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ. عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ

فَقَالَ "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩২০] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায (রাযি.)-কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথমে) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ প্রত্যেক দিন তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের প্রতি তাদের ধন-সম্পত্তিতে জাকাত ফরয করেছেন। ঐ জাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ -অংশের সাথে। কারণ, এখানে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাকাত।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭, ১৯৬, ২০২, ৩৩১, ৬২৩, ১০৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

মুআজ ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর মর্যাদা, ফজিলত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম মুআজ, ডাকনাম আবু আবদির রহমান এবং লকব বা উপাধি 'ইমামুল ফুকাহা, কানযুল উলামা ও রাব্বানিয়্যূল কুলূব।' মদীনার খাযরাজ গোত্রের উদায় ইবন সা'দ শাখার সন্তান। অনেকে তাঁকে সালামা ইবন সা'দ শাখার সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বনু কুদা'য়া গোত্রের সন্তান, উদায় ইবন সা'দ গোত্রের নাম। এ গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিজেদের গোত্রের লোক বলে দাবী করতো।[৭]

দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতি

হযরত মুআজের গায়ের রং ছিল সাদা, চেহারা উজ্জ্বল, দৈহিক কাঠামো দীর্ঘাকৃতির, চোখ কালো ও বড়, চুল খুব ঘন এবং সামনের দাঁত ধবধবে সাদা। কথা বলার সময় যেন মুক্তা ঝরতো। কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মিষ্টি-মধুর। দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছিলেন সাহাবা সমাজের মধ্যমনি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রাযি.) বলেন, মুআজ ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। আবু নু'ঈম বলেন, বিচক্ষণতা, লজ্জাশীলতা, ও বদান্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আনসারদের সর্বোত্তম যুবক। ওয়াকিদী বলেন, তিনি ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ।

ইসলাম গ্রহণ

মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা'ঈ-ই-ইসলাম হযরত মুসআব ইবন উমায়ের (রাযি.)-এর হাতে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুআজ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর।

---

[৭].(আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৭, আল-ইসাবা- ৪/৪২৭, সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৪৬৪, উসুদুল গাবা- ৪/৩৭৬) হিজরাতের ২০ বছর পূর্বে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনায়) জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম- ৮/১৬৬)

তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মুস'য়াব ইবন উমাইর মক্কায় চললেন। মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমান ও মুশরিকদের একটি দলও হজ্জের উদ্দেশ্যে তাঁর সংগী হলো। হযরত মুয়াজও ছিলেন এই কাফিলার একজন সদস্য। মক্কার আকাবায় তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এটা ছিল আকাবার তৃতীয় বা শেষ বাইয়াত। এই দলটি মক্কা থেকে ফিরে আসার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

অল্প বয়স্ক মুআজ যখন মক্কা থেকে ফিরলেন, ঈমানী আবেগে তাঁর অন্তর তখন ভরপুর। এখন কারও বাড়ী মূর্তি থাকাটা তাঁর নিকট অসহনীয়। মদীনায় ফিরে তিনি এবং তাঁর মত আরও কিছু যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক মদীনাকে প্রতীমামুক্ত করবেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হযরত আমর ইবনুল জামূহ প্রতীমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন মদীনার বনু সালামা গোত্রের অতি সম্মানিত সরদার। অন্য নেতাদের মত তাঁরও ছিল একটি অতি প্রিয় কাঠের প্রতীমা। প্রতীমাটির নাম ছিল মানাত। এই প্রতীমাটির প্রতি ছিল আমরের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি অতি যত্নসহকারে সুগন্ধি মাখিয়ে রেশমী কাপড় দিয়ে সেটি সব সময় ঢেকে রাখতেন।

মক্কা থেকে ফেরা এই তরুণরা রাতের অন্ধকারে একদিন চুপে চুপে মূর্তিটি তুলে নিয়ে বনু সালামা গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার গর্তে ফেলে দেয়। ইবন ইসহাক এই উৎসাহী তরুণদের তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, মুআজ ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ও সালামা ইবন গানামা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমর ইবন জামূহ যথাস্থানে প্রতীমাটি না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এক সময় ময়লা-আবর্জনার স্তুপে প্রতীমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক! গত রাতে আমাদের ইলাহ'র সাথে কারা এমন আচরণ করলো? তিনি প্রতীমাটি সেখান থেকে তুলে ধুলে মুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। প্রতীমাকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মানাত, আমি যদি জানতাম, কারা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে!

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা ঘটলো। সকালে আমর খুঁজতে খুঁজতে অন্য একটি গর্ত থেকে প্রতীমাটি উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে আগের মত রেখে দেন। পরের রাতে একই ঘটনা ঘটলো। তিনিও আগের মত সেটি কুড়িয়ে এনে একই স্থানে রেখে দিলেন। তবে এ দিন তিনি প্রতীমাটির কাঁধে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কে বা কারা এমন আচরণ করছে, আমি জানিনে। তবে তুমি তাদের দেখেছো। হে মানাত, তোমার মধ্যে যদি কোন ক্ষমতা থাকে তুমি তাদের থেকে আত্মরক্ষা কর। এই থাকলো তোমার সাথে তরবারি।'

রাত হলো। তরুণরা আজও এলো। তারা প্রতীমার কাঁধ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে সেটি বাঁধলো। তারপর প্রতীমাসহ কুকুরটি একটি নোংরা গর্তে ফেলে চলে গেল। আমর সকালে খুঁজতে বেরিয়ে মূর্তিটির এমন দশা দেখে তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইনটি এমন– 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ হতে তাহলে এমনভাবে কুকুর ও তুমি এক সাথে গর্তে পড়ে থাকতে না।' এভাবে আমর ইবন জামূহ মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরত ও ইলম অর্জন

মুআজ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের অল্পকাল পরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরাত করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোগ দেন। মুআজ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালে যে ছয় ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বনু সালামার মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হলে হযরত মুআজ এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযান শেষ করে সবে মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এমন সময় রমজান মাসে ইয়ামনের হিময়ার গোত্রের শাসকের দূত মদীনায় খবর নিয়ে আসে যে, ইয়ামনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার আমীর হিসাবে মুআজ ইবন জাবালকে মনোনীত করেন।

ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে মুআজকে ডেকে প্রশ্ন করলেন,তুমি ফায়সালা করবে কীভাবে? মুআজ বললেন, কুরআনের দ্বারা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এমন কোন বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে না পাও, তখন কি করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দ্বারা ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হও যার সমাধান কুরআন অথবা সুন্নাতে পাচ্ছ না, তখন কি করবে? তিনি বললেন, আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো। তাঁর জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের রাসূলকে (দূত) এমন জিনিসের তাওফীক বা ক্ষমতা দান করেছেন যা তাঁর রাসূলের পছন্দ।

মুআজের পরীক্ষা শেষ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। তাতে হযরত মুআজের স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিনি লেখেন- إني بعثت لكم خير أهلي 'আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম।' তিনি আরও লিখলেন, তোমরা মুআজ ও অন্য লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাদাকা ও জিযিয়ার অর্থ তার নিকট জমা করবে। আমি মুআজ ইবন জাবালকে ইয়ামনে বসবাসরত সকলের ওপর আমীর নিয়োগ করছি। তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয় যে সে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মুআজ গেলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে। সেখানে আরও লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন। মুআজ উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে চলছিলেন। দুইজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআজ তোমার দায়িত্ব অনেক। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। এরপর তুমি মদীনায় ফিরে আমার স্থলে আমার কবর ও মসজিদ যিয়ারত করবে।'

সাথে সাথে মুআজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কেঁদো না। যাও আল্লাহ তোমাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন।' একথা বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজকে ছেড়ে দেন। মুআজ অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন, মুত্তাকীরাই (খোদাভীরু) আমার নিকটতম মানুষ, তা তারা যে কেউ হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন।[৮]

হযরত মুআজ ইয়ামনে মাত্র দুই বছর ছিলেন। হিজরী নবম সনে আমীরের দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামনে যান এবং হিজরী একাদশ সনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মুআজ ইয়ামন যাওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফা হন। তিনি আমীরে হজ্জের দায়িত্ব দিয়ে উমরকে মক্কায় পাঠালেন। এদিকে হযরত মুআজও হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছলেন। মিনায় দুইজনের সাক্ষাৎ হলো। মুআজের সাথে তাঁর

---

৮. (হায়াতুস সাহাবা- ২/৩৩৬)

অনেকগুলি দাস ও পণ্যসামগ্রী দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদির রহমান, এসব কী? তিনি বললেন, এগুলো আমার। লোকেরা আমাকে হাদিয়া দিয়েছে।

উমর (রাযি.) বললেন, তুমি আবু বকরকে এসব কথা জানাবে এবং সবকিছুই তাঁর হাতে তুলে দেবে। যদি তিনি তোমাকে কিছু দান করেন, তুমি তা গ্রহণ করবে।

মুআজ (রাযি.) বললেন, মানুষ আমাকে দান করেছে, আর আমি তা আবু বকরের হাতে তুলে দেব কেন?

হযরত উমর (রাযি.) মদীনায় ফিরে খলীফাকে পরামর্শ দিলেন, মুআজের জীবন ধারণের মত কিছু অর্থ তাঁকে দিয়ে অবশিষ্ট সবকিছু বাইতুল মালে জমা করা হোক। আবু বকর জবাব দিলেন, তাঁকে আমীর নিয়োগ করেন খোদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে যদি নিজেই জমা দিতে ইচ্ছা করে এবং আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি গ্রহণ করবো। অন্যথায় এক কপর্দকও গ্রহণ করবো না। হযরত উমর খলীফার জবাব পেয়ে আবার মুআজের কাছে যান এবং পুনরায় তাঁকে জমা দেওয়ার তাকিদ দেন। এবার মুআজ বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনে শুধু এই জন্য পাঠান যে, আমি যেন সেখানে থেকে নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারি। আমি কিছুই দেব না। হযরত উমর নীরবে উঠে চলে আসলেন। তবে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

হযরত মুআজ তো উমরকে ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য সাহায্যে তিনি উমারের সাথে একমত পোষণ করেন। মুআজ রাতে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা উমারের নিকট গিয়ে বললেন, আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর আপনি আমাকে টেনে ধরে রেখেছেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে মুআজ পানিতে ডুবে যাচ্ছেন এবং উমর তাঁকে উদ্ধার করছেন। তারপর মুআজ সকল দাস-দাসী সংগে করে খলীফা আবু বকরের নিকট হাজির হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, আমার কাছে যা কিছু আছে সবই এনে হাজির করছি। আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, সবই তোমাকে হিবা বা দান করলাম। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পুরণ করে দেবেন।' অন্য একটি বর্ণনা মতে আবু বকর তাঁর নিকট থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করে তাঁর অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করেন এবং বাকী সম্পদ সবই তাঁকে দান করেন। হযরত উমর তখন মুআজকে লক্ষ্য করে বলেন, এখন সবই তোমার কাছে রাখ। এখন তুমি অনুমতিপ্রাপ্ত।

হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআজকে ইয়ামনে পাঠান তখন তাঁকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দান করেন। তাতে গনীমাত, খুমুস, সাদাকাত, জিযিয়াসহ বিভিন্ন বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হযরত মুআজ সব সময় তারই আলোকে কাজ করতেন।

হযরত মুআজ ছিলেন জীবনের প্রথম থেকে অতি বুদ্ধিমান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফায়েজে নববীর বরকতে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ আদর্শের রূপ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এত মুহাব্বত করতেন যে, অধিকাংশ সময় তাঁকে নিজের বাহনের পিছনে বসার সুযোগ দিয়ে নানা রকম ইলম ও মা'রেফাত শিক্ষা দিতেন।

হযরত মুআজের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোন প্রশ্ন না করলে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

এভাবে হযরত মুআজ সর্বদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফতকালেই মজলিসে শূরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপ লাভ করে। তবে প্রথম খলীফার যুগেই তার একটি কাঠামো তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রাযি.) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে মুআজও ছিলেন। হযরত উমারের (রাযি.) খিলাফতকালে যখন মজলিসে শূরার নিয়মিত অধিবেশন বসতো তখনও মুআজ সদস্য ছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে হযরত মুআজের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় বহুবিধা যোগ্যতা। তিনি হন একাধারে শরী'য়াতের মুফতী, মজলিসে শূরার সদস্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক, প্রদেশের ওয়ালী, দূত, সাহসী সেনাপতি, বিজয়ী যোদ্ধা ও যাকাত উসূলকারী ইত্যাদি।

হিজরী ১৫ সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও তাঁকে 'মায়মানা'-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে মুসলমানদের 'মায়মানা' মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হযরত মুআজ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততার পরিচয় দেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে হুংকার দিয়ে বলেন, আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। কোন সাহসী বীর যদি ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে, সে এই ঘোড়া নিতে পারে। রণক্ষেত্রে তাঁর পুত্রও ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, আমিই এ ঘোড়ার হক আদায় করবো। তারপর বাপ-বেটা দু'জন রোমান বাহিনীর বুহ্য ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যান এবং এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন যে, বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী আবার দৃঢ় অবস্থান ফিরে পায়।

হযরত মুআজ ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। আল-মাদায়িনী, ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। তবে বিশ্বস্ত বর্ণনা সমূহে জানা যায় তাঁর এক পুত্র, মতান্তরে দুই পুত্র ছিল। তাদের একজনের নাম আবদুর রহমান এবং অন্যজনের নাম জানা যায় না। এই আবদুর রহমান ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮ সনে 'আমওয়াসের' মহামারিতে পিতার আগে মারা যান।

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মুআজ ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চারজনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, মুআজ তাঁদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকেও এ ধরণের একটি বর্ণনা আছে।

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমরণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য সব সময় মদীনা থেকে দূরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা তিনি চালু রাখেন। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায়ও এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রাযি.) ও আরও কিছু লোক তাঁর পাশে ছিলেন। অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আজ পর্যন্ত এই জন্য গোপন রেখেছিলাম যে তা শুনলে মানুষ হয়তো আমল ছেড়ে দিবে। তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মুআজের নামটি তৃতীয় তবকায় গণনা করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৫৭ টি। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি, তিনটি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

কুরআন-হাদিস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুআজ (রাযি.)-এর জ্ঞান প্রবাদতুল্য। প্রশ্ন হতে পারে এই বিশাল জ্ঞান তিনি কিভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে বলা যায় তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া এমন প্রতিভাবান ছাত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দানও এর কারণ। হযরত মুআজ অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে হাজির থাকতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি মজলিস ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক একটি বৈঠক। তিনি সব সময় এই মজলিসের সুযোগ গ্রহণ করতেন।

জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করে তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুআল্লিমের আসনে সমাসীন হন। রাসূলে ওাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেই তিনি শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। হিজরী অষ্টম সনে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের ফিকাহ ও সুন্নাতের তা'লীম দানের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেখানে রেখে আসেন।

খলীফা উমারের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে লোকেরা তাঁর নিকট পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের জন্য আরজ করলো। তখন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তার মধ্যে এ কথাটিও বলেন যে, আজ মুআজ ইবন জাবাল বেঁচে থাকলে তাঁকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানিয়ে এসেছি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন মুআজ সব আলিমদের থেকে এক অথবা দুই তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে।

একবার খলীফা হযরত উমর (রাযি.) মুআজকে পাঠালেন বনু কিলাম গোত্রে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বণ্টনের জন্য। মুআজ সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। যাওয়ার সময় হাতে করে যে জিনিসগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন ফেরার সময় শুধু সেইগুলিই হাতে করে ফিরলেন। স্ত্রী কাছে এসে বললেন, অন্যান্য শাসকরা ঘরে ফেরার সময় তাঁদের পরিবারের লোকদের জন্য নানা রকম উপঢৌকন নিয়ে আসে, তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? মুআজ বললেন, আমার সাথে সবসময় একজন পাহারাদার ছিলেন। তিনি সতর্কভাবে আমাকে পাহারা দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, তুমি ছিলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.)-এর পরম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আর উমর কিনা তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছে?

স্বামী-স্ত্রীর এ আলোচনা উমর (রাযি.)-এর মেয়ে মহলের মাধ্যমে তাঁর কানে গেল। তিনি মুআজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছি? মুআজ বললেন, না, আপনি তা করবেন কেন? তবে আমার স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার জন্য এমন কথা না বলে উপায় ছিলনা। উমর একটু হেসে দিলেন। তারপর মুআজের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, যাও, এইগুলি দিয়ে তোমার স্ত্রীকে খুশী কর।[১]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল একারণে তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তি একবার নিলামে উঠে বিক্রি হয়েছিল। তাঁর এই দানশীলতায় ইসলামের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

খলীফা উমর (রাযি.) একদিন সংগীদের বললেন, তোমরা কে কি নেক আশা কর। একজন বললো, আমার বাসনা হলো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি দিরহাম পেতাম এবং সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারতাম। আরেকজন বললো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি সোনাদানা পেতাম এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। এভাবে একেক জন একেক রকম সৎ বাসনা প্রকাশ করলো। সবশেষে উমর (রাযি.) বললেন, আমার বাসনা কি জান? আমি যদি এই ঘর ভর্তি পরিমাণ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুআজ ইবন জাবাল ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত লোক পেতাম এবং তাদের সকলকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাতে পারতাম।

ওফাত ও দাফন

হযরত মুআজের মৃত্যুসন এবং মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাকদাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীনা' নামক স্থানে মারা যান। এরই নিকটবর্তী একটি স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা হযরত 'ঈসাকে আ. আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বায়তুল্লাহর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শন করতেন। তিনি বলেন- ما بصقت عن يميني منذ أسلمت 'ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোনোদিন ডানদিকে থুথু নিক্ষেপ করিনি।'

---

[১]. সুওয়ারুম মিন্ হায়াতিস সাহাবা : ৭/১৩১-১৩২

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ. عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً. قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَالَهُ. تَعْبُدُ اللهَ. وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ. وَتَصِلُ الرَّحِمَ ". وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ. وَأَبُوهُ. عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ. مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২১] ঃ হযরত আবু আইউব (রাযি.) বলেন, এক লোক আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমাকে জান্নাতে যাবার উপায় হিসেবে একটি আমলের কাথা বলে দিন। তখন একজন লোক বলে উঠলো, চমৎকার প্রশ্ন তো! আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আবশ্যক প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। তারপর তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যথারীতি নামায প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে।

বাহয বলেন, আমাদেরতে শো'বা বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে উসমান– এবং তার পিতা উসমান বিন আব্দুল্লাহ এরা উভয়েই মুসা ইবনে তালহা থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি শুনেছেন আবু আইউব থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এখানে মুহাম্মদ ইবনে উসমান সঠিক নয়; বরং সঠিক হলো আমর বিন উসমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭, ৮৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ. قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ أَعْرَابِيًّا. أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ " تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. وَتَصُومُ رَمَضَانَ ". قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا "

হাদীসের অনুবাদ [১৩২২] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, এক বেদুইন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয জাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বললো, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করবো না। (আবু হুরাইরা বলেন) লোকটি চলে গেলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ أَبِي حَيَّانَ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৩] : আবু যারআ (তাবেয়ী) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এ হাদীসটি মুরসাল। কেননা, আবু যুরআ হলেন তাবেয়ী। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেননি; কিন্তু যেহেতু এ হাদীসটি হযরত উহাইব মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া উহাইব হলেন নির্ভরযোগ্য; আর নির্ভরযোগ্য রাবীর বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। তাই ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের ইরসাল দ্বারা কোনো জটিলতা নেই।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ. وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ "الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৪] : হযরত আবু জামরা (রাযি.) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, একদিন আব্দুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এ গোত্রটি রাবীআ গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থানে কাফির মুদার গোত্রটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। (যার ফলে) হারাম মাস ব্যতীত (অন্য মাসে) আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের লোকদেরকেও (যাদের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি) এর প্রতি আহবান জানাতে পারি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। এই বলে তিনি নিজের হাত দিয়ে ইংগিত করেন (খ) নামায প্রতিষ্ঠা করা (গ) জাকাত প্রদান করা এবং (ঙ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্তাম নাকীর ও মুযাফফাত (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি। (লাউয়ের খোলস দিয়ে প্রস্তুতকৃত পাত্রকে আরবী ভাষায় দুব্বা বলে। মাটির সবুজ পাত্রকে হান্তাম বলে, কাঠ দিয়ে নির্মিত পানপাত্রকে নাকীর বলে, আর মুযাফ্ফাত বলে তৈলাক্ত পাত্রকে। এসব পাত্রে সে সময় মদ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পান করা হতো।)

সুলায়মান- আবু নু'মান- হাম্মাদ সূত্রে বর্ণিত আছে- আল্লাহর উপর ঈমান আনা হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

সুলায়মান ও আবু নু'মানের হাদীসে الايمان بالله-এর পরে হরফে আত্‌ফ নেই। আর হাজ্জাজের রেওয়ায়েতে হরফে আত্‌ফ , ছিল। ايمان بالله ও شهادة ان لا إِلَهَ الا الله এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল কখন আসে, তাদের সংখ্যা কত ছিল ও তাদের দলপতি কে ছিলেন? তাদের আগমনের কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়কাল ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমনের সময়কাল সম্পর্কে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যথা–

[১] কাজী ইয়ায (র) বলেন– তাঁরা আগমন করেছেন মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে।

[২] ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন– তাঁরা আগমন করেন নবম হিজরীতে।

[৩] কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে আগমন করেন।

[৪] কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে, তাঁরা আগমন করেন সপ্তম হিজরীতে।

[৫] ঐতিহাসিকদের মতে তাঁরা মোট দু'বার আগমন করেছেন। প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরীতে, আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরীতে।

তাঁদের সংখ্যা ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সংখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

[১] ইমাম নববী (র) বলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন।

[২] অন্য এক দল বলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) বলেছেন যে, তাঁদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর অবশিষ্টরা ছিল তাঁদের অনুসারী। অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীতে এসেছিলো ১৪ জন আর ৮ম হিজরীতে এসেছিলো ৪০ জন।

[৩] বায়হাকীর এক বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ১৪ জনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

তাঁদের দলপতির নাম ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতার নাম কি? সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

[১] ইমাম নববী (র) এর মতে তাঁদের দলপতির নাম ছিল– মুনযির ইবনে আয়েয।

[২] কালবীর মতে– মুনজির ইবনে হারেস।

[৩] কারো মতে– মুনযির ইবনে হাইয়্যান।

[৪] কেউ কেউ বলেন– আয়েয ইবনে মুনযির।

[৫] কেউ কেউ বলেন– আবদুল্লাহ ইবনে আউফ।

[৬] অপর এক দলের মতে– মুনযির ইবনে উবাই।

[৭] আবার কেউ কেউ বলেন– – মুনযির ইবনে আমের।

আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আগমনের কারণ ঃ

মুনকিয ইবনে হিব্বান ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজর হতে সম্পদ নিয়ে মদীনায় আসত। একদিন সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন– যে তুমি কি মুনকিয ইবনে হিব্বান? তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বংশের নেতৃবর্গ লোকদের নাম নিয়ে নিয়ে তাদের খোঁজখবর নিলেন। এতে লোকটি বিস্মিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি সূরা ফাতেহা ও সূরা আলাক শিক্ষাগ্রহণ করলেন। পরে তিনি হিজরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আবদুল কায়েস গোত্রের নামে চিঠি লিখে দিলেন।

মুনকিয কিছু দিন পর্যন্ত সেখানে তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। তবে তার নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী তার পিতা মুনযির আল আসাজ্জুর নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিল। মুনযির মুনকিযের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। যার ফলে মুনযিরের অন্তরেও ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো। পরে মুনযির রাসূলের চিঠি নিজ গোত্রের লোকদের নিকট নিয়ে যায় এবং তাদেরকে তা পড়ে শুনায়। ফলে সকলের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। এতে তারা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়।

রাসূল (ছ) এর বাণী– আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় পালনের আদেশ করছি; অধিকাংশ বর্ণনায়– এর ব্যাখ্যায় পাঁচটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইজমাল ও তাফসীলের অমিলের সমাধান কি?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

[১] উসূল হলো, যখন কোনো কথা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় এবং অধীনস্থরূপে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা এসে যায়, তখন প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকে মূলের মধ্যে গণ্য করা হয় না। শুধু মূলটিকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যেহেতু মুসলমান ছিল, যেমন তাদের উক্তি– الله و رسوله أعلم দ্বারা স্পষ্ট, সেহেতু তাঁরা ঈমান সম্পর্কে ভালো করে অবগত ছিলেন। অতএব, শাহাদাতাইনের উল্লেখ ছিল প্রাসঙ্গিক ও বরকত স্বরূপ। সুতরাং এটি স্বতন্ত্রভাবে ধর্তব্য হবে না।

[২] ان تؤدوا خمسا من المغنم এটি পৃথক কোনো জিনিস নয়; বরং যাকাতের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কখনও যদি মালে গনীমত অর্জিত হয়, তা থেকেও দিতে হয়।

[৩] কাজী বায়যাবী (র) বলেন– হাদীসে চারটি থেকে শুধু একটির উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ايمان بالله আল্লাহর প্রতি ঈমানের। অবশিষ্ট্য বিষয়গুলো ঈমানের তাফসীর বা ব্যাখ্যা। বাকি তিনটি বিষয় রাবী সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে কিংবা ভুলক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন।

[৪] ইবনুল বাত্তাল (র) বলেন– ঐ গোত্রের সাথে মুযার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিলো, এজন্য রাসূল (ছ) তাদেরকে 'খুমুস' এর বিধান জানিয়ে দেন।

[৫] অথবা পবিত্র কুরআনের صلوة এবং زكوة এর কথা অধিকাংশ স্থলে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটি হবে। সুতরাং সব মিলে হলো ৪টি। –ইফাদাতুল মুসলিম।

[৬] কারো কারো মতে, ইবারতে অগ্রপশ্চাৎ হয়েছে। মূল ইবারত হলো– امرهم بالايمان بالله وحده و امرهم بأربع و اقام الصلوة الخ কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) (র) আল আদাবুল মুফরাদে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে অনুরূপ রয়েছে। অতএব, ইজমাল ও তাফসীলের মধ্যে মিল হয়ে গেলো।

الدباء و الحنتم و النقير و المزفة -পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ও রহস্য কি? আর এ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক নাকি স্থায়ী?

উত্তর ঃ মহানবী (ছ) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চার রকম পাত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সেগুলো হলো-

حَنْتَمْ - حاء এর উপর যবর, نون সাকিন, تاء এর উপর যবর। এর অর্থ হল, মটকা বা কলসী। মদের মটকা যেহেতু সাধারণতঃ সবুজ হয়ে থাকে, এজন্য এর অর্থ করা হয়, সবুজ মটকা।

دُبَّاء - د এর উপর পেশ, باء এর উপর তাশদীদ ও যবর- মদ ও কসর উভয়ভাবে বর্ণিত আছে- অর্থাৎ লাউয়ের খোলস। লাউকে গাছে রেখেই শুকানো হয়, অতঃপর তার ভিতর থেকে ছিদ্র করে বিচিগুলো বের করে ফেলা হয়। এভাবে এটিকে পাত্র বানানো হয়।

نَقِير - نون এর উপর যবর, قاف এর নিচে যের, ياء সাকিন। এখানে نقير শব্দটি منقور এর অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল, খেজুর গাছের গোড়া খোদাই করে তৈরী পাত্র।

مُزَفَّت - ميم এর উপর পেশ, فاء এর উপর তাশদীদ সহকারে। কোন কোন বর্ণনায় আছে- مقير উভয়টির অর্থ এক। আলকাতরা জাতীয় তেলের প্রলেপযুক্ত পাত্র। مُزَفَّت শব্দটি زفت থেকে এসেছে। আর مُقَيَّر শব্দটি, قارقير থেকে এসেছে। আর قار - قير বলে, এটি আলকাতরা জাতীয় এক প্রকার তেল। বসরা থেকে আসত। এটি নৌকা ইত্যাদির ছিদ্র বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হত।

এগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য হলো-

[ক] এ পাত্রগুলোর মধ্যে শরাবের প্রভাব ছিলো। তাই নিষেধ করেছেন।

[খ] যারা অতিমাত্রায় মদ্যপায়ী ছিলো, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মদের কথা জাগ্রত হতে পারে, এ কারণে নিষেধ করেছেন।

[গ] অথবা যেন তারা মদপানের আর কোনো সুযোগ না পায়, এজন্যই নিষেধ করেছেন।

নিষেধাজ্ঞা এখানো অবশিষ্ট আছে কি না?

উল্লেখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ আছে কি না- এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। যথা-

[১] ইমাম মালেক ও আহমাদ (র) এর মতে পাত্রগুলো ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিলো তা এখনো বহাল আছে।

তাঁদের দলিল হলো- প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বসরার গভর্নর থাকাকালে এ সকল পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো এ বিধান রহিত হয়নি।

[২] ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- পাত্র হারাম হওয়ার বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে। এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এখন আর বহাল নেই। মানসুখ হওয়ার প্রমাণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীস। তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন[১০]-

كنت نهيتكم عن الانتباذ فى الاسقية فانتبذوا فى كل وعاء و لا تشربوا مسكرا

---

[১০] ইরশাদুল বারী ঃ ১/২৫৩

হারাম মাসসমূহ ও সেগুলোর হুকুম ঃ

নিষিদ্ধ মাস হলো মোট চারটি। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ان عدة لشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله يوم خلق السموت و الارض منها اربعة حرم

মাসগুলো হলো– [১] জ্বিলক্বদ, [২] জিলহাজ্জ, [৩] মুহাররম ও [৪] রজব।

হারাম মাসসমূহের হুকুম ঃ জাহিলি যুগ থেকেই এ মাসগুলোকে সম্মান করা হতো। ইসলামও সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। এগুলোর হুকুম হলো–

[১] এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ।

[২] এগুলোকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।

[৩] নিজেদের স্বার্থের জন্য এগুলোকে আগে পরে নিয়ে যাওয়া কুফরী।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ". فَقَالَ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এবং আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতের সময় আরবের কোনো কোনো গোত্র কাফির হয়ে গেল, তখন আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে ওমর বলেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যারা শুধু জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। অথচ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর যে লোক এটা বললো, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য আইনের দাবী পৃথক (ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড লাভের উপযোগী কোনো অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং তার বিচারের ভার আল্লাহর ওপর।) তখন আবু বকর বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কারণ জাকাত হচ্ছে ধন-সম্পদের উপর আরোপিত আবশ্যিক বিধান। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা দেয়ার ব্যাপারেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতো, তাহলে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! বিষয়টি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলে। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে আবু বকরের সিদ্ধান্ত সঠিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৮৮৮, ১৯৬, ১০২৩, ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব এটাই মনে হচ্ছে যে, তাঁর মতে জাকাত ফরয হওয়ার বিধান সামগ্রিকভাবে মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে খুযাইমার মত।

ইমাম বুখারী (রহ.) নিজের মতামত প্রকাশ করে দিয়েছেন শিরোনামে সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে। কারণ, সূরা মুজ্জাম্মিল হলো মক্কী। কিন্তু যেহেতু এতে মতপার্থক্য ছিল তাই স্পষ্ট কোনো হুকুম তিনি বর্ণনা করেননি। তবে জাকাতের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ নেসাব অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের পরে দ্বিতীয় হিজরীতে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের অধীনে ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। **প্রথম হাদীস অর্থাৎ ১৩২০ নম্বর হাদীসের জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী পৃ. ৪১৪ দ্রষ্টব্য।**

বাবের দ্বিতীয় হাদীস অর্থাৎ قال ابو عبد الله اخشي الخ-এর অনুবাদ অতিবাহিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে রাবী সম্পর্কে মন্তব্য করছেন। তিনি বলেন এখানে مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ-এর পরিবর্তে হবে عمر و بن عثمان ; হবে এবং এটিই সঠিক। কারণ, মুসলিম শরীফে এ সনদটি এভাবে আছে–

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال نا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال موسي الخ

قوله: أَنَّ رَجُلًا: এখানে رجلا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবী আবু আইউব আনসারী (রাযি.)। এখানে তিনি কোনো কারণে নিজের নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। আর এরকম করার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতাও নেই।

قوله: قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ : বাহ্যতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, قَال-এর যমীর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরেছে। কিন্তু মূলত যমীর ফিরেছে قوم-এর দিকে। যেমন আল্লামা কাসতাল্লানী বলেন قال القوم হাশিয়াতেও এরূপ আছে।

এটা ছিল সফরকালীন সময়ের ঘটনা, যেমন মুসলিমের হাদীসে আছে–

قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته الخ

যেহেতু লোকটি সফরের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছিল, তাই লোকেরা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল ماله ماله তার কি হলো? কি হলো? সে কেন এমন করে প্রশ্ন করছে? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার প্রশ্নের প্রয়োজন হয়েছে, তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

أَرِبٌ : শব্দটি ইসম হলে সিফতের সীগাহ। حَذِرٌ-এর ওজনে। অর্থ প্রয়োজন। আর যদি শব্দটি فعل হয়, তখন তা বাবে فتح ও سمع উভয় থেকেই হতে পারে। অর্থ হবে তার প্রয়োজন দেখা দিল, সে মুখাপেক্ষী হয়ে গেল।

বাবের তৃতীয় হাদীস তথা ১৩২২ নং হাদীসের মধ্যে "لَا أَزِيدُ" শব্দ আছে। কিন্তু কোনো কোনো সঙ্কলনে এখানে "لَا أَنْقُصُ"শব্দও অতিরিক্ত আছে। বিস্তারিত কিতাবুল ঈমানে দেখুন।

باب-এর চতুর্থ তথা- ১৩২৩ নং হাদীসটি মূলত পূর্বের হাদীসই। এ কারণেই কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার যেমন আল্লামা কাসতাল্লানী প্রমুখ এ হাদীসে নম্বর সংযোজন করেননি।

তবে আল্লামা আইনী এবং আল্লামা কিরমানী (রহ.) এ হাদীসেরও নম্বর লাগিয়েছেন। এ কারণে অধমও ঐ সমস্ত বুযুর্গগণের অনুসরণ করেছি।

قوله : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ : এ হাদীসে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের তারতীব বা ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হচ্ছে, অর্থাৎ তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদ ও রেসালাতের দাওয়াত দেয়া হবে। অতঃপর অন্য মাসআলা ও আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

قوله : وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ : আহনাফসহ আরো অনেকেই এ বাক্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জাকাতের সম্পদ ব্যয়ের খাত প্রসঙ্গে আয়াতে যে ৮ প্রকার লোকের কথা উল্লেখ রয়েছে পৃথকভাবে তাদের প্রত্যেককেই জাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়; বরং উক্ত আটপ্রকার হতে যে কোনো প্রকারের শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে জাকাত দিলেও আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ীদের মতে, জাকাত আদায় হওয়ার জন্য আট প্রকারের মধ্যে কমপক্ষে তিনজনকে দিতে হবে। মালেকী ও হাম্বলীরা এ ব্যাপারে হানাফীদের সাথে একমত, অর্থাৎ আট প্রকারের যে কোনো এক প্রকারকে দিলেই চলবে। তবে তারা বলেন উক্ত প্রকারের ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হতে হবে।

শাফেয়ীদের দলীল: এখানে জাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। বহুবচনের নিম্নতর সংখ্যা হলো তিন। তাই কমপক্ষে তিনজনকে দিতে হবে।

হানাফীরা বলেন– انما الصدقات للفقراء-এর মধ্যে ل-এর মাধ্যমে যে ইযাফত আছে তা উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য নয়; বরং তা ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনার জন্য। কারণ, জাকাত বান্দার হক নয়; বরং তা আল্লাহর হক। তবে দরিদ্রতার কারণে উল্লেখিত শ্রেণীর লোক জাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে। তাই খাত হওয়ার ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে জাকাত দেয়া আবশ্যক হবে না। তাছাড়া الفقراء সহ সকল প্রকারে যুক্ত আলিফ লাম হলো জাতিবাচক। তাই সে সকল শ্রেণীর বহুবচন হওয়াকে বাতিল করে দিয়েছে। এ জন্য কোনো খাতেরই কম পক্ষে তিনজনকে জাকাত দেয়া আবশ্যক হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ : ঘটনার সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাযি.) যখন খলিফা নিযুক্ত হন, তখন ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি মহামারি আকার ধারণ করে। অনেক লোক এতে অংশগ্রহণ করে। মোটামুটি তখন লোকেরা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

১. একদল সম্পূর্ণরূপে কাফির হয়ে যায় এবং জাহিলিয়্যাতের দীনে ফিরে যায়। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য।

২. দ্বিতীয় দল আসওয়াদে আনাসী, মুসায়লামাতুল কাযযাব ও সাজাহ এর অনুসারী হয়ে যায়। আসওয়াদে আনাসী ও মুসায়লামাতুল কাযযাব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই নবুওয়াতির দাবি করে। আর সাজাহ হলো একজন মহিলা। সেও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নবুওয়াতির দাবি করে। সে কালিমা ও আজানে তার নাম চালু করে। সাজাহ এর অনুসারীরা বলত বিশ্ববাসীর নবী হলো পুরুষ, আর আমাদের নবী হলো মহিলা। আসওয়াদে আনাসী তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই নিহত হয়। এদিকে সাজাহ মুসায়লামার সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্যে পৌছার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা উভয়ে (মুসায়লামা কাযযাব ও সাজাহ) পরস্পর বোঝাপড়া করে নিবে। অবশেষে উভয়ে একটি তাঁবুতে মিলিত হলো। সেখানে তারা যা করার তাই করেছে, কি করেছে তা তারাই জানে। অতঃপর তারা উভয়ে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে তারা সিদ্ধান্ত দিল যে, সাজাহ এর অনুসারীদের জন্য দুই ওয়াক্ত নামায মাফ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় দলের মত হলো ইসলাম সত্য ধর্ম, আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। কিন্তু আমরা জাকাত দিব না। এরা বলতে লাগল জাকাত শরিয়তের কোনো বিধান নয়। বরং এটা তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم পরিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণের এ কাজ তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন, আবু বকর নয়।

৪. চতুর্থ দল বলতে লাগল জাকাত ফরয; কিন্তু আমরা তা আবু বকরকে দিব না। বরং তা আমরা নিজেরা ব্যয় করে ফেলব। দলীলস্বরূপ তারা خذ من اموالهم الاية কে পেশ করত। তারা বলত এখানে জাকাত গ্রহণের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটি তার জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে।

এ গ্রুপচতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই দলগতভাবে আবু বকরের বিরোধিতায় সমান ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে পরিভাষায় বিদ্রোহী বলা হতো। কারণ, তারা তাবীল করত। কিন্তু তখন যেহেতু বিদ্রোহের আকার ধারণ করেনি; বরং হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে এসে তার সূচনা হয়েছিল। অর্থাৎ এদের প্রকাশ হয়েছিল হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে, আর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগে।

এখন প্রশ্ন হলো হযরত আবু বকর ও ওমর (রাযি.)-এর এ বিতর্ক কাদের সম্পর্কে ছিল? কিছু কিছু শব্দ দ্বারা বুঝে আসে যে, মুরতাদদের সম্পর্কে ছিল। ওমর (রাযি.)-এর মত ছিল যে, এদের সাথে কঠোরতা না করে সদাচরণ করা উচিত। তাই আবু বকর (রাযি.) তাকে ধমক দিলেন যে– اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام কিন্তু এ উক্তি সঠিক নয়। তাহলে বিতর্ক কাদের সম্পর্কে ছিল? হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণের মত হলো বিতর্ক ছিল জাকাতের ফরযিয়্যাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে। ওমর (রাযি.)-এর মত ছিল তারা তো তাওহীদ ও রেসালাতের বিশ্বাসী। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ জায়েয হবে কিভাবে? কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اِلٰهَ الا الله واني رسول الله জবাবে হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন–

لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال

এখন প্রশ্ন হলো কোনো কোনো হাদীসে আছে-

حتي يقولوا لا اِلٰهَ الا الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة

তাহলে আবু বকর (রাযি.) কিয়াসের পরিবর্তে হাদীস দ্বারা কেন দলীল দিলেন না? জবাব হলো সম্ভবত এ হাদীস তখন তার স্মরণে ছিল না।

শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার আব্বাজানের মত হলো এ বিতর্ক ছিল চতুর্থ দলের সম্পর্কে, যারা জাকাত স্বীকার করত; কিন্তু তা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। বাহ্যতঃ لاقاتلن من فرق بين الصلوة و الزكوة ব্যাখ্যাতাগণের মতকে সমর্থন করে; কিন্তু والله لو منعوني عناقا الخ বাক্যটি শায়খুল হাদীস (রাযি.)-এর পিতার মতকে সমর্থন করে। কারণ, এখানে لو منعوني বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি জাকাত আমার নিকট না দেয়, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। বুঝা গেল বিতর্ক হয়েছিল ইমামের নিকট দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে। (তাকরীরে বুখারী, হযরত শায়খুল হাদীস)

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

পরিচ্ছেদ:[৮৮৪] জাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করা প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– অতএব, যদি তারা তওবা করে নেয় এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. عَنْ قَيْسٍ. قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৬] ঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ব্যাপারে বায়আত হয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৩, ১৪, ৭৫, ২৮৯, ৩৭৫, ১০৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করা। এবং বাবটি হলো تخصيص بعد التعميم

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

জারির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবের আল-বাজালী মালেকী। কুনিয়াত আবু আমর। কেউ কেউ বলেন, আবু আব্দুল্লাহ বাজালী। তিনি ছিলেন নিজ কওমের সর্দার। অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) বলতেন, 'জারির ইবনে আব্দুল্লাহ এই কওমের ইউসুফ।' হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারির (রাযি.) মজলিসে আগমন করে তাকে সম্মান করার আদেশ করতেন। তিনি বলতেন–

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه

'যখন কওমের সম্ভ্রান্ত (নেতা) আগমন করে তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে।'

তিনি অত্যন্ত সুঠাম ও স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন–

حدثنا سفيان حدثني ابن لجرير بن عبد الله قال كانت نعل جرير بن عبد الله طولها ذراع

'জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর এক ছেলে বলেন, জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর জুতা ছিল এক গজ (দুই হাত) লম্বা।'

সুনানে ইবনে মাজাহর আলোচ্য হাদিসে তার এই স্থূলতার কথাই বলা হয়েছে। তিনি এই স্থূলতার কারণে ঘোড়ার ওপর স্থির থাকতে পারতেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করেন যাতে ঘোড়ার স্থির থাকতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণ

তার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। কেননা তাকে সম্বোধন করে বিদায় হজের সময় বলেছিলেন استنصت الناس। আর বিদায় হজের ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ৮০ দিনেরও আগে। আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) নিশ্চিত করে বলেছেন, জারির (রাযি.) দশম হিজরীতে রমজান মাসে প্রতিনিধিদলের সাথে মদিনায় আসেন। কিন্তু এই দাবিও সঠিক নয়। কেননা হযরত জারির (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাজ্জাশী বাদশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে শুনেছেন। এই বর্ণনা প্রমাণ করে, জারির (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরীরও আগে। কেননা নাজ্জাশী বাদশা এর আগে ইন্তেকাল করেছিলেন।

ইসলামের জন্য অবদান

আলোচ্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করে বলেছেন, হে আল্লাহ! তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুআ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বিশেষ করে যিল খালছা নামক মূর্তির পীড়া থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন–

يَا جَرِيرُ . أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ

'হে জারির! তুমি কি আমাকে যিল খালাছার কষ্ট থেকে মুক্ত দিবে না?'

যিল খালছার মূর্তির ঘরকে মুশরিকরা 'ইয়ামানী কাবা' বলে অভিহিত করত। হযরত জারির (রাযি.) ৫০জন সঙ্গী নিয়ে মূর্তি ও মূর্তির ঘরটাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ পাওয়ার পর জারির (রাযি.) এবং তার সঙ্গীদের জন্য অনেক দুআ করেছিলেন।

ওফাত

হযরত জারির (রাযি.) ৫১ হিজরী মতান্তরে ৫৪ হিজরীতে কাদীদ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। ইয়াকুত হামাবী (রহ.) বলেন, কাদীদ হচ্ছে মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}

পরিচ্ছেদ: [৮৮৫] জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীর গুনাহ প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– আর যারা [অতি লোভের বশবর্তী হয়ে] স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, অতএব, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। যা সেদিন ঘটবে, যেদিন দোজখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং তাদের পার্শ্বদেশ সমূহে ও তাদের পৃষ্ঠদেশ সমূহে দাগ দেওয়া হবে, [এবং বলা হবে] এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

আয়াতের ব্যাখ্যা: আয়াতে كنز শব্দ রয়েছে। কানয ঐ সম্পদকে বলা হয় যার জাকাত দেওয়া হয় না। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ীগণের মত এটিই যে, আহলে কিতাব এবং মুমিন সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই তিনি এর উপর শিরোনাম গঠন করেছেন।

حَدَّثَنَا ابو اليمان الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ. حَدَّثَهُ أَنَّهُ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى

صَاحِبِهَا. عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ. إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا. تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا. وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ. إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا. تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا. وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا". وَقَالَ "وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ". قَالَ "وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ. فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ. يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ. فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৭] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উটের যা হক (দেয়) রয়েছে উটের মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের কাছে উপস্থিত হবে এবং নিজের খুর দিয়ে তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। ছাগলের যা হক (দেয়া) রয়েছে তার মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ ছাগল পূর্বের চাইতে শক্তিশালী অবস্থায় মালিকের কাছে উপস্থিত হবে এবং নিজের খুর দিয়ে তাকে পিষ্ট ও শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার হক সমূহের মধ্যে একটি হলো পানি পান করানোর স্থানে ওদের দোহন করা। এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বিতরণ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন ছাগল কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে রক্ষা করুন) আর আমাকে যেন বলতে না হয়, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্য (আজ) আমি কিছুই করতে পারি না। আমি তো (আল্লাহর আদেশ) আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোনো উট কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ! সাহায্য করুন এবং আমাকেও যেন বলতে না হয়, তোমার ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা আজ আমার নেই। আমি তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا-অংশের সাথে। কারণ, তাকে এ শাস্তি দেয়া হবে জাকাত না দেয়ার কারণে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً. فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ. لَهُ زَبِيبَتَانِ. يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ-يَعْنِي شِدْقَيْهِ-ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ. أَنَا كَنْزُكَ" ثُمَّ تَلاَ {لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার জাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে– যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার তলদেশে প্যাঁচানো থাকবে। এরপর সাপটি ঐ লোকের উভয় ঠোঁট (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার। তারপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন, 'এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আসলে এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে।' (আলে ইমরান-১৮০)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, এ শাস্তিগুলি হবে জাকাত প্রদান না করার কারণে, যা তার উপর ফরয ছিল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৮, ৩২০, ৬৫৫, ৬৭২, ১০২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত দিতে অস্বীকারকারী গুনাহগার হবে। সাথে সাথে তিনি আযাবের প্রকার ও ধরণও বলে দিলেন। যেহেতু اثم বা গুনাহের অনেক প্রকার রয়েছে। তাই জাকাত অনাদায়কারীর শাস্তির প্রকার হবে উটের মালিককে ময়দানে শোয়ানো হবে, এবং উট তাকে মুখ দিয়ে কামড়াবে ও পা দিয়ে পাড়াতে থাকবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ : পানির নিকট দুধ দোহনের কারণ হলো সাধারণত গরিব লোকেরা সেখানে হাজির থাকে, তাই সেখানে দুধ দোয়ালে গরীবরাও সেখান থেকে কিছুটা পেয়ে যাবে। কিন্তু এটা ওয়াজিব হক নয়। বরং এটা বলা হয়েছে মহানুভবতাপ্রদর্শন ও সহানুভূতিস্বরূপ। আসল ফরয ও ওয়াজিব হলো জাকাত আদায় করা। যেমন ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে– ليس في المال حق سوي الزكوة

قوله: شُجَاعًا أَقْرَعَ: পুরুষ ও মাথায় টাকপড়া সাপ, যা খুবই বিষাক্ত হয়ে থাকে। এ সাপের মাথা বা দু চোখের উপর দুটি দাগ থাকে।

بَابٌ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

পরিচ্ছেদ:[৮৮৬] যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয়েছে তা পুঞ্জিভূত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়

কারণ, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পাঁচ ওকিয়ার কম রূপা হলে তাতে জাকাত নেই

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩২৯] : হযরত খালিদ ইবনে আসলাম (রাযি.) বলেন, আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সাথে বের হলাম। এক বেদুইন তাঁকে বললো, আমাকে 'الذين يكنزون الذهب والفضة الخ' এ আয়াতের তাফসীর বলে দিন। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, যে লোক সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার জাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আল্লাহর পথে ব্যয় করার আদেশ জাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। জাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ জাকাতকে ধন-সম্পদ পবিত্রকরণের উপকরণ বানিয়ে দিলেন।

বুঝা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি ধন-সম্পদ জমা করে এবং জাকাত আদায় করতে থাকে তাহলে গুনাহগার হবে না।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ. قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ. أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ. يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩০] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কম রূপার মধ্যে জাকাত নেই, পাঁচটি উটের কম জাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যের মধ্যে কোনো জাকাত নেই। (পাঁচ উকিয়া হলো, সে সময়ের দুইশত দিরহাম এবং বর্তমান সাড়ে বায়ান্ন তোলা (বরি) রোপার সমপরিমাণ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : হাদীসের মাফহুমের সাথে শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কান্‌য হওয়ার জন্য শর্ত হলো নেসাব পরিমাণ হওয়া। আর যদি নেসাব না হয় তাহলে তা কান্‌য হবে না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৮-১৮৯, ১৯৪, ১৯৬, ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا. قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ. قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي. ذَرٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ. فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ. فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ. وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَشْكُونِي. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ. فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ. فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ. وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩১] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাযি.) বলেন, আমি একদিন (মদিনার কাছে) রাবাযা নামক স্থানে গেলাম। সেখানে আবু যার গিফারীর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ স্থানে কেনো এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে الذين يكنزون الذهب والفضة الخ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মুয়াবিয়া বললেন, এ আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-খৃস্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের (মুসলমানদের) ও আহলে কিতাবদের (উভয়ের) উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমানকে চিঠি লিখেন। উসমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদনীনায় চলে আসি। সুতরাং আমি মদিনায় চলে এলাম। এখানে এলে লোকজন আমার কাছে এমনভাবে ভীড় জমাতে লাগলো যেন তারা ইতোপূর্বে আমাকে কখনো দেখেনি (এবং

আমার সিরিয়া ত্যাগের কারণ জানতে চাইলো)। আমি এ ব্যাপারে উসমানকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, যদি (তুমি ঝামেলা থেকে) দূরে থাকতে চাও তবে মদিনার অদূরে কোনো (নিভৃত) স্থানে অবস্থান করো। আর এটাই সেই কারণ যা আমাকে এ স্থানে আসতে বাধ্য করেছে (উসমানের আদেশেই আমি এখানে অবস্থান করছি) যদি খলিফা কোনো হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন, তাহলে আমি তার কথা শুনবো এবং তার আনুগত্য করবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, শিরোনাম হলো যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয়েছে তা নিষিদ্ধ كَنْز নয়, যার জন্য ধমক এসেছে। আর আয়াতের মর্মও এরকমই। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের জাকাত আদায় করে দেয় তাহলে তার নিকট অবশিষ্ট যা আছে তা كَنْز তথা পুঞ্জিভূত করার অপরাধ তার উপর আরোপিত হবেনা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ৭৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও ঘটনাবহুল জীবনী

হযরত উসমান (রাযি.)। চার খলীফার তৃতীয় খলীফা। জান্নাতী দশজনের একজন। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন। উমর (রাযি.) কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন শূরা সদস্যের একজন। আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচজনের একজন।

তাঁর পূণ নাম উসমান, কুনিয়াত আবু আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব যুন-নূরাইন। পিতা আফ্‌ফান, মাতা আরওয়া বিনতু কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখার সন্তান। উর্ধ্বপুরুষ আবদে মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলীফা। তাঁর নানী বায়দা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পর এবং হিজরীপূর্ব ৩৫ সাল, মোতাবেক ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা নগরীতে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তায়েফে। এ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি ছয় বছরের ছোট। তবে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।

ভাইবোন

তারা সহদোর ভাইবোন ছিলেন দুইজন। তিনি এবং বোন আমিনা। পিতা আফফান মারা যাওয়ার পর মা আরওয়া (রাযি.) উকবা ইবনে আবু মুঈতের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘরে তিনজন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন, ওয়ালিদ ইবনে উকবা, খালেদ ইবনে উকবা, আমর ইবনে উকবা এবং কন্যাসন্তান উম্মে কুলসুম। সুতরাং এরা হলেন হযরত উসমান (রাযি.)-এর বৈপিতৃয় (মা শরীক) ভাইবোন।

আকার-আকৃতি

হযরত 'উসমান (রাযি.) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত বিশিষ্ট ছিলেন তিনি।

হযরত 'উসমানের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মতো জাহিলী যুগে হলেও তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে, যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপূর্ব জীবনের বিস্তারিত তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌছাতে পারেননি। তবে তিনি জন্মগত অশেষ লজ্জাশীলতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত 'উসমানকে আস-সাবেকূনাল আওয়ালুন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), আশারায়ে মুবাশ্শারা' এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরণ খুশী ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার আরো অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত 'উসমান রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায় সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত 'উসমান বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।'

ইবন ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী এবং যায়িদ বিন হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান।

হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরূপ:

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উসমানকে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে ইবন সা'দ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমাদ নামের রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর আবু বকরের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ইসলাম গ্রহণ

হযরত 'উসমানের সহোদরা আমীনা, বৈপিত্রীয় ভাইবোন ওয়ালীদ, খালীদ, আম্মারা, উম্মে কুলসুম সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবন আবী মুয়ীত। দারাকুত্নী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, উম্মে কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হন। হযরত 'উসমানের অন্য ভাই-বোন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

জুলুম নির্যাতনের শিকার

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছ। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে হযরত 'উসমানের ঈমান একটু টলেনি। তিনি বলতেন, তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দ্বীন আমি কখনও ছাড়তে পারবো না।[১১]

---

১১. তাবাকাত : ৩/৫৫

বিবাহ, দাম্পত্যজীবন ও পরিবার-পরিজন

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উসমান (রাযি.) দুইজন নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা হলেন, এক. উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব দাওসিয়া যাহরানিয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই স্ত্রীর ঘরে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মারয়াম নামের পাঁচজন ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

দুই. ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে ওয়ালিদ, সাঈদ, উম্মে সাঈদ নামের তিনজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আমর ছিলেন উসমান (রাযি.)-এর জ্যৈষ্ঠ সন্তান। একারণে ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি আবু আমর উপনামে পরিচিত ছিলেন।

আর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা 'রুকাইয়্যাকে' তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ঘরে আব্দুল্লাহ নামের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাল্যকালেই তার মৃত্যু ঘটে। হযরত উসমান (রাযি.) তখন আবু আব্দুল্লাহ উপনামে ভূষিত হন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'যুন-নূরাইন' দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন। উম্মে কুলসূম (রাযি.)-এর ঘরে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.)-এর ওফাতের পর তিনি ফাখতা বিনতে গাজওয়ানকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর ঘরে দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। এই সন্তানও শিশু বয়সে মৃত্যুবরণ করে।

উম্মে কুলসুম (রাযি.)-এর ওফাতের পর তিনি ফাখতা ছাড়াও উম্মে বানীন বিনতে উয়ায়না নামের আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর ঘরে আব্দুল মালিক ইবনে উসমান নামের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে শিশু বয়সেই তার মৃত্যু ঘটে।

রামলা বিনতে শায়বা কুরাশিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে আয়েশা, উম্মে আবান, উম্মে আমর বিনতে উসমান নামক কয়েকজন ছেলেমেয়র জন্ম হয়।

নায়েলা বিনতে ফারাফাসাহ কালবিয়া। এই স্ত্রীর ঘরে উম্মে খালেদ, দ্বিতীয় উম্মে আবান এবং আরওয়া জন্ম লাভ করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই স্ত্রীর ঘরে মারয়াম নামের কন্যাসন্তানও জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরত

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরাতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা।' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় আসে। তার কাছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞেস করেন। সে সংবাদ দেয়, আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং 'উসমান গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করেন—

صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام

আল্লাহ তার সহায় হোন। লূত (আ.)-এর পর 'উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরাতকারী।'[১২]

হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদিল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের

---

[১২]. আলইসাবা, উসদুল গাবা : ৭/১২৭, তারিখুল খুলাফা (সিয়ূতী (রহ.) সংকলিত) : ১/৬১, সিরাতে যিন নুরাইন : ১/১৪, নিছাউ হাওলার রাসূল : ১/৮১

হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো কেউ যদি সর্বোত্তম দম্পতি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

হযরত উসমান বেশ কিছু দিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এই গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরাতের পর আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি 'যুল হিজরাতাইন' দুই হিজরাতের অধিকারী হন।

লজ্জাশীলতা ও অন্যান্য গুণ

হযরত 'উসমান ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম মুষ্ঠিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকতো। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসাবে 'গনী' উপাধি লাভ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়্যা তখন রোগ শয্যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত 'উসমান পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মে কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে কুলসুমকে 'উসমানের সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সনে উম্মে কুলসুমও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি 'উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।'

হযরত উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মত রাসূলুল্লাহর সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মতো অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষণা দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যায় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলের হাতে তুলে দিলেন। উমর তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের একতৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয়শত উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাবুকে রণপ্রস্তুতির জন্য উসমান কোচরায় করে একহাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঢেলে দেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশীতে দীনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন, আজ থেকে 'উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।' এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির

সময় তিনি প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফের জন্য দুআ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।

আবু বকর ও উমর (রাযি.)-এর হাতে বায়আত

রাসূলুল্লাহর ওফাতের পর যখন আবু বকরের হাতে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেন। মৃত্যুকালে আবু বকর (রাযি.) উমর (রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান, তার লিখক ছিলেন 'উসমান। খলীফা 'উমরের (রাযি.)-এর হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বাইয়াত করেন।

খলীফা নির্বাচন

হযরত 'উমর (রাযি.) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছয়জন সাহাবীকে খলীফা নির্বাচন করার দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'তোমাদের সামনে এই একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলেন আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মাতুল আবদুর রাহমান ও সা'দ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা তাঁদের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।

হযরত 'উমর উল্লেখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখিছি। আপনারা জনগণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।

হযরত উমরকে দাফন করার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে হযরত আয়িশার হুজরায় একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন আবদুল্লাহ বিন উমর। বাড়ীর দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো আবু তালহাকে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। একপর্যায়ে আবদুর রহমান বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তার দাবী ত্যাগ করতে পারো এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবী ত্যাগ করছি। হযরত উসমান সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে আবদুর রহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলীফা নির্বাচনের গোটা দায়িত্বটি আবদুর রাহমানের ওপর এসে বর্তায়।

হযরত আবদুর রাহমান দিনরাত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরত সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমানের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

যেদিন সকালে 'উমর-নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রাহমান এলেন মাখরামার বাড়ীতে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা'দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, এভাবে 'উসমান ও আলীর সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে পরিপূর্ণ। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাযের পর সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর আবদুর রাহমান খলীফা হিসেবে হযরত 'উসমানের

নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারপরই হযরত আলীও বাইয়াত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলী হযরত 'উসমানের হাতে বাইয়াত করেন। হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩]

হযরত 'উসমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায়না। তবে শেষের দিকে বসরা, কূফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মূলতঃ এ অসন্তোষ সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদী শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনার খলীফার বাসভবন ঘেরাও করে। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল না। তারা খলীফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাদ দাবী করে। খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে তারা খলীফার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলীফাকে হত্যা করে।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ্জ, শুক্রবার আসর নামাযের পর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও হযরত উসমানের শাহাদাতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবন মুতঈম (রাযি.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল।

জীবন দান করে মুসলমানের রক্ত হেফাজত

খলীফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান নিজের জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রাযি.) যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলীফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যেকোনো কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। আমরা এর নজীর দেখেছি নিজ দেশেই, বেশি দূর যেতে হয়নি। জীবনের প্রশ্ন তো বড়, সামান্য ক্ষমতা হারানোর ভয়েই গভীর রাতে রাজধানীতে শহীদ করা হয়েছে অসংখ্য আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতাকে। আফসোস! এরা যদি খলীফা উসমান (রাযি.)-এর জীবনদানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিত!

ইসলামে তাঁর অবদান

ইসলামের জন্য হযরত 'উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইয়াহুদী মালিকানাধীন 'বীরে রুমা' কূপটি খরীদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যিনি একদিন 'বীরে রুমা' ওয়াক্‌ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়ীতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে

---

১৩. তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (খিদরী বেগ সংকলিত)

আমিই বীরে রুমা খরীদ করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।

হযরত উসমানের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, 'উমর ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হতো না।

হযরত উসমান (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে 'কাতিবে অহী' অহী লিখক ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ্জ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারা রাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খিদমাত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেন, উসমানকে দেখে ফিরিশতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়।

তাঁর অন্যতম অবদান ছিল কুরআন সংকলন। একারণে তাকে জামিউল কুরআন বা কুরআন জমাকারী (সংকলক) নামে অভিহিত করা হয়।

বর্ণিত হাদিস

হাজারও ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ১৪৬ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ. عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ. عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ جَلَسْتُ. ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ. أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ. حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ. وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا. قَالَ لِي خَلِيلِي. قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيلُكَ تعنى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا". قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ ". وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ. إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لاَ وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا. وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩২] ঃ হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাযি.) বলেন, একদিন আমি কুরাইশদের এক মজলিসে বসেছিলাম। হঠাৎ সেখানে অপরিপাটি চুল ও মোটা পোশাক পরিহিত ও বিপর্যস্ত চেহারা বিশিষ্ট

এক লোক এলো। লোকটি (সোজা) তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং সালাম করে বললো, 'সম্পদ জমাকারীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের একজনের বুকের ওপর রাখা হবে যা তার কাঁধের হাড়গোড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। তারপর পাথরটি আবার তার কাঁধের ওপর রাখা হবে যা তার বক্ষস্থল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের তাপে) কাঁপতে থাকবে।' এরপর লোকটি পিছন দিকে সরে গিয়ে একটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসলো। আমিও তার পিছু পিছু এসে তার কাছেই বসলাম। কিন্তু সে কে তা আমি জানতাম না। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে তাতে লোকজন অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হলো। সে বললো, তারা কিছুই বুঝে না। অথচ একথা আমার বন্ধু বলেছেন। আমি বললাম, তোমার বন্ধু বলতে তুমি কাকে বুঝাচ্ছো? সে বললো, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছেন হে আবু যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছো? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কিছু অংশ তখনো বাকী রয়েছে। আমি ধারণা করছিলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো প্রয়োজনে আমাকে কোথাও পাঠাবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ (দেখতে পাচ্ছি) তিনি বললেন, আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না যে, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার হোক আর আমি তা (আমার নিজের জন্য) ব্যয় করি। শুধু তিনটি স্বর্ণমুদ্রা হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। (তারপর আবু যার বললেন) অথচ এরা তো কিছুই বুঝে না। এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এদের কাছে পার্থিব কিছুই চাইবো না। (বরং স্বল্পতেই তুষ্ট থাকবো) এবং দীন সম্পর্কেও এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না (বরং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট মনে করবো।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, শিরোনাম হলো যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয়েছে তা ঐ كنز নয়, যার জন্য ধমক এসেছে। আর আয়াতের মর্মও এরকমই। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সোনা-রুপার জাকাত আদায় করার পর তার নিকট যা অবশিষ্ট আছে তাও كنز তথা পুঞ্জিভূত করার অপরাধ তার উপর আরোপিত হবে না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ৩২১, ৯২৭, ৯৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, كنز বা পুঞ্জিভূত সম্পদের উপর ধমক এসেছে তা হলো ঐ পুঞ্জিভূত সম্পদ যার জাকাত আদায় করা হয়নি। ইমাম বুখারী (রহ.) মারফূ' হাদীস দ্বারা দলীলগ্রহণ করেছেন। তাতে আছে– ليس فيما دون خمسة اواق صدقة বুঝা গেল যে, পাঁচ উকিয়ার কম হলে তার উপর জাকাত হবে না। তাই তা নিষিদ্ধ كنز নয়। এবং তা পুঞ্জিভূত করা জায়েয আছে।

بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

পরিচ্ছেদঃ [৮৮৭] ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফযিলত প্রসঙ্গে

অর্থাৎ নেক কাজের জন্য যেমন ফুকারা, মাসাকিনদেরকে খাওয়ানো, পান করানো এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকরণ ও উন্নয়নে, মুজাহিদদের জন্য জিহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, তালেবে ইলমদের খাবার-দাবার, পোশাক তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৩] ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দুইজন লোক ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা গিবতা বৈধ নয়। প্রথম ঐ লোক যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ লোক যাকে আল্লাহ 'হিকমত' (ইলম) দান করেছেন এবং সে তা দিয়ে (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শিখায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحق

এর সাথে। কারণ, হাদীসে সৎপথে সম্পদ ব্যয় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭, ১৮৯, ১০৫৭, ১০৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। বুঝা গেল সম্পদ জমা করার নিষেধাজ্ঞা ঢালাওভাবে নয়। ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, সম্পদের হক আদায় করার পর তা পুঞ্জিভূত করা জায়েয আছে। তবে তা ব্যয় করতে হবে সৎপথে।

হাসাদ ও গিবতার মাঝে পার্থক্য

কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা অথবা অন্য কোন বড় নেয়ামত দেখে নিজের জন্যে তা কামনা করা যে, এই নেয়ামত যাতে আমারও অর্জন হয়ে যায়। এটি হল গিবতা। যার ভাবার্থ হল ঈর্ষা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু অন্যের নেয়ামত নষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না এজন্য এটি পছন্দনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও এলমী পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা জায়েয। বরং তা প্রশংসনীয় এবং কাম্য। যেমনটি, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ আকাঙ্ক্ষাকারীদের উচিত যে, তারা যেন এমন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করে। এখানে تنافس দ্বারা গিবতা উদ্দেশ্য। আর যদি কাউকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেন তা দেখে অন্য কোন মানুষ যদি এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, এ নেয়ামত তার থেকে যদি দূর হয়ে আমার অর্জন হয়ে যেত! এটিকে বলা হয় হাসাদ। অর্থাৎ, হাসাদের মাঝে অন্যের নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা থাকে। আর এটি হারাম ও নাজায়েয।

رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق এক ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাল-দৌলত দান করেছেন অতঃপর তাকে হক্বের পথে ব্যয় করতে বলেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যে বেহিসাব খরচ করবে। و رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها و يعلمها এখানে حكمة শব্দ এসেছে। আর ১১২৩ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে قران শব্দ এসেছে। উভয়টি একত্রিত করার দ্বারা বুঝে আসে যে, فهم قران তথা কুরআন বুঝা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদের বুঝ দান করবেন আর সে নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে ফায়সালা করে। তাহলে এখানে তিনটি বিষয় একত্রিত হল। এলেম, আমল এবং তালীম। এমন ব্যক্তিকে এ উর্ধ্ব জগতে كبير শব্দ দ্বারা ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ, বড় আলেম।

بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

لِقَوْلِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى إِلَى قَوْلِهِ الْكَافِرِينَ} * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا {صَلْدًا} لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ {وَابِلٌ} مَطَرٌ شَدِيدٌ وَالطَّلُّ النَّدَى

পরিচ্ছেদ:[৮৮৮] দান-সদকায় লৌকিকতা করা প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী–'হে মুমিনগণ! তোমরা কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না , ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের সম্পদ দান করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি । সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যেমন এক খণ্ড মসৃণ পাথর যার উপর কিছু পরিমাণ মাটি আছে, অনন্তর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়, এরূপ লোকের স্বীয় উপার্জন কিছুই হস্তগত হবে না, আর আল্লাহ কাফেরদেরকে [পরকালে বেহেশতের] পথ দেখাবেন না ।'

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, صلدا অর্থ হলো যার উপর কিছুই থাকে না । ইকরিমা বলেন, وابل অর্থ হলো মুষলধারায় বৃষ্টি । আর طل অর্থ হলো কুয়াশা, শিশির ।

এ আয়াতে এ শব্দগুলি এসেছে, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর স্বভাবসুলভ তার তাফসীর করে দিয়েছেন ।

بَابٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

পরিচ্ছেদ: [৮৮৯] আল্লাহ তাআলা চুরির সম্পদ হতে সদকা কবুল করেন না; আর সদকা একমাত্র হালাল উপার্জন থেকেই কবুল হয় ।

মহান আল্লাহর বাণী– সন্তুষ্টজনক কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা করা ঐ দান অপেক্ষা [বহু] উত্তম যার পর কষ্ট প্রদান করা হয়, আর আল্লাহ অভাবশূন্য ধৈর্যশীল ।

ব্যাখ্যা: ভিক্ষুককে নম্রভাবে উত্তর দেয়া এবং তার বারংবার প্রার্থনাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা ঐ সদকা করা অপেক্ষা উত্তম যা দান করার পর তাকে বারবার লজ্জা দেয় বা খোঁটা দেয় বা তিরস্কার করে । আল্লাহ তাআলা এরকম দানের মুখাপেক্ষী নয় ।

غُلُول : বলা হয় গনিমতের মালে খেয়ানত করা, তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো হারাম সম্পদ সদকা করা ।

কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীলগ্রহণ হবে এভাবে যে, যেখানে সদকা করার পর খোঁটা দেয়া দ্বারা সদকা বাতিল হয়ে যায় তাহলে গুলূলের মধ্যে তো সদকার সাথে সাথে কষ্টপ্রদানও থাকে । কেননা, চুরির সম্পদ অর্থাৎ হারাম সম্পদ থেকে দান করা হলে যাদেরকে দান করা হবে তারা যখন জানতে পারবে তখন তারা কষ্ট পাবে ।

باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

পরিচ্ছেদ:[৮৯০] হালাল উপার্জন থেকে সদকা করা প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন, আর আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না কোনো অমান্যকারীকে, কোনো পাপাচারীকে। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আর নামাযের পাবন্দি করেছে, আর জাকাত আদায় করেছে, তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকট এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে এবং না তারা চিন্তান্বিত হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ. سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ. وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ. وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৪] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ ঐ দান নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ্ব শাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। তা হলো সুদ বরকতকে হ্রাস করে দেয়। কারণ তা পবিত্র উপার্জন নয়। পক্ষান্তরে সদকা, তা এজন্য বরকতের কারণ যে, তা হালাল উপার্জন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে পরপর তিনটি পরিচ্ছেদ গঠন করেছেন; কিন্তু দুটি পরিচ্ছেদে কোনো হাদীস আনেননি। শুধুমাত্র আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তবে তৃতীয় বাবে এমন একটি হাদীস এনেছেন যা দ্বারা তিনটি পরিচ্ছেদই প্রমাণিত হয়ে যায়। যেমন مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ দ্বারা এ শিরোনাম প্রমাণিত হয়। আর وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ দ্বারা দ্বিতীয় শিরোনাম প্রমাণিত হয়। এবং ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ দ্বারা প্রথম শিরোনাম প্রমাণিত হয়। কারণ, লোক দেখানোর দ্বারা বৃদ্ধি পায় না; বরং ধ্বংস হয়ে যায়।

بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

পরিচ্ছেদ: [৮৯১] প্রত্যাখ্যান হওয়ার পূর্বে সদকা করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

(অর্থাৎ এমন যুগ আসার পূর্বে সদকা করা উচিত যখন সদকা গ্রহণকারী কেউ থাকবেনা)

حَدَّثَنَا آدَمُ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ. فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৫] ঃ হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহব (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা দান করো। কারণ তোমাদের প্রতি এমন এক সময় আসবে যখন কোনো লোক তার জাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তাহলে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আমার এর প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ. فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ১৯১, ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ. حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য দেখা না দিবে যে, তা ভাণ্ডার ভর্তি হয়ে উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে, কে তার দান গ্রহণ করবে এবং সে ঐ সম্পদ (দানের জন্য) পেশ করবে। কিন্তু যার সামনেই সে তা পেশ করে সে-ই বলবে, আমার (ধন-সম্পদের) প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ. قَالَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ. قَالَ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ. وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ

فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ. ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ. فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৭] : হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযি.) বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাদের একজন দারিদ্রের অনুযোগ করলো এবং অপরজন রাহাজানির (রাস্তাপথে নিরাপত্তাহীনতার) অভিযোগ করলো। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাহাজানি সম্পর্কে কথা এই যে, অরিচেই (বাণিজ্যিক) কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে কথা এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না (অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে যে)তোমাদের কেউ নিজের জাকাতের অর্থ নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ (একদিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোনো দোভাষীও থাকবে না। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমার কাছে রাসূল পাঠাইনি? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এরপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু (সেখানেও) আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় (সামান্য খেজুর দেয়ার সামর্থ্যও যদি না থাকে) তবে উত্তম কথা দিয়ে (জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে–

فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ৫০৭, ৫৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ بُرَيْدٍ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً. يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৮] : হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন এক লোক জাকাতের সোনা নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে কিন্তু এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে–

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো দান-সদকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। তা এভাবে যে, এমন একটি যুগ আসবে যখন সদকা গ্রহণকারী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এখনই সময় থাকতে যত ইচ্ছা সদকা করা উচিত।

بَابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ } . اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

পরিচ্ছেদ: [৮৯২] জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও একটি খেজুরের টকুরা বা সামান্য পরিমাণ দান দ্বারা হোক

আর ঐ সমস্ত লোকের ব্যয়িত মালের অবস্থা– যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এবং স্বীয় আত্মাসমূহের দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে, [তাদের] দৃষ্টান্ত ঐ বাগানের ন্যায় যা কোনো টিলার উপর অবস্থিত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফলে ঐ বাগান দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন করল, আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ পূর্ণরূপে দেখেন। আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেঁউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি উদ্যান থাকে খেজুর ও আঙ্গুরের যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তার ঐ উদ্যান [অনুরূপ আরো] সর্বপ্রকার ফল হয়।

حَدَّثَنَا ابو قُدامةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ الْحَكَمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَائِي. وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا. فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৩৯] : হযরত আবু মাসউদ (রাযি.) বলেন, যখন জাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় তখন আমরা শ্রমের কাজ করতাম। একজন লোক (আব্দুর রহমান ইবনে আওফ) এসে বহু অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন। ঐ সময় (মুনাফিক) লোকজন বলতে লাগলো, এ লোকটি রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করছে। তারপর অপর একজন লোক (আবু আকীল আনসারী) এসে এক সা দান করলেন। (মুনাফিক) লোকজন বললো, আল্লাহ এই এক সা'র মুখাপেক্ষী নন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'যারা সদকা প্রদানে আগ্রহী মুমিনদের বিদ্রূপ করে এবং পরিশ্রম দ্বারা যারা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা তওবা-৭৯)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করতে উৎসাহিত করার পর সাহাবায়ে কেরাম কম-বেশি সদকা করতে লাগলেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ৩০৩, ৬৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪০] ঃ হযরত আবু মাসউদ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক 'মুদ' মজুরী লাভ করতো এবং তা থেকে দান করতো। আর আজ তাদের কেউ কেউ অগণিত অর্থের অধিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ৩০৩, ৬৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪১] ঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ৮৯০, ৯৬৮, ৯৭১, ১১০৯, ১১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, একদিন একজন নারী তার দুইটি মেয়েসহ আমার কাছে সাহায্য চাইতে এলো। কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ব্যতীত সে আর কিছুই পেলো না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার মেয়ে দুইজনের মধ্যে ভাগ করে দিলো। নিজে তা থেকে একটুও খেলো না, তারপর উঠে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কেউ এমন অসহায় মেয়েদের কারণে কোনো প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য মেয়েরা জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে (মেয়েদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا-অংশের সাথে। অর্থাৎ মহিলাটি একটি খেজুরকে দ্বি-খণ্ডিত করে তার দুই মেয়েকে দিল। সুতরাং তাদের প্রত্যেকে পেল অর্ধেক অর্ধেক করে।

২. শিরোনামে দুটি অংশ ছিল। এক. খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া। দুই. সামান্য পরিমাণ সদকা করা। সুতরাং শিরোনামের প্রথম অংশ প্রমাণিত হয়েছে হযরত আদীর হাদীস দ্বারা। আর দ্বিতীয় অংশ প্রমাণিত হয়েছে হযরত আয়েশার হাদীস দ্বারা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ৮৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সদকার ক্ষেত্রে আধিক্যতা করা। অর্থাৎ যদি সামান্য পরিমাণ জিনিসও হয় তাহলেও তা সদকা করা উচিত। এটা মনে করবে না যে, এত অল্প পরিমাণ কি করে দিব? কারণ, এ সামান্য পরিমাণই জাহান্নাম থেকে রক্ষার কারণ হবে। উদাহরণতঃ দ্বীনী মাদরাসার পক্ষ থেকে যখন তোমার কাছে কেউ যাবে তখন এটা মনে করবে না দিব কি দিব না? ইমাম বুখারী (রহ.) তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন যে, তখন চিন্তা করতে থাকবে না; বরং অল্প বা অধিক যা সামর্থ হয় কিছু না কিছু দান করে দাও। কারণ, এর উপমা হলো এমন, যেমন কেউ বাগান করল, সেখানে ফুল বা হতেই থাকবে।

بَابٌ: فَضْلُ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الْآيَةَ وَقَوْلِهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ} الْآيَةَ

পরিচ্ছেদঃ [৮৯৩] সুস্থতা ও সম্পদের প্রতি আকাঙ্খা থাকার সময় দান করার ফযিলত সম্পর্কে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– আর আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি, তা হতে ব্যয় কর এটার পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, অনন্তর সে বলে, হে আমার প্রভু! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করলেন না যে, আমি দান-খয়রাত করে নিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন– 'হে মুমিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং না কোনো বন্ধুত্ব হবে এবং না কোনো সুপারিশ চলবে।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ

أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى. وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৩] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একলোক আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের দান সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছো, ধনী হবার আশাও পোষণ করছো, এ অবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত দেরী করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কণ্ঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০-১৯১, ৩৮৩-৩৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুস্থতার সময় সম্পদের প্রতি যখন আগ্রহ প্রবল থাকে, এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কামনা থাকা সত্ত্বেও সদকা করা হলো সর্বোত্তম সদকা। এবং সর্বাধিক ছওয়াব অর্জনের মাধ্যম। ইমাম বুখারী (রহ.) আয়াত দ্বারা দলীল নিয়েছেন এভাবে যে, আয়াতে মৃত্যুর পূর্বে সদকার করতে বলা হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পূর্বে হলো সুস্থতার সময়।

باب

পরিচ্ছেদ: [৮৯৪] (শিরোনামহীন)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৪] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো স্ত্রী আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্যে কে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবেন? তিনি বললেন, যার হাত তোমাদের মধ্যে সবথেকে বেশি লম্বা। তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে (নিজেদের) হাত মেপে দেখলেন, সাওদা (রাযি.) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহস্ত। পরে (সবার আগে যয়নবের ইন্তেকাল হলে) আমরা বুঝতে পারলাম হাতের দীর্ঘতা মানে দানশীলতা। তিনি (যায়নাব) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালোবাসতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি শিরোনামহীন বাব, যা كالفصل من الباب السابق; সুতরাং পূর্বের সাথে এর মুনাসাবাত হওয়া আবশ্যক। তা এভাবে যে, পূর্বের পরিচ্ছেদে صدقة الشحيح الصحيح -এর ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা ছিল।

আর এ পরিচ্ছেদে মহিলার সদকার ফযিলত বর্ণনা করা হচ্ছে। সুতরাং মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, মহিলারা সাধারণত কৃপণ হয়ে থাকে। কারণ, তাদের প্রয়োজন সর্বদা লেগেই থাকে, এদিকে তারা নিজে আয় করতে পারে না। সুতরাং এমতাবস্থায় তারা সদকা করলে তা উত্তম হবে। এবং তারা صدقة الصحيح الشحيح-এর পর্যায়ভুক্ত হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুস্থতা অবস্থায় যখন কাজ করতে সক্ষম থাকে তখন দান-সদকা করা বড়ই ফযিলতের কাজ। যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের তাওফীক হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَكَانَتْ سَوْدَةُ : এখানে كانت-এর যমীরের মারজা' বাহ্যতঃ হযরত সাওদা মনে হচ্ছে। কারণ, এখানে অন্য কোনো স্ত্রীর উল্লেখ নেই। সুতরাং এর দ্বারা বাহ্যতঃ এটা বুঝে আসছে যে, নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেছেন হযরত সাওদা। অথচ ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেছেন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)। এবং সদকার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য । এ কারণেই তাকে ام المساكين বলা হতো। হযরত যয়নবের মৃত্যুবরণ করেছেন হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে ২০ হিজরীতে। এবং সাওদা (রাযি.)-এর মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৪ হিজরীতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর শাসনামলে।

ঐতিহাসিকগণ এমনই লিখেছেন। এমতাবস্থায় كانت-এর যমীর হযরত সাওদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। যার কারণে এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে নাসাঈ শরীফে (পৃ. ২৭৩) একটি হাদীস রয়েছে-

فكانت سودة اسرعهن لحوقا فكانت اطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) নাসাঈর এ হাদীস সম্পর্কে زهر الربى নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে, মূলতঃ উক্ত হাদীসের ইবারতে অগ্রপশ্চাত হয়েছে। মূলত ইবারত হবে–

فاخذن يذرعنها فكانت سودة اطولهن يدا وكانت اسرعهن لحوقا زينب وكان ذلك من كثرة الصدقة

নবীর স্ত্রীগণ নিজেদের হাত মাপামাপি করতে লাগলেন, তাদের মধ্যে হযরত সাওদার হাত ছিল সর্বাধিক লম্বা। আর সবার আগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছেন হযরত যায়নাব। আর এটা ছিল অধিক পরিমাণে সদকা করার কারণে।

بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

وَقَوْلِهِ: { الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

পরিচ্ছেদ: [৮৯৫] প্রকাশ্যে সদকা করা প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদসমূহ রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে [সর্বাবস্থায়] তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকটে এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা আছে আর না তারা

চিন্তান্বিত হবে। এ আয়াতে প্রকাশ্যে দান-সদকা করার বৈধতা বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সদকাকারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون এটি হলো عام বা ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে প্রকাশ্যে সদকাও অন্তর্ভুক্ত। যদিও গোপনে সদকা দেওয়া উত্তম; কারণ লৌকিকতার অবকাশ থাকে না।

بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

পরিচ্ছেদ: [৮৯৬] গোপনে দান করা প্রসঙ্গে

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন– ঐ লোক যে দান করলো এবং তা এতটা গোপনভাবে করলো যে, তার বাম হাত জানতে পারলো না তার ডান হাত কি দান করেছে

এবং মহান আল্লাহর বাণী– 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে প্রদান কর সদকাসমূহ সে-ও ভালো কথা, আর যদি তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর ও দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে এই গোপনীয়তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম এবং আল্লাহ তোমাদের কতিপয় পাপও মোচন করে দিবেন, আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।'

(অর্থাৎ যদি মানুষদেরকে দেখানোর নিয়ত না হয় তাহলে মানুষদের সামনে সদকা করাও উত্তম, যেন তার দেখাদেখি অন্যদেরও সদকার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হবে। আবার গোপনে দান করাও উত্তম; যেন সদকা গ্রহণকারী লজ্জা না পায়। মোটকথা গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বভাবেই দান করা জায়েয, শুধু অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে)

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সদকার ফযিলত বর্ণনা করা। তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার শিরোনাম গঠন করেছেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকা উভয়ভাবেই করতে পারবে তা বর্ণনা করা। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোনোটির বৈধতা, আর কোনোটির ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো দান প্রকাশ্যে করা উত্তম না অপ্রকাশ্যে? তার উত্তর নিম্নরূপ–

দান-সদকার নিয়ম : ফরয সদকা হলে তা প্রকাশ্যে দান করা উত্তম। আর নফল সদকা হলে তা গোপনে দান করা উত্তম। তেমনিভাবে প্রত্যেক ফরয কাজ প্রকাশ্যে করা এবং প্রত্যেক নফল কাজ গোপনে করাই উত্তম। তবে যদি মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হয় তাহলে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। তাতে অন্যরাও দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। আর গোপনে দান করলে দান গ্রহীতা লজ্জা পাওয়া থেকে বেঁচে যায়, তা ছাড়া এর দ্বারা আধ্যাত্মিক সংশোধন হতে থাকে। উন্নত চরিত্র অর্জিত হতে থাকে আর ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে অসৎ চরিত্রসমূহ। বস্তুত এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

পরিচ্ছেদ: [৮৯৭] যদি না জানা অবস্থায় ধনী ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে দেয় (তাহলে কি করণীয়?)

(অর্থাৎ যদি অজ্ঞাতসারে ধনীকে দরিদ্র মনে সদকা দিয়ে দেয় তাহলে সদকা কবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে, অর্থাৎ ছওয়াব পাবে)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ زَانِيَةٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ. لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا. وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদিন এক লোক বললো, অবশ্যই আমি কিছু দান করবো। এরপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা অর্পণ করলো। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, আমি অবশ্যই (রাতে) আবার ও কিছু দান করবো। আবার সে দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং অজ্ঞাতে একটি ব্যভিচারিণীকে দান করলো। সকালে লোকজন বলতে থাকলো, রাতে একজন নষ্টা নারীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই, এক যিনাকারিণীকে দান করা হলো?। আমি অবশ্যই এ রাতেও কিছু দান করবো। সুতরাং পুনরায় সে তার দান নিয়ে বের হলো এবং নিজের অজ্ঞাতে তা এক ধনী লোককে দিয়ে দিলো। সকালে লোকজন বলতে থাকলো, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ সব প্রশংসা তোমারই। একজন চোর, একজন যিনাকারিণী ও একজন ধনীকে (দান করা হল)। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এসব দানের বিষয়টি হলো, হয়ত বা এ কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে এবং যিনাকারিণী হয়ত যিনা থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী লোক হয়ত (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত নিম্নোক্ত ইবারতের সাথে–

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ غَنِيٍّ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি না জানার কারণে অপাত্রে সদকা দিয়ে দেয় তাহলে তার কি হুকুম? যেহেতু মাসআলাটি বিতর্কিত, তাই তিনি কোনো হুকুম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি।

মাযহাব: ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, ইবরাহীম নখয়ী , হাসান বসরী প্রমুখের মতে তা যথেষ্ট হবে।

২. ইমাম আবু ইউসুফ, শাফেয়ী, হাসান বিন সালেহ প্রমুখের মতে তা যথেষ্ট হবেনা; পুনরায় সদকা দিতে হবে।

باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

পরিচ্ছেদ: [৮৯৮] যদি কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে নিজ সন্তানকে সদকা দিয়ে দেয় (তার কি হুকুম?)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ. أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৬] ঃ হযরত মা'ন ইবনে এজিদ (রাযি.) বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়আত হয়েছিলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিয়েও করান। একবার আমি তাঁর কাছে একটি অভিযোগ নিয়ে গেলাম। আমার পিতা এজিদ দান করার জন্য কয়েকটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে এক লোকের কাছে তা রেখে দিলেন (এবং তাকে দান করার অনুমতিও দিলেন)। এরপর আমি গিয়ে তা (দান হিসেবে) গ্রহণ করলাম এবং তা নিয়ে আমার পিতার কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো তোমাকে দান (করার) ইচ্ছা করিনি। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, হে এজিদ! তুমি যে সওয়াবের নিয়ত করেছিলে তা তোমার (দানের ছওয়াব তুমি ঠিকই পাবে) এবং হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছো তা তোমারই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হাদীসের মাফহূমের সাথে স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসুলভ এখানেও কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি; বরং অস্পষ্ট রেখেছেন। কারণ, অধিকাংশ বিতর্কিত মাসআলায় তিনি এরূপই করেন।

তবে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাঁর মাযাহব অনুধাবন করা যায়। হযরত ইয়াযিদ এক ব্যক্তিকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন এগুলি আমার পক্ষ থেকে দান করে দিবে। ইয়াযিদ কোনো শর্তারোপও করেননি, আবার এও বলেননি যে, কাকে দিবে। লোকটি সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি তার সন্তান হযরত মা'আনকে দিয়ে দিল। পরবর্তীতে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপিত হলে তিনি বললেন - لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن

বুঝা গেল যে, নিয়ত করে দিয়ে দেয়ার পর ত্রুটি সংঘটিত ও প্রকাশিত হলে তা ধর্তব্য হবে না। তবে ফরয জাকাত নিজ সন্তানকে দিলে সবার ঐক্যমতে তার ফরয আদায় হবে না; বরং পুনরায় তা আদায় করতে হবে।

باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

পরিচ্ছেদ: [৮৯৯] ডান হাত দ্বারা সদকা দেয়া উত্তম

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ

لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৭] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত (ধরনের) লোককে আল্লাহ (কিয়ামতের দিনে) তাঁর (আরশের)ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। (ক) ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক (খ) ঐ যুবক যে আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে বড় হয়েছে (গ) ঐ লোক যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (নামাযে জামাআতের প্রতি যে আগ্রহী) (ঘ) ঐ দুই লোক যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালোবেসেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে) (ঙ) ঐ লোক যাকে কোনো অভিজাত সুন্দরী নারী (ব্যাভিচারের দিকে) আহ্বান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (চ) ঐ লোক যে দান করলো এবং তা এতটা গোপনভাবে করলো যে, তার বাম হাত জানতে পারলো না তার ডান হাত কি দান করেছে এবং (ছ) ঐ লোক যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দুটো (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রুপাত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯১, ১৯১, ৯০৯, ১০০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ خَبَرَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " تَصَدَّقُوا. فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৮] ঃ হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব আল-খুযায়ী (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা দান করো। কারণ তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোনো লোক তার জাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে (কিন্তু নেয়ার মত কাউকে পাবে না)। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে, তাহলে অবশ্যই আমি তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ-অংশের সাথে। যেহেতু ডান হাত দ্বারা সদকা দেয়া উত্তম, তাই লোকটি যখন সদকা দেয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় ডান হাতে নিয়েই রওয়ানা হয়েছিল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯০, ১৯১-১৯২, ৯০৯, ১০০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, দান-সদকা কারো মাধ্যমে না দিয়ে নিজ হাতে সরাসরি দেয়া উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে এতদ্ভিন্ন অন্যরাও এ সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একজন হলো শিশুকালে কুরআন শিখে, আর বড় হয়ে তা পড়তে থাকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কাসতাল্লানী দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ: [৯০০] যদি কোনো ব্যাক্তি খাদেমকে সদকা করতে নির্দেশ দেয়, এবং নিজ হাতে না দেয় সে প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সেও সদকাকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। (অর্থাৎ সেও ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু মালিক পাবে)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ شَقِيقٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا"

হাদীসের অনুবাদ [১৩৪৯] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো নারী সংসারের কোনো ক্ষতি না করে তার ঘরের খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে ছওয়াব পাবে। কারণ সে দান করেছে এবং তার স্বামীও ছওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর অর্থের রক্ষকও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। তাদের কেউ কারোর ছওয়াব বিন্দুমাত্র কম করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২, ১৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকা নিজ হাতে দেয়া আবশ্যক নয়; বরং কর্মচারী, সেক্রেটারী বা অন্য কারো মাধ্যমেও দেয়া যেতে পারে। তবে উত্তম হলো নিজ হাতে দেয়া।

باب لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

পরিচ্ছেদ: [৯০১] সচ্ছলতা বজায় রেখে দান করা প্রসঙ্গে

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ

لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে দান-সদকা করে বা তার সন্তানসন্ততি অভাবগ্রস্ত, (তাহলে এমন দান জায়েয হবে না) তেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে দান করা, গোলাম আজাদ করা এবং হেবা ইত্যাদির উপর ঋণ পরিশোধ করা অগ্রগণ্য। তার সদকা তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। এবং তার জন্য এটা জায়েয হবে না যে, (দান করে) মানুষের টাকা-পয়সা নষ্ট করবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি (অন্যের) সম্পদ ধ্বংস করার জন্য গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তবে যদি কোনো ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করা এবং কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ও অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে নিজের বিশেষ প্রয়োজনের উপর দরিদ্রদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে পারবে। যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) নিজের সমস্ত সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে মদিনার আনসারগণ নিজেদের প্রয়োজনের উপর মুহাজিরীনদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যখন নিজের সম্পদ ধ্বংস করা নিষেধ, তাহলে অন্যের সম্পদ সদকার মাধ্যমে ধ্বংস করা কখনও জায়েয হবেনা। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) (যিনি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন) আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার তওবা এভাবে পূর্ণ করতে চাই যে, আমার সমগ্র সম্পদ আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দান করে দিব। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। কিছু সম্পদ নিজের জন্য রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কা'ব বললেন ঠিক আছে, আমি আমার খায়বারের অংশ নিজের জন্য রেখে দিলাম।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান এবং নিজের পোষ্য আত্মীয়দের দিয়ে দান শুরু করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২, ৮০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ". وَعَنْ وُهَيْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫১] ঃ হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। নিজের আত্মীয়দের দিয়ে দান শুরু করো। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে লোক অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

উহাইব হিশাম এবং তার পিতার সূত্রে আবু দারদা (রাযি.) থেকেও এ বর্ণনা উল্লেখ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ. وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫২] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান খয়রাত, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেন, ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। ওপরের হাত হলো দানকারীর এবং নীচের হাত হল দান প্রার্থীর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ-অংশের সাথে। কারণ, এর অর্থ হলো সদকার আহকাম বর্ণনা করেছেন। আর সদকার আহকামের মধ্য হতে এটিও একটি যে, তা الا عن ظهر غني হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ঋণমুক্ত লোকদেরই দান-সদকা করা উচিত; আর ঋণগ্রস্ত লোকদের সদকা করার অনুমতি নেই। কারণ, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সদকা করে, এদিকে ঋণদাতাকে পেরেশান করে, তাহলে তার সদকা আল্লাহর দরবারে কবুল করা হবে না। কেননা, এটা অন্যের সম্পদ ধ্বংস করারই নামান্তর। এবং তার সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

সুতরাং এমন কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

তবে কোনো ব্যক্তি যদি সবর-শোকরের উচ্চস্তরে পৌছে থাকে, তাহলে তার জন্য সমস্ত সম্পদ দান করার অনুমতি আছে। যেমন হযরত আবু বকর (রাযি.) তার সমস্ত সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের জন্য এমন করা জায়েয হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কা'ব বিন মালেক (রাযি.)-কে তার সমস্ত সম্পদ দান করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

পরিচ্ছেদ: [৯০২] দানকারী প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর বাণী– 'যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর কৃপা প্রকাশ করে না এবং ক্লেশও দেয় না, তারা তাদের বিনিময় পাবে স্বীয় রব-এর নিকট আর না তাদের কোনো আশঙ্কা হবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।'

(অর্থাৎ না জবান দ্বারা কষ্ট দিবে, না খোঁটা দিয়ে কষ্ট দিবে, আর না তো অবজ্ঞা তুচ্ছ-তাচ্ছিল করে কষ্ট দিবে। তাহলে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ ছওয়াবের প্রতিশ্রুতি।

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদে কোনো হাদীস আনেননি; বরং শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সম্ভবত তিনি তার শর্ত মোতাবেক এ সম্পর্কিত কোনো হাদীস খুঁজে পাননি, তাই তিনি কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু যর গিফারী (রাযি.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا الا منة. والمنفق سلعته بالحلف. والمسبل ازاره

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে (ক্রোধের বশঃবর্তী হয়ে) কথা বলবেন না। তারা হলো– ১. দান করে খোঁটা দানকারী, ২. মিথ্যা শপথ করে নিজের সম্পদ বিক্রয়কারী, ৩. লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধানকারী। ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ঐ সমস্ত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দান-সদকা করে খোঁটা দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়।

باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

পরিচ্ছেদ: [৯০৩] যে ব্যক্তি সদকা দ্রুত আদায় করে, এবং সময় হওয়ার পর বিলম্ব করা পছন্দ করে না, তার ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা

(সদকা দ্বারা ফরয জাকাত বা সাধারণ দান, নফল সদকা ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্য হতে পারে)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ. فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ. فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ. فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ " كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৩]: হযরত উকবা ইবনে হারিস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আসরের নামায শেষ করে ব্যস্ততার সাথে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এলেন। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সদকার এক টুকরো কাঁচা সোনা আমি ঘরে রেখে এসেছিলাম। আর সদকার সম্পদ ঘরে রেখে রাত যাপন করা আমার অপছন্দনীয়। তাই আমি তা বণ্টন করে দিয়ে এলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে ফারেগ হওয়ামাত্রই ঘরে গিয়ে দান করে ফিরে এলেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১৭, ১৯৩, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, দান-সদকা যত দ্রুত সম্ভব তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত। তা না হলে এমনও হতে পারে যে, হঠাৎ করে তার মৃত্যু এসে গেল অথবা পরবর্তিতে সম্পদ অবশিষ্ট রইলনা, এভাবে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

পরিচ্ছেদ: [৯০৪] দান-সদকার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, এবং সদকার ব্যাপারে সুপারিশ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ. فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একদিন ঈদের দিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোনো নামায পড়েননি। এরপর তিনি নারীদের লক্ষ্য করে উপদেশ দিলেন। (এ সময়) বিলাল (রাযি.) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। তখন নারীরা তাদের চুড়ি ও কানের অলঙ্কার খুলে দিতে থাকলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১১৯, ১২০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى. عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ. أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا. وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৫] ঃ হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, যখন কোনো সাহায্য প্রার্থী আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতো বা তাঁর কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা হতো তখন তিনি বলতেন, তোমরা সুপারিশ করো, তার জন্য তোমরা ছওয়াব পাবে। আল্লাহ তার নবীর মুখে যা চান তাই আদেশ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২, ৮৯০, ৮৯১, ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ "وَالاٰخَرُ لَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৬] ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, (দান না করে) সম্পদ জমা রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রে (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২-১৯৩, ১৯৩, ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، وَقَالَ، " لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৭] ঃ আবদাহ ইবনে সালামা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা (রাযি.)-কে বলেছেন, (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো যারা নিজে দারিদ্র্যের কারণে দান করতে না পারে, তারা অন্যদেরকে সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

بَاب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

পরিচ্ছেদ: [৯০৫]নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা করা

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৮] ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে) বললেন, (অর্থ) থলের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখো না তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবেন, যতটুকু সামর্থ দান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২, ১৯৩, ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لاَ تُوعِي: শব্দটি বাবে افعال বাবে اوعي يوعي ايعاء; হতে অর্থ জমা করা; পাত্রে আটকে রাখা। আর وعي يَعِي অর্থাৎ ثلاثي مجرد হতে অর্থ জমা করা।

ارْضَخِي : শব্দটি رضخ হতে অর্থ দান করা।

بَابُ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

পরিচ্ছেদ: [৯০৬] দানে পাপ মোচন হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ. قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ " الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ". قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ. بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ. قَالَ قُلْتُ لاَ. بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ قُلْتُ أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ. كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৫৯] : হযরত হুযাইফা (রাযি.) বলেন, একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) (আমাদের লক্ষ্য করে) বলেন, ফিতনা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ রয়েছে? হুযাইফা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, তিনি (এ সম্পর্কে) যা বলেছেন আমি তা হুবহু স্মরণ রেখেছি। ওমর (রাযি.) বলেন, তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে বড় সাহসী, আচ্ছা বলো তো! হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, হাদীসটি হলো, মানুষের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি ও প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, নামায, দান ও ন্যায়ের আদেশ তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। রাবী সুলায়মান বলেন, কখনো তিনি (আবু ওয়াইল) এভাবে বলতেন, নামায, দান, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ (তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ)। ওমর বলেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়, বরং আমি ঐ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হবে। হুযাইফা বলেন, আমি বললাম হে আমীরুল মু'মিনীন! সে সম্পর্কে আপনার কোনো ভয়ের কারণ নেই। কারণ আপনার ও তার মাঝে একটি রুদ্ধ দ্বার রয়েছে। ওমর বললেন, ঐ (রুদ্ধ) দ্বার ভাঙ্গা হবে না খোলা হবে? হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভাঙ্গা হবে। ওমর বললেন, যদি ভাঙ্গা হয় তবে তো ওটা আর কখনো বন্ধ হবে না। হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। (আবু ওয়াইল বললেন)

ঐ (রুদ্ধ) দ্বার কে, তা আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরূককে বললাম, তাঁকে (হুযাইফাকে) জিজ্ঞেস করুন। মাসরূক (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (ঐ রুদ্ধ-দ্বার হলো) ওমর। আবু ওয়াইল বলেন, আমরা (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, ওমর কি জানেন আপনি তাঁকে বুঝাচ্ছেন? তিনি (হুযাইফা) বলেন, হ্যাঁ, ভালোভাবে জানেন যেমন আগামী কালের পূর্বে আজকের রাত। কারণ আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা ভুল নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ১৯৩, ২৫৪, ৫০৭, ১০৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله : قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ : সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাযি.) كسر দ্বারা ইঙ্গিতার্থ নিয়েছেন হত্যা, আর فتح দ্বারা ইঙ্গিতার্থ নিয়েছেন মৃত্যু।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৩ দ্রষ্টব্য।

باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

পরিচ্ছেদঃ [৯০৭] যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় সদকা করেছে অতঃপর মুসলমান হয়েছে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬০] ঃ হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, জাহিলী যুগে সওয়াবের নিয়তে যে দান অথবা দাসমুক্তি বা রক্ত-বন্ধন সংযুক্ত রাখা (আত্মীয়তা রক্ষা করা) ইত্যাদি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতীতে সম্পন্ন সওয়াবের কাজসহই তুমি মুসলমান হয়েছো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৩, ২৯৬, ৩৪৪, ৮৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যেহেতু মাসআলাটি বিতর্কিত, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি যে, এ সদকার দ্বারা সে ছওয়াব পাবে কি না?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

১. এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, যদি কোনো কাফের ইখলাসের সাথে খাঁটি মুসলমান হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার কবিরা-সগিরা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। لان الاسلام يهدم ما كان قبله

২. এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, যদি কোনো কাফের কুফরী অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার সকল সৎকর্ম বাতিল হয়ে যাবে। সে পরকালে এর কোনো ছওয়াব পাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী–

ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله

৩. যদি কোনো মুশরিক ও কাফের প্রকাশ্যে/গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে, এবং মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান থাকে, তাহলে কুফরী সময়ের সৎকর্মের ছওয়াব পাবে কি না? সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে।

আল্লামা ইবনে বাত্তাল প্রমুখ বলেন, সে কুফরী অবস্থার সকল সৎকর্মের ছওয়াব পাবে। তাদের দলীল হলো হযরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস–

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة زلفها و محا عنه كل سيئة كا زلفها الخ

পক্ষান্তরে কাজী ইয়ায প্রমুখ বলেন যে, কুফরী অবস্থার কৃত সৎকর্মের কোনো ছওয়াব তারা পাবে না। মুলতঃ উসূলের দাবি এটিই। কারণ, সৎকর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিয়ত আবশ্যক। আর কাফেররা নিয়তের উপযুক্ত নয়। কাজী ইয়ায এ হাদীসের জবাবে বলেন– أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ যে সৎকর্মসমূহ তোমরা পূর্বে করেছো, সেই সৎকর্মসমূহের বরকতে তোমরা ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছো।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য উমদাতুল কারী ও শরহে নববী দ্রষ্টব্য।

بَاب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

পরিচ্ছেদ: [৯০৮] নষ্ট বা ক্ষতি করার নিয়ত ছাড়া খাদেম যদি নিজের মালিকের হুকুমে সদকা করে তাহলে খাদেমও ছওয়াব পাওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন নারী পরিবারের ক্ষতি সাধন না করে তার স্বামীর খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে ছওয়াব পাবে, যেহেতু সে দান করেছে এবং তার স্বামী ছওয়াব পাবে যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ ছওয়াব পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত غَيْرَ مُفْسِدَةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯২, ১৯৩, ২৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ. وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي. مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ. فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ. أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬২] ঃ হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বিশ্বস্ত মুসলিম অর্থ ভাণ্ডারের রক্ষক তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে বা (যা আদেশ করা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা পৌছে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ -অংশের সাথে। কারণ, খাদেমের মধ্যে খাযেনও অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৩, ৩০১, ৩১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, খাদেম ছওয়াব তখন পাবে যদি তাদের মধ্যে এ সমস্ত শর্তাবলী পাওয়া যায়- ১. খাদেম হওয়া। নতুবা অপরের সম্পদ থেকে সদকা আবশ্যক হবে। ২. মুসলমান হওয়া। ৩. আমানতদার হওয়া। ৪. মালিকের নির্দেশ বাস্তবায়নকারী হওয়া, সম্পদ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য না হওয়া। এ সমস্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে খাদেমও ছওয়াব পাবে, নতুবা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সেবক/কর্মচারী ছওয়াব পাবে, তবে সর্বাবস্থায় ছওয়াবের দিক থেকে সমান হওয়া আবশ্যক নয়। তবে ছওয়াব অর্জনের দিকে সকলেই সমান হবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একজন সেবক/কর্মচারীকে রুটি বা কোনো কিছু দিয়ে বলল যে, যাও অমুক গ্রামের দরিদ্রদেরকে দিয়ে আস। তখন সে এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কারণে ছওয়াব পাবে।

بَاب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

পরিচ্ছেদ: [৯০৯] স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতিক্রমে স্বামীর ঘর থেকে নষ্ট ও ক্ষতি না করার নিয়তে দান করে বা আহার করায়, তাহলে সেও ছওয়াব পাবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ. وَالأَعْمَشُ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ح وحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. عَنْ شَقِيقٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ. لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৩] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো স্ত্রী কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে বা যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়, তবে সে ছওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। আর খাজাঞ্চীও ঐ পরিমাণ পূণ্য পাবে। স্বামী এজন্য পাবে যে, সে উপার্জন করেছে, আর স্ত্রী এজন্য পাবে যে, সে দান করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَهَا أَجْرُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১,, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ شَقِيقٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا. وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৪] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন নারী ক্ষতি না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে এর ছওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও ছওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ ছওয়াব পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَهَا أَجْرُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১.. পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদ তো গঠন করেছেন باب اجر المرأة الخ বলে। আর এর পূর্বের বাব ছিল باب اجر الخادم الخ

উভয় পরিচ্ছেদেই রয়েছে عدم افساد তথা নষ্ট না করার শর্ত। কারণ, নষ্ট করার নিয়ত থাকলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য করতে চাইছেন। যেমন তিনি উভয় পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, সেবকের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন بامر صاحبه; আর باب اجرة المرأة-এর মধ্যে এ শর্তারোপ করেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তা হলো উভয়ের দানের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। অর্থাৎ সেবক/কর্মচারী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার কারণে পার্থক্য হয়ে গেছে অনুমতি ও বিনা অনুমতির মধ্যে। সেবক/কর্মচারীর জন্য মালিকের বিনা অনুমতিতে মালিকের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে স্ত্রী যেহেতু স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সব সময়ের সঙ্গী; তাই তার জন্য পরোক্ষভাবে অনুমতি বুঝে আসে। এ কারণে স্ত্রীর ক্ষেত্রে অনুমতির শর্ত লাগানো হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ একে

অপরেরই মনে করা হয়। স্বামী তার উপার্জনের যাবতীয় অর্থ স্ত্রীর নিকট রেখে দেয়, আর স্ত্রী প্রয়োজন মত সেখান থেকে খরচ করে। স্বামীর সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে। তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে অনুমতির শর্ত লাগানো হয়নি।

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا

পরিচ্ছেদ: [৯১০] মহান আল্লাহর বাণী

অনন্তর যে [আল্লাহর রাস্তায়] দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে। আর ভালো কথাকে [ইসলাম ধর্মকে] সত্য বলে বুঝেছে। তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে। আর ভালো কথাকে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে। তবে আমি তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু [দোজখ] -এর জন্য আসবাব প্রদান করব। এবং ফেরেশতাদের এ দোয়ার বর্ণনা– 'হে আল্লাহ! সম্পদ ব্যয়কারীকে তার প্রতিদান দিন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সকালে যখন আল্লাহর বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দুইজন ফিরিশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত করো এবং অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সৎকাজে সম্পদ ব্যয় করার প্রতিফল দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, আখেরাতেও এর ছওয়াব পাওয়া যায়।

باب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

পরিচ্ছেদ: [৯১১] দানবীর ও কৃপণের উপমা

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ". وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ. عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ. مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ. أَوْ وَفَرَتْ. عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ "

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল লোকদ্বয়ের দৃষ্টান্ত এমন দুই লোকের মত যাদের দুইজনের গায়ে দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কৃপণ এবং দাতার দৃষ্টান্ত এমন দুই লোকের অনুরূপ যাদের দুইজনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দুইটি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখন ঐ বর্ম তার শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি সেটা নখের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। কিন্তু কৃপণ লোক যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও ঢিলা করতে চায় কিন্তু তা ঢিলা হয় না।

تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ. " جُنَّتَانِ ". وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ. عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جُنَّتَانِ "

এ হাদীসটি হাসান বিন মুসলিমও তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আছে جُبَّتَيْنِ [দুটি জামা]; আবার হানযালা তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন جُنَّتَانِ [দুটি বর্ম]। আবার লাইছ বিন সা'দ বলেন, আমাকে জা'ফর বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান বিন হুরমুয থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তাতে আছে দুটি বর্ম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, হাদীসের অংশবিশেষই হলো শিরোনাম।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ৪০৯, ৭৯৮, ৮৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এখানে উপর থেকে এ পর্যন্ত দান-সদকার ফযিলতের বর্ণনা চলে আসছিল। এখানে উপমা দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানকারী ও কৃপণ ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করছেন যে, তারা হলো এমন, যেমন দু'জন ব্যক্তি উভয়েরই শরীরে রয়েছে লৌহবর্ম । তন্মধ্যে দানকারী লোকটির বর্ম তো বুক পর্যন্ত; সে বর্মটিকে প্রশস্ত করতে চাইলে তা পা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপণ লোকটির বর্মটি প্রশস্ত তো হয়-ই না; বরং তা তার জন্য আরো বিপদের কারণে পরিণত হয়।

بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

পরিচ্ছেদ: [৯১২] পরিশ্রম ও ব্যবসা থেকে দান করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর বাণী– হে মুমিনগণ! তোমরা ব্যয় কর স্বীয় উপার্জন হতে উত্তম বস্তু, আর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনস্থ করো না যে, তা হতে সদকা করবে অথচ

তোমরা কখনো তা গ্রহণকারী নও, হ্যাঁ, যদি ভ্রুক্ষেপ না কর, আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অভাবমুক্ত প্রশংসার যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকা তখন গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা হালাল উপার্জন থেকে হবে।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, আমার মতে এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলার প্রতি ইশারা করছেন। তা হলো ব্যবসায়ী পণ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে কি না? চার ইমামের মতে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওয়াজিব হবে; আর জাহিরীদের মতে নগদ টাকা, পশু-প্রাণী ও ফসল ব্যতীত অন্য কোনো পণ্যে জাকাত ওয়াজিব হবেনা। তবে ব্যবসার দ্বারা অর্জিত স্বর্ণ যদি ঘরে রেখে দেয় এবং বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) এক্ষেত্রে জুমহূরের আনুকূল্য করছেন।

এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.) কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি। আমার মতে এর কারণ এই যে, তিনি সামনে আগত পরিচ্ছেদ দ্বারা এটি প্রমাণ করে দিয়েছেন, কারণ তাতে আছে يعمل باليد; আর হাতের কাজ তো ব্যবসা-ই হয়ে থকে। – তাকরীরে বুখারী

باب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

পরিচ্ছেদ: [৯১৩] সকল মুসলমানের সদকা করা উচিত। কারো নিকট সদকা দেওয়ার মত কিছু না থাকলে সে যেন সৎকাজ করে

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ". فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ " يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ". قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ". قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ " فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৭] ঃ হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদার দাদা আবু মূসা আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা কর্তব্য। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যার কিছু নেই (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাতেও অক্ষম হয়? তিনি বললেন, তবে সে অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্তের (কাজে) সাহায্য করবে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ-এর সাথে, আর দ্বিতীয় অংশের মুনাসাবাত হলো فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ৮৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কারো নিকট সদকা দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তার সদকা হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজের

নিষেধ করা, নিজে সৎকর্ম করা, এবং অন্যকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করা। এটিই তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

পরিচ্ছেদ: [৯১৪] জাকাত ও সদকা কি পরিমাণ দিতে হবে? আর যে ব্যক্তি পূর্ণ একটি বকরি সদকা করে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ. عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عِنْدَكُمْ شَيْءٌ". فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৮] ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাযি.) বলেন, আনসারী নারী নুসাইবা'র কাছে (সাদকার)একটি ছাগল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলো। সে অর্থাৎ নুসাইবা তা থেকে কিছু গোস্ত আয়েশার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু (খাবার) আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ছাগলটির যে গোস্ত নুসাইবা পাঠিয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি বলেন, নিয়ে এসো, ওটা (সাদকা) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। (নুসাইবা হযরত উম্মে আতিয়্যা-এর আরেক নাম, তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করেছেন।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এখানে শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হলো কি পরিমাণ জাকাত দিতে হবে। আর দ্বিতীয় অংশ হলো বকরি দান করা। সুতরাং প্রথম অংশের সাথে মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, নুসাইবা কর্তৃক হযরত আয়েশার নিকট ঐ বকরির কিছু অংশ প্রেরণ করা যা তাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাস্বরূপ দিয়েছিলেন। আর প্রথম অংশের সাথে মুনাসাবাত হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুসাইবার নিকট পূর্ণ বকরি প্রেরণ করা। দ্বিতীয় অংশের সারমর্ম হলো পূর্ণ বকরি দেওয়া জায়েয আছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ২০২, ৩৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত প্রদানের কোনো সীমা আছে কি না? যেহেতু বিষয়টি মতপার্থক্যপূর্ণ, তাই তিনি এখানে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি।

১. ইমাম শাফেয়ী বলেন, জাকাত প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। প্রয়োজনমত দিতে পারবে।

২. হানাফীরা বলেন, এক ব্যক্তিকে নেসাবের কম পরিমাণ দিতে পারবে। নেসাব পরিমাণ দিলে মাকরূহ হবে।

কেউ কেউ বিশেষতঃ লা-মাযহাবীরা বলে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদ দ্বারা হানাফীদের মত খণ্ডন করেছেন। কারণ, হানাফীদের মতে নেসাব পরিমাণ জাকাত এক ব্যক্তিকে দেওয়া মাকরূহ।

এখন প্রশ্ন হলো এখানে মত খণ্ডনের কি হলো? কারণ, হাদীসে তো বকরি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, একটি বকরি দ্বারা নেসাব পূরণ হয় না। একটি বকরি কোনো অবস্থাতেই নেসাব পরিমাণ নয়। তাহলে তো তাদের দাবী ভিত্তিহীন ও অসার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। যা হযরত বারীরার হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যখন বারীরা সদকার গোশত হযরত আয়েশার নিকট হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন, তখনও তিনি বলেছিলে– هو لها صدقة ولنا هدية

بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

পরিচ্ছেদ: [৯১৫] রূপার জাকাত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৬৯] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উটের মধ্যে পাঁচটির কমে জাকাত নেই, (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে জাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোনো জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির জাকাতের নেসাব বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خمس ذود : এ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ হলো ইযাফতের সাথে– خَمْسِ ذَوْدٍ

দ্বিতীয়তঃ হলো خَمْسٍ ذَوْدٍ তানভীনের সাথে। এমতাবস্থায় ذود বদল হবে خمس থেকে। অর্থাৎ উটসমূহ থেকে পাঁচটি উটের কমে জাকাত নেই।

ذَوْدٍ : 'যাওদ' বলা হয় তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত উটকে। এ মাসআলায় সকলেই একমত যে, উটের জাকাতের নেসাব হলো পাঁচটি উট।

أَوَاقٍ : শব্দটি أُوْقِيَةٌ-এর বহুবচন। চল্লিশ দেরহাম সমপরিমাণ এক উকিয়া। সুতরাং পাঁচ উকিয়া দুই শত দিরহাম।

أَوْسُقٍ : শব্দটি وسق-এর বহুবচন। ষাট সা' সমপরিমাণ এক ওয়াছাক। আর পাঁচ ওয়াছাকে তিনশ সা' সমপরিমাণ। যা আনুমানিক পঁচিশ মন হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতৈক্য রয়েছে যে, রৌপ্যের নেসাব হচ্ছে দুইশত দেরহাম। এরপরে অধিকাংশ ভারতীয় আলেমগণ দুইশ দেরহামকে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ সাব্যস্ত করেছেন। তবে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) এবং লাখনোর আরো অন্যান্য আলেমগণের গবেষণামতে দুইশ দেরহাম শুধুমাত্র ছত্রিশ তোলা সাড়ে পাঁচ মাশা সমপরিমাণ হয়। ফতোয়া জুমহূরের অনুযায়ীই।

এ বিষয়েও মতৈক্য রয়েছে যে, দুইশ দেরহামের কম পরিমাণের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। সুতরাং দুইশ দেরহাম হয়ে গেলে তার উপর পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে। আর দুইশ থেকে অধিক হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে কোনো কিছু ওয়াজিব হবেনা। আর দুইশয়ের উপর চল্লিশ দেরহাম অধিক হলে তার উপর আরো এক দেরহাম ওয়াজিব হবে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার মতে দুইশ দেরহামের উপরও পাঁচ দেরহাম আবার দুইশ উনচল্লিশ দেরহামের উপরও পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে দুইশ দেরহামের অতিরিক্ত অংশের উপরও এ হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে। অতএব তাঁদের মতে দুইশ এক দেরহামের উপরে পাঁচ দেরহাম এবং আরো এক-চল্লিশাংশ দেরহাম ওয়াজিব হবে। ফতোয়া তাঁদের দু'জনের মতের উপরেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ : এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ফসলের ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াছাকের কমে জাকাত নেই, অর্থাৎ ওশর ওয়াজিব হবে না। এটিই হলো আইম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের মত। তারা বলেন, ভূমিতে উৎপন্ন ফসলে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব হওয়া আবশ্যক, যা হলো তিনশ সা'। এর কমে ওশর ওয়াজিব হবে না। তাদের দলীল হলো এ হাদীস।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখের মতে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের কোনো নির্দিষ্ট নেসাব নেই; বরং তার অল্প-অধিক সবকিছুর উপরই ওশর ওয়াজিব হবে।

তাদের বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে তরকারি/ফসলের উপর ওশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وآتوا حقه يوم حصاده-এর (مطلق) বা সাধারণ হুকুম যার মধ্যে ফসল/তরকারি অন্তর্ভুক্ত আছে। তেমনিভাবে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আবূ হুরায়রার হাদীসও তাঁর পক্ষে দলিল–

فيما سقت السماء والعيون العشر . وفيما سقى بالنضح (حوض) نصف العشر .

'বৃষ্টি ও ঝরনার পানিতে যে জমিন ভাসবে তার এক দশমাংশ, আর যা সেচের দ্বারা হবে তার বিশভাগের এক ভাগ।

তেমনিভাবে সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে ওমরের হাদীস রয়েছে–

عن النبى ﷺ قال : فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا العشر . وما سقى بالنضح نصف العشر .

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টি ও ঝরনার পানি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হলে বা জমিন নদীর তীরে হলে তার ওশর আছে, আর সেচের পানি দিয়ে হলে ওশরের অর্ধেক।

এ দু'টি হাদীসের মধ্যে ما শব্দটি عام বা ব্যাপক অর্থবোধক যা সব ধরনের উৎপন্ন ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে। তেমনিভাবে আব্দুর রাযযাক হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন–

كتب عمر بن عبد العزيز ان يؤخذ مما انبتت الارض من قليل او كثير العشر .

'হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) পত্র মারফত নির্দেশ জারি করেছেন যে, জমিনের উৎপাদিত ফসল তা কম হোক বা বেশি হোক, তা থেকে যেন ওশর আদায় করা হয় চাই।'

এছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে–

في كل شئ اخرجت الارض كاة حتى في عشر دستجات بقل دستجة بقل.
'ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হবে তার উপর জাকাত আছে। এমনকি দশ আঁটি সবজির মধ্যে এক আটি।

بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ: [৯১৬] পণ্যদ্রব্য দ্বারা জাকাত আদায় করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ

তাউস (রহ.) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) ইয়েমেনবাসীকে বলেছিলেন, তোমরা ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা পরিধেয় বস্ত্র আমার কাছে জাকাত স্বরূপ নিয়ে এসো। ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জন্যও উত্তম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ(রাযি.)-এর ব্যাপার হলো এই যে, সে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। (মহিলাদের লক্ষ্য করে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের অলংকার থেকে হলেও সাদকা কর। [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যদ্রব্যের জাকাত সেই পণ্য দ্বারাই আদায় করতে হবে এমন নির্দিষ্ট করে দেননি। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও গলার হার খুলে দিতে আরম্ভ করলেন। [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,] সোনা ও রূপার বিষয়টি পণ্যদ্রব্য থেকে পৃথক করেননি; (বরং উভয় প্রকারেই জাকাত স্বরূপ গ্রহণ করতে হতো)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ. حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ. أَنَّ أَنَسًا-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا. وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭১] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (জাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বকর (রাযি.) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (এর মধ্যে ছিল) যার জাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে, তার ওপর পূর্ণ এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী দেয়া (ওয়াজিব) হয় অথচ উহা তার কাছে নেই, বরং দুই বছর পূর্ণ হয়েছে এমন একটি উষ্ট্রী তার কাছে রয়েছে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং জাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুইটি ছাগল প্রদান করবে। আর যদি পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা উষ্ট্রী দেয় হয় আর তার কাছে না থাকে, বরং পূর্ণ দুই বছরের উট তার থাকে, তার ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার সাথে আর কিছুই দেয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪-১৯৫, ১৯৫, ১৯৬, ৩৩৮, ৪৩৮, ৮৭৩, ১০২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ. فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ. وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي. وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭২] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায পড়েন। এরপর তিনি ভাবলেন যে, নারীদের তিনি তার বক্তৃতা শুনাতে পারেননি। (দূরত্বের কারণে তারা শুনতে পায়নি)। তাই তিনি তাদের কাছে এলেন। বিলালও তাঁর সাথে এলেন এবং একখণ্ড কাপড় মেলে ধরলেন। তারপর তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান করতে আদেশ দিলেন। তখন নারীরা যে যা পারলো দান করতে লাগলো। এ কথা বলে রাবী আইউব তাঁর কান ও গলার দিকে ইঙ্গিত করেন। নারীরা তাদের কান ও গলা থেকে অলংকারাদি খুলে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -অংশের সাথে। বুঝা গেল যে, পণ্যদ্রব্য জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৯২, ১৯৫, ৭২৭, ৭৮৯, ৮৭৩, ৮৭৪, ১০৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য হিসেবে পণ্যদ্রব্য দেয়া জায়েয হবে। হুবহু ঐ জিনিসই দেওয়া আবশ্যক নয় যা জাকাত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। উদাহরণতঃ বস্ত্র ব্যবসায়ী জাকাত হিসেবে বস্ত্রের পরিবর্তে টাকা দিতে পারবে। বইয়ের ব্যবসায়ী বইয়ের পরিবর্তে মূল্য দিতে পারবে। এটিই ইমাম আজম আবু হানিফা (রাযি.)-এর প্রাধান্য মত, এবং ইমাম আহমদের মাযহাব। ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ওমর ফারূক (রাযি.) এবং তাউস (রহ.) প্রমুখ থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এটাকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, জাকাত হিসেবে যা ওয়াজিব হয়েছে তা-ই দিতে হবে। উদাহরণতঃ বিনতে মাখায হলে বিনতে মাখাযই দিতে হবে। তার মূল্য দিলে জাকাত আদায় হবে না।

মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রাযি.)-এর আনুকূল্য করেছেন।

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) : আতা (রহ.) ছিলেন হাবশী গোলাম। কিন্তু ইলম, আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক দিয়ে তিনি সৈয়দ বংশের তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য হতেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইবনে সা'দের ভাষায়–

كان ثقةً فقيها كثير الحديث كان يعلّم القران

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন একজন ফকীহ এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি লোকদেরকে কুরআন শিখাতেন।

হযরত আতা (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীস। ঐতিহাসিক যাহাবী (রহ.) তাঁকে প্রথম শ্রেণির হাফেযে হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে যোবায়ের, মুয়াবিয়া, উসামা ইবনে যায়েদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, যায়েদ ইবনে

আরকাম, আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব, রাফে' ইবনে খাদীজ, আবু দারদা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা ও হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীর কাছ থেকে তিনি অসংখ্য হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি হাদীসের প্রতি ছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। হাদীস বর্ণনার মাঝখানে অন্য কোনো কথা বলা তিনি কোনোক্রমেই পছন্দ করতেন না। ইমাম বাকের (রহ.) লোকদেরকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করতেন যে, সম্ভব হলে তোমরা আতার কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করো। তিনি ১১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১৪]

بَابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

পরিচ্ছেদঃ [৯১৭] পৃথকগুলো একত্র করা যাবে না, আর একত্রগুলোকে পৃথক করা যাবে না।

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

সালিম (রাযি.) থেকে ইবনে ওমর (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৩] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জাকাত সম্পর্কে) যা নির্ধারিত করেছেন, আবু বকর (রাযি.) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তার মধ্যে এটাও ছিল) জাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে যেন একত্রিত করা না হয় এবং একত্রিতগুলো যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত দেওয়ার ভয়ে ফকীর-মিসকীনদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে, কেউ যেন প্রতারণা না করে। উদাহরণতঃ তিন ব্যক্তির পৃথক পৃথক চল্লিশটি করে বকরি আছে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের উপর একটি করে বকরি জাকাত ওয়াজিব হবে। এখন এরা যখন দেখল যে, জাকাত উসুলকারী এসেছে, তখন এ পৃথক বকরিগুলিকে একত্র করে ফেলল। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি বকরি ওয়াজিব হবে। এটা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় জাকাতের ভয়ে বিভিন্ন বকরিগুলিকে একত্র করা হয়েছে, যা হাদীসে নিষিদ্ধ।

ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে خشية الصدقة উল্লেখ করেননি; কারণ এ মাসআলায় ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

---

[১৪] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৫৫২]

بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

পরিচ্ছেদঃ [৯১৮] দুই অংশীদার (এর একজনের নিকট থেকে সমুদয় মালের জাকাত উসুল করা হলে) একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্য অংশ আদায় করে নিবে।

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً

তাউস ও আতা (রহ.) বলেন, প্রত্যেক অংশীদার যদি নিজের মালের পরিচয় করতে সমর্থ হয়, তাহলে (জাকাতের ক্ষেত্রে) তাদের সম্পদ একত্রিত করা হবে না। সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, (দুই অংশীদারের) প্রত্যেকের বকরির সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ না হলে জাকাত ফরয হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ الخ :

উদাহরণত দুই ব্যক্তি যৌথভাবে ১২০টি বকরিতে অংশীদার; তন্মধ্যে একজন দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮০টি বকরির মালিক, অপরজন এক তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৪০) টি বকরির মালিক। এমতাবস্থায় জাকাত তো উভয়ের সমান। সকলের উপর একটি করে বকরি ওয়াজিব হবে। কিন্তু বকরি তো একটি অপরটি থেকে পৃথক নয়; বরং সকল বকরিতেই তারা অংশীদার। এমতাবস্থায় জাকাত উসুলকারী জাকাত হিসেবে দুটি বকরি নিয়ে যাবে। কিন্তু দুটি বকরির মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের মালিকের তো চলে গেল চার তৃতীয়াংশ। (অর্থাৎ একটি বকরি পূর্ণ ও অপর বকরির এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশের মালিকের গেছে দুই তৃতীয়াংশ) এখন এক তৃতীয়াংশের মালিকের জন্য আবশ্যক হলো দুই তৃতীয়াংশের মালিককে এক তৃতীয়াংশ বকরির মূল্য দিয়ে দেয়া। যেন উভয়ের অংশে জাকাতের এক একটি বকরি হয়ে যায়।

وقال طاوس و عطاء الخ : হযরত তাউস ও আতা বলেন, যদি উভয় অংশীদারের পশু পৃথক পৃথক হয় এবং উভয়ে তাদের নিজ নিজ বকরি চিনতে পারে, তাহলে উভয়ের সম্পদ একত্র করা হবে না। (বরং উভয়ের সম্পদ পৃথক পৃথকই থাকবে) এখন যদি উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকের সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা থেকে জাকাত নেওয়া হবে, নতুবা নয়। উদাহরণতঃ দু'জন অংশীদারের ৪০টি বকরি আছে; কিন্তু সকল অংশীদার পৃথকভাবে নিজেদের বিশটি বকরি চিনতে পারে, তাহলে কারো উপরই জাকাত ওয়াজিব হবে না। এবং জাকাত উসুলকারীর অধিকার থাকবে না যে, উভয়ের পশুগুলোকে একত্র করে সেগুলিকে ৪০টি ধরে একটি বকরি জাকাত নিয়ে নিবে। এটিই হানাফীগণ বলে থাকেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ, শাফেয়ী এবং ওলামায়ে আহলে হাদীস প্রমুখ বলেন, যদি উভয় অংশীদারের পশু মিলে নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা হতে জাকাত আদায় করা হবে।

এ মতপার্থক্যটি মূলত خلطة جوار ও خلطة اعيان-এর বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। হানাফীগণের মতে خلطة جوار গ্রহণযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

وقال سفيان الخ : আর সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, সম্মিলিত মালিকানার বকরিতে জাকাত হবে না। যতক্ষণ প্রত্যেক মালিকের ৪০টি বা তদপেক্ষা অধিক বকরি না হবে (ততক্ষণ তাদের উপর জাকাত হবে না)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ. حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ. أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৪] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জাকাত সম্পর্কে) যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বকর (রাযি.) তা তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) এবং যে ধন-সম্পদ দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে (জাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে তা সমান হারে ভাগাভাগি করে নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ خَلِيط : অর্থ হলো শরীক বা অংশীদার। وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ অর্থাৎ দু'জন শরীকের বকরি যদি মিলিত হয় তাহলে সদকা উসুলকারী জাকাত উসুল করে নিবে। জাকাত আদায়কারী সেগুলিকে পৃথক করার জন্য অপেক্ষা করবে না। এটা স্পষ্ট যে, জাকাত উসুলকারী যা নিয়েছে তাতে দু'জনেরই অংশ থাকবে। সুতরাং যার বকরি থেকে জাকাত হিসেবে নেয়া হয়েছে সে অপরজন থেকে তার অংশ নিয়ে নিবে।

بَاب زَكَاةِ الإِبِلِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদঃ [৯১৯] উটের জাকাত প্রসঙ্গে

এ বাবে আবু বকর, আবু যর ও আবু হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে |হাদীস বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ "وَيْحَكَ. إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ. فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৫] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, এক বেদুইন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আরে হতভাগা! ওটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি জাকাত দেবার মত উট আছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূর দেশে) থেকে নেক আমল করতে থাকো, আল্লাহ তোমার নেক আমল থেকে বিন্দুমাত্রও গ্রাস করবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَصَلُّوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ৮৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উটের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কে ঐ সমস্ত মাসআলা বর্ণনা করা, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَيْحَكَ : এ শব্দটি মূলত ধকমপ্রদান ও তিরস্কারের জন্য গঠিত; কিন্তু কখনও অনুগ্রহ এবং স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীসে আছে- ويح عمار تقتله الفئة الباغية

قوله:: إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ এটা হলো মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা। নতুবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিতেন- لا هجرة بعد الفتح; এটা স্পষ্ট যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা মুকাররমা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাই হিজরতের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হিজরতের বিষয়টি বড়ই কঠিন ব্যাপার। অর্থাৎ সকলেই তা সহ্য করতে পারবে না। হতে পারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এ লোকটি তা সহ্য করতে পারবে না। তাই তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমরা সমুদ্রের ওপারে অর্থাৎ মদিনা থেকে অনেক দূরে স্বদেশে অবস্থান করে আমল করতে থাক, তাহলেও তোমরা পূর্ণ ছওয়াব পেয়ে যাবে।

قوله: لَنْ يَتِرَكَ: يتر শব্দটি বাবে ضرب; وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا و تِرَة থেকে, অর্থ হলো কমানো; হ্রাস করা।

بَاب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

পরিচ্ছেদ: [৯২০] যে ব্যক্তির এতগুলি উট আছে যার উপর বিনতে মাখায জাকাত দেওয়া ফরয হয়, অথচ তার নিকট তা নেই (তাহলে কি করণীয়?)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ. حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ. أَنَّ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ. وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৬] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফরয সদকা (হাদীস নং ১৩৬০ জাকাত) সম্পর্কে যে আদেশ করেছিলেন, আবু বকর (রাযি.) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছেন। (তার মধ্যে ছিল) যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার ওপর) একটি জাযআ উষ্ট্রী জাকাত হিসেবে ওয়াজিব হয় অথচ তার কাছে সেটা নেই, রবং তার কাছে রয়েছে হিক্কা উষ্ট্রী,

তাহলে হিক্কা উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাকে এর সাথে (অতিরিক্ত) দুইটি ছাগল দিতে হবে যদি এটা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে) আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, জাকাত হিসেবে তার ওপর একটি হিক্কা উষ্ট্রী দেয়, অথচ তার কাছে চার জাযআ উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে জাযআই গৃহীত হবে এবং জাকাত উসুলকারী মালিককে বিশ দিরহাম বা দুইটি ছাগল ফেরত দিবে। যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, জাকাত হিসেবে তার ওপর একটি হিক্কা উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার কাছে আছে বিনতে লাবুন উষ্ট্রী, তাহলে বিনতে লাবুন উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং মালিক অতিরিক্ত দু'টি বকরী বা বিশ দেরহাম প্রদান করবে জাকাত হিসেবে একটি বিনতে লাবুন উষ্ট্রী ওয়াজিব হয় অথচ তা তার কাছে নেই, বরং তার কাছে আছে হিক্কা উষ্ট্রী, হিক্কা উষ্ট্রীই তার কাছে থেকে গৃহীত হবে এবং জাকাত উসুলকারী মালিককে বিশ দিরহাম বা দুইটি ছাগল ফেরত দিতে হবে।

আর যে ব্যক্তির জাকাত এসেছে বিনতে লাবুন, তার কাছে আছে বিনতে মাখায। তাহলে বিনতে মাখাযই নিবে। সাথে দু'টি ছাগল বা বিশ দেরহাম আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হাদীসের মাফহূমের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২৩৮, ৪৩৮, ৮৭৩, ১০২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ জাকাত বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সদকা উসুলকারী তার থেকে উন্নতমানেরটি নিতে পারবে, তবে অতিরিক্তটুকু ফেরত দিতে হবে। অথবা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে নিম্নমানেরটি নিয়ে থাকে তাহলে মালিক থেকে অতিরিক্তটুকু নিয়ে নিবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بنت مخاض : উটের যে মাদি বাচ্চা এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেছে তাকে 'বিনতে মাখায' বলা হয়। مخاض অর্থ হলো গর্ভবতী। সুতরাং উটের বাচ্চার বয়স যখন এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করে তখন উষ্ট্রী অর্থাৎ বাচ্চাটির মা গর্ভের উপযুক্ত হয়ে যায়; যদিও না হোক। তাই তাকে 'বিনতে মাখায' বলা হয়। ২৫-৩৫ পর্যন্ত উটে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে।

بنت لبون : উটের যে মাদি বাচ্চা দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তাকে বিনতে লাবূন বলা হয়। এর নামকরণের কারণ হলো, তার মা তখন আরেকটি বাচ্চার জন্য দুগ্ধধাত্রী হয়ে গেছে। এ প্রকারের ৩৬ উটের জন্য একটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলবে ৪৫টি পর্যন্ত।

অতঃপর যখন ৪৬টি হয়ে যাবে তখন তাতে একটি حقة ওয়াজিব হবে, ৬০টি পর্যন্ত এ বিধান চলবে। আর حقة উটের ঐ মাদি বাচ্চাকে বলা হয় যার তিন বছর পূর্ণ হয়েছে এবং চতুর্থ বছরে প্রবেশ করেছে। আর একে হিক্কা নামকরণের কারণ হলো, তার পিঠে বলদ চড়া এবং সঙ্গম করার উপযুক্ত সে হয়েছে।

অতঃপর যখন উটের সংখ্যা ৬১টি হয়ে যাবে তখন তাতে একটি جذعة ওয়াজিব হবে, ৭৫টি পর্যন্ত এ হুকুম বহাল থাকবে। جذعة বলা হয় উটের ঐ মাদি বাচ্চাকে যার চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চমবর্ষে প্রবেশ করেছে। এর মূল আভিধানিক অর্থ প্রাণী, মানুষ বা উটের যুবকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নামকরণের কারণ হলো, এ সময়ে তার দুগ্ধদাঁত পড়ে যায়।

باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ: [৯২১] বকরির জাকাত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ. حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ. أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ. فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا. وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৭] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আবু বকর (রাযি.) তাঁকে বাহরাইনে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত আদেশনামা লিখে দেন, পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সদকা (জাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের ওপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এই। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে যার কাছেই (জাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার কাছে তার অধিক (নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হয় সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট বা তার কম হলে ছাগল দিতে হবে (এ নিয়মে যে) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পৌছবে তখন তাতে একটি বিনতে মাখায উষ্ট্রী দিতে হবে, যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হবে তখন তাতে একটি বিনতে লাবুন উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) ছিচল্লিশ থেকে ষাট হবে তখন তাতে একটি হিক্কা উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাদের একটি জাযআ উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দুইটি বিনতে লাবুন উষ্ট্রী দিতে হবে।

যখন উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে একশত বিশ হয়ে যাবে তখন দু'টি হিক্কা উষ্ট্রী দিতে হবে। এরপর যখন উটের সংখ্যা ১২০ ছাড়িয়ে যাবে, তখন প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন, আর পঞ্চাশটিতে একটি

হিক্কা দিবে। যদি কারো কাছে মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে জাকাত দেয়া হবে না। হ্যাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদকা হিসবে) কিছু প্রদান করে (তবে তা উত্তম): কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে।

গৃহপালিত ছাগলের জাকাত দিতে হবে-চল্লিশ থেকে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল, একশত বিশটির অধিক হলে দুইশ পর্যন্ত দুইটি ছাগল। দুইশতের অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং যদি তিনশতের অধিক হয় তাহলে প্রতি একশতের জন্য একটি ছাগল (ওয়াজিব হবে।) ছাগলের সংখ্যা যদি কারো কাছে চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে জাকাত দেয়া হবে না। হ্যাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে। রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের একভাগ (জাকাত) প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমাণ মাত্র একশত নব্বই দিরহাম হয় তবে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে (তবে নফল হিসেবে কিছু দান করতে পারে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ১৯৫, ১৯৫-১৯৬, ১৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ উট ও বকরীর জাকাতের নেসাব বর্ণনা করা। হাদীসে যার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: এ হাদীসে আছে- وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ অর্থাৎ যদি কোনো কর্মকর্তা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অধিক তলব করে তাহলে তাকে দিবে না। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে- ارضوا مصدقيكم وان ظلمتم অর্থাৎ তোমরা কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট রাখবে; যদিও সে তোমাদের উপর জুলুম করে।

উত্তর: হাদীসে বর্ণিত وان ظلمتم অর্থ হলো 'যদিও জাকাতদাতা নিজের জন্য জুলুম মনে করে' কারণ, সে হয়ত দুর্বল ও রুগ্ন পশু দিতে চায়, তাই মধ্যম পশু দিতে গিয়ে তার উপর জুলুম মনে হবে। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জাকাত উসুলকারী কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট রাখ, অর্থাৎ মধ্যম ধরনের পশু দিয়ে দাও।

২. অথবা বলা হবে, وان ظلمتم হাদীসটি হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের জন্য, যখন সকল উসুলকারীই ছিলেন সাহাবী। আর এ হাদীস অর্থাৎ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ এটি হলো হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ঘটনা। তাদের আমলে গড়বড় হওয়ার আশঙ্কা করে আবু বকর (রাযি.) এ শব্দটি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

قوله: لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) তার খেলাফতকালে যখন হযরত আনাস (রাযি.)-কে বাহরাইনের গভর্নর বানিয়ে পাঠান, তখন তার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ চিঠিটিও প্রদান করেন, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাত সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন। ঐ চিঠির অনুলিপি হযরত আবু বকর (রাযি.) তার তরবারির কোষের মধ্যে পেয়েছিলেন। আবু বকর (রাযি.) অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি তরবারির খাপের মধ্যে রেখে

এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আবু বকরকে তার খেলাফতকালে তলোয়ারের মাধ্যমে জাকাত উসুল করতে হবে। তাইতো তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিরোধিতাসত্ত্বেও জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ব্যবহার করেছিলেন।

قوله الرِّقَةِ : শব্দটি মূলত وَرِقٌ ছিল, ওয়াওকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে শেষে তা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ রৌপ্য মুদ্রা। যেমন وعد يعد عدة-এর মধ্যে হয়েছে।

باب لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

পরিচ্ছেদ: [৯২২] অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ক্রটিপূর্ণ এবং পাঁঠা জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না, তবে উসুলকারী যা ইচ্ছা করেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ {الصَّدَقَةَ} الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৮] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (জাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বকর (রাযি.) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটিও ছিল) জাকাত হিসেবে যেন অতি বৃদ্ধ বা দোষযুক্ত (পশু) ও পাঁঠা ছাগল দেয়া না হয়। হ্যাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজনে পাঁঠা) পশু নিতে চায় (তবে নিতে পারে)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৫, ১৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত হিসেবে এ ধরনের পশু নেওয়া যাবে না।

باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯২৩] বকরির (চার মাস বয়সের মাদি) বাচ্চা জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৭৯] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আবু বকর (রাযি.) (জাকাত) সম্পর্কে) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যদি তারা এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেরও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা আল্লাহর

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করতো, তাহলে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। হযরত ওমর (রাযি.) বলেছেন, আমার ধারণা, ব্যাপারটা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (আবু বকরের কথাই) সঠিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৮, ১৯৬, ১০২৩, ১০৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কারো নিকট শুধুমাত্র ছোট বাচ্চাই থাকে তাহলেও তা থেকে জাকাত নিতে হবে। যেমনটি শিরোনামে أَخْذِ الْعَنَاقِ দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

عَنَاق : 'ইনাক' বলা হয় বকরির ঐ বাচ্চাকে, যা চার মাসে উপনীত হয়, এবং মায়ের দুধ পান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরে ঘাস খাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। সেটি নর হলে তাকে جدي বলা হয়; আর মাদি হলো তাকে عَنَاق বলা হয়।

এ মাসআলায় ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধ উক্তি এটিই- لا يجب فيها شيئ এটিই ইমাম মুহাম্মদ ও সুফিয়ান ছাওরীর মাযহাব।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে يجب فيها واحد منها

তাদের দলীল হলো বাবের এ হাদীস। বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ীর আনুকূল্য করেছেন।

তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا;

হানাফীরা এর উত্তরে বলেন, আবু বকর (রাযি.)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো জাকাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা; এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বাস্তবিকই জাকাত হিসেবে তারা বাচ্চা বকরি দিত। দলীলস্বরূপ তারা বলেন এ হাদীসেরই কোনো সনদে عناق-এর পরিবর্তে عقال আছে, যার অর্থ হলো রশি। আর এটা স্পষ্ট যে, কারো মতেই রশির জাকাত নেই।

باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯২৪] জাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম সম্পদ নেওয়া হবে না।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ. عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَى الْيَمَنِ قَالَ "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ. فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. فَإِذَا فَعَلُوا. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً {تُؤْخَذُ} مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ. وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮০] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায (রাযি.)-কে (দশম হিজরীতে) ইয়ামেন দেশে পাঠান তখন বলেন, তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছো। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানাবে। যদি তারা আল্লাহর কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা আদায় করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর জাকাত ফরয করেছেন–যা তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করবে, কিন্তু সাবধান! লোকদের উত্তম সম্পদসমূহ (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭, ১৯৬, ২০২, ৩৩১, ৬২৩, ১০৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত উসুলকারীর জন্য জায়েয হবে না যে, জাকাতের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট সম্পদ বেছে বেছে গ্রহণ করবে। এর দ্বারা মালিকের মনে কষ্ট হবে। তবে মধ্যম ধরনের সম্পদ নিবে। আর যেহেতু জাকাত ব্যতীত অন্য কিছুতে জাকাত উসুলকারীর জন্য উত্তম-অনুত্তম, দুর্বল সম্পদ নেওয়া জায়েয নেই, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে فِي الصدقة-এর শর্তারোপ করেছেন।

بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

পরিচ্ছেদঃ [৯২৫] পাঁচ উটের কমে জাকাত না থাকা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮১] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কমে জাকাত নেই, রূপার মধ্যে পাঁচ উকিয়ার কমে জাকাত নেই এবং উটের মধ্যে পাঁচটির কমে জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১৯৪, ১৯৬, ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো উটের জাকাতের নেসাব শুরু হওয়ার পরিমাণ বর্ণনা করা। আর তা হলো পাঁচ উটের কমে জাকাত ওয়াজিব হয় না। এ মাসআলায় কারো কোনো মতপ্রাথ্যক্য নেই।

بَاب زَكَاةِ الْبَقَرِ

পরিচ্ছেদঃ [৯২৬] গরুর জাকাত প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ وَيُقَالُ جُؤَارٌ {تَجْأَرُونَ} تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

আবু হুমাইদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি অবশ্যই সে লোকদের চিনতে পারব, যে হাশরের দিন হাম্বা হাম্বা চিৎকাররত গাভী নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। বলা হয় خُوَارٌ শব্দের স্থলে جُوَار শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকেই تَجْأَرُوْن মানে গরু যেমন চিৎকার করে, তারা তেমন চিৎকার করবে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ- رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".

رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮২] ঃ হযরত আবু যার (রাযি.) বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বলেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ, অথবা (বলেছেন) ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, অথবা অনুরূপ কোনো শপথ করে (তিনি বললেন) যার উট, গরু অথবা ছাগল রয়েছে– যদি সে তার হক (ওয়াজিব) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জানোয়ারগুলোকে পূর্বের চাইতেও অধিক বড় মোটাতাজা অবস্থায় ঐ লোকের কাছে উপস্থিত করা হবে এবং ঐ জানোয়ারের খুর দিয়ে উক্ত লোককে পিষ্ট করতে থাকবে শিং দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকবে। যখন শেষ জানোয়ারটি তাকে অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথমটি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসবে। এভাবে পালাক্রমে তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। এমনিভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৬-১৯৭, ১০৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, গরুর মধ্যেও জাকাত আছে, যদি তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে শ্রেণিবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি কেন? হয়ত তিনি বড় বড় জন্তুর আলোচনার পর পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট জন্তুর আলোচনার দিকে আসতেন। তাহলে প্রথমে উট, তারপর গরু, তারপর ছাগলের আলোচনা হত। অথবা ছোট থেকে শুরু করতেন। সেক্ষেত্রে আগে ছাগল, তারপর গরু, তারপর উট এভাবে হত। তিনি তো গরুর আলোচনা সবার পরে করেছেন। এর কারণ কি?

উত্তর: আরবদের নিকট উট-বকরিই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। গরু খুব কম। তাই তিনি এমন করেছেন।

بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

পরিচ্ছেদ: [৯২৭] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে জাকাত প্রদান করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরূপ জাকাতদাতার দ্বিগুণ ছওয়াব। আত্মীয়কে দান করার ছওয়াব ও জাকাত দেওয়ার ছওয়াব

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَخٍ. ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৩] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, মদিনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রাযি.)-এরই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচাইতে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরুহা (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিষ্টি পানি পান করতেন। আনাস (রাযি.) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, 'তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু দান না করা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না।' তখন আবু তালহা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু দান

না করা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরুহা' হাওা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর কাছে এর ছওয়াব ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা নিয়ে নিন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহ্! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেয়াই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করবো। এরপর আবু তালহা (রাযি.) তাঁর ঘরে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

এ হাদীসটি رَوْحٌ ও রেওয়ায়েত করেছেন, এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া এবং ইসমাঈল ইমাম মালেক থেকে رابح-এর পরিবর্তে رَايِحٌ উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ-অংশের সাথে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে নফল সদকাকে জাকাতের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা নিঃসন্দেহে হযরত আবু তালহার এ বর্ণনা انها صدقة لله দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল নফল সদকা। যা সকলের ঐকমত্যে সকল আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া যাবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯৭, ৩১১, ৩৮৫, ৩৮৬, ৬৫৪, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا". فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ". ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ "أَيُّ الزَّيَانِبِ". فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ "نَعَمِ ائْذَنُوا لَهَا". فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ. وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ. زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৪] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, একবার ইদুল আযহা অথবা ইদুল ফিতরের দিন (রাবীর সন্দেহ) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গেলেন। এরপর (নামায) শেষ করে তিনি লোকদের নসীহত করলেন এবং তাদের দান করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকসকল! তোমরা সদকা করো। এরপর তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন: হে নারী সমাজ! তোমরা দান করো। কারণ আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশই হলো নারী। তাঁরা

আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কেনো হবে? তিনি বললেন, তোমরা (অন্যের প্রতি) খুব বেশি অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। হে নারীগণ! তোমাদের বুদ্ধির অপূর্ণতা ও দীনতার পরও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিনী তোমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকে দেখিনি। এরপর তিনি ঘরে ফিরলেন। যখন তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন, তখন ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযি.) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে যায়নাব (দেখা করতে চাচ্ছেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? জবাবে বলা হলো, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি (এসে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কাছে আমার নিজস্ব কিছু অলংকার রয়েছে, যা আমি দান করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রাযি.) মনে করেন যে, আমি যাদেরকে এটা দান করতে চাই তাদের চাইতে তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতি অধিক হকদার। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে, তুমি যাদের ওটা দান করতে চাও তাদের চাইতে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান-সন্তুতিই অধিক হকদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৪, ১৯৭, ২৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আত্মীয়-স্বজনদেরকে জাকাত ও সদকা দেওয়া যাবে। কারণ, এতে দুটি ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে আত্মীয়ের কোনো বিশ্লেষণ বর্ণনা করেননি। তিনি কিয়াস করে নিয়েছেন যে, নফল সদকা আত্মীয়দেরকে দেওয়াতে দুটি ছওয়াব রয়েছে, একটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার, অপরটি হলো সদকা দেওয়ার। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) সেখান থেকেই এ মাসআলা উদ্ভাবন করে নিয়েছেন যে, ফরয জাকাতের ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয় অভাবগ্রস্ত হয় এবং তারা জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদেরকে সদকা দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে।

মাসায়েল:

হানাফীদের নিকট ছেলে তার পিতামাতাকে জাকাত দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে পিতা তার সন্তান, নাতি, পুতি ইত্যাদিদেরকেও জাকাত দেয়া জায়েয নয়।

তবে যেসমস্ত আত্মীয়স্বজন উত্তরাধিকারী নয় এবং তারা অভাবগ্রস্ত ও জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত, তাদেরকে দেওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং উত্তম। বাবের উভয় হাদীসই নফল সদকা ইত্যাদি সম্পর্কিত।

বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড কিতাবুততাফসীর পৃ. ১১৬ দ্রষ্টব্য।

بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

পরিচ্ছেদ: [৯২৮] মুসলমানের জন্য তা র ঘোড়ার কোনো জাকাত নেই

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ. قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৫] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের ওপর তাদের ঘোড়া ও দাসের কোনো জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ঘোড়ার প্রকারভেদ:

১. আরোহণের ঘোড়া অর্থাৎ যে ঘোড়া নিজের আরোহণের জন্য নির্ধারিত সে ঘোড়ার উপর সকলের ঐকমত্যে জাকাত ওয়াজিব নয়।

২. ব্যবসায়ের ঘোড়া অর্থাৎ আর যদি ঘোড়া ব্যবসার জন্য হয় তাহলে চার ইমামের ঐকমত্যে তার উপর জাকাত ওয়াজিব। (যা তার মূল্য হিসাবে আদায় করা হবে অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। তবে জাহিরিয়্যাদের মতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাদের দলীল হাদীসের মুতলাক গুণ। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাদের জবাবে বলেন, ব্যবসায়ীক পণ্যে জাকাত ওয়াজিব ইজমার ভিত্তিতে। ইবনে মুনযিরসহ অন্যান্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

৩. বংশ বিস্তারের ঘোড়া, অর্থাৎ যে ঘোড়া বংশ বিস্তারের জন্য এবং বিচরণশীল সে ঘোড়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

আইম্মায়ে ছালাছা এবং সাহেবাইনের মতে এ ঘোড়ার উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। তাঁরা আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীস দিয়ে দলিল প্রদান করেন, তেমনিভাবে তারা তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আলী (রাযি.) -এর মারফূ' হাদীস দিয়েও দলিল দেন। অর্থাৎ قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

ইমাম আজম আবূ হানীফা, ইমাম যুফার, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেদ (রাযি.)এর মতে এরকম ঘোড়ার উপর জাকাত ওয়াজিব। দলীল হলো–

১. মুসলিম শরীফের ঐ প্রসিদ্ধ হাদীসটি যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي له وزر. واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. واما التي هي له اجر.. الخ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে তিন প্রকারের ঘোড়ার বিবরণ দিয়েছেন,....এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন এটা হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে মানুষ আল্লাহর জন্য লালন-পালন করেছে। এরপর এ ধরনের ঘোড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার দু'টি হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হক হচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। আর সে হকটি হচ্ছে, আরোহণের জন্য কাউকে তা ধার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় হক হচ্ছে رقاب 'গর্দান' যা জাকাত ব্যতীত আর কি হতে পারে?

ইমাম তহাবী (রহ.) কাযীখান ও সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর শামছুল আইম্মা এবং আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রমুখের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. তেমনিভাবে হযরত ওমরের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাসনামলে ঘোড়ার উপর জাকাত ধার্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ঘোড়া থেকে এক দীনার করে উসূল করতেন। যেমন–

যুহরী থেকে বর্ণিত, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ তাঁকে বলেছেন, আমি আমার বাবাকে দেখেছি তিনি ঘোড়ার দাম ধার্য করে তার সদকা ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে প্রদান করতেন।' –শরহু মাআনিল আছার ১/২৬০

আবূ ওমর ইবনে আব্দিল বার বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াকে বলেছেন, তুমি প্রত্যেক চল্লিশ বকরি থেকে একটি বকরি গ্রহণ করবে। ঘোড়া থেকে কোনো কিছুই নিবে না, প্রত্যেক ঘোড়া থেকে এক দীনার করে নেবে। তিনি ঘোড়া প্রতি এক দীনার করে ধার্য করেছেন। -উমদাতুল কারী ৯/৩৭

হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চরে বেড়ানো প্রতি ঘোড়ার উপর এক দীনার করে আদায় করে নিবে।]

তেমনিভাবে ইমাম সাহেবের নিকট জাকাত সে ভাবেই ওয়াজিব হয় যে, প্রতি ঘোড়ায় এক দীনার করে দেওয়া হবে। তবে চাইলে ঘোড়ার মূল্য ঠিক করে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগও দিতে পারে।

জবাব: আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীসের ব্যাপারে বলা যায়, ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে ليس على المسلم فى فرسه-এর মধ্যে فرس শব্দটি দ্বারা আরোহণের ঘোড়া উদ্দেশ্য। যার দরুন আমরাও এ ধরনের ঘোড়ার উপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষপাতী নই। হযরত আলী (রাযি.)-এর হাদীসেরও এই একই জবাব।

উল্লেখ্য, হযরত ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের বিপরীতে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। বরং মূল ঘটনা ছিল, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়া সাধারণত আরোহণের জন্যই হতো, সেই কারণে বংশবিস্তারের ঘোড়ার বিধিবিধান প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। হযরত ওমরের যুগে যেহেতু এর ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে সে কারণে তিনি হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া বিধানই ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করে দিয়েছেন যা ইতঃপূর্বে অল্পকিছু লোকেরই জানা ছিল।

بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

পরিচ্ছেদ: [৯২৯] মুসলমানের উপর তার গোলামের জাকাত নেই (অর্থাৎ ফরয নয়)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দাস ও ঘোড়ায় কোনো জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে বুঝা যায়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক জুমহূর ও আইম্মায়ে ছালাছার দিকে।

হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) প্রমুখ আইম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের উক্তিকে ঘোড়া ও গোলামের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর কাজী খান বলেছেন عليه الفتوي

باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

পরিচ্ছেদ: [৯৩০] এতিমদেরকে সদকা দেওয়া

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ " إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ ـ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ " وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ. فَقَالَ " إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ ـ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৭] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বরের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চার পাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার পরে তোমাদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করছি তার মধ্যে অন্যতম হলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এক লোক বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। ঐ লোকটিকে তখন বলা হলো, কি দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলছো, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন না। এরপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নিজের (মুখমণ্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেন, প্রশ্নকর্তা কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, কল্যাণের বস্তু তো কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। (কিন্তু অযথা ব্যবহারের ফলে অনিষ্ট সৃষ্টি করে) দেখ! বসন্ত ঋতুতে যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় তা (যদিও কল্যাণের জন্য কিন্তু কখনও তা) মৃত্যুও ঘটায় বা মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। (তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, ধন-দৌলত যদিও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং উত্তম বস্তু, কিন্তু তার অযথা ব্যবহার এবং গুনাহের কাজে ব্যবহার করলে তখন ঐ ধন-দৌলতই বিপদের কারণ হয়ে যাবে) কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তৃণ ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আর) মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চলতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ (দুনিয়ার) ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং ঐ ধন মুসলমানদের কতই উত্তম বন্ধু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ (ও অসহায়) পথচারীকে দান করে। অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, লোক অন্যায়ভাবে এ ধন উপার্জন করে সে ঐ লোকের ন্যায় যে আহার করে অথচ তৃপ্ত হয় না। ঐ সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২৫, ১৯৭-১৯৮, ৩৯৮, ৯৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে সদকা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে ফরয জাকাত ও নফল সদকা উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু এতিমরা হলো জাকাতের খাতসমূহের একটি, তাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ফরয জাকাতই। অর্থাৎ এতিমদেরকে নফল সদকা ছাড়াও যদি তারা উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে ফরয জাকাত দেওয়াও জায়েয, এবং মহান ছওয়াব প্রাপ্তির কারণ।

بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [৯৩১] স্বামী ও পোষ্য এতিমকে জাকাত দেওয়া প্রসঙ্গে

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ". وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَنْ هُمَا ". قَالَ زَيْنَبُ قَالَ " أَيُّ الزَّيَانِبِ ". قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ " نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৮] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদের) স্ত্রী যায়নাব (রাযি.) বলেন, আমি একদিন মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি (নারীদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান করো। আর যায়নাব (তার স্বামী) আব্দুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যায়নাব) আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, তুমিই গিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। তখন আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজার কাছে একজন আনসার নারীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনও ছিল আমার প্রয়োজনের মত। তখন বিলাল আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল

তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ঐ দুইজন নারীর পরিচয় কি? বিলাল বললেন, যায়নাব। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? বিলাল বললেন, আব্দুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ তার দ্বিগুণ ছওয়াব হবে– আত্মীয়তার (হক আদায় করার) ছওয়াব এবং দানের ছওয়াব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍي فِي حَجْرِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৭, ১৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، {عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.} قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৮৯] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য ব্যয় করি, তারা তো আমারই পুত্র, তবে আমার কি ছওয়াব হবে? তিনি বলেন, তাদের জন্য ব্যয় করো, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার ছওয়াব তুমি পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৮, ৮০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ স্ত্রী তার অভাবগ্রস্ত স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে কি না? এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে দেওয়া জায়েয হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাবও এটি। মূলতঃ তিনি এখানে ইমাম শাফেয়ীর মতের আনুকূল্য করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার মতে স্ত্রী তাঁর স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে না। কারণ, এখানে উপকারিতা সম্মিলিত।

ইমাম মালেক ও আহমদ (রহ.) থেকে দু'ধরনের মত ব্যক্ত হয়েছে। একটি হানাফীদের মতানুযায়ী, অপরটি শাফেয়ীদের মতানুযায়ী।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ}

পরিচ্ছেদঃ [৯৩২] মহান আল্লাহর বাণীঃ দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে খরচ করার বর্ণনা

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلَا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الْآيَةَ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নিজের মালের জাকাত দ্বারা দাস মুক্ত করবে এবং হজ আদায়কারীকে দিবে। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, কেউ জাকাতের অর্থ দিয়ে তার পিতাকে ক্রয় করলে তা জায়েয হবে। আর মুজাহিদীন এবং যে হজ করেনি (তাকে হজ করার জন) তাদেরও (জাকাত) দিবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন (আল্লাহর বাণী) জাকাত পাবে দরিদ্রগণ.... (তওবা : ৬০) এর যে কোনো খাতে দিলেই জাকাত আদায় হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) তার বর্মসমূহ জিহাদের কাজে আবদ্ধ রেখেছেন। আবু লাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হজ আদায় করার জন্য বাহনরূপে জাকাতের উট দেন।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ وَفِي الرِّقَابِ : رقاب দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, হাসান বসরীর এক হাদীসও ইমাম যুহরী (রহ.) প্রমুখের মতে আয়াতে رقاب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যাকে মালিক কিছু অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলে দিয়েছেন যে, তুমি যদি এত পরিমাণ টাকা দিতে পার তাহলে তুমি আজাদ। আর গোলামও তা মেনে নিয়েছে।

২. ইমাম মালেক, আবু উবায়দ, আবু ছাওর, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ في الرقاب-এর মধ্যে رقاب দ্বারা যে কোনো গোলাম অন্তর্ভুক্ত করে এ অনুমতিও দিয়ে দিয়েছেন যে, জাকাতের অর্থে গোলাম ক্রয় করে তাকে আজাদ করা জায়েয আছে।

জুমহূর ফোকাহা বলেন এরূপ করলে এর দ্বারা জাকাত আদায় হবে না। কারণ, যদি জাকাতের অর্থে গোলম ক্রয় করে স্বাধীন করা হয় তাহলে তার উপর সদকার সংজ্ঞাই প্রয়োগ হয় না। কেননা, সদকা হলো এমন সম্পদ যা কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিনা বদলে প্রদান করা হবে। এখন জাকাতের অর্থ যদি গোলাম-বাঁদীর মালিককে দেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে, সে তো জাকাতের উপযুক্ত নয়। আর না এ অর্থ তাকে বিনা বদলে দেওয়া হচ্ছে।

আর যদি জাকাতের এ অর্থ গোলাম-বাঁদীকে দেয়া হয় তাহলে গোলামের তো কোনো মালিকানা নেই, তা সরাসরি মালিকের মালিকানায় চলে যাবে। তখন আজাদ করা না করা তার এখতিয়াভুক্ত থাকবে। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

وَالْغٰرِمِيْنَ : غارم শব্দটি একবচন, বহুবচেন غرماء; যার অর্থ হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি; ঋণগ্রস্তকে জাকাত প্রদান করা সাধারণ ফকির-মিসকিনকে দান করা থেকে উত্তম। তবে শর্ত হলো ঐ ঋণগ্রস্তের নিকট এত পরিমাণ সম্পদ না থাকা, যা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে পরে।

في سبيل الله : সদকা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ যোদ্ধা, ফকীর ও প্রয়োজনগ্রস্ত মুজাহিদকে উক্ত সম্পদ থেকে সহযোগিতা করা হবে। যেন সে উক্ত সম্পদ দ্বারা জিহাদের জন্য ভ্রমণ করতে পারে এবং জিহাদের যুদ্ধ সামগ্রী, অস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ". تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯০] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলে তাঁকে বলা হলো যে, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনে জামীল বুঝি এ কারণে অস্বীকার করছে যে, সে নিঃস্ব ছিল, এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা জাকাত দাবী করে তার ওপর যুলুম করেছো। কারণ সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি রাসূলের চাচা। সুতরাং দাবীকৃত জাকাত তার জন্য অবশ্য ওয়াজিব এবং সেই সাথে অনুরূপ পরিমাণ তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি শুধু ধার্যকৃত জাকাতই দিবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, وفي الرقاب হলো ব্যাপক শব্দ। তাই তার মধ্যে মাকাতিব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) ব্যতীত সাধারণ গোলাম-বাঁদীও অন্তর্ভুক্ত। তাই জাকাতের সম্পদ থেকে গোলাম ক্রয় করে আজাদ করা জায়েয হবে। সুতরাং এ মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের বিপরীত মালেকীদের আনুকূল্য করছেন।

بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৩৩] হাত পাতা বা যাচনা থেকে বিরত থাকা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ. ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯১] : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, কয়েকজন আনসারী আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদের (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর কাছে যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে ধন-সম্পদ থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে লোক অপরের কাছে কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং সে স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর রাখেন এবং যে ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৮-১৯৯, ৯৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯২] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ! তোমাদের কারো পক্ষে এক গোছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে আনা কোনো লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে লোক তাকে দান করতেও পারে বা তাকে বিমুখও করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَه- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ২০০, ২৭৮, ৩১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৩] : হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো এক গোছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিয়ে পিঠে করে বয়ে এনে তা বিক্রি করা, যা দিয়ে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করে থাকেন এটা তার জন্য এমন কাজ থেকে অধিক উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ২৭৮, ৩১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى" قَالَ

حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ. أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৪] ঃ হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। আবার তাঁর কাছে কিছু চাইলাম, তিনি আবার দান করলেন। আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলাম তিনি (এবারও) কিছু দান করলেন এবং বললেন, হে হাকীম! এ সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। যে এটা নির্লোভে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায়, কিন্তু যে এটা লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ লোকের ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ তৃপ্ত হয় না। ওপরের (দাতার) হাত নীচের (ভিক্ষার) হাতের চাইতে উত্তম। হাকীম বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন! আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার পরে আর কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবো না। পরবর্তী সময় আবু বকর হাকীমকে দান গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর ওমরও তাকে দান করার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ওমর বললেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকীম সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এ গনীমতের সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য আমি তাকে দান করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এভাবে হাকীম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ৩৮৪, ৪৪৪, ৯৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মানুষকে যতটুকু সম্ভব ভিক্ষা করা ও হাতপাতা থেকে বিরত থাকা চাই। কেননা, এর মধ্যে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা রয়েছে। কারণ, দাতা ও দর্শক সকলেই তাকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।

بَاب مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ
وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

পরিচ্ছেদ: [৯৩৪] যাকে আল্লাহ্ তাআলা সওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন

আর (তাদের আর্থিক ইবাদত এরূপ ছিল যে,) তাদের ধনসম্পদের মধ্যে প্রার্থী এবং অপ্রার্থী (নির্বিশেষে) সবারই অংশ ছিল।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ এ পরিচ্ছেদটি হলো পূর্বের পরিচ্ছেদ হতে استثناء বা ব্যতিক্রমী। ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, ভিক্ষা সম্পর্কে যে ধমক এসেছে তা বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি কারো নিকট বিনা প্রার্থনায় বা মনের আকাঙ্ক্ষায় কোনো অর্থ এসে পড়ে তাহলে তা ফিরিয়ে না

দেওয়া চাই। ইমাম বুখারী (রহ.) এ আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়েছেন যে, আয়াতে প্রার্থনাকারী ও মিসকীনদেরকে দানের প্রশংসা করা হয়েছে। যা দ্বারা বুঝা গেল যে, তাদের দান গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যখন দান করে তা গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। محروم দ্বারা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য যারা প্রয়োজনসত্ত্বেও প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকে। অথবা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য যাদের ফসল বা দোকানপাট দুর্ঘটনার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ " خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৫] ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু দান করলে আমি বলতাম, আমার চাইতে যার অভাব বেশি তাকে দিন। তিনি বলতেন, এটা গ্রহণ করো, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার কাছে আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীও নও তখন তুমি তা গ্রহণ করো। আর এরূপ না হলে তোমার মনকে তার (ঐ সম্পদের) পিছনে ধাবিত করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ১০৬১, ১০৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বিনা প্রার্থনায় যা আসে তা গ্রহণ করা জায়েয, তবে তা হালাল হওয়া আবশ্যক।

بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

পরিচ্ছেদ: [৯৩৫] যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ". وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

وَزَادَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ " فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ". وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৬] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক (সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) সর্বদা লোকের কাছে হাত পেতে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে সামান্য গোস্তও থাকবে না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য কাছাকাছি হবে এমনকি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছবে। এ অবস্থায় লোকজন (প্রথমে) আদম (আঃ), তারপর মূসা (আঃ) এবং তারপর (সর্বশেষে) মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

রাবী আব্দুল্লাহ (ইবনে সালেহ)-এর বর্ণনায় আরও আছে, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখলুকের মধ্যে (দ্রুত) ফয়সালার জন্য (আল্লাহর কাছে) সুপারিশ করবেন। এরপর তিনি (জান্নাতের দিকে) এগিয়ে যাবেন এবং (জান্নাতের) দরজার কড়া ধরে দাঁড়াবেন। ঐদিন আল্লাহ তাঁকে 'মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থান)-এ পৌছাবেন। উপস্থিত সবাই এ স্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ -অংশের সাথে। আর এটা স্পষ্ট যে, এধরনের প্রার্থনা সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। যার স্বভাব ভিক্ষায় পরিণত হয়ে যায়। যারপর আর সে পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ৬৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মানুষের নিকট হাত পাতা বা সওয়াল করার বিভিন্ন ধমক হাদীসে এসেছে, তাই তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, এটা সম্পদ বৃদ্ধির উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কোনো অভাবগ্রস্ত, ফকীর, মিসকীন যদি প্রয়োজনের কারণে প্রার্থনা করে তাহলে জায়েয আছে। সে ঐ সমস্ত ধমকের আওতাভুক্ত হবেনা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যদি কারো নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তার জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করা হারাম। কেননা, তার উদ্দেশ্য হলো সম্পদ বৃদ্ধি করা। আর যদি কারো নিকট অল্প পরিমাণ সম্পদ থাকে যা নেসাব পরিমাণ না হয়, তার জন্য প্রার্থনা করা মাকরূহ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} وَكَمُ الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

পরিচ্ছেদ: [৯৩৬] মহান আল্লাহর বাণী: তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না। (বাকারা: ২৭৩) আর ধনী হওয়ার পরিমাণ কত?

এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: এবং এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার কাছে নেই, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারবে। (আল্লাহ বলেন) তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, (তারা) যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (বাকারা: ২৭৩)

শিরোনামের ব্যাখ্যা: এ আয়াত দ্বারা এ মাসআলাটিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ হিফজ করে বা ইলমে দীন শিক্ষায় মাশগুল থাকে, তার সহযোগিতা করা অন্যদের উপর আবশ্যক। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ. وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৭] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ লোক প্রকৃত মিসকীন নয় যে দুই এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় বা দুই এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফিরায়। বরং প্রকৃত মিসকীন সেই লোক যার সচ্ছলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে বা ব্যাকুলভাবে লোকের কাছে কিছু চায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ. عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ. إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৮] ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাযি.)-এর লেখক (সেক্রেটারী) বলেন, একদিন মুয়াবিয়া (রাযি.) হযরত মুগীরা ইবনে শুবাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছো। মুগীরা তাকে লিখলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। (ক) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা (খ) সম্পদ ধ্বংস করা (গ) বেশি বেশি চাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَثْرَةَ السُّؤَال -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ৩২৪, ৯৮৪, ৯৫৮, ৯৩৭, ৯৭৯, ১০৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম-মুগীরা, আল্লামা আইনী তাঁকে আলিফ লামসহ আল-মুগীরা পড়েন। উপনাম-আবূ আবদুল্লাহ, আবূ মুহাম্মদ, আবূ ঈসা। পিতার নাম-শু'বা। তিনি তায়েফের সাকীফ বংশোদ্ভুত ছিলেন।

বংশ পরিচিতি : মুগীরা ইবনে শু'বা ইবনে আবূ আমির ইবনে মাসউদ ইবনে মাওহাব ইবনে মালিক ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে ছা'দ ইবনে আউফ।

জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় বিশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেই মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ : খন্দকের জিহাদের মাধ্যমেই তাঁর জিহাদ আরম্ভ হয়। অতঃপর তিনি বাই'য়াতে রিযওয়ান ও হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ামামা, কাদেসিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গভর্ণররূপে দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রাযি.) তাঁকে প্রথমে বসরায়ং পরে কুফায় গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত মু'য়াবিয়া (রাযি.)-এর আমলে হিজরী ৪১ সনে তিনি পুনরায় কুফায় গভর্নর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি কুফায় বসবাস করেন।

হযরত আলী (রাযি.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর বিরোধকালে তিনি কোনো পক্ষ সমর্থন করেননি; ফলে তিনি সিসফীন ও জামাল যুদ্ধের কোনোটাতেই অংশগ্রহণ করেননি; বরং সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেন।

গুণাবলী : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.) একজন কর্তব্য পরায়ন বিচক্ষণ ও মেধাবী সাহাবী ছিলেন। অনেক সফরে তিনি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, চারজন লোক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, এঁদের মধ্যে একজন মুগীরা ইবনে শো'বা।

হাদীস রেওয়ায়েত ঃ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত কম করেছেন। তিনি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোট ১৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, তাঁর ছেলে হযরতওয়া, হামযা, আককার, তাঁর দাদার ছেলে-জুবাইর ইবনে হাইয়া, যিয়াদ আবনে জুবাইর, কায়েস ইবনে আবূ হাযিম, মাসরুক ইবনে আজদা, নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম, আমির শাবী, উরওয়া ইবনে জুবাইর, আমর ইবনে ওয়াহাব সাকাফী, কাবীসা ইবনে যুয়াইব, উবাইদ ইবনে নাযলা, বকর ইবনে আবদুল্লাহ, যিয়াদ ইবনে আলাকা, আসওয়াদ ইবনে হিলাল, তামীম ইবনে জালজালা আলকামা ইবনেইল, আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আলী ইবনে রবীয়া, হুযাইল ইবনে শুরাহবীল (রহ) প্রমুখ।

ইন্তিকালা : তাঁর ইনতিকালের সময়টি বিতর্কিত। যেমন আবূ উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম বলেন, তিনি হিজরী ৪৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ইবনে আবদুল বার বলেন, তিনি হিজরী ৫১ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহ) বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে ইবনে হাকাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ. وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ. فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا " قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا " . قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ " أَوْ مُسْلِمًا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ. إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ".

وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ " أَقْبِلْ أَىْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ {فَكُبْكِبُوا} قُلِبُوا {مُكِبًّا} أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ. فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ. وَكَبَبْتُهُ أَنَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه

হাদীসের অনুবাদ [১৩৯৯] ঃ হযরত আবু আমের সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোককে কিছু সম্পদ দান করলেন এবং আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্য থেকে এক লোককে দিলেন না। অথচ ঐ লোকই আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাকে ব্যাপারটি চুপি চুপি বললাম, আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিয়ে দান করলেন। আল্লাহর শপথ! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বলো সে একজন মুসলিম। রাবী বললেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। এরপর তার অভাব সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করলো (তার অভাবের কথা মনে করে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না)। তাই আমি (আবার) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার! অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বলো সে একজন মুসলিম। রাবী (আবু আমের) বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। এরপর তার (অভাব) সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করলো। তাই আমি আবারও বললাম হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার! আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন? আল্লাহর শপথ আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বলো সে একজন মুসলমান। তিন বার এভাবে কথা হলো। অবশেষে তিনি বললেন, আমি এক লোককে দান করি অথচ অপর লোক আমার কাছে তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবার ভয়ে এমন করি। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, তৃতীয় বারের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার কাঁধ ও গর্দানের মাঝখানে রাখলেন, তারপর বললেন, এসো সা'দ (দানের ব্যাপারে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব শোনো)। আমি এক লোককে দান করি অথচ অপর লোক আমার কাছে তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবার ভয়ে এমন করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত এভাবে যে লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করা হতে বিরত ছিলেন, আর সেও সওয়াল থেকে বিরত ছিল; কিন্তু সা'দ তার জন্য তিনবার প্রার্থনা করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯, ২০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ. وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ. وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪০০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দুই এক গ্রাস (খাবার) বা দুই একটি খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ লোক যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জানা নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের কাছে গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ২০০, ৬৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ. ثُمَّ يَغْدُوَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ. فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

হাদীসের অনুবাদ [১৪০১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ একগাছা রশি নিয়ে (রাবী বলেন) আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন, পাহাড়ে যাওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা এবং (তা বিক্রি করে) আহারের সংস্থান করা ও দান করা তার জন্য লোকের কাছে কিছু চাওয়ার চাইতে অধিক উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৯, ২০০, ২৭৮, ৩১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ধনী হওয়ার পরিমাণ পরিসীমা কি? যা না থাকলে সওয়াল করা জায়েয আছে। তিনি শিরোনাম কায়েম করেছেনوكم الغني অর্থাৎ ধনাঢ্যতার ঐ সীমা কতটুকু যে, তারপর সওয়াল করা জায়েয আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لا يجد غني يغنيه অর্থাৎ যার নিকট এতটুকু সম্পদ না থাকে যা তাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষিহীন করে দিবে। উদাহরণত সকাল ও সন্ধ্যার খাবার তার আছে তাহলে তার জন্য সওয়াল করা নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীসে আছে–

قِيلَ وَقَالَ: শব্দ দুটি বাহ্যতঃ ফে'লে মাযির সীগাহ, প্রথমটি মাজহূল, আর দ্বিতীয়টি মা'রূফ। কিন্তু এখানে তা ইসম হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যেমন قال يقول قولا و قيلا و قالا এ সম্পর্কে প্রাধান্য উক্তি হলো এটি ইসম। উদ্দেশ্য হলো অনর্থক ও বাজে কথা বলা, বকবক করা।

قوله : وَإِضَاعَةَ الْمَالِ: অর্থাৎ নাজায়েয কাজে সম্পদ ব্যয় করা; অপব্যয়-অপচয় করা। যেমন বিবাহ-শাদীতে আতশবাজী ইত্যাদি করা।

قوله وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ: বিনা প্রয়োজনে অনর্থক প্রশ্ন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন কেউ জিজ্ঞেস করল যে, মূসা (আ.)-এর মায়ের নাম কি? ইত্যাদি।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ প্রশ্ন হল এই যে, যখন নির্দিষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে হুকুম আরোপের ব্যাপারে প্রথমেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং এই শিরোনাম পাল্টানোর নির্দেশ দিয়েছেন এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার হযরত সা'দ (রাযি.) এ ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা শরীয়তের অনুযায়ী হওয়ার কারণে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর অন্তরে নেক ধারণা ছিল, এবং তাঁর ভালো কাজ ও কল্যাণের কারণে তার দিকে অন্তর এতটা লিপ্ত ছিল যার ফলে নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। যেন হযরত সা'দ (রাযি.) আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই বারবার অনুরোধ এবং বাহ্যিক বাদানুবাদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অপছন্দনীয় হয়। যেমনটি মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اقتالا يا سعاد হে সা'দ! সুপারিশ করছ, না লড়াই করছ?

بَاب خَرْصِ التَّمْرِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৩৭] খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ "اخْرُصُوا". وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا". فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ "أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ". فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ ـ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ ـ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ "كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ". قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ". فَلَمَّا ـ قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ـ أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ "هَذِهِ طَابَةُ". فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ "هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ". قَالُوا بَلَى. قَالَ "دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ ـ يَعْنِي ـ خَيْرًا". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهْوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لاَ يُقَالُ حَدِيقَةٌ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو، "ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪০২] ঃ হযরত আবু হুমাইদ (রাযি.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি ওয়াদিল-কুরা নামক জনপদে পৌঁছে এক নারীকে তার বাগানে দেখতে পেলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সহচরদের বলেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান করো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ওয়াসাক (প্রায় ষাট মণ) অনুমান করলেন। তারপর তিনি সে নারীকে বললেন, এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তা হিসেবে রেখো। যখন আমরা তাবুকে উপস্থিত হলাম তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় বইবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার সাথে উট রয়েছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম। প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগলো। এক লোক দাঁড়িয়েছিল, ঝড় তাকে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। (ঐ সময়) আইলার বাদশাহ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন এবং তিনি তাকে একটি চাদর দিলেন আর তাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখে দিলেন। (ফিরার পথে) যখন তিনি ওয়াদিল-কুরা পৌঁছলেন তখন ঐ নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাগানে কি পরিমাণ (খেজুর) উৎপন্ন হয়েছে? সে জবাব দিল দশ ওয়াসাক যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুনান করেছিলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দ্রুত মদিনায় পৌঁছুতে চাই। সুতরাং তোমাদের যে কেউ আমার সাথে যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (রাবী) ইবনে বাক্কার একটি কথা বললেন যার অর্থ হলো, যখন তিনি মদিনার কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন বললেন, এটা তাবা। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেন, এটা ঐ পাহাড় যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও এটাকে ভালোবাসি। আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আনসার গোত্র সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাথীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সর্বোত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, এরপর বনু আবদুল আশহাল, এরপর বনু সায়েদা অথবা বনুল হারিস ইবনে খাযরাজ। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যে বাগানের আশে-পাশে দেওয়াল থাকে একে হাদীকা বলে। যার চারপাশে দেওয়াল নেই একে হাদীকা বলা হয় না। সুলাইমান ইবনে বেলাল বলেন, আমাকে আমর বলেছেন যে, নবীজী এরূপ বলেছেন। অতঃপর বনী হারেছ বিন খাজরাজ এর ঘর। এরপর বনী সায়েদার ঘর। সুলাইমান সাআদ ইবনে সাঈদ উমরা ইবনে তাজিয়া থেকে তিনি আব্বাস থেকে তিনি তার পিতা থেকে সে নবীজী হতে বর্ণিত। নবীজী বলেছেন, উহুদ হলো ঐ পাহাড় যা আমাদেরকে মুহাব্বত করে এবং আমরাও একে মুহাব্বত করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০০, ২৫২, ৪৪৮, ৫৩৫, ৬৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো খেজুরের পরিমাণ অনুমান করার ব্যাপারে আইম্মায়ে ছালাছার মাযহাবের প্রতি আনুকূল্য ব্যক্ত করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خرص-এর সংজ্ঞা: خَرْص খَرْص শব্দটি বাবে نصر ও ضرب-এর মাসদার, আর خِرْص হলো ইসম। خرص শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুমান করা; আন্দাজ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় خرص হলো গাছের উপর ঝুলন্ত ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা। তা এভাবে যে, ক্ষেত ও বাগানে ফল পাকার পূর্বে সরকার একজন অনুমান-বিশেষজ্ঞকে বাগান মালিকদের নিকট পাঠায় যেন সে অনুমান করে নেয় যে এবার কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে।

خرص-এর শরয়ী বিধান:

১. আল্লামা আইনী বলেন, শা'বী, সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, خرص পদ্ধতি মাকরূহ, আর শা'বী বলেন خرص বিদআত; আর সুফিয়ান ছাওরী বলেন না-জায়েয।

২. আইম্মায়ে ছালাছা خرص পদ্ধতি জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। তাদের দলীল হলো বাবের এ হাদীস। তাদের দলীলের জবাব হচ্ছে বুখারীর হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। তাছাড়া ইবনুল আরাবী আরিযাতুল আহওয়াযী'-তে লিখেছেন خرص সম্পর্কিত কোনো হাদীসই সহীহ নয়। তবে শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিমের এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসের দ্বিতীয় উত্তর হলো এ অনুমানের সম্পর্ক মুসলমানের সাথে নয়; বরং তা হলো ইহুদিদের সাথে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে খায়বার প্রেরণ করা হয়েছিল, কারণ ইহুদিরা ছিল খেয়ানতকারী। উদ্দেশ্য ছিল তাদের খেয়ানতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

৩. ইমাম ত্বহাবী তো ইহুদিদের خرص-এর ব্যাপারে বলেছেন যে, তাও বিধান আবশ্যকের জন্য ছিলনা; বরং তা ছিল ইহুদিদেরকে খেয়ানত থেকে বিরত রাখা।

৪. তাছাড়া হানাফীরা আরো বলেন যে, এ হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। নাসিখ হাদীস হলো–

عن جابر ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن الخرص وقال ارأيتم ان هلك الثمر ايحب احدكم ان يأكل مال اخيه بالباطل

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, اورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع و هو خطأ و ما أظن ذلك إلاّ من النساخ অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (রহ.) باب حجة الوداع এর পর তাবুকের যুদ্ধের বিষয়টি এনেছেন। ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য করলে এটা যথার্থ মনে হয় না। প্রবল সম্ভাবনা হলো লিপিকারের ভুলের কারণে বিদায় হজ্জের পর এটা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মূল স্থান বিদায় হজ্জের পূর্বে হওয়া উচিত। কেননা, তাবুকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে ৯ম হিজরীর রজব মাসে এবং বিদায় হজ্জের পূর্বে।

تبوك : تاء বর্ণে যবর, باء বর্ণে পেশ, واو সাকিন, শেষে كاف। তাবুক শব্দটি علمية ও تانيث-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ। (উমদা) তাবুক মদীনা ও দামেশকের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, و تبوكُ مكانٌ معروفٌ هو نصف طريقِ المدينة الى دمشقِ। (ফাতহুল বারী : ৯০)

নামকরণের কারণ

হাদীসগুলোতে এ যুদ্ধের তিনটি নাম এসেছে।

১. 'গাযওয়ায়ে তাবুক' এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম। কেননা, এ যুদ্ধটি তাবুক নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

২. 'গাযওয়ায়ে উসরাত' এ যুদ্ধে বাহন অনেক কম ছিল। মওসুম ছিল প্রচণ্ড গরম। রাস্তাও ছিল অনেক দূর। খানাপিনার সংকীর্ণতা অস্বচ্ছলতার কারণেও কষ্ট হয়েছিল। এসব কারণে এ যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে উসরাত অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ বলা হয়।

৩. 'গাযওয়ায়ে ফাযিহা' এ যুদ্ধে মুনাফিকরা লজ্জিত হয়েছিল। তাদের মুনাফিকী স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে, এটিকে গাযওয়ায়ে ফাযিহা বলা হয়।

তাবুকের যুদ্ধ

মু'জামে তাবারানীতে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আরবের খ্রিস্টানরা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিল যে, যে লোকটি নবুওয়াতের দাবি করছিল অর্থাৎ, মুহাম্মাদ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইনতিকাল হয়ে গেছে। লোকজন দুর্ভিক্ষ ও অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছে। তাদের ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। আরবের উপর আক্রমণ করার এটি খুবই সমীচীন ও সুবর্ণ সুযোগ। হিরাক্লিয়াস সাথে সাথেই কুববাদ নামক একজন রোমী নেতাকে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী দিয়ে মদীনায় আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দিল। (ফাতহ : ৯০) সিরিয়ার একজন কৃষক ব্যবসায়ী যাইতুনের তেল বিক্রি করার জন্য মদীনায় আসা-যাওয়া করত। তার মাধ্যমে এ খবর জানা গেল যে, হিরাক্লিয়াসের এক বিরাট বাহিনী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, যার অগ্রবাহিনী বালকা পর্যন্ত এসে গেছে এবং হিরাক্লিয়াস এক বছরের খরচপাতি নিজের লোকদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছে। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। (উমদা : ৮/৪২৩)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম ছিল কোন যুদ্ধে যাওয়ার সময় প্রকৃত স্থান খুব কমই বলতেন। কিন্তু এ যুদ্ধে যেহেতু পথ ছিল দূরের, মৌসুম ছিল গরমের, দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সময় ছিল, তাছাড়া শত্রুদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে মুকাবিলা হবে। সেখানেই আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা। যেন সকলে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং শত্রুদের সীমান্তে (তাবুকে) পৌঁছে তাদের মোকাবেলা করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আল্লাহর রাহে ব্যয় সম্পর্কিত ভাষণ দিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) নিজের সমুদয় সম্পদ এনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ? হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম রেখে এসেছি। হযরত উমর ফারুক (রাযি.) নিজের ধন-সম্পদের অর্ধেক নবীজির দরবারে এনে হাজির করলেন। এমনিভাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) অনেক রসদ পত্র পেশ করলেন। কিন্তু সেদিন হযরত উসমান গনী (রাযি.) যে বিশাল পরিমাণ সম্পদ উপস্থিত করেছেন তা ছিল সবার চেয়ে বেশি। তিনি বিভিন্ন রসদপত্রে সজ্জিত ৩ শত উট এবং নগদ ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নবীজির দরবারে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হয়ে বলতে লাগলেন, এ নেক আমলের পর উসমানকে আর কোন কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। হে আল্লাহ! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

অধিকাংশ সাহাবী স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী এ অভিযানের জন্য জিনিসপত্র পেশ করেছেন। যাদের কিছু ছিলনা, তারা শ্রম দিয়েছেন এবং যা কিছু পেয়েছেন, নবীজির দরবারে পেশ করেছেন। মহিলাগণ নিজেদের অলঙ্কারাদি এনে হাজির করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহন এবং পাথেয়ের পূর্ণ সামান হয়নি। কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একেবারেই দরিদ্র। যদি বাহনের কোন সামান্য ব্যবস্থাও হয়ে যায়, তাহলেও আমরা এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের দেয়ার মতো কোন বাহন আমার কাছে নেই। একথা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফেরত চলে গেলেন। তাদের ব্যাপারেই নিচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হল।

و لا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا و أعينهم تفيضُ من الدمع حزناألا يجدوا ما يُنفقون (توبة)

'তাদের উপর কোন গুনাহ নেই যে, যখন তারা আপনার কাছে আসে, আপনি তাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য কোন সাওয়ারী প্রদানের উদ্দেশ্যে, তখন আপনি বলেছেন, তোমাদের আরোহণ করানোর মতো কোন কিছু (সওয়ারী) পাচ্ছি না। তখন তারা চোখের অশ্রুনিয়ে ফিরে যান, এ চিন্তায় ও দুঃখে যে তারা ব্যয় করার মতো কোন কিছু পাচ্ছে না।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের জন্য চিন্তা করে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারী (রাযি.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা নিযুক্ত করলেন। হযরত আলী (রাযি.)-কে মদীনায় রেখে গেলেন নবী পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য। ৩০ হাজার সৈন্যবাহিনী, ১০ হাজার ঘোড়াসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন।

মুনাফিক ও পেছনে রয়ে যাওয়া লোকজন

উপরে আলোচনা হয়েছে, এ যুদ্ধের সময় মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের, অভাব ও দুর্ভিক্ষের কাল ছিল। তাছাড়া গাছের মধ্যে ফল প্রস্তুত ছিল, এমন অবস্থায় সকলে চাচ্ছিলেন বাড়িতে থেকে যেতে। এসব জটিলতা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামপ্রিয় এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি জান উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম সফরের প্রস্তুতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকদের একটি দল লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে লাগল এবং বলল, এমন প্রচণ্ড গরমে সফর করো না। এমন মুনাফিকের আলোচনা আল্লাহ তাআলা করেছেন- وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ 'মুনাফিকরা বলতে লাগল, এমন প্রচণ্ড গরমে তোমরা বেরিয়ো না।' (সূরা তাওবা)

একনিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্য থেকেও কয়েকজন সাহাবী পিছনে রয়ে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রবী' (রাযি.)। তাদের বিস্তারিত ঘটনা শুধু দু'টি হাদীসের পর স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আসছে।

হিজর নামক স্থান

পথিমধ্যে শিক্ষণীয় একটি স্থান পড়ত। যেখানে কাওমে সামুদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার নূরানী চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। উটনীর গতি দ্রুত করে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন কেউ যেন এসব জালিমের বাড়িগুলোতে প্রবেশ করবে না, এখানকার পানি পান করবে না। এগুলো দ্বারা নামাযের জন্য ওযুও করবে না। মস্তক অবনত করে কান্নারত অবস্থায় এ স্থান অতিক্রম করবে। যে এ স্থান থেকে পানি নিয়েছে সে যেন ঐ পানি ফেলে দেয়। যে এ পানির দ্বারা আটার খামিরা তৈরি করেছে সে যেন তা উটকে খাইয়ে দেয়, নিজে যেন না খায়।

ইবনে ইসহাক (রহ.) লিখেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে হিজর নামক স্থানে সমস্ত পানি ফেলে দেয়া হয়। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কোন এক মনযিলে অবস্থান করলে তখন কারও নিকট পানি ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করলে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দোয়া করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বর্ষিত হল। সবার প্রয়োজন পূর্ণ হল। সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। কোন এক স্থানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট হারিয়ে গেল, এক মুনাফিক (যায়েদ ইবনে লুসাইব- لام এর উপর পেশ, صاد এর উপর যবর, ياء এর উপর জযম, পরবর্তীতে باء) বলল, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের সংবাদ তো বলেন, কিন্তু উট কোথায় গেল সেটা জানেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে যা বলে দেন তাছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এখন উটের হাল অবস্থা আল্লাহ তাআলা আমাকে বলে দিয়েছেন। সে উটনীটি অমুক উপত্যকায় আছে, এর রশি একটি গাছের সাথে আটকে গেছে, অতঃপর সেটি আটকা পড়েছে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম গিয়ে সে উটনীটি সেখান থেকে নিয়ে আসেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌছার একদিন পূর্বে সাহাবায়ে কিরামকে ভবিশ্যদ্বাণী করে বললেন, ইনশাআল্লাহ তোমরা আগামীকাল চাশতের সময় তাবুকের নিকট যেয়ে পৌছবে। আমি না আসা পর্যন্ত কেউ সে কূপ থেকে পানি নিবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখানে পৌছলেন,

তখন পানির একটি একটি ফোঁটা পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু কষ্টে তা থেকে সামান্য সামান্য করে পানি জমা করলেন এবং এ পানি দ্বারা নিজের হাত মুখ ধৌত করলেন অতঃপর তা সে কূপে নিক্ষেপ করেন। এ পানি ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে কূপ ফোয়ারায় পরিণত হয়ে গেল। যা দ্বারা পুরো সেনাবাহিনী তৃষ্ণা নিবারণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআয! তুমি যদি বেঁচে থাক, তাহলে দেখবে এ পানি দ্বারা এখানকার সমস্ত বাগান সবুজ-শ্যামল হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

তাবুকে পৌছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ দিন অবস্থান করলেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলা করতে এল না। তাই বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন নিরর্থক হয়নি। শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। আশপাশের গোত্রগুলো নবীজির দরবারে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। সন্ধি করে জিযিয়া কর মঞ্জুর করে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধিনামা লিখিয়ে তাদের নিকট অর্পণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তাবুক থেকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)-এর নেতৃত্বে ৪২০ জন আরোহীসহ দাউমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদার ইবনে আবদুল মালিক নামক খ্রিস্টানের নিকট প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ (রাযি.)-এর রওয়ানাকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তাকে তুমি শিকার খেলারত অবস্থায় পাবে। তাকে হত্যা করবে না। গ্রেফতার করে আমার নিকটে নিয়ে আসবে। তবে সে আসতে অস্বীকার করলে হত্যা করবে।

খালিদ (রাযি.) চাঁদনী রাতে সেখানে গিয়ে পৌছেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। উকাইদার নিজ স্ত্রীর সাথে ছাদের উপর বসা ছিল। ইতোমধ্যে একটি নীল গাভী এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। উকাইদার তৎক্ষণাৎ তার ভাই হাসসান এবং আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ শিকারের জন্য নেমে আসল। ঘোড়ার উপর আরোহণ করে এ শিকারের পিছনে দৌড়তে লাগল। এমতাবস্থায় হযরত খালিদ ও মুসলিম বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হল। উকাইদারের ভাই হাসসান লড়াই করে নিহত হল। হযরত খালিদ (রাযি.) উকাইদারকে বললেন, আমি তোমাকে হত্যা থেকে আশ্রয় দিতে পারি একটি শর্তে। তা হল, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হতে হবে। উকাইদার সম্মত হল। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) উকাইদারকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলে উকাইদার ২ হাজার উট, ৮ শত ঘোড়া, ৪ শত লৌহবর্ম ও ৪ শত নেঝা দিয়ে সন্ধি করল।

উপকারিতা ঃ ১। এটি বুখারীর তা'লীক।

২। আমাদের ভারতীয় কপিগুলোতে শুধু أُحدٌ يُحِبُّنَا ই আছে। কিন্তু ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী ইত্যাদিতে نُحِبه শব্দ অতিরিক্ত আছে। টীকাতে نُحِبه শব্দ অতিরিক্ত আছে। এটাই বিশুদ্ধতম কপি। কারণ, এ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রথমে যে হাদীসটি আছে তাতে এ অতিরিক্ত অংশ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শিরোনামে থাকাও প্রবল।

নোট ঃ এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মতনের থেকে টীকার কপি বিশুদ্ধতম। والله اعلم

৩। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) সুহাইলী সূত্রে উহুদ পাহাড়ের নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এটি যুক্ত/সম্মিলিত কোন পাহাড় নয়। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। এজন্য এটিকে উহুদ বলে। যেটি احد থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। উহুদ শব্দটি اسم مرتجل।

৪। أُحدٌ يُحِبُّنَا এ বাক্যে কেউ কেউ বলেছেন, مضاف উহ্য রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মদীনাবাসী আমাকে ভালবাসে। আবার ভালবাসার নিসবত প্রকৃত অর্থে উহুদের দিকে মেনে নেয়া বৈধ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলা উহুদের মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন–

পবিত্রতা বর্ণনা করার নিসবত নিষ্প্রাণ মাখলুকের দিকে প্রমাণিত আছে। তাছাড়া, উহুদ পাহাড়ের সাথে ভালবাসার কারণ এটাও যে, এটি জান্নাতী পাহাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি। এমনিভাবে উহুদ নামটি আহাদিয়ত (একত্ব) থেকে গৃহীত, এর হরফগুলোতে রফা-পেশ এদিকে দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, এর মর্যাদা অনেক উঁচু।

باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

এবং ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) মধুর উপর ওশর ওয়াজিব মনে করেননি।

পরিচ্ছেদ: [৯৩৮] বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর ওশর সম্পর্কে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ ـ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ـ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلاَلٌ قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝরণার পানি দ্বারা অথবা নদনদীর পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) ওয়াজিব হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, প্রথম হাদীস অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ওশর বা অর্ধ-ওশর-এর ক্ষেত্র নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। আর এই হাদীসে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। রাবী নির্ভরযোগ্য হলে তার বর্ণনায় অন্য সূত্রের বর্ণনা অপেক্ষা বর্ধিত অংশ থাকলে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ফয়সালাকারী হয়। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বাগৃহে নামায আদায় করেননি। হযরত বিলাল (রাযি.) বলেন, তিনি নামায আদায় করেছেন। এ ক্ষেত্রে হযরত বিলাল (রাযি.)-এর বর্ণনা গৃহিত হয়েছে, আর ফযল ইবনে আব্বাসের বর্ণনা গৃহীত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ওশরের মাসআলায় ইমামত্রয়ের মাযহাব সমর্থন করা এবং হানাফীদের মাযহাবকে রদ করা। হানাফীদের মতে ভূমিতে

উৎপন্ন ফসলের কোনো নেসাব নির্ধারিত নয়; বরং তা থেকে যা-ই উৎপন্ন হবে তারই ওশর বা এক দশমাংশ দিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো কুরআনের আয়াত– واتو حقه يوم حصاده এ আয়াতে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মুতলাক। এর মধ্যে কম-বেশির কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয় দলীল: তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো হাদীস–

فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر (بخاري)

এতে ماسقت السماء হলো عام বা ব্যাপক শব্দ। অর্থাৎ কম হোক বা বেশি হোক তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله : قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول الخ : এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আবু সাঈদের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা, যা পরে আসছে। আর اول দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবনে ওমরের হাদীস। যা এ বাবে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ মূলনীতি অনর্থক। দেখুন বুখারীর হাশিয়া, পৃ. ২০১

قوله : ولم ير عمر بن عبد العزيز الخ : লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মধুর জাকাতের মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) একজন তাবেয়ীর উক্তিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন– فيا للعجب এটি একটি বিস্ময়কর বিষয়।

এটিই হল ইমাম মালেক ও শাফেয়ীগণের মাযহাব, যে মধুর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। আর হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে মধুর ওশর দেওয়া ওয়াজিব।

عَثَرِيًّا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নদী ইত্যাদির কিনারায় বা তার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত ভূমি, যা নিজে নিজের আদ্রতা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে, তাতে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ শব্দটি عاثور শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে, কূপ, গর্ত।

হযরত বেলাল (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

বেলাল ইবনু রাবাহ। উপাধি আবু আব্দুল্লাহ এবং মুআয্যিনুর রাসূল। ইসলামের প্রথম মুআযনি নসব হাবশী। তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের বনী জামহের গোলাম।

আকার-আকৃতি ও আদব-আখলাক

অত্যন্ত গন্ধমী বর্ণের, খুবই খর্বাকায় এবং ঘন চুলবিশিষ্ট ছিলেন। কখনও কোনো প্রশংসামূলক বাক্য শুনলে তাতে উচ্ছ্বসিত কিংবা উৎফুল্ল হতেন না। বরং মাথা ঝুঁকাতেন এবং দৃষ্টি অবনত করতেন। এসময় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো এবং তিনি বলতেন–

".إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا"

'আমি তো একজন হাবশী নগণ্য ব্যক্তি মাত্র, গতকালও গোলাম ছিলাম।'

বিনয়ের গুণ ছিল অত্যন্ত প্রখর। একদিন নিজের ও ভাইয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে কনের পিতাকে বললেন–

أنا بلال وهذا أخي. عبدان من الحبشة. كنا ضالين فهدانا الله. وكنا عبدين فأعتقنا الله. إن تزوجونا فالحمد لله. وإن تمنعونا فالله أكبر

'আমি বেলাল, আর ইনি আমার ভাই। আমরা হাবশার দুই গোলাম। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দান করেছেন। আমরা দুইজন গোলাম ছিলাম, আল্লাহ তাআলাই আযাদ করে দিয়েছেন। যদি আমাদের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দেন তবে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি না দেন তবে আল্লাহু আকবার।'

ইসলাম গ্রহণ

তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন। মক্কারা বনী জামহের গোলাম ছিলেন। তার মা ছিলেন এই গোত্রের দাসী। তার সন্তান বেলাল (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করলে মক্কার কুরাইশ নেতারা তা বলাবলি করত। তিনি নেতা ও মুনিবদের কথাগুলো কান পেতে শুনতেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) লোকদের থেকে আড়াল হয়ে একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় সেখান দিয়ে বেলাল (রাযি.) অতিক্রম করছিলেন। তার সাথে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বকরির পাল। এই সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, হে রাখাল! তোমার কাছে দুধ আছে কি? বেলাল (রাযি.) বললেন, আমার খাবার পরিমাণ একটি বকরির দুধ আছে। আপনি যদি চান তবে আমি আমার ওপর আপনাদেরকে প্রাধান্য দিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বকরি নিয়ে এসো। এরপর একটি পাত্র আনতে বললেন এবং তাতে দুধ দোহন করলেন। এরপর তিনি নিজে তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর পুনরায় দোহন করে আবু বকর (রাযি.)-কে পান করতে দিলেন। তিনিও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর বেলাল (রাযি.)-কে দিলেন। তিনিও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এরপর বকরিটা ছেড়ে দিলেন। তখন তার ওলানে পূর্বের চেয়েও বেশি দুধ অবস্থান করছিল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, আমি নবী। তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? বেলাল (রাযি.) দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার পরামর্শ দিয়ে সেদিন বিদায় জানালেন। বেলাল (রাযি.) তার বকরির পাল নিয়ে মুনিবের বাড়ি ফিরে এলেন।

সেদিন রাতযাপনের পর দেখা গেল বকরির দুধ আগের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। মুনিবের লোকজন বলল, তুমি ভালো চারণভূমির সন্ধান পেয়েছ, প্রতিদিন সেখানেই বকরি চরাও।

মুনিবের আদেশ মোতাবেক বেলাল (রাযি.) সেখানে তিনদিন বকরি চরালেন এবং সুযোগ করে করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীন শিক্ষা করলেন। চতুর্থ দিন আবু জেহেল আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়ির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, তোমাদের বকরির দুধ দেখছি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনা কী? তারা বলল, আমরা তিনদিন ধরে এরূপ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এর কারণ জানি না। আবু জেহেল বলল, কাবার প্রভুর কসম! তোমাদের গোলাম সম্ভবতঃ ইবনে আবি কাবশা (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্ধান পেয়েছে। সুতরাং তাকে ওই চারণভূমি থেকে বিরত রাখো।

ইসলাম প্রকাশ

হযরত বেলাল (রাযি.) একদিন কাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। কুরায়শরা তার পিছনে ছিল। কিন্তু তিনি তা দেখতে পান নি। তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে কোনো কাফের কুরায়শকে না দেখতে পেয়ে মূর্তির কাছে এলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করতে করতে বলতে লাগলেন– خَابَ وَخَسِرَ مَنْ عَبَدَكُنَّ 'যারা তোমাদের ইবাদত করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।' তার কথা শুনে কুরায়শরা তাকে ধাওয়া করল। কিন্তু তিনি ছুটে মুনিব আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে পৌঁছে লুকিয়ে পড়লেন। কুরায়শরা আব্দুল্লাহকে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল। মুনিব আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন বের হয়ে এলে তারা বলতে লাগল, তুমি কি ধর্ম ত্যাগ করেছ? আব্দুল্লাহ বলল, আমার মতো ব্যক্তিকে তোমরা এই অভিযোগ দিতে পারলে? লাত ও উযযার জন্য আমি আমার শত উট কুরবানী করব। তারা বলল, তোমার কালো গোলাম এরূপ এরূপ করেছে!

তাদের অভিযোগ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন হযরত বেলাল (রাযি.)-কে আবু জেহেল এবং উমাইয়া ইবনে খালফের হাতে ন্যাস্ত করে বলল, আমি একে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। তোমরা তার সাথে যা মনে চায় ব্যবহার করতে পার। উমাইয়া ইবনে খালফ তাকে লক্ষ্য করে বলল–

!!إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا ويغرب معها إسلام هذا العبد الآبق

'আজকের দিনের সূর্য এই পলায়নপর গোলামের ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অস্ত যাবে না।'

এরপর শুরু হলো চরম নির্যাতন। দেহ থেকে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চেপে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে শুইয়ে দেয়া হতো। কখনও কখনও গলায় রশি বেঁধে মক্কার শিশু-কিশোরদের হাতে রশি তুলে দিয়ে মক্কার পাহাড়-পর্বতের চতুর্দিক দিয়ে ঘুরানোর আদেশ করত আর লাত ও উযযার নাম উচ্চারণ করার আদেশ করত। কিন্তু তিনি হাজার নির্যাতনের মধ্যেও আহাদ আহাদ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শব্দ উচ্চারণ করতেন না। একারণে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) বলতেন–

كلٌّ قد قال ما أرادوا ويعني المستضعفين المعذّبين قالوا ما أراد المشركون غير بلال

'মক্কায় নির্যাতিত প্রতিটি মজলুম মুসলমান (প্রাণ বাঁচানোর জন্য) মুশরিকরা যা বলতে বলেছে, তা বলেছেন। কিন্তু একমাত্র বেলাল (রাযি.) ব্যতিক্রম। কিন্তু আহাদ আহাদ ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।' বর্ণিত আছে–

ومرَّ به ورقة بن نوفل وهو يعذب ويقول: "أحد ... أحد". فقال: "يا بلال أحد أحد. والله لئن متَّ على هذا لأتخذنّ قبرك حَنَاناً". أي بركة.

'তাকে নির্যাতনের সময় একবার তার পাশ দিয়ে ওরাকা ইবনে নওফেল অতিক্রম করছিলেন। আর তিনি আহাদ আহাদ উচ্চারণ করছিলেন। তিনি বললেন, হে বেলাল! আহাদ আহাদ! আল্লাহর কসম! তুমি যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমার কবরকে আমি বরকতের স্থানে পরিণত করব।'

মুক্তি লাভ

উমাইয়া একবার তাকে নির্যাতন করছিল এবং চামড়ার দড়ি দিয়ে পেটাচ্ছিল। আবু বকর (রাযি.) সেখান দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। নির্যাতন করতে দেখে বললেন, হে উমাইয়া! এই মিসকিনকে নির্যাতন করতে তোমার লজ্জা করে না? আল্লাহকে ভয় কর না তুমি? উমাইয়া বলল, তুমিই তার ধর্ম বরবাদ করেছ। সুতরাং তোমার যদি কষ্ট হয় তবে তুমিই তার মুক্তির ব্যবস্থা করো না কেন? উমাইয়া একথা বলেছিল বেলালের ইসলাম ত্যাগের বিষয়ে নিরাশ হয়ে। তার কথা শুনে আবু বকর (রাযি.) তাকে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন এবং মূল্য বাবদ উমাইয়াকে তিন উকিয়া স্বর্ণ দিলেন। উমাইয়া বলল, লাত ও উযযার কসম! তুমি যদি মূল্য বাবদ মাত্র এক উকিয়াও দিতে তবু আমি তাকে ছেড়ে দিতাম। জবাবে আবু বকর (রাযি.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি তার মূল্য বাবদ একশ উকিয়াও দাবি করতে তবু আমি তাকে মুক্ত করতাম।'

হিজরত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর তিনিও হিজরত করেন। মদিনায় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন এবং মদিনায় আজানের বিধান প্রবর্তিত হলে তাকে মুআজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুআজ্জিন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

হযরত বেলাল (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফাতহে মক্কার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রবেশ করেন। আজানের সময় হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)-কে আজান দেয়ার আদেশ করেন। ফলে এখানেও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিনের দায়িত্ব পালন করেন।

বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সম্মান

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إني دخلتُ الجنة. فسمعت خشفةً بين يديّ. فقلتُ: يا جبريل ما هذه الخشفة؟ قال: بلال يمشي أمامك"

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে সামনে কারো পায়ের শব্দ শুনে জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার পায়ের আওয়াজ? তিনি বললেন, বেলালের। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বেলালের নিকট তার প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, যখনই তিনি অজু করেন তখনই তাহিয়্যাতুল অজু দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন তিনি।

আরেক হাদিসে বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা ও সম্মান এভাবে ফুটে উঠেছে–

قال رسول الله "اشتاقت الجنةِ إلى ثلاثة: إلى علي، وعمّار وبلال

'জান্নাত তিনজন লোকের কামনা করে। আলী, আম্মার এবং বেলাল।'

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ. وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: حَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلَالٌ

আমার পূর্বে সব নবীকে সাতজন বিশেষ বুদ্ধিমান সহচর দান করা হয়েছে। আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তাদের মধ্যে বেলালও একজন।

وقد دخل بلال على رسول الله وهو يتغدّى فقال له النبي: "الغداءَ يا بلال" فقال: "إني صائم يا رسول الله". فقال: "نأكلُ رِزْقَنَا. وفضل رزقِ بلال في الجنة. أشعرتَ يا بلال أنّ الصائم تُسبّح عظامُهُ. وتستغفر له الملائكة ما أكِلَ عنده".

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাচ্ছিলেন। সে সময় বেলাল (রাযি.) প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে বেলাল! আমাদের সাথে খাবারে অংশ নাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রোজাদার। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা আমাদের রিজিক ভক্ষণ করছি, আর বেলারের রিজিক জান্নাতে সঞ্চিত হচ্ছে। হে বেলাল! তুমি কি জানো, রোজাদারের জন্য তার হাড় দুআ করে এবং তার নিকট যা ভক্ষণ করা হয় সে জন্য ফেরেশতাগণ তার জন্য ইস্তেগফার পাঠ করতে থাকেন?

وقد بلغ بلال بن رباح أن ناساً يفضلونه على أبي بكر فقال: "كيف تفضّلوني عليه. وإنما أنا حسنة من حسناته!".

'কিছু লোক হযরত বেলাল (রাযি.)-এর মর্যাদা আবু বকর (রাযি.)-এর মর্যাদার চেয়েও বেশি মনে করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কীভাবে আমাকে তার ওপর মর্যাদা দিচ্ছ, অথচ আমি তো তার একটি নেক আমল মাত্র।'

বিবাহ বন্ধন

কিনানা কবিলার বনু বুকায়র আসল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। তারা বলল, আমাদের মেয়েকে অমুক লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি বেলাল সম্পর্কে খবর আছে? তারা দ্বিতীয়বার আসল একই প্রস্তাব নিয়ে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আগের মতো বেলালের কথা বললেন। তৃতীয়বারও তারা একই প্রস্তাব নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জান্নাতী বেলালের খবর কি রাখো? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার বার তাগিদে তারা তাদের কন্যাকে বেলাল (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার হযরত বেলাল (রাযি.) আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। আবু বকর (রাযি.) বললেন, বেলাল! তুমি কী চাও? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি বাকি জীবন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কাটিয়ে দিব। আবু বকর (রাযি.) বললেন, তবে আমাদেরকে আজান দিবে কে? তার কথা শুনে হযরত বেলাল (রাযি.)-এর চোখ ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি বললেন, إني لا أوذن لأحد بعد رسول الله 'আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর অন্য কারো জন্য আজান দিতে পারব না।' আবু বকর (রাযি.) বললেন, বেলাল! তুমি বরং আমাদের মাঝে থেকে যাও এবং আজানের দায়িত্ব পালন করো। জবাবে বেলাল (রাযি.) বললেন, আপনি যদি আপনার নিজের জন্য আমাকে আজাদ করে থাকেন, তবে আপনি যা বলেন তাই হবে। আর যদি আমাকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে আজাদ করে থাকেন, তবে আমাকে ছেড়ে দিন। আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তেই আজাদ করেছিলাম।

অবশ্য পরের অবস্থা সম্পর্কে মতবিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, তিনি শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আমৃত্যু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে কাটিয়ে দেন। আর কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, আবু বকর (রাযি.)-এর অনুরোধে তিনি মদিনায় থেকে যান এবং উমর (রাযি.) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তার অনুমতিক্রমে জিহাদে বের হন।

সর্বশেষ আজান

হযরত বেলাল (রাযি.)-কে সর্বশেষ আজান ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিনের আজান। এরপর হযরত উমর (রাযি.) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করার পর মুসলমানগণ হযরত বেলাল (রাযি.)-কে এক ওয়াক্ত নামাজের আজান দেয়ার অনুরোধ করেন। লোকদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে হযরত উমর (রাযি.) বেলাল (রাযি.)-কে কাছে ডাকেন এবং নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় তাকে আজান দেয়ার অনুরোধ করেন। হযরত বেলাল (রাযি.) আজান দেয়া শুরু করলে যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বেলাল (রাযি.)-কে আজান দিতে শুনেছেন তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা ইতিপূর্বে এত কান্না কখনই করেন নি। সবচেয়ে বেশি ক্রন্দন করেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)।

ওফাত ও দাফন

হযরত বেলাল (রাযি.) ২০ হিজরী সনে শামে ওফাত লাভ করেন। তাকে শামের রাজধানী দামেশকে দাফন করা হয়। ওফাতের সময় স্ত্রী এসে বলতে থাকেন, হায় আফসোস! জবাবে হযরত বেলাল (রাযি.) বলেন–

لا تقولي واحزناه. وقولي وافرحاه

وصحبه محمدا غدا نلقى الأحبة.

'হায় আফসোস বলো না। বরং বলো, হায় আনন্দ। কেননা আমি আগামীকাল আমার প্রিয় হাবিব এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।'

بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

পরিচ্ছেদ: [৯৩৯] পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের জাকাত না হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ

مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৪] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো জাকাত নেই, উটের ওপর পাঁচটির কমে জাকাত নেই এবং রূপার উপর পাঁচ উকিয়ার কমে কোন জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ فِيمَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১৯৪, ১৯৬, ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ওশরের মাসআলায় ইমামত্রয়ের মাযহাব সমর্থন করা এবং হানাফীদের মাযহাবকে রদ করা। হানাফীদের মতে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের কোনো নেসাব নির্ধারিত নেই; বরং তা থেকে কম/বেশি যা-ই উৎপন্ন হবে তারই ওশর দিতে হবে।

ফায়েদা: ৭৩৮ قال ابو عبد الله الخ নং পরিচ্ছেদের হাদীসের এ ইবারতটুকু এখানে হলে যথার্থ হতো। পূর্বের বাবের হাদীস নং ১৪০২-এর ইবারত অযথা ও অনর্থক। যা আমি সেখানে বর্ণনা করে এসেছি। আরো দেখুন, ফতহুল বারী, কাসতাল্লানী, কিরমানী ও উমদাতুল কারী।

بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ. فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ. فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً. فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ".

পরিচ্ছেদ: [৯৪০] গাছ থেকে খেজুর কাটার সময় খেজুরের জাকাতগ্রহণ প্রসঙ্গে, এবং শিশু যখন জাকাতের খেজুর স্পর্শ করে তখন তাকে তা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে কি না? তা সম্পর্কে।

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে জাকাতের খেজুরসমূহ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে আনা হতো। এক লোক তার খেজুর নিয়ে এলো। আরেক জন তার খেজুর নিয়ে এলো। এভাবে তাঁর কাছে খেজুরের স্তূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাযি.) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন, তুমি কি জানো না যে, মুহাম্মাদের বংশধররা সদকার দ্রব্য খায় না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ এবং দ্বিতীয় অংশের সাথে হলো فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১, ২০২, ৪৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, খেজুর ইত্যাদির উপর জাকাত তখনই ওয়াজিব হবে যখন তা সংগ্রহের সময় হবে। আর তাতে অনুমান তো শুধুমাত্র এজন্য যেন তাতে কোনো ধরনের গড়বড় করতে না পারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً: দু'জনের মধ্য হতে কে খেজুর মুখে দিয়েছিলেন, তা এ হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী ২০২ পৃষ্ঠার হাদীসে তার বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইমাম হাসান (রাযি.)।

بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ

পরিচ্ছেদঃ [৯৪১] এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি, কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা, যেগুলোর উপর জাকাত বা ওশর ফরয হয়েছে, আর ঐ জাকাত বা ওশর অন্য ফল বা ফল দ্বারা আদায় করা বা এমন ফল বিক্রয় করা যেগুলোর উপর সদকা ফরয হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিঃ ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করবেনা, কাজেই ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর কাওকে বিক্রি করতে নিষেধ করেননি, এবং কার উপর জাকাত ফরয হবে আর কার উপর ফরয হবে না, তা নির্দিষ্ট করেননি।

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৬] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। (ইবনে ওমরকে) যখন জিজ্ঞেস করা হতো যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়া মানে কি? তিনি বলতেন তার (খেজুরের) বিপদের সময় অতিবাহিত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৭] ঃ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবাহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১, ২৯১, ২৯২, ৩২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৮] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল রঙীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ লাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১, ২৯২, ২৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–

وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد علي الشافعي حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حتي يؤدي الزكاة منها فخالف اباحة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له.

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম শাফেয়ীর মতকে খণ্ডন করা। কারণ, তিনি বলেন ফল উপযুক্ত হওয়ার পর তার জাকাত না দেওয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করা নিষেধ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বৈধ করেছেন, তিনি তার বিরোধিতা করেছেন।

باب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

পরিচ্ছেদঃ [৯৪২] জাকাতদাতা নিজের জাকাতের সম্পদ ক্রয় করতে পারে কি

অন্যের দানকৃত সদকার বস্তু ক্রয় করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সদকা প্রদানকারীকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যকে নিষেধ করেননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً.

হাদীসের অনুবাদ [১৪০৯] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। এরপর তিনি দেখলেন যে, ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তিনি তা কিনতে চাইলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (এ ব্যাপারে) তার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, নিজের দান ফেরত নিও না। এ কারণে (আব্দুল্লাহ) ইবনে ওমর (রাযি.) যখনই কোনো দানের বস্তু ক্রয় করতেন তৎক্ষণাৎ তা সদকা করে দিতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১-২০২, ৩৮৯, ৪১৭, ৪২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) : তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম। ইমাম যুহরী (রহ.) ইলমে হাদীসের সুবিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, সাহল ইবনে সা'দ, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ, আবদুর রহমান ইবনে সা'দ, রবীয়া ইবনে আতাদ, মাহমুদ ইবনে রবী ও আবু তোফায়েল প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে বিপুলসংখ্যক তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে অপরিসীম স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন- إنه حفظ القران فى ثمانين ليلة অর্থাৎ, তিনি মাত্র আশি রাতে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছেন।

তিনি নিজে স্বীয় স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়ে বলেন- ما استودعتُ حفظى شيئًا فخاننى; অর্থাৎ, যা একবার মুখস্থ করেছি তা আমি কখনো ভুলে যাইনি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আদেশক্রমে সর্বপ্রথম তিনিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তাঁর হাদীস সংগ্রহের মতো মহান কাজের প্রশংসা করে ইমাম শাফেয়ী বলেন- لو لا الزهرى لذهبَ السننُ مِن المدينةِ; অর্থাৎ, ইমাম যুহরী না থাকলে মদীনার হাদীস সমূহ বিলীন হয়ে যেত।

তিনি ১২৪ হিজরীতে সিরিয়ার 'শাগবাদা' নামক গ্রামে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার দুই শ'।[১৫]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১০] ঃ হযরত আবু যায়েদ (রাযি.) বলেন, আমি ওমর (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যার কাছে ঐ ঘোড়াটি ছিল সে তাকে অকর্মণ্য করে দিয়েছিল। আমি ওটা কিনার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সে ওটা সস্তা দামে বিক্রি করবে। আমি

---

[১৫] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ: ১৩৩]

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ওটা কিনবে না। তুমি যা সদকা করেছো তা পুনরায় গ্রহণ করো না, যদিও সে এক দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে তা প্রদান করে; কারণ সদকার দ্রব্য পুনরায় গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীর ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০২, ৩৫৭, ৩৫৯, ৪১৭, ৪২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নিজের দানকৃত সদকার বস্তু নিজে ক্রয় করা জায়েয নেই; মাকরূহ তাহরীমী। এটি হলো ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এক্ষেত্রে ইমাম আহমদের আনুকূল্য করছেন।

পক্ষান্তরে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও জুমহূরের মতে তা ক্রয় করা মাকরূহ তানযীহীর সাথে জায়েয।

আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.) বলেন–

وظاهر النهي التحريم لكن الجمهور علي انه للتنزيه فيكره لمن تصدق بشئ او اخرجه في زكاة او كفارة او نذر او نحو ذلك من القربات ان يشتريه ممن دفعه الخ

মোটকথা, জুমহূর ওলামায়ে ইসলাম, আইম্মায়ে কেরাম যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের মতে সদকাকৃত বস্তু ক্রয় করা জায়েয আছে, তবে তা মাকরুহ তানযীহী। যেমন আল্লামা কাসতাল্লানীর তাহকীক উপরে বর্ণিত হয়েছে। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো যাকে, সদকা দেওয়া হয়েছে সে তার পূর্বকৃত অনুগ্রহের কারণে মূল্য নির্ধারণে হেরফের করতে পারে। যেহেতু তার পরিমাণের মধ্যে প্রত্যাবর্তন আবশ্যক হচ্ছে, তাই তা মাকরূহ হবে। নতুবা লেনদেন ভঙ্গ করার মত কোনো কারণ এখানে সঙ্ঘটিত হয়নি। তবে অন্যের সদকা ক্রয় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৩] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধরদের সদকা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَخْ كَخْ (او كِخْ كِخْ) لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ ـ أَمَا شَعَرْتَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, একদিন হাসান ইবনে আলী জাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর হাতে নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খক্ খক্, যাতে সে ওটা ফেলে দেয়। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি জানো না যে, আমরা বনু হাশিমরা জাকাতের দ্রব্য খাই না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০১, ২০২, ৪৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা ও জাকাতগ্রহণ জায়েয নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: كَخٍ كَخٍ: আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এতে ছয়টি কেরাত রয়েছে। ك বর্ণে যবর ও যের, خ বর্ণে সুকুন ও কাছরা, তানভীনযোগে বা তানভীন ব্যতীত। সুতরাং সর্বমোট ছয়টি কেরাত হলো।

قوله: إِنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ: এখানে তিনটি মাসআলা রয়েছে। ১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জাকাত-সদকার বিধান। ২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের জন্য সদকার বিধান, ৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের তালিকা।

১. এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জাকাত বৈধ নয়। জুমহূরের মতে নফল সদকাও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বৈধ নয়।

২. এ বিষয়েও মতৈক্য রয়েছে যে, হাশেমী বংশোদ্ভূতদেরকে জাকাত ইত্যাদি দেওয়া জায়েজ নেই। এমনকি কোনো হাশেমী ব্যক্তি যদি সদকা উসূলের দায়িত্বশীলও হয় তবু আমাদের মতে জাকাত সদকা থেকে তার বেতন দেওয়া হবে না। তবে ওয়াকফের সম্পদ থেকে তার ওযীফা দেওয়া যাবে। দলীল মুসলিম শরীফের হাদীস–

ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وَلَا لِآلِ مُحمد صلي الله عليه وسلم

৩. হাশেমীরা (তারা হলো আলীর পরিবার, আব্বাসের পরিবার, জা'ফরের পরিবার, আকীলের পরিবার ও হারেছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পরিবার ও তাদের মাওলারা।) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এতে কারো মতপার্থক্য নেই। বনু মুত্তালিব জাকাতের মাসআলায় অন্তর্ভুক্ত কি না? জুমহূর তথা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে অন্তর্ভুক্ত নয়; ইমাম শাফেয়ীর মতে তারাও অন্তর্ভুক্ত।

একটি চিন্তার বিষয় : এ যুগের ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার যে, বর্তমান যুগে বনু হাশেমদের দারিদ্র্যের আধিক্য দেখে ইমাম আবূ হানীফার উল্লেখিত বর্ণনার উপরে ফতোয়া দেওয়া যায় কি না?

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৪] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদের আজাদকৃত দাস-দাসীদের সদকা দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا". قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১২] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটি মৃত ছাগল দেখতে পেলেন। ওটা সদকার সম্পদ থেকে মায়মুনা (রাযি.)-এর মুক্ত দাসীকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওর চামড়াটা তোমরা কাজে লাগালে না কেনো? তারা জবাব দিল, ওটা যে মৃত। তিনি বললেন, ওটা ভক্ষণ করাই শুধু হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০২, ২৯৬, ৮৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ. وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا. فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اشْتَرِيهَا. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৩] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বারীরাহ (নামক দাসী)-কে মুক্ত করার জন্য কিনতে চাইলে তার মনিবরা এই শর্ত আরোপ করতে চাইলো যে, তার উত্তরাধিকার তাদেরই থাকবে। তখন আয়েশা এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বললেন তুমি তাকে কিনে নাও। উত্তরাধিকার তো তারই যে মুক্ত করে। আয়েশা বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিছু গোস্ত আনা হলো। আমি বললাম, এটা বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া গোস্ত। তিনি বললেন, এটা তার জন সদকা বটে কিন্তু আমাদের জন্য উপহার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৫, ২০২, ২৮৮, ২৯০, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮১, ৭৬৩, ৭৯৫, ৭৯৬, ৮১৬, ৯৯৪, ৯৯৯, ১০০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিয়ম অনুযায়ী এ মাসআলার কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। তবে বাবের অধীনে তিনি দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা এটা বুঝে আসে যে, তাঁর মতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদের আজাদকৃত দাস-দাসীদেরকে জাকাত দেয়া জায়েয আছে।

প্রথম হাদীস যা ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তাতে উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রাযি.)-এর আজাদকৃতা বাঁদীকে সদকার বকরী দেওয়া হয়েছিল। আর দ্বিতীয় হাদীসে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর আজাদকৃত দাসী হযরত বারীরাকে সদকার গোশত দেওয়া হয়েছিল। এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেননি; বরং তিনি বলেছেন এটা তো 'বারীরার জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।' এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাদের দাস-দাসীদেরকে সদকা দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।[১৬] তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাস-দাসী ও বনু হাশিমের আজাদকৃত দাস-দাসী? এরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদের আজাদকৃত দাস-দাসীদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদিয়া ও সদকার পার্থক্য : হাদিয়া ও সদকার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সদকার মধ্যে শুরুতেই ছওয়াবের নিয়ত হয় আর হাদিয়ার মধ্যে মূলত অপর ব্যক্তির মন জয় করা উদ্দেশ্য এবং তার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়, যদিও পরিণতিতে এর দ্বারাও ছওয়াব অর্জন হয়।

---

[১৬] (তাকরীরে বুখারীঃ খ. ৪, পৃ. ১০১)

بَاب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৫] যখন সদকা তার প্রকৃতি থেকে পরিবর্তন হয়ে যায়

অর্থাৎ যদি সদকা তার উপযুক্ত অভাবগ্রস্তের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে এমন ব্যক্তির হাতে পড়ে, যার জন্য সদকা খাওয়া জায়েয নেই, তাহলে তার কি হুকুম? উদাহরণতঃ একটি বকরী কোনো অভাবগ্রস্তকে সদকা দেয়া হয়েছে, সে বকরিটি নিয়ে বাড়িতে এসে তা জবাই করেছে। এবং তার গোশত কাউকে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেছে। সুতরাং যেহেতু মালিকানার পরিবর্তন দ্বারা মূলও পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই নেসাবের মালিক ধনী লোকও তা খাওয়া জায়েয হবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ". فَقَالَتْ لاَ. إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ " إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৪] ঃ উম্মে আতিয়া আনসারীয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট গিয়ে বললেন তোমাদের কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? আয়েশা (রাযি.) বললেন না, তবে আপনি সদকাস্বরূপ নুসায়বাকে বকরীর যে গোশত পাঠিয়েছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তা ছাড়া কিছু নেই) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সদকা তার যথাস্থানে পৌছেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ -অংশের সাথে। বুঝা গেল যে, মালিকানা পরিবর্তন হলে মূলও পরিবর্তন হয়ে যায়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৯৪, ২০২, ৩৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ. وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ". وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعَ أَنَسًا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৫] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এমন কিছু গোস্ত আনা হলো যা বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, এটা তার জন্য সদকা বটে কিন্তু আমাদের জন্য উপহার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০২, ৩৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, تبدل ملك [মালিকানা পরিবর্তন হওয়া] দ্বারা تبدل عين [মূলও পরিবর্তন] হয়ে যায়। ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে দুটি হাদীস উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, যখন সদকা তার স্থানে পৌঁছে গেছে, তখন তা হেবা করা ও ক্রয় করা সবই জায়েয। এ ব্যাপারে সকল ইমামগণের মতৈক্য রয়েছে।

بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

পরিচ্ছেদ: [৯৪৬]ধনীদের থেকে সদকা গ্রহণ করা এবং যে কোনো স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৬] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযি.)-কে ইয়ামেন দেশে পাঠান তখন তাঁকে বলেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা কিতাবধারী। সুতরাং তুমি তাদের কাছে পৌঁছে আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, প্রত্যেক দিন-রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে আল্লাহ তাদের ওপর জাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেকো। আর মযলূমের অভিশাপকে ভয় করো, কারণ তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতাই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৭, ১৯৬, ২০২-২০৩, ৩৩১, ৬২৩, ১০৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাতের অর্থ যে কোনো স্থানের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা যাবে। অর্থাৎ এক স্থানের জাকাত অন্যত্র

স্থানান্তর করা যাবে। যেমন ঢাকার অধিবাসীদের জাকাত বাংলাদেশের যে কোনো জেলার অভাবগ্রস্ত/মাদরাসার এতিমদের মাঝে বিতরণ করা যাবে। এটিই ইমাম আবু হানিফা, লাইছ বিন সা'দ প্রমুখের মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার আনুকূল্য করছেন।

باب صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৭] সদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দোয়া প্রসঙ্গে

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ }.

এবং মহান আল্লাহর বাণী: তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ". فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ. فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৭] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) বলেন, কোনো সম্প্রদায় যখন তাদের জাকাত নিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের প্রতি করুণা করো। আমার পিতাও নিজের জাকাত নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আবু আওফার বংশধরের প্রতি দয়া করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারাই জাকাত নিয়ে আসত তাদের জন্য দোয়া করতেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৩, ৫৯৯, ৯৩৭, ৯৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে ইমাম শব্দ উল্লেখ করে আহলে রিদ্দা তথা মুরতাদদের সংশয়কে খণ্ডন করেছেন। কারণ, জাকাত, সদকাদাতাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস নয়; বরং এ হুকুম সকল শাসক ও ইমামদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله: اَللّٰهُمَّ صَلِّ আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন– والمراد من الصلوة الدعاء لان معناها اللغوي ذلك

অর্থাৎ এখানে صلوة দ্বারা শাব্দিক অর্থ দোয়া উদ্দেশ্য। এরপর ইমাম বুখারী (রহ.) صلاة শব্দের পর دعاء উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেন এ ভুল বুঝাবুঝি না হয় যে, দোয়া করার জন্য صل শব্দই নির্দিষ্ট; বরং ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন, যে কোনো শব্দ দ্বারা দোয়া করা যেতে পারে। যেমন اَللّٰهُمَّ اغفر له ইত্যাদি।

باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৮] সাগর থেকে যা সংগৃহিত বস্তু সম্পর্কে

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আম্বর রিকায নয়: বরং তা এমন বস্তু সাগর যা তীরে নিক্ষেপ করে। হাসান বসরী (র.) বলেন, আম্বর ও মোতীর ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিকাযের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করেছেন। (এটা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্তি, উদ্দেশ্য হলো হাসান বসরীর মতকে খণ্ডন করা) আর যা পানিতে পাওয়া যায় তাতে এক-পঞ্চমাংশ নয়।

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ. فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا. فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ. فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ"

লাইছ (রহ.) ... আবু হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার (ধার) চাইলে সে তাকে তা দিল। সে সাগরপথে যাত্রা করল কিন্তু কোনো নৌযান পেল না। তখন একটি কাঠের টুকরা নিয়ে তা ছিদ্র করে এক হাজার দীনার তাতে ভরে তা সাগরে নিক্ষেপ করল। ঋণদাতা সাগর তীরে পৌছে একটি কাঠ (ভেসে আসতে) দেখে তার পরিবারের জন্য লাকড়ি হিসেবে নিয়ে আসল। তারপর (রাবী) পুরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (সবশেষে রয়েছে) কাঠ চিরার পর সে তার প্রাপ্য সম্পদ পেয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৩, ২৭৭, ৩০৬, ৩২৩, ৩২৮, ৩৮১, ৯২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা .য, যে সম্পদ সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয় যেমন মুক্তা, মাছ ইত্যাদি তাতে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে না। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাব দ্বারা জুমহুরের সমর্থন করছেন, এবং হাসান বসরী (রহ.)-এর মতকে খণ্ডন করেছেন যিনি এক-পঞ্চমাংশের প্রবক্তা।

بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

পরিচ্ছেদ: [৯৪৯] রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ

رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ

ইমাম মালেক ও ইবনে ইদরীস (রহ.) (ইমাম শাফেয়ী) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদই রিকায। তার অল্প ও অধিক পরিমাণে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর খনিজ রিকায নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খনিজের ব্যাপারে বলেছেন, তাতে যদি কেউ পড়ে বা কাজ করার সময় মরে যায় তার রক্তপণ নেই। আর রিকাযের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) খনিজ সম্পদের দুইশত টাকা থেকে পাঁচ টাকা (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) গ্রহণ করতেন। হাসান (রহ.) বলেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত ভূমির রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব এবং সন্ধিকৃত ভূমির রিকাযে জাকাত ওয়াজিব। শত্রুর ভূমিতে পড়ে থাকা জিনিস পাওয়া গেলে লোকদের মধ্যে তা ঘোষণা করবে। (হতে পারে তা মুসলমানের) কিন্তু বস্তুটি শত্রুর হলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

কিছু কিছু লোক বলেন, মা'দিন (খনি) রিকাযই। (তার প্রকারবিশেষমাত্র) জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদের ন্যায়। তাঁর যুক্তি হলো, আরবরা বলে أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ তখন বলা হয়, যখন খনি থেকে কিছু উত্তোলন করা হয়। তার জবাব হলো এই যে, কাউকে কিছু দান করলে এবং এতে সে এ দিয়ে প্রচুর লাভবান হলে অথবা কারো প্রচুর ফল উৎপাদিত হলে বলা হয়- أَرْكَزْتُ

এরপর তিনি নিজেই স্ব-বিরোধী কথা বলেন। তিনি বলেন: মা'দিন থেকে উত্তোলিত সম্পদ গোপন রাখায় ও এক-পঞ্চমাংশ না দেওয়ায় কোনো দোষ নেই।

শিরোনামের ব্যাখ্যা

এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে। ১. معدن . كنز . ركاز

১. معدن বলা হয় সোনা-রুপার খনিকে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সোনা-রুপা মাটির নিচে সৃষ্টি করেছেন।

২. كنز বলা হয় পুঁতে রাখা সম্পদকে, যা মানুষ মাটির নিচে পুঁতে রাখে।

৩. ركاز এ শব্দটি نصر বাবে ركز يركز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে, যা জমিনে পোঁতা হয়েছে, স্থাপন করা হয়েছে এমন। তবে এখানে مركوز বা সংরক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত। এর সংজ্ঞায় মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আওযায়ী ও ইরাকের ওলামায়ে কেরামের মতে যা আল্লাহ তাআলা মাটির নিচে সৃষ্টি করেছেন, বা যাকে মানুষ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে, উভয়টির জন্যই ركاز শব্দ ব্যবহার হবে।

২. আইম্মায়ে ছালাছা ও দাউদে যাহেরীর মতে ركاز ঐ সম্পদকে বলা হয় যা জাহিলীযুগে মানুষ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে আইম্মায়ে ছালাছার সমর্থন করেছেন। এ কারণেই তিনি في الركاز الخمس-এর পরে ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর আছার উদ্ধৃত করেছেন যে, ركاز জাহিলীযুগের পুঁতে রাখা সম্পদকে বলা হয়। তা প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বলা হয় যা জমিনে পুঁতে রাখা হয়েছে বা দাফন করা হয়েছে।

৩. ইমাম মালেক ইমাম শাফেয়ী বলেন, ركاز হলো যা জাহিলিযুগের ধন-ভাণ্ডার, যার কমবেশি যা-ই পাবে তার এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর معدن এটি রিকায নয়। وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন اَلْمَعْدِنِ جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ এর বিশ্লেষণ হাদীসে আসছে।

[ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে তার দাবির স্বপক্ষে দলীল পেশ করা। তা এভাবে যে, যদি معدن আর ركاز একই হত তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فِي الركاز الخمس বলতেন না; বরং তিনি وفيه الخمس বলে দিতেন। বুঝা গেল যে, ركاز ও معدن-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এটিই হলো ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য।]

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وفي الركاز الخمس এজন্য বলেছেন যেন خمس-এর হুকুম معدن -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। যদি المعدن جبار وفيه الخمس বলে দিতেন তাহলে সীমাবদ্ধতার সন্দেহ সৃষ্টি হত।

২. তাছাড়া স্বয়ং হাদীসের শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন পরবর্তী হাদীস যা বাবের অধীনে আসছে তাতে আছে– البئر جبار وفي الركاز الخمس সুতরাং যদি فيه বলে দিতেন তাহলে সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, যমীরটি কূপের দিকে ফিরছে। তাই তিনি فيه الخمس বলেননি।

واخذ عمربن عبد العزيز الخ : আর ওমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) খনিজ দ্রব্যের প্রতি দুই শত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম (অর্থাৎ এক চল্লিশতম অংশ নিতেন) এ দ্বারা দলীল এভাবে হতে পারে যে, তিনি খনিজ দ্রব্যে দুইশত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম নিয়েছেন। বুঝা গেল যে, খনিজদ্রব্যে জাকাত হবে; রিকাযের ন্যায় এক পঞ্চমাংশ নয়। যেহেতু রিকাযে সর্বসম্মতিক্রমে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব, উভয়ের বিভিন্নতার দ্বারা বুঝা গেল যে, ركاز ও معدن দুটি ভিন্ন জিনিস।

فيه نظر : এ দলীল প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) معدن থেকে জাকাত যদি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নিয়ে থাকেন, তাহলে এ দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটি তো আমাদের মাযহাবও। কিন্তু যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি তাৎক্ষণিক জাকাত নিয়েছেন তখন আমরা বলব-

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

২.ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) হলেন একজন তাবেয়ী। তার কথা দলিলযোগ্য নয়। কারণ তাবেয়ী ও অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। هم رجال ونحن رجال

وَقَالَ الْحَسَنُ الخ : ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যে ركاز শত্রুরাষ্ট্রে হবে তাতে এক পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে। আর যা নিরাপদ ও শত্রুমুক্ত রাষ্ট্রে পাওয়া যাবে তা হতে এক-চল্লিশাংশ নেওয়া হবে। আর যদি শত্রুর দেশে পতিত জিনিস পাওয়া যায় তার ঘোষণা করতে হবে। যদি এ জিনিসটি মুসলমানের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণতঃ ইসলামি বাহিনী শত্রুরাষ্ট্রে অবস্থান করছে, বা কোনো মুসলিম কাফেলা নিরাপত্তার চুক্তি করে শত্রুরাষ্ট্রে গিয়েছে, তাহলে তো এক বছর পযন্ত তার ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু যদি এটা কাফেরের সম্পদ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : এখান থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) তার প্রতিপক্ষের মাযহাব বর্ণনা করছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তার বিরোধীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে قال بعض الناس শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এটি হলো তন্মধ্য হতে প্রথম স্থান। পূর্ণ বুখারী শরীফে এ শব্দটি ২৪ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে كتاب الحيل-এ।

প্রশ্ন: بعض الناس দ্বারা তার উদ্দেশ্য কে/কারা?

উত্তর: এর দ্বারা তাঁর কি উদ্দেশ্য তা-তো মূলত একমাত্র তিনিই জানেন; তবে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁরই শায়খ ইমামুল আইম্মাহ ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রহ.) (উমদাহ, ফাতহ)

ইবনুত্তীব, কাসতাল্লানী (রহ.) প্রমুখও বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম আবু হানিফা (রহ.); কিন্তু উত্তমরুপে শুনে রাখুন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে যে মাসআলা উত্থাপন করেছেন এটা শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফারই মাযহাব নয়; বরং সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আওযায়ী প্রমুখেরও মাযহাব।

اَلْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ : জাহিলিযুগের প্রোথিত ধন-ভাণ্ডারের ন্যায় মা'দিন আর রিকায একই জিনিস। কেননা, আরবরা খনি থেকে কোনো কিছু বের হওয়ার ক্ষেত্রে বলে– اركز المعدن [খনি থেকে সম্পদ বের হয়েছে।] তার উত্তর এই যে, যদি কাউকে কোনো কিছু হেবা করা হয় বা সে কোনো কিছু উপার্জন করে বা বাগানে অনেক ফল আসে তখন বলা হয় اَرْكَزْتُ (অথচ সর্বসম্মতিক্রমে এটি রিকায নয়)

সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ইমাম বুখারীর এ অভিযোগ ভুল। কারণ, প্রথমতঃ ইমাম বুখারী (রহ.) اركز المعدن-এর এ অর্থ বর্ণনা করেননি, যা তিনি বললেন, আর না তো আরবি বাগধারায় اركز المعدن-এর এ অর্থ করা হয়। বরং اركز المعدن অর্থ হলো খনি রিকাযে পরিণত হয়ে গেছে। কারণ এটি হলো বাবে افعال যার বৈশিষ্ট্য হলো صيرورت;

তাছাড়া এটিও সহীহ নয় যে, কেউ যদি কিছু হেবাস্বরূপ প্রাপ্ত হয় বা প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয় তখন اركزت বলা হয়, একথাটিও সহীহ নয়; বরং আরবরা اركز الرجل তখনই বলে যখন সে রিকায পায়।

ثُمَّ نَاقَضَ : এখান থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) بعض الناس বা কিছু কিছু লোকের বিরুদ্ধে স্ববিরোধিতার অভিযোগ উত্থাপন করছেন যে, উপরে তো তারা এতটাই ব্যপকতা সৃষ্টি করেছে যে, معدن-কে রিকায বানিয়ে দিয়েছে, আবার এও বলছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি খনিজ সম্পদ পেয়ে তা লুকিয়ে রাখে এবং তা থেকে একপঞ্চমাংশ আদায় না করে তাহলেও কোনো দোষ নেই।

মূলতঃ এখানেও ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে ভুল হয়েছে। এবং তিনি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব না বুঝেই খামোখা অভিযোগ করে বসেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রিকায গোপন করা তখনই জায়েয বলেছেন যখন প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই অভাবগ্রস্ত হয়। আর এক-পঞ্চমাংশ হলো বায়তুল মালের জন্য, তাতে রয়েছে সকল মুসলমানের হক, সাথে সাথে ঐ ব্যক্তিরও হক রয়েছে যে তা পেয়ে জমা দিয়েছে। সুতরাং সে যদি নিজের হক রেখে দেয় এবং বায়তুল মালে জমা না দেয় তাহলে দোষের কি আছে? বরং তা জায়েয আছে। কেননা, সে তো নিজের হক-ই নিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্য দণ্ড নেই। কূপের জন্য দণ্ড নেই এবং খনির জন্যও নেই। ভূ-গর্ভস্থ ধন-সম্পদে এক–পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যদি কোনো পশু যেমন- গরু, উট, মহিষ, ইত্যাদি কাউকে আহত করে বা কারো ফসল নষ্ট করে দেয় তাহলে তা ক্ষমার যোগ্য। এবং পশুর মালিকের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। কিন্তু এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন প্রাণীর সঙ্গে রাখাল না থাকবে। আর যদি রাখাল সঙ্গে থাকে এবং একথা প্রমাণিত হয় যে, আঘাত করার ক্ষেত্রে তার ভুল ও অবহেলা দায়ী। তাহলে সে রাখালের উপর এর জরিমানা আসবে। আর এ যুগে মটরগাড়ি বা যানবাহন ইত্যাদির হুকুম ঐটাই যা রাখালসহ প্রাণীর হুকুম।

এক্ষেত্রে হানাফীগণের মতে রাত ও দিনের মধ্যে হুকুমের কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীসের ব্যাপক হুকুম হানাফীগণের মতকে সমর্থন করে। কিন্তু জুমহূর ইমামগণের মতে প্রাণীর আঘাত তখনই ক্ষমাযোগ্য হবে যদি সে দিনের বেলায় কাউকে আঘাত করে থাকে। আর যদি রাতের বেলায় আঘাত করে তাহলে মালিকের উপর তার ক্ষতিপূরণ আসবে। যদি মালিক প্রাণীর সঙ্গে নাও থাকে। কেননা রাতের বেলায় প্রাণীকে বেঁধে রাখা হচ্ছে মালিকের দায়িত্ব।

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কূপে পড়ে মারা যায় বা আঘাত পায় তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে সে কূপ তার নিজস্ব মালিকানাভুক্ত জমিনে হতে হবে। (অথবা অন্যের জমিনে মালিকের অনুমতিতে খোদাই করেছে, অথবা রাস্তা থেকে দূরে ময়দান ইত্যাদিতে এমন ভূমিতে কূপ খনন করেছে যা কারো মালিকানাধীন নয়।

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ: এখানে ركاز শব্দটি مركوز অর্থে, যার অর্থ সংরক্ষিত। আর তা প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বলা হয় যা জমিনে পুঁতে রাখা হয়েছে বা দাফন করা হয়েছে। এখানে সবার মতে দাফনকৃত সম্পদ উদ্দেশ্য।

এর বিশ্লেষণ এই যে, ভূগর্ভ হতে উত্তোলিত সম্পদ দুই প্রকার।

এক. যা আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে ভূগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যেমন সোনা, রুপা, লোহা, তামা ইত্যাদি। এগুলিকে معدن বলা হয়।

দুই. যে সম্পদ কোনো মানুষ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে, যাকে كنز বলা হয়। তা আবার দুই প্রকার। এক. জাহিলি যুগের পুঁতে রাখা সম্পদ, যার উপর জাহিলিযুগের কোনো আলামত থাকে। যেমন মূর্তি ইত্যাদির নকশা। তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গনিমতের হুকুমে হবে। এবং তাতে এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে।

দুই. ইসলামি যুগের তথা মুসলমানদের পুঁতে রাখা সম্পদ, যার উপর ইসলামি নিদর্শন থাকে, উদাহরণতঃ কালেমায়ে তাওহীদ খোদাই করা থাকে, বা মক্কা-মদিনা ইত্যাদির নকশা থাকে তাহলে তা লুকতা বা পড়ে পাওয়া জিনিসের হুকুমে হবে। যার জন্য ঘোষণা করতে হবে।

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৩, ৩১৭, ১০২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

পরিচ্ছেদ: [৯৫০] মহান আল্লাহর বাণী: এবং যেসব কর্মচারী জাকাত উসূল করে এবং জাকাত উসূলকারীর ইমামের নিকট হিসাব প্রদান প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪১৯] ঃ হযরত আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী সুলাইমের কাছ থেকে জাকাত আদায় করার জন্য আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে ফিরে এলে তিনি তার কাছ থেকে হিসেবে নিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২৬, ৩৫৩, ৯৮১, ১০৩৩, ১০৬৪, ১০৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তাও জাকাতের খাতসমূহের একটি। তবে প্রশাসকের কর্তব্য হলো ঐ কর্মকর্তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা, যেন তারা গড়বড় করতে না পারে। যেমন তারা জাকাত উসূল করে ফিরে এসে কোনো জিনিস সম্পর্কে বলতে লাগল যে এটা আমি হাদিয়া পেয়েছি।

হিশাম ইবনে ওরওয়া (রহ.) : তাঁর নাম হিশাম ইবনে ওরওয়া ইবনে যোবায়ের ইবনে আওয়াম আসাদী কুরাইশী মাদানী। তাঁর উপনাম আবু মুনযির। তিনি মদিনার প্রসিদ্ধ তাবেয়ীদের একজন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের ও ইবনে ওমর (রাযি.)-এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর কাছ থেকেও বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালেক, ইবনে আনাস ও ইবনে উয়াইনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৬১ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৬ হিজরীতে বাগদাদেই ইহকাল ত্যাগ করেন।[১৭]

باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

পরিচ্ছেদ: [৯৫১] জাকাতের উট ও তার দুধ মুসাফিরের প্রয়োজনে ব্যবহার করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ. فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ. فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ. تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

---

[১৭] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ: ২৭৭]

হাদীসের অনুবাদ [১৪২০] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এলে সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না (ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জাকাতলব্ধ উটের কাছে যেতে এবং ঐ উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে অনুমতি দিলেন। সুস্থ হবার পর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য লোক পাঠালে তারা তাদেরকে ধরে আনলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে গরম শলাকা বিদ্ধ করালেন। তারপর তাদেরকে কাঁকরময় স্থানে ফেলে রাখলেন। তারা যন্ত্রণায় ও ক্ষুৎ-পিপাসায়-পাথর চিবাতে থাকে। আবু কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ প্রমুখ রাবী আনাস (রাযি.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৬, ২০৩, ৪২৩, ৬০২, ৬৬৩, ৮৪৮, ৮৫২, ১০০৫ (চারবার), ১০১৯ পৃষ্ঠায়, তাছাড়া মুসলিম ছানী ৫৭, আবু দাউদ ছানী ৬০০ তিরমিযী আউয়াল ১১ পৃষ্ঠায় এবং নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين -এর অধীনে জাকাতের খাতসমূহ বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ীদের মতে জাকাত এ আট প্রকারের মধ্যে ব্যয় করা আবশ্যক। আইম্মায়ে ছালাছা ও জুমহুরের মতে এটা আবশ্যক নয় যে, সকলের মধ্যেই তা ব্যয় করতে হবে; বরং এদের মধ্য হতে কাউকে দিলেই চলবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহুরের সমর্থন করেছেন যে, উপরিউক্ত আট প্রকারের মধ্যে যে কাউকে দিলেই চলবে। যেমন বাবের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাল ও উরাইনা গোত্রের লোকদেরকে জাকাতের উট ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) যদিও উল্লেখ করেননি যে, ماكول اللحم প্রাণীর মল-মূত্র পাক কি নাপাক? কিন্তু বাবের অধীনে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.)-এর যে আমল এবং এর পরে যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার মতে ماكول اللحم প্রাণীর মল-মূত্র পবিত্র। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি মালেকীদের সমর্থন করেছেন।

মাযহাবের বিবরণ ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং জমহুরের মতে সমস্ত পশুর মল-মূত্র-পায়খানা নাপাক– চাই তার গোস্ত আহার্য হোক কিংবা না হোক।

২. ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) এর এক উক্তি অনুযায়ী ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব পবিত্র। ইহাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর মত। বরং ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে সেগুলোর পায়খানাও পবিত্র।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর প্রথম দলীল ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এর সর্বপ্রথম দলীল হল হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.)-এর আমল। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) দারুল বারিদে নামায আদায় করেছেন যেখানে গোবর ছিল। এ অর্থ তখন হবে যখন السرقين শব্দটিকে যের দিয়ে পড়া হবে। অর্থাৎ তিনি দারুল বারীদ এবং গোবরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা গোবরের পবিত্রতা প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার। কারণ তখন অর্থ হবে আবু মুসা (রাযি.) গোবরে নামায পড়েছেন।' কারণ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ظرفيت

এর মধ্যে অনেক ব্যাপকতা থাকে। তাই এমন হতে পারে যে, গোবর নিকটে ছিল। আর নিকটে থাকাটাকেই গোবরের মধ্যে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কোন চাটাই বা কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেছেন। কাজেই এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ আমল দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। আর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী কথা হল, فى البريد و السرقين শুধুমাত্র কাছাকাছি হওয়ার ভিত্তিতে বলা হয়েছে। সরাসরি গোবরের উপর নামায পড়া উদ্দেশ্য নয়। আর যদি السرقين কে পেশ দিয়ে পড়া হয় যেমনটা উমদাতুল কারী ইত্যাদির রেওয়ায়েতে রয়েছে আর এ পেশবিশিষ্ট রেওয়ায়েতটিই অগ্রগণ্য তা হলে অর্থ হবে 'হযরত আবু মুসা (রাযি.) নামায পড়েছেন এমতাবস্থায় যে, তার নিকটে গোবর এবং মাঠ ছিল।'

তাদের দ্বিতীয় দলীল ঃ প্রস্রাবের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তাদের দ্বিতীয় দলীল হল উরাইনিনদের হাদীস যা ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উকাল এবং উরাইনা গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। ঘটনার পুরো বিবরণের জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৪ পৃষ্ঠা হতে ২৫৫ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

তারা দলীল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পেশাব খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হাদীসে রয়েছে- فامرهم النبى صلى الله عليه و سلم بلقاح و ان يشربوا من أبوالها الخ। তাই বুঝা গেল ماكول اللحم পেশাব পবিত্র।

উত্তর ঃ এর দ্বারা সাধারণ অবস্থার উপর দলীল দেয়া যাবে না। কারণ فامرهم النبى الخ এর পূর্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। সেখানে রয়েছে- فاجتووا المدينة (অর্থাৎ তারা মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়ল।) তাই বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঔষধ হিসেবে পেশাব পান করতে বলেছেন। তাই এর দ্বারা অপ্রয়োজনের সময় তা পবিত্র হওয়ার উপর দলীল দেয়া যাবে না। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- و الجواب المقنع فى ذالك انه عليه السلام عرف بطريق الوحى الخ অর্থাৎ সন্তোষজনক উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে তাদের চিকিৎসা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করানো হবে। এ ছাড়া তাদের সুস্থতা এবং বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ অনুমতি অপারগতার সময় জান বাঁচানোর জন্য মৃতের গোশত এবং মদ পানের অনুমতির মতই।

বর্তমান যুগেও যদি কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার এ নির্দেশ দেয় যে, এ নাপাক খাওয়ানো ব্যতীত এ জঘন্য রোগ হতে মুক্তির আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই তবে নিঃসন্দেহে আজও জায়েয হবে।

এর দ্বারা পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা মোটেই ঠিক হবে না।

কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, استنزهوا من البول দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

জমহূর এবং হানাফীদের দলিল ঃ এর জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ডের ১৫২ এবং ১৫৩ নং বাব দ্রষ্টব্য।

مثله এর উপর প্রশ্ন এবং উত্তর ঃ এর জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পেশাবের পবিত্রতা প্রবক্তাদের তৃতীয় দলিল ঃ বাবের দ্বিতীয় হাদীস-রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের পূর্বে বকরীর ঘরে নামায আদায় করতেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন স্থানে বকরীর মল-মূত্র থেকেই থাকে। তাই বুঝা গেল, বকরীর মল-মূত্র পবিত্র। তা না হলে কী করে সেখানে নামায শুদ্ধ হল।

উত্তর ঃ যদি ছাগলের ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দ্বারা তার মল-মূত্র পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা হয় তা হলে উটের মল-মূত্র নাপাক হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ উটের আস্তানায় নামায পড়া হতে নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, ছাগলের ঘরে নামায পড়ার অনুমতি এবং উটের আস্তানায় নামায পড়া থেকে নিষেধ করার কারণ পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা নয়। বরং মূল কারণ হল, বকরী সাধারণত: সাদাসিধে ও অক্ষতিকর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উট কখনো কখনো হিংস্রপ্রাণীর মত বিপদজনক হয়ে থাকে।

আল্লামা আইনী (রহ.) ছাগলের ঘরে নামায পড়া এবং উটের আস্তানায় নামায না পড়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস সংকলন করেছেন যা দ্বারা উভয়ের পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. عن ابي زرعة مرفوعا الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها و صلوا في مرابضها অর্থাৎ, 'বকরী জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলোর শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে দিও এবং তাদের ঘরে নামায পড়ো।'

২. عند البزار في مسنده و احسنوا اليها و اميطوا عنها الاذى অর্থাৎ, 'ছাগলের সাথে ভাল আচরণ কর (আদর কর) এবং সেগুলোর নিকট হতে ময়লা-আবর্জনা দূর করে দাও।'

৩. وفي حديث عبد الله بن مغفل رض صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الابل فانها خلقت من الشياطين قال البيهقي كذا رواه جماعة অর্থাৎ, 'ছাগলের ঘরে নামায পড়ো। কিন্তু উটের আস্তানায় নামায পড়ো না। কারণ তাকে শয়তান হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

৪. আরেকটি হাদীসে রয়েছে–

اذا ادركتم الصلوة و انتم في مراح الغنم فصلوا فيها فانها سكينة و بركة و اذا ادركتكم الصلوة و انتم في اعطان الابل فاخرجوا منها فانها جن خلقت من الجن الا ترى اذا نفرت كيف تشمع انفها

অর্থাৎ, 'তোমরা বকরীর আস্তানায় থাকা অবস্থায় যদি নামাযের সময় হয় তা হলে সেখানেই নামায পড়ে নাও। কারণ তা স্থিরতা এবং বরকত। আর যদি উটের আস্তানায় থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে পড়ে তা হলে সেখান থেকে বের হয়ে নামায পড়। কারণ তা হল জীন এবং তাদের সৃষ্টি জীন হতে। তোমরা কি দেখ না যে, সেটি যদি বিগড়ে যায় তা হলে নাক চড়ায়।' অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে উঠে।

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর এক হাদীসে রয়েছে–

احسن الى غنمك و اطب مراحها و صل في ناحيتها فانها من دواب الجنة

অর্থাৎ, 'তোমরা ছাগলের সাথে ভাল আচরণ কর, তার নিবাস পরিষ্কার রাখ এবং তার প্রান্তে নামায পড়। কারণ তা জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত।'

এ হাদীস দ্বারা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ছাগলের নিবাসে নামায পড়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার মল-মূত্র যেখানে সেখানে নামায পড়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রান্তে পড়।

بَاب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

পরিচ্ছেদ: [৯৫২] ইমাম নিজ হাতে জাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ . فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২১] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আমি একদিন সকালে শিশু আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম যেন তিনি খুর্মা চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেন। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে তাঁর হাতে পশু দাগানোর একটি লৌহযন্ত্র রয়েছে। তা দিয়ে তিনি জাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪, ৮২২, ৮৩১, ৮৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তারতম্যের জন্য জাকাতের জন্তুর গায়ে দাগ দেওয়া জায়েয আছে। যেমন বকরির কানে ও উটের গায়ে লোহা গরম করে প্রয়োজনবশত দাগ দেওয়া জায়েয আছে। যেমনটি বাবের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম নববী মুসলিম শরীফের শরাহগ্রন্থে লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে পশুকে দাগানোকে মাকরূহ। لانه تعذيب ومثله

তেমনিভাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও ফতহুল বারীতে এ কথাই লিখেছেন। কিন্তু আল্লামা আইনী তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন যে, হানাফীদের মতে প্রয়োজনে পশুর শরীরে দাগ দেওয়া মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। কারণ, এর দ্বারা পশুদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয়। তবে বিনা প্রয়োজনে দাগানো মাকরূহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ: [৯৫৩] ফিতরা ফরয হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

আবুল আলিয়া, আতা ও ইবনে সিরীন (রহ.) সদকাতুল ফিতরকে ফরয মনে করতেন

এখানে فريضة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাব্দিক অর্থ। অর্থাৎ নির্ধারিত অযিফা। কেননা, কোনো আমল ফরয হওয়ার জন্য অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। আর সদকাতুল ফিতরের বিধান প্রমাণিত হয়েছে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা।

যোগসূত্র: ইমাম বুখারী (রহ.) অর্থগত জাকাতের আলোচনা থেকে মুক্ত হওয়ার পর জাকাতের অপর প্রকার শারিরীক জাকাত তথা সদকাতুল ফিতরের আলোচনা শুরু করছেন।

উৎস: ইবনে কুতাইবা বলেন সাদকাতুল ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صدقة النفوس তথা মাথাপিছু সদকা, এটি নির্গত হয়েছে الفطرة থেকে। (উমদাহ)

الفطر: এ শব্দটি فطرة থেকে উদগত হয়েছে। অর্থাৎ মানব স্বভাব; صدقة-এর ইযাফত فطرة-এর দিকে করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইফতার। সুতরাং এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে; কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রমজানের শেষ দিনের ইফতার। যেমন হাম্বলীগণ বলেন। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ ইফতার হলো রমজানের শুরু থেকে; বরং ইফতারের ঐ সময় উদ্দেশ্য যা এক মাস পরে হচ্ছে। অর্থাৎ ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময়। এটি হলো ইমাম আবু হানিফা, লাইছ ও শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রথম মাজহাব। – ফাতহুল বারী

এ মতবিরোধের ফলাফল এভাবে প্রকাশিত হবে যে, এক ব্যক্তি ঈদের রাতে মারা গেল, তাহলে হাম্বলীগণের মতে তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেননা রমজানের শেষ সময় সে পেয়েছে। তাই তার সদকাতুল ফিতর দিতে হবে। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। কেননা, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা ঈদের দিনের সুবহে সাদিক তো এখনো আসেনি। তেমনিভাবে যদি কোনো সন্তান ঈদুল ফিতরের রাত্রে জন্মগ্রহণ করে তাহলে হানাফীগণের মতে তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা হবে। আর হাম্বলীগণের মতে আদায় করতে হবে না। কেননা, সে জন্মগ্রহণ করেছে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার পরে।

সদকাতুল ফিতর কখন ফরয হয়েছে? দ্বিতীয় হিজরীতে, যে বছর শা'বান মাসে রমজানের রোযা ফরয হয়েছিল।

ফিতরার হুকুম: ওলামায়ে কেরাম এ নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন যে, সদকায়ে ফিতির কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত নাকি একটি মোস্তাহাব ও ভালো কাজ?

১. হানাফীদের মতে তা ওয়াজিব।

২. আইম্মায়ে ছালাছা অর্থাৎ শাফেয়ী (রহ.), মালেক (রহ.) ও আহমদ (রহ.)-এর মতে তা ফরয।

৩. আশহাব মালেকী এবং ইবনে লুব্বান শাফেয়ী-এর মতে তা সুন্নত।

৪. আবু বকর বিন কায়সান এবং ইবনে উলাইয়্যার মতে এটি একটি উত্তম কাজ। এক সময় ওয়াজিব ছিল পরে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

তাদের দলীল হলো-

حديث قيس بن سعد امرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكوة فلما نزلت الزكوة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

তবে এ হাদীস দ্বারা নসখের দলীল দেওয়া সহীহ নয়। কারণ, نزول فرض لا يدل علي سقوط اخر

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের একজন রাবী মাজহূল।

উপকারিতা: আইম্মায়ে ছালাছাহ যদিও সদকাতুল ফিতরকে ফরয বলেন, কিন্তু তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলেন না। কারণ, তাদের মতেও ফরয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فرض غير قطعي; হানাফীরা তাকে ওয়াজিব বলেন। হানাফিদের মতে ফরয কখনও غير قطعي হয় না। সুতরাং মূলত এটি একটি শব্দগত মতপার্থক্য।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য: এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, সদকাতুল ফিতর হলো ফরয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ. وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى. وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২২] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম দাস ও স্বাধীন লোক, নর-নারী, বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর রোযার ফিতরা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের নামাযে যাবার পূর্বেই) যেন তা আদায় করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفطر -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪, ২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য শিরোনাম দ্বারা-ই স্পষ্ট বুঝে আসছে। তাহলো সদকাতুল ফিতর ফরয। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ইমামত্রয়ের মাযহাবের সমর্থন করছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

زَكَاةَ الْفِطْرِ : এখানে জাকাতুল ফিতর দ্বারা সদকাতুল ফিতর উদ্দেশ্য। যেমনটি ইবনে ওমর (রাযি.)-এর এই হাদীসই ২০৫ পৃষ্ঠায় আসছে। সেখানে আছে فرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر او قال رمضان

সদকাতুল ফিতরের একাধিক নাম রয়েছে। যথা- صدقة الفطر . زكوة الفطر . زكوة رمضان . زكوة الصوم

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ: এ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম দাউদে যাহেরীর মতে সদকাতুল ফিতর খেজুর ও যবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যা এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. চার ইমাম ও জমহুরের মতে এ দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের দলীল হলো ঐ সমস্ত হাদীস যাতে এতদুভয় ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের কথাও উল্লেখ হয়েছে।

আইম্মায়ে ছালাছার মতে গম কিংবা যব বা খেজুর অথবা কিসমিস যাই দেওয়া হোক সর্বাবস্থায় সদকায়ে ফিতিরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু এক সা' পরিমাণ ওয়াজিব হয়।

এরই বিপরীত ইমাম আবূ হানীফার মতে গম হলে আধা সা' এবং অন্যান্য প্রকার হলে এক সা' ওয়াজিব হয়।

আইম্মায়ে ছালাছার দলীল হলো হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর হাদীস; যা এই পৃষ্ঠারই শেষে আসছে।

হানাফীদের দলিল নিম্নরূপ-

১. ইমাম ত্বাহাবী শরহে মাআনীল আছারে হযরত ছা'লাবা বিন আবী সায়ীর عن ابيه সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হলো-

ادوا زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير . او نصف صاع من بر اوقال قمح عن كل انسان.

এ হাদীস থেকে হানাফীগণের মাযহাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়-

২. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.)-এর হাদীস-

قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدين من قمح.

এ উভয় হাদীস দ্বারা হানাফীদের মাযহাব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়।

৩. তিরমিযী শরীফে আছে-

৪عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده সূত্রে হাদীসবর্ণিত আছে-

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة علي كل مسلم ذكر او انثي حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او سواه من طعام (ترمذي اول)

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষককে মক্কার অলিতে গলিতে এ ঘোষণা সহকারে পাঠিয়েছেন যে, জেনে রাখ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, স্বাধীন-দাস, ছোট-বড় সবার উপর সদকা ফিতর ওয়াজিব। গম হলে দুই মুদ অথবা অন্যকোনো খাবার হলে এক সা'।'

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ত্বহাবী শরীফ দেখে নিন।

বাকী রইল হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর হাদীসের জবাব; তা এভাবে যে, এ হাদীসে যে طعام শব্দ এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য গম নয়; বরং যব। যেমনটি আবু সাঈদ খুদরীরই অপর হাদীসে আছে-

كان طعامنا الشعير و الزبيب وغيره

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

পরিচ্ছেদ: [৯৫৪] মুসলিমদের গোলাম ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৩] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন, গোলাম প্রত্যেকের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ عَبْدٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, অমুসলিম গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মালিকের উপর আবশ্যক নয়। যা তিনি من المسلمين শব্দ বৃদ্ধি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি আইম্মায়ে ছালাছার মাযহাবের আনুকূল্য করছেন।

হানাফীদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হবে যে- من المسلمين শব্দটি যা হাদীসে আছে তা موالي-এর জন্য প্রযোজ্য হবে; عبد-এর সাথে নয়। অর্থাৎ মনিব ও অভিভাবক যদি মুসলমান হয় তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে; নতুবা নয়।

بَاب صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

পরিচ্ছেদ: [৯৫৫] সদকাতুল ফিতর হলো এক সা' পরিমাণ যব

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৪] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আমরা সাদকায়ে ফিতর বাবদ এক সা' যব দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকাতুল ফিতরের মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে, যব বা খেজুর যা ইচ্ছা তার এক সা' দিতে পারবে।

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

পরিচ্ছেদঃ [৯৫৬] সদকাতুল ফিতর খাদ্য দিলে এক সা' দেওয়া প্রসঙ্গে

গমের পরিমাণ সম্পর্কিত মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হানাফীদের নিকট গম অর্ধ সা', আর জুমহুরের নিকট গমও এক সা' দিতে হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৫] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর যুগে সদকায়ে ফিতর বাবদ মাথাপিছু এক সা' পরিমাণ খাবার আটা অথবা এক সা' যব বা এক সা' খেজুর বা এক সা' পনির বা এক সা' কিসমিস দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَاعًا مِنْ طَعَامٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এর যেকোনোটি দেওয়ার অধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র গম দিলে অর্ধ সা' দিবে। আর খেজুর, যব ইত্যাদি দিলে এক সা' দিবে।

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

পরিচ্ছেদঃ [৯৫৭] সদকাতুল ফিতর খেজুর দিলে এক সা' দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৬] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর বা এক সা' যব দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বলেন, পরবর্তী সময়ে লোকজন আমীরে মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা তার স্থলে দুই 'মুদ্দ' গম নির্ধারিত করেছেন। (এক সের সাড়ে তের ছটাক হলো এক মুদ্দ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَاعًا مِنْ تَمْرٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকাতুল ফিতর খেজুর দিলে এক সা' দিতে হবে। এবং এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্যও নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মতপার্থক্য শুধুমাত্র গমের ব্যাপারে। আমাদের মতে অর্ধ-সা'; আর ইমামত্রয়ের মতে পূর্ণ এক সা'। মূলতঃ নববীযুগে যেহেতু গম খুবই কম ছিল, যেমনটি অধিকাংশ রেওয়ায়েতে আছে طعامنا يومئذٍ الشعير – মুসলিম। তাই طعام দ্বারা তখন যব উদ্দেশ্য হতো।

فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ : হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, অতঃপর লোকেরা অর্ধ-সা' এর মোকাবেলায় দুই মুদ্দ গম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আমিরে মুয়াবিয়া (রাযি.)। তাঁর যুগে মদিনায় গমের পর্যাপ্ত আমদানি হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই তাদের পরিভাষায় طعام দ্বারা গম উদ্দেশ্য হয়ে যায়। কিন্তু নববীযুগে طعام দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যব ইত্যাদি।

بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

পরিচ্ছেদ: [৯৫৮] সদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ কিসমিস দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৭] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা ফিতরা বাবদ মাথা পিছু এক সা' খাবার গম বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়ার যুগে যখন গম আমদানি হলো তখন তিনি বললেন, আমার মতে গমের এক 'মুদ্দ' অন্য জিনিসের দুই মুদ্দের সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কিসমিস দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করলে পূর্ণ এক সা' দিতে হবে। এটিই জুমহূরের মত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর হাদীসে طعام শব্দ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এক সা' খাদ্য ফিতরা দিতাম। হানাফিরা বলেন যে, এর দ্বারা গম উদ্দেশ্য নয়; বরং যব, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদি উদ্দেশ্য। কারণ, এর দ্বারা গম উদ্দেশ্য নেওয়া হলে বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) তো অর্ধ-সা' করে দিয়েছেন, তখন প্রশ্ন হবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে নির্ধারিত বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছেন, অথচ সাহাবায়ে কেরাম নীরব ছিলেন এমটা সম্ভব নয়, তাই অবশ্যই এর দ্বারা গম ব্যতীত অন্যান্য জিনিস উদ্দেশ্য নিতে হবে। তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী বলেন- وكان طعامنا الشعير و الزبيب والاقط والتمر

বুঝা গেল নববীযুগে طعام দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল গম ব্যতীত অন্যান্য জিনিস।

তবে আবু সাঈদ খুদরী (রহ.) কথা বলেছেন যে আমি এক সা'-ই দিতে থাকব, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দিতাম' তার জবাব হলো সাহাবায়ে কেরাম নফল হিসেবে যদি কিছু দেন বা নেসাবের অতিরিক্ত কিছু দেন তাহলে এতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

পরিচ্ছেদ: [৯৫৯] ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৮] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪২৯] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঈদুল ফিতরের দিন আমরা ফিতরা বাবদ (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করতাম। আবু সাঈদ খদুরী বলেন, তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিসমিস পনির ও খুরমা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَوْمَ الْفِطْرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সম্ভবত জুমহুরের মত সমর্থন করা। তাহলো ঈদের নামাযে যাবার আগেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব।

قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ : ইমাম চতুষ্টয়ের এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, ঈদের নামায আদায় করতে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। মাআলিমুস সুনানে রয়েছে, এটাই সাধারণ ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

পরিচ্ছেদ: [৯৬০] স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

ইমাম যুহরী বলেন, (বাণিজ্যপণ্য হিসেবে) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের জাকাত দিতে হবে এবং তাদের সদকাতুল ফিতরও আদায় করতে হবে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُعْطِي التَّمْرَ. فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنى يعنى بنى نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء

হাদীসের অনুবাদ [১৪৩০] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নর-নারী এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর অথবা বলেছেন রোযার ফিতরা (রাবীর সন্দেহ) এক সা' খেজুর বা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে লোকজন আধা সা' গমকে এক (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছে। ইবনে ওমর সবসময় খেজুর প্রদান করতেন। একবার মদিনাবাসীর কাছে খেজুরের অভাব দেখা দিলে তিনি যব প্রদান করতেন। ইবনে ওমর (রাযি.) ছোট বড় সবার ফিতরা প্রদান করতেন। রাবী নাফে বলেন, এমনকি আমার ছেলেদের ফিতরাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইবনে ওমর ওদেরকেই ফিতরা প্রদান করতেন যারা তা গ্রহণ করতো এবং সাহাবায়ে কেরাম ঈদুল ফিতরের এক বা দুইদিন পূর্বেই আদায়কারীর কাছে ফিতরা জমা দিতেন।

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, হাদীসে 'বানিয়্যি' শব্দ দ্বারা নাফে'র ছেলেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আদায়কারীর কাছে ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকাতুল ফিতর স্বাধীন-দাস সকলের উপর ওয়াজিব। অর্থাৎ সকলের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন: বাহ্যতঃ এখানে বাব পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কারণ, মাত্র পাঁচ বাব পূর্বে এরকমই বাব অতিবাহিত হয়েছে।

উত্তর: পূর্বের বাব দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল এটা বর্ণনা করা যে, সদকাতুল ফিতর কেবলমাত্র মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে; কাফেরদের পক্ষ থেকে নয়। আর এ বাবে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, সদকাতুল ফিতর স্বাধীন-দাস সকলের উপর আবশ্যক, অর্থাৎ এটি ব্যাপক।

২. এ বাব দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, গোলাম ও মালিকের মধ্য হতে সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিব এবং কে আদায় করবে? ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব এটিই মনে হচ্ছে যে, ওয়াজিব তো গোলামের উপরই, তবে আদায় করবে মালিক। ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

পরিচ্ছেদ: [৯৬১] অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

قال ابو عمرو ورأى عُمَرُ و عَلِي و ابنُ عمر وجابر و عائشة وطاؤس وعطاء وابن سيرين اَنْ يُزَكِّي مالُ الْيَتِيم وقال الزهري يزكي مال المجنون

আবু আমর (রহ.) বলেন, ওমর, আলী, ইবনে ওমর, জাবির, আয়েশা (রাযি.) তাউস, আতা ও ইবনে সীরীন (রহ.) এতিমের সম্পদ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুহরী (রহ.) বলেন, পাগলের সম্পদ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করা হবে।

শিরোনামের ব্যাখ্যা: এতিম ও পাগল যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় হয় তাহলে তার অভিভাবকের উপর ওয়াজিব হবে তার পক্ষ থেকে তার সম্পদ থেকে ফিতরা আদায় করবে। পাগল যদি মালেকে নেসাব না হয় তাহলে পিতার উপর তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

يزكي দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকাতুল ফিতর। জাকাত উদ্দেশ্য নয়। কেননা জাকাত ফরয হওয়ার জন্য আকেল-বালেগ হওয়া শর্ত। আর সদকাতুল ফিতরের জন্য আকেল-বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৪৩১] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ : বয়স্ক ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে। শিশু যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক তারই সম্পদ থেকে আদায় করে দিবে। আর যদি সে সম্পদশালী না হয় তাহলে তার পিতার উপর ওয়াজিব হবে তার পক্ষ থেকে আদায় কওে দেয়া।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সদকাতুল ফিতর ছোট-বড় সকলের উপর ওয়াজিব।

كتاب المناسك
হজ অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المناسك : এটি হলো উসাইলির নুসখা। আমাদের ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও বার্মার নুসখায় এভাবেই প্রচলিত আছে। তাছাড়া আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহতে এভাবেই আছে। মুসলিম ও ত্বাহাবীতে আছে كتاب مناسك الحج

অন্য রেওয়ায়েত হলো كتاب الحج যেমন মুসলিম তিরমিযী ইত্যাদিতে ابواب الحج রয়েছে। বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ যেমন উমদাতুল কারী, ফতহুল বারী, ইরশাদুস সারী ইত্যাদিতেও كتاب الحج-ই রয়েছে।

مناسك শব্দটি **منسك**-এর বহুবচন। এটি হলো মাসদারে মীমী আবার যরফে মাকান এবং যরফে যামানও হতে পারে। نسك ينسك বাবে نصر ينصر অর্থ আবেদ ও দুনিয়াত্যাগী হওয়া; ناسك অর্থ আবেদ।

حج : حَج শব্দটি ح বর্ণে যের ও যবর উভয়ভাবেই আসে। যেমন কুরআনে আছে- ولله علي الناس حِج البيت (সূরা : আলে ইমরান)

حج-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ: حج-এর শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা; সংকল্প করা; অভিমুখী হওয়া; সম্মানিত জিনিসের দিকে যাওয়ার বেশি বেশি ইচ্ছা করা।

পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায় হজ বলা হয়- زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص সুনির্দিষ্ট কতগুলো আমলসহ বায়তুল্লাহর যিয়ারতের ইচ্ছা করা। অথবা বলা যায়- قصد الي زيارة البيت الحرام علي وجه التعظيم بأفعال مخصوصة - ওমদাতুল কারী

হজ কখন ফরয হয়:

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরিতে ফরয হয়েছে। যখন وَاَتِمُّوا الحَجَّ والعُمرَةَ لله আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লামা নববী ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর মতে এটিই জুমহূরের উক্তি; তবে এ আয়াতে হজ সম্পাদন বা পূর্ণকরণের নির্দেশ রয়েছে। এ দ্বারা হজ ফরয হওয়ার বিধান প্রমাণিত নয়। যদি এ আয়াত দ্বারা হজ ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় তাহলে ওমরাও ফরয হওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয়তঃ এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ম হিজরিতে হজ করেছেন। সুতরাং যদি হজ ৬ষ্ঠ হিজরিতে ফরয হয়ে থাকে, তাহলে হজ সম্পাদনে এত বিলম্ব করাটা অযৌক্তিক ছিল। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরির পরও মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেছেন, এবং

ওমরা আদায় করেছেন; কিন্তু হজ আদায় করেননি। যদি তখন হজ ফরয হয়ে থাকত, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভবপর ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা তো আদায় করেছেন, যা ফরয নয়; অথচ হজ্জ যা ফরয তা আদায় করেননি? তাই মুহাক্কিকগণের মত এবং নির্ভরযোগ্য উক্তি যে, হজ ফরয হয়েছে ৯ম হিজরিতে, যখন সূরা আলে ইমরানের আয়াত ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারী ৮ম খণ্ডের حجة الوداع এর আলোচনা মুতালাআ করে নিন।

হজ্জ ও উমরার ফযিলত

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এক উমরাহ্ অপর উমরাহ্ পর্যন্ত মাঝের সময়ের জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ (অর্থাৎ এক উমরাহর পর যে সকল সগীরা গুনাহ হয়, পরবর্তী উমরাহর দ্বারা মাফ হয়ে যায়।) আর হজ্জে মাবরূর (যে হজ্জে কোনরূপ পাপাচার সংঘটিত হয়নি, আর তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ জন্মে)-এর পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। (ইবনে মাজাহ, হা. ২৮৮, মুসলিম ১/৪৩৬)

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– য ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হজের সময় অশালীন কথাবার্তা কাজকর্ম করেনি, সে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করব যেমন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) প্রসব করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ২৮৮৯, বুখারী, হা. ১৪২৪)

রমযানে উমরাহ করার ফযিলত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– রমযানে একটি উমরাহ করলে আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতুল্য সওয়াব হয়। (বুখারী ১/২৫১, মুসলিম ১/৪০৯)

যাদের উপর হজ্জ ফরজ

যারা হজের সকল খরচ, তথা মক্কা শরীফে যাওয়া আসার ব্যয় এবং নিজে অনুপস্থিত থাকাবস্থায় সংসারের খরচ বহনে সামর্থ রাখে, শারীরিক দিক থেকে সক্ষম, পুর্ণবয়স্ক, জ্ঞানী এমন মুসলমানের উপর একবার হজ্জ পালন করা ফরজ। (ফিকহুল মুয়াছ্ছার)

হজের ফরজ ৩টি

১. ইহরাম বাঁধা।

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

বিঃদ্রঃ উল্লিখিত ৩টি ফরজসমূহের কোন একটি আদায় না করলে হজ্জ আদায় হবে না।

হজের ওয়াজিব ৬টি

১. মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

২. মিনায় শয়তানসমূহের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৩. হজ্জে "ক্বিরান বা তামাত্তু" পালনকারীদের জন্য কুরবানি করা।

৪. সায়ী করা (অর্থাৎ সাফা মারওয়ায় ৭ বার দৌড়ানো)।

৫. ইহরাম খোলার পর মাথা মুণ্ডানো।

৬. তাওয়াফে বেদা বা সর্বশেষ তাওয়াফ করা। (ফিকহুল মুয়াছছার)

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত ৬টি ওয়াজিবসমূহের কোন একটি আদায় না করলে হজ্জ আদায় হবে তবে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হজ ৩ প্রকার

১। ইফরাদ (২) তামাত্তু (৩) ক্বিরান

১. ইফরাদ ঃ মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধুমাত্র হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। আর সেই ইহরামেই হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা। ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য হজেরজ কুরবানি করা মুস্তাহাব।

২. তামাত্তু ঃ মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধুমাত্র উমরাহর নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরাহর আমল সম্পন্ন করে চুল কেটে ইহরামমুক্ত হওয়া। অতঃপর সে সফরেই হজের নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে হজের কার্য সম্পাদন করা। "তামাত্তু" হজ্জ পালনকারীর জন্য দমে শুকর বা হজের কুরবানি করা ওয়াজিব।

৩. ক্বিরান ঃ মীকাত অতিক্রমের পূর্বে একই সাথে উমরাহ ও হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে উমরাহ ও হজ্জ করা। ক্বিরান হজ্জ পালনকারীর জন্যও হজের কুরবানি করা ওয়াজিব।

হজের মীকাত মোট ৫টি

১. যুলহুলাইফা ঃ মদীনা থেকে আগতদের জন্য।

২. জুহফা ঃ সিরিয়ার দিক থেকে আগতদের জন্য।

৩. কারনুল মানাযিল ঃ পূর্বদিক থেকে আগতদের জন্য।

৪. ইয়ালামলাম ঃ দক্ষিণ দিক থেকে আগতদের জন্য।

৫. যাতু-ইরক ঃ ইরাকের দিকে থেকে আগতের জন্য।

এ ছাড়া মীকাতের অভ্যন্তরে ও মক্কা মুকাররমায় বসবাসকারীদের মীকাত তার স্বস্থান। তারা নিজ নিজ আবাসস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। (বুখারী ১/২০৬, শামী ২/৪৭৪-৪৭৫, মুসলিম ১/৩৭৫)

বাংলাদেশের মীকাত

বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পথে গমনকারীদের মীকাত "ইয়ালামলাম" নামক পাহাড় প্রসিদ্ধ হলেও আকাশ পথে গমনকারীদের বহনকারী পে-ন কারনুল মানাযিল ও যাত-ইরক বরাবর হয় মীকাতে প্রবেশ করে বলে প্রতীয়মান হয় এবং পে-ন জেদ্দা অবতরণের সাধারণত ২০/২৫ মিঃ পূর্বে মীকাতের স্থান অতিক্রম করে। এজন্য উক্ত স্থান অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নিতে হবে। (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ৪৬৫-৪৯০, আহকামে হজ্জ পৃঃ ৩৭-৪২)

হজের সুন্নাতসমূহ

১. ইহরামের সময় গোসল বা অযু করা।

২. দুইটি নতুন বা ধৌত করা সাদা কাপড় পরিধান করা।

৩. ইহরামের নিয়ত করার পর দুই রাকাত নামায পড়া।

৪. বেশি বেশি তালবিয়াহ পড়া।

৫. মক্কার অধিবাসী ব্যতীত অন্য লোকদের তাওয়াফে কুদুম (প্রথম তাওয়াফ) করা।

৬. মক্কায় থাকাবস্থায় বেশি বেশি তাওয়াফ করা।

৭. তাওয়াফ করাকালীন চাদরের এক পার্শ্ব ডান হাতের বগলের নিচে দিবে, অন্য পার্শ্ব বাম কাঁধের উপর রাখবে।

৮. তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে হেলে দুলে চলা।

৯. সাফা ও মারওয়ায়ে সায়ী করার সময় দ্রুত চলা।

১০. প্রতি চক্করের শেষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

১১. কুরবানির দিন মিনায় অবস্থান করা।

১২. হজের ইফরাদের জন্য পশু কুরবানি করা (ফিকহুল মুয়াছছার)

১৩. সুগন্ধি লাগানো।

১৪. যখন তালবিয়া বলতে শুরু করবে তখন বারবার বলা। (কমপক্ষে তিনবার করে)

১৫. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া।

১৬. জান্নাত লাভ ও জান্নাতে নেককারদের সান্নিধ্য লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দু'আ করা।

১৭. মক্কায় প্রবেশ করার সময় গোসল করা।

১৮. মুয়াল্লাত দরজা দিয়ে দিনের বেলায় মক্কা শরীফে প্রবেশ করা।

১৯. কা'বা শরীফের মুখোমুখি হলে আল্লাহু আকবার ও "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলা।

২০. বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে নিজের কাঙ্খিত দু'আ করা- কেননা এ দু'আ কবুল হয়।

২১. যিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখে জোহরের নামাযের পর মক্কা শরীফে খুতবা প্রদান করা।

২২. যিলহজের ৮ তারিখে সূর্যোদয়ের পর মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

২৩. আরাফার দিন সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্য রওয়ানা হওয়া।

২৪. মিনা ও আরাফাহ উভয় জমায়েতে সাধ্যমত বিনয়, ভীতি, অশ্রুঝরে কান্না প্রকাশ করতে চেষ্টা করা।

২৫. সূর্যাস্তের পর ধীর ও স্থিরভাবে আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়া।

২৬. মুযদালিফায় কুযাহ পর্বতের নিকটে উপত্যকার সমতল ভূমি অপেক্ষা উঁচুস্থানে অবতরণ করা এবং যিলহজের ১০ তারিখের রাত্রি মুযদালিফায় যাপন করা।

২৭. মিনায় পাথর নিক্ষেপের দিনগুলোতে নিজের সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে সেখানে রাত্রি যাপন করা।

২৮. পাথর নিক্ষেপের সময় উপত্যকার সমতল ভূমিতে দাঁড়ানো।

২৯. যিলহজের ১০ তারিখে (৭ তারিখের প্রদত্ত) প্রথম খুতবার ন্যায় খুতবা প্রদান করা সুন্নাত।

৩০. মিনা থেকে থেকে যিলহজের ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করে থাকলে সূর্যাস্তের পূর্বেই সেখান থেকে দ্রুত রওয়ানা হওয়া সুন্নাত।

৩১. মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর সামান্য সময়ের জন্য মুহাসসাব নামক স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত।

৩২. জমজমের পানি পান করা এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্তি সহকারে পান করা সুন্নাত।

৩৩. জমজমের পানি পান করার সময় দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহর অভিমুখী হওয়া এবং বাইতুল্লাহর দিকে তাকানো। এরপর জমজমের কিছু পানি মাথায় ও সমস্ত শরীরে ঢেলে দেয়া সুন্নাত।

৩৪. মুলতাযাম অর্থাৎ বাইতুল্লাহর দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানকে জড়িয়ে ধরা সুন্নাত।

৩৫. নিজের যেকোন কাঙ্খিত দু'আ করার সময় সামান্য সময়ের জন্য হলেও বাইতুল্লাহ শরীফের গিলাফ ধরে রাখা, বাইতুল্লাহকে চুমু দেয়া এবং তাকে প্রবেশ করা সুন্নাত।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. সেলাই যুক্ত যে কোন কাপড় বা ব্যবহার করা।

২. মস্তক ও মুখমন্ডল ইহরামের কাপড়সহ যেকোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা।

৩. পায়ের পিঠ ঢেকে যায় এমন জুতা পরা।

৪. চুল কাটা বা ছিঁড়ে ফেলা।

৫. নখ কাটা।

৬. ঘ্রাণ যুক্ত তৈল বা আতর লাগানো।

৭. স্ত্রী'র সাথে সঙ্গম করা।

৮. যৌন উত্তেজনামূলক কোন আচরণ বা কোন কথা বলা।

৯. শিকার করা।

১০. চুল দাড়িতে চিরুনি বা অঙ্গুলি চালনা করা যাতে ছিঁড়ার আশঙ্কা থাকে।

১১. ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ করা।
১২. শরীরে সাবান লাগানো।
১৩. উকুন, ছারপোকা, মশা ও মাছিসহ কোন জীবজন্তু হত্যা করা বা মারা।
১৪. কোন গুনাহের কাজ করা ইত্যাদি।

باب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

{وقول الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

পরিচ্ছেদ: [৯৬২] হজ্ব ফরয হওয়া ও তার ফযিলত সম্পর্কিত আলোচনা

এবং মহান আল্লাহর বাণী– আর মানুষের দায়িত্ব [ফরয] আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর যে ব্যক্তি অমান্যকারী হয়, তবে নিশ্চয়, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসী হতে বে-নিয়াজ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩২] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, একদিন হযরত ফযল (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক নারী আগমন করলে ফযল তার দিকে তাকাচ্ছিলো এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি ফরয হয়েছে। তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিক মতো বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, পারো। এটি ছিল বিদায় হজ্বের সময়কার ঘটনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ -অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। এক. হজ্ব ফরয হওয়া। দুই. হজ্বের ফযিলত। বাহ্যত হাদীসের সাথে শিরোনামের প্রথমাংশের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় অংশের সাথেও মিল হয়ে যায়। তা এভাবে যে, যে কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজই তো এমন যা করলে ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে, তাই পরোক্ষভাবে ফযিলতও প্রমাণিত হয়ে গেল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫, ২৫০, ৬৩১, ৯২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজ্ব ফরয। এবং এটাও বলে দিলেন যে, হজ্ব কোন আয়াত দ্বারা ফরয হয়েছে। অর্থাৎ- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الخ

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: অক্ষম ও মাযুর ব্যক্তি যে দুর্বলতার কারণে বাহণে বসতেও সক্ষম নয়, তার উপর হজ কিভাবে ফরয হলো?

উত্তর: লোকটি তখন (৬ বা ৯ হিজরীতে) সুস্থ-সবল ছিল। কিন্তু ১০ হিজরীতে বিদায় হজের সময় হজ করতে সক্ষম ছিল না। যেহেতু পূর্বেই তার উপর ফরয হয়েছিল, তাই এটা বলা সঠিক আছে।

২. অথবা বলা যায় যে, এ মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে যে, অপরের দ্বারা হজ্জ করতে যে সক্ষম সে সক্ষম কি না? হানাফী ও মালেকীদের মতে সে সক্ষম নয়। সাহেবাইন, হাম্বলী ও শাফেয়ীগণের মতে সেও সক্ষম। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপর যদিও এ অবস্থায় ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু যেহেতু সে অপরের দ্বারা সক্ষম, অর্থাৎ তার নিকট এত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যে, সে তার সাহায্যের জন্য অন্য লোকজন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হজ করতে পারে, তাই তার উপর ফরয হয়েছে।

أَفَأَحُجُّ : এটি হলো অপর একটি মাসআলা- যে ব্যক্তি পূর্বে নিজের হজ করেনি, সে বদলী হজ করতে পারবে কি না?

ইমাম শাফেয়ীর মতে পারবে না। জুমহূরের মতে মাকরূহসহ জায়েয। এ হাদীসটি হানাফী ও জুমহুরের দলীল এবং এটি শাফেয়ীদের বিপক্ষে, কেননা, এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শর্তারোপ করেননি যে, আগে তুমি হজ করে নাও, তারপর অন্যের পক্ষ থেকে হজ করতে পারবে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} {فِجَاجًا} الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

পরিচ্ছেদ: [৯৬৩] মহান আল্লাহর বাণী– আর লোকদের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও, লোকেরা তোমার নিকট চলে আসবে পদব্রজে এবং দুর্বল উটসমূহে (আরোহণ করে), এগুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌছিবে। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়।

فِجَاجًا : শব্দটি فَجّ-এর বহুবচন। দুই পাহাড় বা দুটি অংশের মধ্যবর্তী প্রশস্ত রাস্তা। এটি হলো সূরা নূহের একটি আয়াতের শব্দ, ইমাম বুখারী (রহ.) পরে "الطرق الواسعة" উল্লেখ করে "فجاجا" এর অর্থে দিকে ইঙ্গিত করছেন। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি অভ্যাস হলো যদি হাদীসের মধ্যে এমন কোনো শব্দ থাকে যার অনুরূপ শব্দ কুরআনে থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি ঐ শব্দের অনুরূপ শব্দটি উল্লেখ করে তার তাফসীর করে দেন। এখানে তিনি সূরা নূহে বর্ণিত فجاجا-এর তাফসীর করলেন প্রশস্ত রাস্তা। ফাররাও অনুরূপ তাফসীর করেছেন।

পূর্ণ আয়াতটি হলো– لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا 'যেন তোমরা তার মুক্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।' (নূহ: ২০)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩৩] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আমি যুলহুলাইফা নামক স্থানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর সাওয়ারী ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সজোরে তালবিয়া পড়তে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ ও بِذِي الْحُلَيْفَةِ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে আরোহণ করে হজে আসার কথা আছে, আর এ হাদীসে আছে يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ আর শিরোনামে আছে فج عميق আর হাদীসে আছে بِذِي الْحُلَيْفَةِ কারণ, মক্কা ও যুল হুলায়ফার মাঝে দশ মঞ্জিলের দূরত্ব রয়েছে, যা প্রশস্ত রাস্তা-ই বটে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫, ২১০, ৪০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. سَمِعَ عَطَاءً. يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الاَنْصَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৩৪] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযি.) বলেন, যুলহুলাইফা থেকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সেই সময় সজোরে তালবিয়া পড়তে শুরু করেন, যখন তাঁর সওয়ারী উট তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। আর শিরোনামের আয়াতে আছে وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ সুতরাং মুনাসাবাত স্পষ্টই।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা বলে যে, পায়ে হেটে এসে হজ করা উত্তম। কারণ, আয়াতে আরোহণের পূর্বে رجالا তথা পায়ে হাটার কথা রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মতকে খণ্ডন করলেন এভাবে যে, যদি এটা উত্তম হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্জন করতেন না।

بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৬৪] উটের হাওদায় আরোহণ করে হজে গমন প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ. وَقَالَ عُمَرُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ. فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ. قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ. وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا. وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

আবান (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-এর সাথে তাঁর ভাই আবদুর রহমান (রাযি.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি আয়েশাকে 'তানঈম' নামক স্থান থেকে ছোট

একটি হাওদায় বসিয়ে ওমরা করাতে নিয়ে যান। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, তোমরা হজে (গমনের উদ্দেশ্যে) উটের পিঠে হাওদা মজবুত করে বাঁধ। কেননা, হজও এক প্রকারের জিহাদ। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রহ.)... সুমামা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রাযি.) হাওদায় আরোহণ অবস্থায় হজে গমন করেছেন অথচ তিনি কৃপণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওদায় আরোহণ করে হজে গমন করেন এবং সেই উটটিই তাঁর মালের বাহন ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম উমর, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফ্স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হান্তামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। উমরের অষ্টম উর্ধ পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা 'হানতামা' কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই মুগীরার পৌত্র। মক্কার 'জাবালে আকিব' এর পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনী 'আদী ইবন কা'বের বসতি। এখানেই ছিল হযরত উমরের বাসস্থান। ইসলামী যুগে উমরের নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় 'জাবালে উমর' বা উমরের পাহাড়।[১৮]

উমরের চাচাত ভাই, যায়িদ বিন নুফাইল। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে জাহিলী আরবে যাঁরা তাওহীদবাদী হয়েছিলেন, যায়িদ তাঁদেরই একজন।

জন্ম ও গঠনাকৃতি

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ১৩ বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গন্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকে সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্য সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর যৌবনের অবস্থাটাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানতো যে এই সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযমে' পরিণত হবেন। কৈশোরে উমরের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এই মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবেঃ 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কতৃত্ব করার আর কেউ নেই।'[১৯]

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যথাঃ যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। বংশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেন, 'উমর ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান।' তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। আল্লামা জাহিয বলেছেন, 'উমর ঘোড়ায় চড়লে মনে হত, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।'

---

[১৮]. (তাবাকাতে ইবন সা'দ ৩/৬৬)

[১৯]. (তাবাকাত : ৩/২৬৬-৬৭)

তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বালাজুরী লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশে মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে উমর একজন।

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। উমরও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদী বলেন, উমর (রাযি.) জাহিলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।' শিবলী নু'মানী বলেন, 'জাহিলী যুগেই উমরের সুনাম সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত।'[২০]

ইসলাম গ্রহণ

উমরের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়িদের কল্যাণে তাঁর বংশে তাওহীদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়িদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার উমরের বোন ফাতিমাকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। উমরের বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত উমর ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন, ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে জানতে পেলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম উৎপীড়ন চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মূল প্রচারক মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত। 'তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে উমর চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহ) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে উমর? বললেন, মুহাম্মাদের একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কীভাবে? একথা শুনে উমর বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছে। লোকটি বললেন, উমর, একটি বিস্ময়কর খবর শোন, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তারা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, উমরকে তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।) একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে উমর ছুটলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর দিকে। বাড়ীর দরজায় উমর (রাযি.)-এর করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত-এর কাছে কুরআন শিখছিলেন। উমরের আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ীর অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন। উমর বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে গুণগুণ আওয়ায শুনছিলেন, তা কিসের? তাঁরা তখন কুরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। উমর বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো। ভগ্নিপতি বললেন, তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে উমর? উমর তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে উমর তাঁকে ধরে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, সত্য যদি তোমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে,

---

[২০]. আল-ফারুক : পৃ. ১৪

তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে উমরের মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকে ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ী-ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে উমরের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চোখ-মুখের রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কর্পূরের মতো উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পাক-সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেন, আমাকে তোমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে চল। উমরের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'সুসংবাদ উমর! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ, উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' খাব্বাব আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে'।

উমর চললেন 'দারুল আরকামের' দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ীর দরজায় পাহারারত। উমরকে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ উমরের কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর ভেতরে। তাঁর উপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছে। একটু পরে তিনি বেরিয়ে উমরের কাছে এলেন। উমরের কাপড় ও তরবারির হাতল মুট করে ধরে বললেন, উমর, তুমি কি বিরত হবে না?' তারপর দুআ করলেন, হে আল্লাহ, উমর আমার সামনে, হে আল্লাহ, উমরের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী কর।' উমর বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহ্বান জানালেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।'

এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশের পর উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরীল আ. এসে বলেন, 'মুহাম্মাদ! উমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।'[২১]

উমরের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত হামযাও ছিলেন, তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় গিয়ে নামায পড়া তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরে নামায আদায় শুরু করলেন।

উমর (রাযি.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাবো। আমি মনে করলাম, আবু জাহলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'তোমাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান

---

[২১]. তাবাকাত : ৩/২৬৯

এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মেনে নিয়েছি।' একথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, 'আল্লাহ তোমাকে কলংকিত করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ তাকেও কলংকিত করুন।'

এভাবে এই প্রথমবারের মত মক্কার পৌত্তলিকশক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সাঈদ ইনবুল মুসায়্যিব বলেন, 'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাযি.) বলেন, উমর ইসলাম গ্রহণ করেই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কাবায় নামায পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামায পড়েছিলাম।' সুহায়িব ইবন সিনান বলেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কা'বার পাশে জটলা করে বসতাম, কা'বার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতাম।

তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কারণ, তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমরের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।[২২]

মক্কায় যাঁরা মুশরিকদের অত্যাচার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আবদুল্লাহ বিন আশহাল, বিলাল ও আম্মার বিন ইয়াসিরের মদীনায় হিজরাতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ উমর মদীনার দিকে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়িদ, ভাইয়ের ছেলে সাঈদ ও জামাই খুনাইসও ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া' ইবন আবদুল মুনজিরের বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

উমরের হিজরাত ও অন্যদের হিজরাতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরাত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর উমরের হিজরাত ছিল প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুর। মক্কা থেকে মদীনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না।[২৩]

হিজরী প্রথম বছর হতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল পর্যন্ত উমর (রাযি.)-এর কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধিবিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই, যা উমরের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এইজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা উমর (রাযি.)-এর জীবনী না হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হযরত উমর বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু 'সারিয়্যা' (যেসব ছোট অভিযানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উপস্থিত হননি)-তে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও সৈন্যচালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পসন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা নিম্নরূপ :

---

[২২]. তাবাকাত : ৩/২৭০

[২৩]. তারীখুল উম্মাহ আল্‌ইসলামিয়্যাহ (খিদরী বেগ সংকলিত) : ১/১৯৮

১. এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্তু বণী আ'দী অর্থাৎ উমরের খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। উমরের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

২. এ যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে উমরের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারোজন লোক যোগদান করেছিল।

৩. এ যুদ্ধে হযরত উমর তাঁর আপন মামা আসী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত উমর (রাযি.) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে মুহাম্মাদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রাযি.), উমর (রাযি.) প্রমুখের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেঁচে আছ কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল না। কোন সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো, 'নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে।' এ কথায় উমরের পৌরুষে আঘাত লাগলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।' বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'উ'লু হুবল (হুবলের জয় হোক)।' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে উমর জবাব দিলেন, 'আল্লাহু আ'লা ও আজালু– আল্লাহ মহান ও সম্মানী।'

খন্দকের যুদ্ধেও উমর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পড়েছিল উমরের ওপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মৃতির ঘোষণা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের নামায ফউত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামায আদায় করতে পারিনি।'

খাইবারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। হযরত উমর (রাযি.) তাঁর ভাগ্যের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তার ওয়াক্ফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াক্ফ।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উমর (রাযি.) ছায়ার মত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে উমর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেন, 'অনুমতি দিন এখনই ওর দফা শেষ করে দিই।' এদিন মক্কার পুরুষরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এবং মহিলারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উমরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন।

হুনায়িন অভিযানেও হযরত উমর অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবন ইসহাক বলেন, মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এই বিপদকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উমর ও আব্বাস (রাযি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত উমর (রাযি.) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তুলে দেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের খবর শুনে হযরত উমর কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে যেয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।' এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর উমর

খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ফলে খলীফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলীফা নির্বাচন

খলীফা হযরত আবু বকর যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে উমর (রাযি.) ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও উঁচুপর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' তিনি বললেন, 'তিনি তো যে কোন লোক থেকে উত্তম; কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' আবু বকর বললেন, 'তার কারণ, আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পড়লে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে।' তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি উসমান ইবন আফ্‌ফানকে ডাকলেন। বললেন, 'আবু আবদিল্লাহ, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' উসমান বললেন, আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশী জানেন। আবু বকর বললেন, তা সত্ত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান। উসমান বললেন, তাঁকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর বাইরের থেকে ভেতরটা বেশী ভালো। তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই। আবু বকর (রাযি.) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিভিন্নজনের কাছ থেকে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে ডেকে ঘোষণা দিলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবন আবী কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গীকার। আম্মা বাদ' এতটুকু বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর উসমান ইবন আফ্‌ফান নিজেই সংযোজন করেন, 'আমি তোমাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোন ক্রটি করি নাই।' অতঃপর আবু বকর সংজ্ঞা ফিরে পান। লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শোনান হলো।' সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন, আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে। উসমানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন, অতঃপর আবু বকর লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনীত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টা ক্রটি করিনি। আমার কোন নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলীফা মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।' খলীফা নির্বাচনের দিনটি ছিল হিজরী ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী মুতাবিক ২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

শাসনব্যবস্থা

হযরত উমরের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা ও তাৎপর্যময়। ন্যায়পরায়ণতা, কঠোরতা, সুশাসন, ইসলামী শরীয়ার শতভাগ বাস্তবায়ন ও যুদ্ধাভিযান পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি শাসনব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যান। মাত্র দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামী খিলাফাহর অধীনস্ত করে ফেলেন। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬ টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলতঃ তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে আছে।

হযরত উমর প্রথম খলীফা যিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জনশাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন

ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিস্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরী করেন, কাজী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

উমর (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম কাতিব। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.)-এর মন্ত্রী উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে হযরত আলী (রাযি.) সহ উঁচুপর্যায়ের সাহাবীরা পরামর্শ করে বাইতুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আট শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত উমর (রাযি.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মত। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতীমের ও নিজের জন্য প্রয়োজন মত খরচ করতে পারে কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হেফাজত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি উমর (রাযি.)-এর এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

তিনি সবসময় একটি ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে পালাতো। তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায়বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, উমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।' উমরের যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'আমার পরে কেউ নবী হলে উমরই হতো।' কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে উমরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবী কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাকিদ দেন।

শাহাদতবরণ

ইসলামের জন্য উমর (রাযি.)-এর অবদান ছিল যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনিভাবে ইসলামবিদ্বেষীদের জন্য তা ছিল চরম অসহনীয়। বিশেষ করে যারা রাজত্ব, ধর্ম ও নিজেদের সভ্যতা হারিয়েছিল, তারা ছিল বেশি ক্ষিপ্ত। ইরান-ইরাকের মাজূসিরা ছিল উমর (রাযি.) দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তাঁর প্রতি তাদের ক্রোধও ছিল তুলনামূলক বেশি। একারণে তারা তাঁর বিরুদ্ধে সবসময় ওঁৎ পেতে ছিল। চলছিল তাঁকে শহীদ করে দেয়ার গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। ইতিহাসে পাওয়া যায়, হযরত উমর (রাযি.) শাহাদতবরণ করার আগের বছর ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি হজ করতে যান। জাবালে আরাফায় অবস্থানকালে একটি আওয়াজ চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে, أن عمرَ لن يقف مرة أخرى على الجبل 'উমর (রাযি.) দ্বিতীয়বার এই পাহাড়ে উকূফ করার সুযোগ পাবেন না।' অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, একব্যক্তিকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করতে দেখা গেল, أن عمرَ لن يقف مرة أخرى على الجبل 'উমর (রাযি.) দ্বিতীয়বার পাহাড়ে উঠে অবস্থান করতে পারবেন না।' আরেক বর্ণনায় আছে, লোকটি বলতে থাকে- أن هذا حج الخليفة الأخير 'এটাই খলীফা উমর (রাযি.)-এর শেষ হজ।'

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক মুশরিকদের মদিনায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন হযরত উমর (রাযি.)। এই নিষেধাজ্ঞার সময় কূফার গভর্নর হযরত মুগিরা ইবনে শোবা (রাযি.) খলীফার বরাবর আবু লুলুকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন। কেননা সে ছিল একাধারে কর্মকার, কাঠমিস্ত্রি এবং নকশাকার। মুগিরা (রাযি.) চাইলেন মুসলমানগণ তার দ্বারা উপকৃত হোক। এই উদ্দেশ্যে তার এই চিঠি লেখা।

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) ঘটনার দিন রাতে ফিরোজ, হুরমুযান এবং একজন খ্রিস্টানকে ফিসফিস করে পরামর্শ করতে দেখেন। তাদের হাতে একটা খঞ্জরও দেখতে পান। পরে তিনি নিশ্চিত করে বলেন, এটা ছিল সেই রাতের খঞ্জর। এর আগে আবু লুলু একবার উমর (রাযি.)-এর কাছে আসে মুগিরা (রাযি.) কর্তৃক তার ওপর আরোপিত পারিশ্রমিকের হার কমানোর জন্য। তার পেশা ও দক্ষতার কথা শুনে খলীফা বলেন, 'তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী এই পারিশ্রমিক বেশি নয়।' সেদিন থেকেই সে মনের ভেতর ক্রোধ ও জিঘাংসা স্থান দেয় এবং ঘটনার দিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

যাহোক, প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু'বা (রাযি.)-এর অগ্নি উপাসক গোলাম আবু লু'লু ফিরোজ ২৬ যিলহজ ২৩ হিজরী, মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এই মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ, যুবাইর ও তালহা (রাযি.)- এই ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। হযরত সুহায়িব (রাযি.) জানাযার নামায পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ". فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৩৫] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা ওমরা আদায় করলেন, অথচ আমি ওমরা আদায় করতে পারলাম না।) একথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে বললেন, হে আব্দুর রহমান! যাও, তোমার বোনকে নিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে ওমরা করাও। আব্দুর রহমান তাঁকে সওয়ারীর ওপর হাওদার মধ্যে পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি (আয়েশা) ওমরা আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ-অংশের সাথে। অর্থাৎ তাঁকে বাহণের হাওদায় আরোহণ করিয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ২০৫-২০৬, ২১১, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৪০, ৪১৪, ৮৩২, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হজের সফরে বাহণে আরোহণের উত্তমতা বর্ণনা করা, কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল।

قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ. وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا : অর্থাৎ হাওদা পরিহার করে উটের পিঠে বসাটা কৃপণতার কারণে ছিল না। বরং তা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে। অর্থাৎ উটের পিঠের চেয়ে হাওদায় বসা অধিক আরামদায়ক। কিন্তু হজের ইবাদত হলো আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, তাই তাতে আরামের চেয়ে কষ্ট করাই শ্রেয়।

باب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

পরিচ্ছেদ: [৯৬৫] আল্লাহর কাছে কবুল হজের মর্যাদা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ "

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ আমল সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, 'হজ্জে মাবরূর' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া হজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত " حَجٌّ مَبْرُورٌ "-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮, ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ. نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ. أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ " لاَ. لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩৭] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকে আমরা সচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬, ২৫০, ৩৯০, ৪০২, ৪০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যত লোক আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ সমাপন করলো এবং হজ সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ বা গোনাহের কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মাবরূর হজ তথা কবূলী হজের ফযিলত বর্ণনা করা। যা শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حج مبرور : হজ্জে মাবরূর কাকে বলে? হজ্জে মাবরুর কাকে বলে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যাতে গুনাহ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি না হয়। এর সমর্থন করছে বাবের তৃতীয় হাদীস। যাতে রয়েছে – من حج لله فلم يرفث ولم يفسق الي آخره

بَاب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৬৬] হজ ও ওমরার মিকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ. أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ. فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا. وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৩৯] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে গেলেন। তাঁর তাঁবুটি সূতি ও পশমী বস্ত্র নির্মিত ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কোন জায়গা থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধা আমার জন্য জায়েয? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদ বাসীদের জন্য কারন, মদিনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা এবং শাম বাসীদের জন্য জুহ্ফা নামক স্থানকে হজ ও ওমরার মীকাত বা ইহরাম বাঁধার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজ বা ওমরা যে কোনোটির ক্ষেত্রে ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নেই। মক্কায় প্রবেশের জন্য মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مَوَاقِيت : শব্দটি ميقات-এর বহুবচন। ميقات শব্দটি وقت থেকে উদগত। অর্থ নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট স্থান। مواقيت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট স্থানসমূহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখান থেকে হজের ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সীমানার চতুর্দিকের কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে স্থানসমূহ ইহরাম বাঁধা ব্যতীত অতিক্রম করা নিষেধ। এগুলিকেই ميقات বলা হয়।

ইহরাম কি? ইহরাম হলো দুটি চাদর বা কাপড়। যা হজের সময় হাজী সাহেবগণকে পরিধান করতে হয়।

এহরামের বিধানের রহস্য? শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন হজের মধ্যে এ পদ্ধতি নির্ধারণের কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলার দুটি শান রয়েছে, এক. معبودية বা উপাস্য হওয়ার শান, দুই. محبوبية মাহবুব বা প্রিয়পাত্র হওয়ার শান। معبودية-এর শানের বহিঃপ্রকাশ হয় নামায দ্বারা। কেননা, সেখানে রয়েছে শুধু বিনয় আর বিনয়। কখনও হাত বেঁধে দাঁড়ানো, আবার কখনও অবনত হওয়া, কখনও মাটিতে কপাল ঠেকানো, আবার কখনও তাসবীহ জপা।

আর محبوبية-এর শানের বহিঃপ্রকাশ হয় হজের মাধ্যমে। যেমন প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষ পাগলপারা হয়ে যায়। কাপড়-চোপড়ের খবর থাকে না। এখানেও তদ্রূপ। অর্থাৎ এহরামের সেলাইবিহীন একটি কাপড় পরিধান করে, অপর কাপড় গায়ে জড়িয়ে থাকে। যেমন প্রেমিক প্রিয়ার বাড়ির চতুর্দিকে চক্কর দিতে থাকে, তেমনি হাজী সাহেবও কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে থাকে। প্রেমিক যেমন পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনিভাবে হাজী সাহেবও সাফা-মারওয়ায় সায়ী করে থাকে। যেমনিভাবে একজন প্রেমিক বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তেমনিভাবে হাজী সাহেবও মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় চলে যায়। আবার কখনও একজন প্রেমিক পাগলপারা হয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে, তেমনিভাবে হাজী সাহেবও রমী জমরাত করে থাকে।

মোটকথা, একজন হাজী সাহেবের প্রতিটি কাজেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ থাকে। তেমনিভাবে হজের সফর হলো মৃত্যুর স্মরণ। মৃত ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করেই সেলাইবিহীন কাফনের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। তেমনিভাবে হাজী সাহেবও দুটি সাদা কাপড় শরীরে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু বাড়ি থেকে এ অবস্থায় বের হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অনুগ্রহে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (তাকরীরে বুখারী)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

পরিচ্ছেদ:[৯৬৭] মহান আল্লাহর বাণী– তোমরা পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও, আর পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথেয় হলো [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] বেঁচে থাকা'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. عَنْ وَرْقَاءَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৪০] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, ইয়েমেনবাসীরা হজে গমন করতো কিন্তু সফরের সম্বল নিতো না। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর তারা

লোকদের কাছে ভিক্ষা করতো। তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে নাযিল করলেন, তোমরা হজের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। আর জেনে রাখো! উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, হাদীস হলো শিরোনামে বর্ণিত আয়াতের শানে নুযূল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজের সফরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পাথেয় নিয়ে বের হতে হবে। যেন, হজে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালাতে না হয়। এতে করে নিজেও পেরেশানী থেকে বাঁচতে পারবে, অন্যকেও পেরেশানগ্রস্থ করা থেকে রক্ষা করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ বাহ্যতঃ এ বাবটি এখানে অযথা হয়েছে। কেননা, এটা তো হলো মীকাত সম্পর্কিত আলোচনার স্থান।

উত্তরঃ বাবটি সঠিকই হয়েছে। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাব দ্বারা ইঙ্গিত করে দিলেন যে, মীকাতের মধ্যেও তাকওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে ফেলে তাহলে তাকে ফিরে গিয়ে মীকাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে।

مُرْسَلاً : মুরসাল এমন হাদীসকে বলা হয় যে, কোনো তাবেয়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করে, এবং মধ্যখান থেকে সাহাবীর নাম ছেড়ে দেয়।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) : তাঁর নাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ইবনে আবি ইমরান মাইমুন হেলালী। ১০৭ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেমে দীন, হুজ্জতে হাদীস ও ইবাদতগুজার। তিনি ইমাম যুহরীসহ বহুসংখ্যক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আ'মাশ, সাওরী, শো'বা, শাফেয়ী ও আহমাদ প্রমুখ রেওয়ায়েত করেছেন। সকলের মধ্যে এই কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, যদি ইমাম মালেক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার আবির্ভাব না হতো, তা হলে হেজায ভূখণ্ডে ইলমের চর্চা লোপ পেত। তিনি সত্তর বার পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন। ১৯৮ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন এবং 'হাজুন' নামক স্থানে সমাহিত হন।[২৪]

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৬৮] হজ ও ওমরার জন্য মক্কাবাসীদের মিকাত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪১]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা বাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শাম বাসীদের (সিরিয়া) জন্য জুহফ, নজদ বাসীদের জন্য

---

[২৪] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৭, পৃঃ ৬৫৩]

কারনুল মানাযিল এবং ইয়েমেন বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে হজ্জ ও ওমরার জন্য মীকাত বা ইহরাম বাঁধার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য আর যেসব লোক হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও মীকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গা। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে, এমনকি মক্কা বাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ আল্লামা কিরমানী বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে না। তবে আল্লামা আইনী বলেন, কিরমানী যা বলেছে তা সঠিক নয়; বরং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মক্কাবাসীদের মীকাত নির্ধারণ করা।

একটি সংশয় নিরসন

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ : এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধতে হবে মক্কা থেকেই। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মক্কাবাসীরা মক্কা থেকে নয়; বরং তানঈম থেকে ইহরাম বাঁধবে, বা অন্য কোনো স্থান থেকে, যা হেরেমের সীমানা থেকে বাইরে। তবে তানঈম থেকে ইহরাম বাঁধা উত্তম।

ইমাম বুখারী (রহ.) ও যাহেরীদের মাযহাব এটাই যে, মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। কিন্তু জুমহূরের মত হলো হিল থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। দলীল স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠিয়েছেন, তানঈম থেকে ইহরাম বাঁধার জন্য।

بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৬৯] মদিনাবাসীর মীকাত, তারা যুলহুলায়ফা পৌছার পূর্বে যেন ইহরাম না বাঁধে

ব্যাখ্যাঃ ইমাম ইসহাক ও দাউদে যাহেরীদের মাযহাব হলো মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয নেই। এটা ইমাম বুখারী (রহ.)-এরও মাযহাব। তবে জুমহূরের মতে মীকাতের পূর্বেও ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪২]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুলহুলাইফা থেকে শামবাসীগণ জুহফা থেকে এবং নজদবাসীগণ কারন থেকে হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন যে, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ২০৬, ২০৭, ১০৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ মদিনাবাসী যুলহুলায়ফা পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবেনা। জাহেরীদের মতে এ সমস্ত মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না; কিন্তু চার ইমামের মতে বাঁধা জায়েয হবে।

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৭০] সিরিয়াবাসীদের মীকাত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪৩]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' নামক স্থানকে হজ্জ ও ওমরার জন্য মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য যেমন মীকাত যেসব লোক ঐ এলাকার অধিবাসী নয়; কিন্তু হজ্জ ও ওমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য তেমনি মীকাত। আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের বাসস্থানই তাদের মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ তাদের বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬, ২০৭, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সিরিয়াবাসীর মীকাত বর্ণনা করা। অর্থাৎ সিরিয়াবাসীদের মীকাত হলো জুহফা নামক স্থান।

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

পরিচ্ছেদঃ [৯৭১] নাজদবাসীদের মীকাত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ. وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ. وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ " وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ " .

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৪৪]ঃ হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যুলহুলাইফা মদিনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান, জুহফা শামবাসীদের জন্য এবং নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান। ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, লোকজন বলতো, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, ইয়েমেনবাসীদের ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান হলো ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা (আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা) শুনতে পাইনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ২০৭, ১০৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কেউ যেন মীকাতের পূর্বে ইহরাম না বাঁধে, এবং ইহরাম না বেঁধে যেন মীকাত অতিক্রম না করে। সুতরাং নাজদবাসী করন নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে।

باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

পরিচ্ছেদ : [৯৭২] মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান সম্পর্কে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا. فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৪৫]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থান উক্ত এলাকার জন্য এবং অন্য সব এলাকা থেকে যারা হজ ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্য মীকাত। কিন্তু যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তাদের বাড়ীই তাদের জন্য মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৭, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের ইহরাম বাঁধার স্থান বর্ণনা করা, যাদের ঘর-বাড়ি মীকাত ও মক্কা মুকাররমার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং তারা কোথায় ইহরাম বাধবে? ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন فمن اهله ; কিন্তু হানাফীরা বলেন, তারা হিল থেকে ইহরাম বাঁধবে যা হেরেমের বাইরে।

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

পরিচ্ছেদ: [৯৭৩] ইয়েমেনবাসীদের মীকাত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ. فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৪৬]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ স্থানগুলো এখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যেসব লোক (এর বাইরে থেকে) হজ ও ওমরা পালনের নিয়তে এসব জায়গার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে তাদের জন্যও মীকাত হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু এসব মীকাতের অভ্যন্তরে যারা বাস করে তাদের জন্য মীকাত হলো যেখান থেকে তারা হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। আর মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৭, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইয়েমেনবাসীদের মীকাত বর্ণনা করা যে, তাদের মীকাত হলো ইয়ালামলাম। ইবনে হাযাম (রহ.) বলেন, ইয়ালামলাম হলো মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

ইয়ালামলাম হলো ভারত ও বাংলাদেশীদেরও মীকাত। তাই জাহাজে করে হজ্জ করতে যাওয়ার সময় জেদ্দায় পৌছার একদিন পূর্বে ইয়ালামলাম বরাবর ভারত-বাংলাদেশের লোকেরা ইহরাম বেঁধে নিত। কিন্তু এখন যেহেতু বিমানে জেদ্দা যেতে হয়, যা ঢাকা থেকে মাত্র ছয় ঘন্টায় জেদ্দা পৌছে দেয়। তাই অধিকাংশ লোক ঢাকা বিমানবন্দর/হাজী ক্যাম্প থেকেই ইহরাম বেঁধে নেয়, নিঃসন্দেহে এটাই সহজ ও উত্তম উপায়।

بَاب ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

পরিচ্ছেদ: [৯৭৪] ইরাকবাসীদের মীকাত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪৭]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, এ দুইটি শহর (বসরা ও কুফা) বিজিত হলে এর অধিবাসীরা ওমরের কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! নজদবাসীদের জন্য আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারনুল মানাযিলকে (মীকাত হিসেবে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তা আমাদের যাতায়াতের পথ থেকে দূরে অবস্থিত। যদি আমরা কারনুল-মানাযিল হয়ে যেতে চাই, তাহলে তা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। একথা শুনে ওমর (রাযি.) বললেন, কারূন বরাবর সম দূরত্বে তোমাদের যাতায়াতের পথে একটি জায়গা দেখে (নির্দিষ্ট করে) নাও। এরপর তিনি নিজেই যাতু ইরক নামক জায়গাতে তাদের মীকাত নির্দিষ্ট করে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب: الصلوة بِذِي الْحُلَيْفَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৭৫] যুল-হুলায়ফায় (ইহরাম বাঁধার সময়) নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- يَفْعَلُ ذَلِكَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪৮]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফায় তার উট বসিয়ে রেখে নামায আদায় করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরও অনুরূপ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصَلَّى بِهَا اي بذي الحليفة -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭০, ২০৭, ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

• **শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ** বুখারী শরীফসমূহে এ বাবের ভিন্নতা আছে। আমাদের কপিতে আছে- بَاب: الصلوة بِذِي الْحُلَيْفَةِ দ্বিতীয় হলো হাশিয়ার কপি। তাতে আছে- باب من اناخ بالبطحاء وصلي بذي الحليفة আবার কোনো কপিতে শুধু بَاب ; যেমনটি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ওমদাতুল কারী, কিরমানী ইত্যাদিতে আছে।

আমাদের নুসখা, যাকে আল্লামা ইবনে বাত্তাল প্রাধান্য দিয়েছেন, তদানুযায়ী ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করা যে, ফরয নামাযের পর ইহরাম বাঁধলেই চলবে নাকি ইহরাম বাঁধার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতে হবে।

যদি হাশিয়ার নুসখা ধরা হয় তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হবে এ ইখতিলার্ফের প্রতি ইঙ্গিত করে ঐ সমস্ত লোকদের মতকে প্রাধান্য দেওয়া যারা বলে যে, স্বতন্ত্র্য দুই রাকাত নফল নামায ইহরামের নিয়তে পড়বে। বাবের হাদীস হাশিয়ার নুসখার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর যদি শিরোনামহীন বাব ধরা হয় তাহলে পূর্বের বাবের সাথে এর কোনো না কোনো সম্পর্ক সাব্যস্ত হতে হবে। আর তা হলো পূর্বে মীকাতসমূহের আলোচনা ছিল, আর এ বাবে এটা বর্ণনা করছেন যে, ঐ মীকাতসমূহে নামায আদায় করতে হবে। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করেছেন।

بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৭৬] (হজের সফরে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “শাজারা”-এর রাস্তা দিয়ে গমন করা প্রসঙ্গে

যুলহুলাইফার নিকটে শাজারা একটি বৃক্ষ ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাস্তা দিয়ে

|যাতায়াত করতেন; এখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৪৯]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে বাইরে যাবার সময় শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন এবং মদিনায় প্রবেশকালে মুআররাসের পথে প্রবেশ করতেন। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা থেকে বের হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন মসজিদে শাজারাতে তিনি নামায আদায় করতেন আবার যখন তিনি মদিনায় ফিরে আসতেন তখন তিনি যুলহুলাইফায় উপত্যকার মধ্যখানে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ভোরে মদিনার দিকে যাত্রা করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭০, ২০৭, ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে দুই ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে যেতেন ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতেন, তেমনিভাবে হজের সময়ও এরূপ করতেন। এক রাস্তা দিয়ে গমন করতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতেন।

যেমন বাবের হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় যুলহুলায়ফা যেখানে শাজারা রয়েছে সেখানে অবস্থান করতেন এবং নামায আদায় করতেন। এরপর মক্কার দিকে অগ্রসর হতেন। আর হজ সম্পাদন করে মক্কা থেকে মদিনা ফিরে আসার

সময় যুলহুলায়ফার নিকটবর্তী বতনেওয়াদি (অর্থাৎ) যুলহুলায়ফার নিম্নস্থ নালায়) অবতরণ করতেন, এবং সেখানে রাত্রিযাপন করে সকালবেলা মদিনা প্রবেশ করতেন।

এ স্থানকেই معرس বলা হয়। শব্দটি تعريس থেকে اسم ظرف: تعريس অর্থ হলো রাতের শেষাংশে যাত্রা-বিরতি দিয়ে অবস্থান করা। এ স্থানটি যুলহুলায়ফার মসজিদের নিম্ন এলাকায় অবস্থিত এবং এ স্থানটি যুলহুলায়ফার তুলনায় মদিনার অধিক নিকটবর্তী।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের আলোতে মদিনা প্রবেশ করতেন। আর এটিই সুন্নত যে, মুসাফির যখন প্রবাস থেকে দেশে আসে, তখন দিনের বেলা বাড়িতে যাওয়া। আর যদি রাস্তায় রাত হয়ে যায় তাহলে সেখানে অবস্থান করে ভোরবেলা বাড়িতে যাওয়া।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ".

পরিচ্ছেদঃ [৯৭৭] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "আকীক" বরকতময় উপত্যকা

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ـ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫০]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) ওমরকে বলতে শুনেছেন, আমি আল-আকীক উপত্যাকায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বললো, এই কল্যাণময় উপত্যাকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন, আমি হজ ও ওমরার একত্রে ইহরাম বাঁধলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْوَادِي الْمُبَارَكِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৭-২০৮, ৩১৪, ১০৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ. يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ. يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي. بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫১]ঃ হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। যুলহুলাইফার আকীক উপত্যাকার মধ্যস্থলে রাতের বিশ্রামস্থলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন তাঁকে বলা হয়, এখন আপনি কল্যাণময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। রাবী বলেন, সালেম (রাযি.) আমাদের সাথে উট বেঁধে রেখে

সেই স্থানটির খোঁজ করেন যেখানে ইবনে ওমর (রাযি.) উট বেঁধে আল্লাহর রাসূলের রাতের বিশ্রামস্থলটির অনুসন্ধান করতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলের মসজিদ ও পথের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি হল রাসূলের বিশ্রামস্থল। তা মসজিদ অপেক্ষা কিছুটা ঢালুভূমি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭০, ২০৮, ৩১৪, ১০৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ১০ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হজ করেছিলেন, তখন তিনি قارن তথা কিরান হজকারী ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরানের যে ইহরাম বেঁধেছিলেন তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেই তিনি এটা করেছিলেন। কেননা, জিবরাঈল (আ.)-এর শান হলো– يفعلون ما يؤمرون আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তিনি কিছুই করেন না। হানাফীরাও কিরান হজকে উত্তম বলেন। এ হাদীস হানাফীদের জবরদস্ত দলীল।

بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ: [৯৭৮] কাপড়ে সুগন্ধি লেগে থাকলে ইহরাম বাঁধার সময় তিনবার ধৌত করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النبيل قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ. وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ. فَأَشَارَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ إِلَى يَعْلَى. فَجَاءَ يَعْلَى. وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ. وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ " أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ " فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ " اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৫২]ঃ হযরত সাফওয়ান ইবনে ইআলা (রাযি.) বলেন, ইআলা ওমর (রাযি.)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে মুহূর্তে ওহী নাযিল হয়, সে সময় তাঁর অবস্থা আমাকে দেখাবেন। ওমর বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা নামক জায়গাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামের একটি দল ছিল। এ সময় এক লোক তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোক সম্পর্কে আপনার ফয়সালা কি যে ওমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু তার কাপড় ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো রয়েছে। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। ইতোমধ্যে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হলো। ওমর ইআলাকে ইশারা করলে তিনি এগিয়ে

এলেন। সেই সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের ওপরে একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করা হয়েছিল। ইআলা কাপড়ের মধ্যে তাঁর মাথা নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করেছে আর নিদ্রিত লোকের ন্যায় তাঁর নাক থেকে শব্দ বের হচ্ছে। এরপর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেন, ওমরা সম্পর্কে যে লোক জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে এনে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার ধুয়ে ফেল, শরীর থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা কিছু করে থাক ওমরাতেও তাই করো। ইবনে জুরায়েজ বর্ণনা করেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তিনবার ধোয়ার নির্দেশদান কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে ছিল? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ,.,,,. পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করা। অথবা এটা বলা যায় যে, তার উদ্দেশ্য হলো হাদীসের উপর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্নটি হলো হাদীসে আছে هو متضمخ بطيب এ হাদীসে هو যমীরের মারজা' হলো ঐ ওমরাকারী, সুতরাং বুঝা গেল যে, সুগন্ধি উক্ত প্রশ্নকারীর শরীরে ছিল। হাদীসে কাপড়ে সুগন্ধির আলোচনা নেই। সুতরাং প্রশ্ন হলো ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে من الثياب কোথা থেকে এনেছেন?

উত্তরঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভ্যাস অনুযায়ী তিনি অন্য একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন, যাতে আছে– قميص فيه اثر صفرة ; তাছাড়া নিয়মও এটা যে, সাধারণত সুগন্ধি কাপড়ে লাগানো হয়। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা বলে দিলেন যে, উক্ত প্রশ্নকারীকে কাপড়ের সুগন্ধি ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইমামগণের মাযহাবঃ ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে এমন সুগন্ধি লাগানো নিষিদ্ধ যার চিহ্ন ইহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকে। তা শরীরে হোক বা কাপড়ে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে কাপড়ে হোক বা শরীরে সর্বাবস্থায় তা জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে مباح على البدن دون الثياب ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাবও সেদিকেই মনে হচ্ছে। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফীদের আনুকূল্য করেছেন।

بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

পরিচ্ছেদ:[৯৭৯] ইহরাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কোন প্রকার কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি আঁচড়াবে ও তেল লাগাবে কি না?

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি ফুলের ঘ্রাণ নিতে পারবে। আয়নায় চেহারা দেখতে পারবে এবং তৈল ও ঘি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবে। আতা (রহ.) বলেন, আংটি পরতে পারবে, (কোমরে) থলে বাঁধতে পারবে। ইবনে ওমর (রাযি.) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পেটের উপর কাপড় কষে তাওয়াফ করেছেন। জাংগিয়া পরার ব্যাপারে আয়েশা (রাযি.)-এর আপত্তি ছিল না। [আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন] হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অনুমতির অর্থ হলো, যারা উটের পিঠে এর হাওদা বাঁধে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ. فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫৩]ঃ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) বলেন, ইবনে ওমর ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যয়তুন তেল মাখতেন। সুতরাং বিষয়টি আমি (মুহাদ্দিস) ইবরাহীমের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাঁর এ বর্ণনা কি করবে? আসওয়াদ আমার কাছে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় তিনি যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে তার চাকচিক্য যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَبِيصِ الطِّيبِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪১, ২০৮, ৮৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫৪]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরাম খোলার সময় কা'বা তাওয়াফ করার পূর্বে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮, ২৩৬, ৮৭৭, ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে, যদি ইহরাম বাঁধার পর কাপড়ে আলামত অবশিষ্ট না থাকে।

ব্যাখ্যা : জিলহজ্জের ১০ তারিখে চারটি আমল রয়েছে। সর্বপ্রথম পাথর নিক্ষেপ করবে, এরপর কুরবানী করার পর মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করার দ্বারা স্ত্রী ব্যতিত সবকিছুই তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তাওয়াফে জিয়ারতের পর স্ত্রীসহবাসও হালাল হয়ে যাবে।

بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

পরিচ্ছেদ: [৯৮০] যে ব্যক্তি চুল জট লাগিয়ে ইহরাম বাঁধে তার সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৫৫]ঃ হযরত সালিম (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল জট লাগিয়ে ইহরাম বেঁধেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُهِلُّ مُلَبِّدًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৮, ২১০, ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مُلَبِّدًا : শব্দটি تلبيد থেকে উদ্‌গত, যার অর্থ হলো জমাটবদ্ধ করা। চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কিংবা খোলা থাকলে তাতে ধুলাবালি জমার ভয়ে ইহরামের সময় চুলে খিতমী বা আঠালো জাতীয় তেল ইত্যাদি দ্বারা চুল আটকানো, আরবিতে একে تلبيد বলা হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার সময় যদি চুলে খিতমী (আঠালো দ্রব্য) বা তেল লাগিয়ে নেয়, যার ফলে চুল বিক্ষিপ্ত না হয় তাহলে তা লাগানো জায়েয আছে।

بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৮১] যুলহুলায়ফার মসজিদের নিকট ইহরাম বাঁধা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ. يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫৬]ঃ হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফার মসজিদের কাছে ইহরাম বেঁধেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কোথা থেকে ইহরাম বেঁধেছেন ।

১. হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, যুলহুলায়ফার মসজিদে নামায পড়ার পর ইহরাম বেঁধেছেন।

২. মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর উষ্ট্রীতে আরোহণের পর ইহরাম বেঁধেছেন।

৩. সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি দল বলেন, তিনি বায়দায় আরোহণ করার সময় ইহরাম বাঁধেন।

হাম্বলী ও হানাফীগণের দলীল হলো আবু দাউদে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর দীর্ঘ হাদীস। তাতে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এ মতপার্থক্যের কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফা মসজিদে নামায পড়ার পর ঝটপট ইহরাম বেঁধে নেন, এবং বাইরে বের হয়ে উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণের পর আবার তালবিয়া পাঠ করেন। এরপর তিনি বায়দায় আরোহণ করার সময় আবারও তালবিয়া পাঠ করেন। সুতরাং যারা মসজিদে ছিলেন তারা বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছেন মসজিদে। আর যারা মসজিদের বাইরে ছিলেন তারা বলেছেন যে, তিনি ইহরাম বেঁধেছেন মসজিদের বাইরে উষ্ট্রীতে আরোহণের পর। আবার সেখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বায়দায় আরোহণের সময়ও তিনি তালবিয়া পাঠ করেন। তাই সেখানে উপস্থিত লোকেরা যারা এ তালবিয়া পাঠ শুনেছেন তারা বলে দিয়েছেন যে, তিনি ইহরাম বেঁধেছেন বায়দায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) যা বলেছেন তা সার্বিকভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল উপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় তালবিয়া পাঠ করতেন। সুতরাং যখন তিনি উষ্ট্রীতে আরোহণ করেন, তখনও তালবিয়া পাঠ করেন, আবার যখন বায়দায় আরোহণ করেন তখনও তালবিয়া পাঠ করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করেছেন যারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছেন বায়দায় আরোহণের সময়।

بَاب مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৮২] মুহরিম ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلاً. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫৭]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম লোক কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুহরিম লোক জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজা দুইটির পায়ের গোছার নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা ওয়ারস সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ২০৮-২০৯, ৫৩, ২৪৮, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোনো প্রকার কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই। প্রশ্ন ছিল মুহরিম কি পরিধান করবে? তার জবাবে তিনি বলেন এগুলি পরতে পারবে না। এ প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে সংক্ষিপ্ততার পাশাপাশি সম্বোধিত ব্যক্তির বুঝার ক্ষেত্রে তাতে সহজতাও ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ : কামিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেলাইকৃত পোশাক, তা জামা হোক বা জুব্বা। এ অর্থ হিসেবে পাজামাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু জামা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শরীরের উপরিঅংশ ঢাকা, তাই এর দ্বারা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, সম্ভবত পাজামা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই স্বতন্ত্র্যভাবে ولا السراويلات বলে দেওয়া হয়েছে।

وَلاَ الْعَمَائِمَ : পাগড়ি ও টুপি দ্বারা মাথা ঢাকার নিষেধাজ্ঞা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উদ্দেশ্য হলো মাথা খোলা থাকবে, মাথার উপর চাদর বা রুমালও দেওয়া যাবে না।

وَلاَ الْخِفَافَ: যদি কারো নিকট চপ্পল না থাকে তাহলে সে মোজা কেটে নিয়ে চপ্পলের ন্যায় বানিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করবে। অর্থাৎ টাখনু গিরার নিচে কেটে দিবে। এখানে الكعبين দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পায়ের পাতার মধ্যখানের হাড়। আর ওজুতে উদ্দেশ্য হলো টাখনুগিরা, মধ্যখানের হাড় উদ্দেশ্য নয়।

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ : মোজার অগ্রভাগ হলো যা আঙ্গুলের উপর থাকে। তাহলে তা-ই হবে اعلي আর তার বিপরীত হবে اسفل ।

بَابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ: [৯৮৩] হজের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي. عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ أُسَامَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ. ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي. حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৫৮]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, উসামা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীতে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত (তাঁর) পিছনে বসে ছিলেন। পরে আল্লাহর

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযলকেও পিছনে উঠিয়ে নিলেন। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তারা উভয়েই (উসামা ও ফযল) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৯, ২২৬, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজের সফরে পায় হাটার পরিবর্তে বাহনের উপর আরোহণ করে হজ করা, এবং নিজের বাহনে কাউকে আরোহণ করানো বা অন্যের বাহনে আরোহণ করা এ সবই জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা (রাযি.)-কে মিনার দিকে রওয়ানা করে দিয়ে ফযল বিন আব্বাস (রাযি.)-কে তাঁর বাহনে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাহলে উসামা কিভাবে এটা বর্ণনা করলেন?

উত্তরঃ উসামা (রাযি.) কিছুদূর গিয়ে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তেছিলেন।

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ

পরিচ্ছেদঃ [৯৮৪] মুহরিম ব্যক্তি কোন প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে? সে সম্পর্কে

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা (রাযি.) ইহরাম অবস্থায় কুসুমী রঙ্গে রঙিন কাপড় পরেন এবং তিনি বলেন, নারীগণ ঠোঁট ও মুখমণ্ডল আবৃত করবে না। ওয়ারস ও জাফরান রঙে রঙিন কাপড়ও পরবে না। জাবির (রাযি.) বলেন, আমি উসফুরী (কুসুমী) রংকে সুগন্ধি মনে করি না। আয়েশা (রাযি.) (ইহরাম অবস্থায়) নারীদের জন্য অলংকার পরা এবং কালো ও গোলাপী রং-এর কাপড় ও মোজা পরা দূষণীয় মনে করেননি। ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) বলেন, (ইহরাম অবস্থায়) পরনের কাপড় পরিবর্তন করায় কোনো দোষ নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ. بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ. هُوَ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ. فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ. أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ. وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ.

فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا. ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ. وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا. وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا. وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ. وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৫৯]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তেল মাখা, চিরুনী করা এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদিনা থেকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরানী রঙের এমন কাপড় যা থেকে শরীরে রং লাগতে পারে তা ছাড়া অন্য যে কোন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করতে নিষেধ করেননি। এরপর সকালে যুল-হুলাইফা থেকে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক জায়গাতে উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তালবিয়া পাঠ করলেন এবং নিজেদের কুরবানির পশুর গলায় কেলাদা বা (কুরবানির পশুর চিহ্ন) মালা বেঁধে দিলেন। তখন যুল-কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল এবং তখন তিনি মক্কায় উপনীত হলেন, তখন যুলহিজ্জার চার তারিখ ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন (দৌড়ালেন), কিন্তু কুরবানির পশুর গলায় কেলাদা বা মালা বাঁধা ছিল (সাথে কুরবানির পশু ছিল) বিধায় ইহরাম খুলেননি। এরপর মক্কার কাছে উঁচু ভূমিতে হাজুন নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করেন। এরপর তাওয়াফ করে পুনরায় কা'বা ঘরের কাছে যাননি আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অবশ্য তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তাওয়াফ করতে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কুরবানির পশু ছিল না এ নির্দেশ ছিল তাদের জন্য। এ ছাড়াও যার সাথে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এরপর থেকে বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার ও কাপড় (ইহরামের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়) পরিধানেরও অনুমতি দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৯, ২২০, ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, পরিধেয় বস্ত্রের কোন প্রকার কাপড় মুহরিম ব্যক্তির জন্য জায়েয। তিনি তা বর্ণনা করে দিলেন যে, চাদর ও লুঙ্গি। অর্থাৎ সেলাইকৃত কাপড় যেমন জামা, পাজামা, ইত্যাদি হবে না। তাছাড়া ইহরামের সময় চাদর বা লুঙ্গি পরিবর্তন করাও জায়েয আছে। অর্থাৎ সেলাইবিহীন লুঙ্গি সবার মতেই জায়েয আছে।

বিদায় হজের বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী দ্রষ্টব্য; পৃ. ৪৭২

بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

পরিচ্ছেদ:[৯৮৫] ভোর পর্যন্ত যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করা প্রসঙ্গে

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইবনে ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয় বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬০]ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, (হজের সফরে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে চার রাকাআত নামায আদায় করে যাত্রা করেছেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌছে দুই রাকাআত নামায আদায় করেছেন, আর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেছেন। পরে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬১]ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, (হজের সফরে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে যোহরের নামায চার রাকাআত পড়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌছে আসরের নামায দুই রাকাআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো. হাদীসে উল্লেখিত بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই, তিন মাইল দূরে গিয়ে কোথাও অবস্থান করবে যেন, পিছনে রয়ে যাওয়া সফরসঙ্গীরা এসে মিলিত হতে পারে।

২. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি সন্দেহের অপনোদন করা। তাহলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মীকাতসমূহ সম্পর্কে এটা বলেছিলেন যে, এগুলি হলো মীকাত। এখন সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল যে, ইহরাম কখন বাঁধবে? সেখানে পৌছামাত্রই, নাকি বিলম্ব করতে পারবে? তিনি বলে দিচ্ছেন যে, পৌছামাত্রই বাঁধা আবশ্যক নয়; বরং সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ও বাঁধতে পারবে।

بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

পরিচ্ছেদ: [৯৮৬] উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَنَسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا. وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬২]ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, হজের সফরে যাত্রার সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে যুহরের নামায চার রাকাআত এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকাআত আদায় করেছেন। আমি সবাইকে উচ্চস্বরে হজ ও ওমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا-অংশের সাথে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قارن তথা কিরান হজকারী ছিলেন, এবং কিরান হজ তামাত্তু ও ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম। যা হানাফীগণের মাযহাব।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২০৯-২১০, ২৩১, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب التَّلْبِيَةِ

পরিচ্ছেদ:[৯৮৭] তালবিয়া-এর শব্দসমূহ সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ تَلْبِيَةَ. رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لاَ شَرِيكَ لَكَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৩]ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া হলো, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান- নিমাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা। হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নাই এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আমি হাযির হয়েছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই, এ ঘোষণা দেয়ার জন্য আমি হাজির ও প্রস্তুত হয়ে আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৮, ২১০, ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ. وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৬৪]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি অবশ্যই জানি, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন। তাঁর তালবিয়া ছিল, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা। "আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, আমি হাজির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নেয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُلَبِّي لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি, শুধুমাত্র বাব গঠন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন- هذا باب في بيان كيفية التلبية তালবিয়ার যে শব্দাবলী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে তার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ **: লাব্বাইক বলার কারণঃ** হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহর নির্মাণ থেকে অবসর হওয়ার পর তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো- واذن في الناس بالحج তখন ইবরাহীম (আ.) লোকদেরকে আহ্বান করে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন; সুতরাং তোমরা হজের উদ্দেশ্যে আস। ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বান মূলতঃ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আহ্বান ছিল। তাই হাজী সাহেবান বলে থাকেন- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ হে আল্লাহ আমরা উপস্থিত হয়েছি।

তালবিয়ার বিধানঃ এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা-

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, তালবিয়া বলা সুন্নত।

২. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, তালবিয়া বলা ওয়াজিব, যদি কেউ তা ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে দম দিতে হবে, তথা পশু জবাই করা ওয়াজিব হবে।

৩. হানাফীরা বলেন, তালবিয়া হলো রুকন, শুরুতে একবার পড়া ফরয। তবে হানাফীদের মতে তাসবীহ, তাহলীল, হাদীপ্রেরণ ইত্যাদি এর স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

পরিচ্ছেদ: [৯৮৮] তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়ারীতে আরোহণকালে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا. وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ. حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ. ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ. وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا. وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৫]ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, হজের সফরে যাত্রার প্রাক্কালে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে চার রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং সফরে যাত্রা করার পর যুলহুলাইফাতে পৌছে আসরের নামায দুই রাকাআত আদায় করলেন। এ সময় আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি সেখানে রাত যাপন করলেন এবং ভোর হলে (যাত্রার জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়দা নামক স্থানে পৌছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন, এবং তাকবীর পড়লেন, এরপর হজ ও ওমরার তালবিয়া পাঠ করলে অন্য সকলেও হজ ও ওমরার তালবিয়া পাঠ করলো। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি লোকদেরকে (ওমরা করার পর) ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। সবাই ইহরাম খুলে ফেললো। এরপর তালবিয়ার দিন এলে সকলেই হজের জন্য তালবিয়া পাঠ করলো। রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতকগুলো উটকে দাঁড় করে কুরবানি করলেন এবং আগের বছর তিনি মদিনায় শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো রংয়ের দুইটি দুম্বা কুরবানি করেন।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, কেউ কেউ বলেন, এ হাদীসটি "عن ايوب عن رجل عن انس رض" সনদে বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১, ৪১৪, ৪১৯, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ১১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজী সাহেবানদের কর্তব্য হলো তালবিয়ার পূর্বে এ দোয়াসমূহ পড়বে, অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।

بَاب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

পরিচ্ছেদ: [৯৮৯] সাওয়ারী আরোহীকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৬]ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করার পর সেটি ঠিক মত দাঁড়িয়ে গেলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পাঠ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫, ২১০, ৪০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মালেকী ও শাফেয়ীদের কওলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এবং বুখারীর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এটাও জায়েয। আর এটা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত যে, যখন তিনি শিরোনামের মধ্যে قال كذا من দ্বারা শিরোনাম কায়েম করেন তখন তা তার নিকট পছন্দনীয় উক্তি হিসেবে বিবেচ্য নয়। সুতরাং এটা বলা হবে যে, তার মনোভাব প্রথম অর্থাৎ الاهلال عند ذي الحليفة-এর দিকে।

بَاب الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ:[৯৯০] কিবলামুখী হয়ে তালবিয় পাঠ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ. فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ. ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ. فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ. وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ.

আবূ মা'মার (রহ.) .....নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) যুল-হুলায়ফায় ফজরের নামায শেষ করে সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন, প্রস্তুত হলে আরোহণ করতেন। সওয়ারী তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কিবলামুখী হয়ে হারাম শরীফের সীমারেখায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। এরপর বিরতি দিয়ে যূ-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং তারপর ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছিলেন। ইসমাঈল (রহ.) আইউব (রাযি.) থেকে গোসল সম্পর্কে বর্ণনায় আব্দুল ওয়ারিস (রাযি.)-এর অনুসরণ করেছেন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ. ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ. وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ. ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৭]ঃ হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) হজ্জের বা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত করলে সুগন্ধিবিহীন তেল মাখতেন। যুল-হুলাইফার মসজিদে পৌঁছে নামায আদায় করতেন, এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি ইহরাম বাঁধতেন এবং বলতেন আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনই করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا-অংশের সাথে। অর্থাৎ এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরাম বাঁধার সময় কিবলামুখী হওয়া উত্তম।

بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

পরিচ্ছেদ: [৯৯১] নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ " مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ " أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৮]ঃ হযরত মুজাহিদ (রাযি.) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সকলে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলো। একজন বললো, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার (দাজ্জালের) কপালে 'কাফির' শব্দটি লিখিত থাকবে। রাবী বলেন, এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, ও কথা আমি শুনিনি। তবে তিনি মূসা (আ.) সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেন দেখছি যখন তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছেন, তখন তালবিয়া পাঠ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১০, ৪৭৩, ৮৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, প্রতি هبوط ও صعود তথা উপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় তালবিয়া পাঠ করার তাকিদ বর্ণনা করা। আল্লামা আইনী লিখেছেন– হাদীসে রয়েছে যে, উপত্যকায় অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। এবং এ তালবিয়া পাঠ করা যেমনিভাবে নিচে নামার সময় গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে উপরে ওঠার সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। – ওমদাতুল কারী

بَابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

পরিচ্ছেদ: [৯৯২] হায়েজ-নেফাস অবস্থায় মহিলাগণ কিভাবে ইহরাম বাঁধবে?

أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلَالَ كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ

استهل المطر অর্থ কথা বলা। اهللنا الهلال ও استهللنا বলা কথা প্রকাশ পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত এবং أهل অর্থ মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়া। وما اهل لغير الله به যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়। এ অর্থ استهلال الصبي (সদ্যজাত শিশুর আওয়াজ) থেকে গৃহীত

শিরোনামের ব্যাখ্যা:

أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ : শব্দগত এ তাহকীক দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, اهلال-এর আসল অর্থ প্রকাশ হওয়া। আর যেহেতু ডাকা ও আওয়াজ দেওয়ার দ্বারাও বিষয়টি প্রকাশ পায়, তাই এ অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। তবে হজ অধ্যায়ে اهلال-এর শরয়ী অর্থ জোর আওয়াজে লাব্বাইক বলা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ ". فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ". قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৬৯]: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। আমরা সবাই ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলাম। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাদের কাছে কুরবানির পশু আছে তারা হজের জন্যও ইহরাম বেঁধে নাও এবং হজ ও ওমরা সমাপন না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না। আয়েশা বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করলাম না। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে তিনি আমাকে বলেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুণী করে ওমরার নিয়ত পরিত্যাগ করে শুধু হজের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আয়েশা বলেন, আমি তাই করলাম। এরপর আমাদের হজ সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরের সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তোমার ওমরার ইহরাম বাঁধার স্থান (অথবা এটা তোমার পূর্বোক্ত ওমরার পরিপূরক)। আয়েশা বর্ণনা করেন, যারা ওমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলো, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলো এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ ও ওমরা এক সাথে আদায় করলো তারা শুধুমাত্র একবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৫, ৪৬, ২১১, ২১২, ২২১, ২৩৯, ২৪০, ৬৩১, ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হায়েযা মহিলার জন্য হজের ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে। যেমন অন্যান্য রেওয়ায়েতে নিফাসগ্রস্ত মহিলার কথাও বর্ণিত আছে। তবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না। তবে ইহরামের সময় গোসল করা মুস্তাহাব। যদিও পবিত্র হবে না; কিন্তু পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। জুমহুরের উক্তি এটিই। শুধুমাত্র জাহিরিদের মতে ইহরামের সময় গোসল করা ওয়াজিব।

بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [৯৯৩] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালে তাঁর ইহরামের অনুরূপ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন, তার সম্পর্কে

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[ইবনে ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কিত বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭০]ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাযি.)-কে তাঁর ইহরাম ঠিক রাখার জন্য আদেশ করেছিলেন। এরপর জাবের (রাযি.) সুরাকা (রাযি.)-এর কথা বর্ণনা করেছেন। সুরাকা (রাযি.) বলেন, মুহাম্মাদ ইবন বকর, ইবনে জুরায়েজ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো? আলী বলেন, যে জিনিসের ইহরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধেছেন, আমিও সেই জিনিসের ইহরাম বেঁধেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানির পশু প্রেরণ করো ও যেমন আছো তেমনভাবেই ইহরাম ঠিক রাখো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১৩, ২২৩, ১০৭৩, ১০৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ ". قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ " لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৭১]ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, আলী ইয়েমেন থেকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের (হজের না ওমরার) ইহরাম বেঁধেছো? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সে উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমার সাথে কুরবানির পশু না থাকতো তাহলে আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ ". قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْىٍ ". قُلْتُ لاَ. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৭২]ঃ হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার কওমের কাছে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। আমি সেখান থেকে মক্কায় আগমন করলাম। তখন তিনি মক্কার কঙ্করময় এলাকায় (মুহাসসারে) অবস্থানরত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিসের উদ্দেশ্যে (হজ না ওমরাার ইহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই ইহরাম বেঁধেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কুরবানির পশু আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলে আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করলাম। এরপর তিনি আমাকে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলে আমি ইহরাম খুলে আমার গোত্রের একজন মহিলার কাছে এলাম। সে আমার চুল চিরুনী করে দিল অথবা (রাবীর সন্দেহ) মাথা ধুয়ে দিল। ওমর নিজের খেলাফতকালে এ সম্পর্কে বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ গ্রহন করি তাহলে আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ কর। অপরদিকে যদি আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে গ্রহণ করি তাহলে তিনি কুরবানি না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১২, ২৩৩, ২৪১, ৬২৩, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরামের ক্ষেত্রে হজের প্রকার নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। অর্থাৎ কিরান, ইফরাদ অথবা তামাত্তু তা নির্দিষ্ট করে ইহরাম বাঁধতে হবে। অস্পষ্ট রেখে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবেনা। হযরত আলী (রাযি.) ও আবু মুসা (রাযি.) থেকে যা বর্ণিত আছে তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু চার ইমাম ও জুমহুরের মতে অস্পষ্টভাবে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-কে ইহরাম অবস্থায় বাকি থাকতে বলেছেন, আর আবু মুসাকে তাওয়াফ ইত্যাদি করার পর ইহরাম খুলতে বলেছেন, অথচ উভয়ের ইহরামই ছিল নির্দিষ্ট। এর কারণ এই যে, হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন হাদী-চালক, আর আবু মুসা তা ছিলেন না।

এ রেওয়ায়েতে আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বলেন, فقدم عمر الخ এর অর্থ হলো আবু মুসা আশআরী (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, আর ওমরা ও হজ পৃথক করিয়েছেন একই বছর, একেই বলা হয় তামাত্তু'। হযরত আবু মূসা (রাযি.)-এর ফতওয়া সাধারণভাবে দিতে লাগলেন। আর ওমর (রাযি.) তামাত্তু' থেকে নিষেধ করার কারণ এই ছিল যে, তিনি চাইতেন এটা যেন বারবার বায়তুল্লাহ যিয়ারত দ্বারা সৌভাগ্যবান হবেন। একই বছর হজ ও ওমরা করে ফারেগ হয়ে গেলে পুনরায় বায়তুল্লাহর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই ওমর (রাযি.) আবু মূসার নিকট এসে বললেন আপনি যে ফতওয়া দিচ্ছেন তা না তো কুরআন অনুযায়ী, আর না সুন্নাহ অনুযায়ী। কেননা, পবিত্র কুরআনে আছে- واتموا الحج والعمرة لله এর অর্থ হলো হজ ও ওমরা প্রতিটি সম্পূর্ণ কর, অর্থাৎ এক বছর হজ কর, আর এক বছর ওমরা কর। (হযরত ওমর (রাযি.)-এরই নির্দেশ দিতেন)। আর যদি সুন্নতের উপর আমল করতে হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা ও হজ একই ইহরামে আদায় করেছেন, তাই একই ইহরামে করা চাই।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

পরিচ্ছেদ: [৯৯৪] মহান আল্লাহর বাণী- হজের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব, যে ব্যক্তি এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা স্থির করে নেয়, অতঃপর হজে না অশ্লীলতা আছে এবং না অসৎ কাজ এবং না ঝগড়া-বিবাদ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; আপনি বলে দিন, এই চন্দ্র সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, হজের মাসগুলো হল, শাওয়াল, যিলকদ, এবং যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, সুন্নত হলো হজের মাসগুলোতেই যেন হজের ইহরাম বাঁধা হয়। কিরমান ও খুরাসান থেকে ইহরাম বেঁধে বের হওয়া উসমান (রাযি.) অপছন্দ করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ. فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ ". قَالَتْ فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ. وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ. فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ ". قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ " وَمَا شَأْنُكِ ". قُلْتُ لاَ أُصَلِّي. قَالَ " فَلاَ يَضِيرُكِ. إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ. فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ. فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ". قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ. ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ. وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ. فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا. ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا. فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي ". قَالَتْ - فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ. وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ " هَلْ فَرَغْتُمْ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ. فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ضَيْرُ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا. وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭৩]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আমরা হজের মাসে হজের রাতে, হজের সময়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম এবং সারিফ নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানির পশু নেই, সে এই ইহরামকে ওমরার ইহরামে পরিণত করতে চাইলে তা করতে পারো। আর যার কাছে কুরবানির পশু আছে সে এরূপ করবে না। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে অনেককে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলো এবং কেউ কেউ করলো না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা (দীর্ঘ কাল ইহরাম অবস্থায় থাকতে (সক্ষম ছিলেন এবং তাদের সাথে কুরবানির জন্তুও ছিল। সুতরাং তাঁরা কেবল ওমরা করেই ইহরামমুক্ত হতে পারলেন না। আয়েশা বলেন, এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে বললেন, হে পাগলী নারী! তুমি কাঁদছো কেনো? আমি বললাম, আপনার সাহাবাদেরকে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। এখন তো আমি ওমরা করতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেনো? আমি বললাম, আমি তো নামায পড়ছি না (ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের সকলের জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তোমার জন্যও ঠিক তাই নির্দিষ্ট আছে। তুমি তোমার হজের সিদ্ধান্তেই ঠিক থাকো। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে ওমরা করার সুযোগও দিবেন। আয়েশা বলেন, এরপর আমরা হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং মিনায় হাযির হলাম। আর সেখানেই পবিত্রতা লাভ করলাম। এরপর মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আয়েশা বলেন, এরপর আমি তাঁর সাথে শেষ

যাত্রাকারী দলের সঙ্গে যাত্রা করলাম। কাফেলা মুহাস্‌সারে পৌছলে আমরাও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেখানে পৌছলাম। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে নিয়ে হারামের বাইরে চলে যাও। সেখান থেকে সে ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধে চলে আসবে। তোমাদের আগমন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকবো। আয়েশা বর্ণনা করেন, এরপর আমরা দুইজনে ওমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং আমি ও সে তাওয়াফ শেষ করে ভোর হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এসে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ওমরা করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং এরপর তিনি তাঁর সাহাবাসহ যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। এরপর সবাই মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২০৬, ২১১-২১২, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৪০, ৪১৪, ৮৩২, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কালগত মীকাত বর্ণনা করা। অর্থাৎ যেমনিভাবে হজের জন্য স্থানগত মীকাত নির্দিষ্ট রয়েছে যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানগুলো ইহরাম বাঁধা ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে হজের জন্য কালগত মীকাতও রয়েছে যে, ঐ সময়ই হজ অনুষ্ঠিত হবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনো মাসে হজ হতে পারবে না। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে দিলেন الحج اشهر معلومات আর সে মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজের প্রথম দশদিন। এটিই জুমহূরের মাযহাব। শুধুমাত্র ইমাম মালেক (রাযি.) ভিন্নমত পোষণ করেন, তিনি বলেন- যিলহজের পূর্ণ মাসই হজের মাস।

بَاب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

পরিচ্ছেদঃ [৯৯৫] তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হজ করা এবং যার সাথে কুরবানির পশু নেই তার জন্য হজের ইহরাম ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণঃ হজ তিন প্রকার। তামাত্তু', কিরান, ইফরাদ। প্রত্যেকের সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. হজ্জে তামাত্তুঃ তামাত্তু হজের সূরত হলো মিকাত থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধা, এবং মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করে ইহরাম খুলে পুনরায় তারবিয়াহ তথা জিলহজের ৮ তারিখে হজের ইহরাম বাঁধা।

২. হজ্জে কিরানঃ কিরান হজের সূরত হলো মিকাত থেকে হজ ও ওমরা উভয়ের নিয়তে একসাথে لبيك بعمرة و حجة বলে ইহরাম বাঁধা। আর যদি প্রথমে শুরুতে ওমরার ইহরাম বেঁধে পরে হজেরও নিয়ত করে নেয় তাহলে তাও জায়েয আছে। এরপর হজের তারিখে হজ করা। একে বলা হয় কিরান হজ।

৩. হজ্জে ইফরাদঃ ইফরাদ হজের নিয়ম হলো মিকাত থেকে শুধুমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) হজের চতুর্থ একটি প্রকারও শিরোনামে উল্লেখ করেছেন, যা শুধুমাত্র হাম্বলীগণের মতে জায়েয। তা হলো. فسخ الحج الي العمرة; এর সূরত এই যে, প্রথমে ইহরাম বাঁধা, অতঃপর মক্কায় গিয়ে হজের

ইহরাম খুলে ফেলে ঐ ইহরামকে ওমরা সাব্যস্ত করা। এবং ওমরার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করার পর হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর হজের দিনগুলিতে পুনরায় হজের ইহরাম বেঁধে হজ আদায় করা। অতপর তা খুলে ফেলে ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করে ইহরাম থেকে বের হওয়া। জুমহূরের মতে তামাত্তু'র এ সূরত অর্থাৎ فسخ الحج الي العمرة মানসূখ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা এমনটি করিয়েছিলেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল জাহিলী যুগের প্রথার সংশোধন করা। এর বিস্তারিত আলোচনা ওমরার অধ্যায়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ. فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ. وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ. يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ " وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ ". قُلْتُ لاَ. قَالَ " فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا ". قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ " عَقْرَى حَلْقَى. أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ". قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ " لاَ بَأْسَ. انْفِرِي ". قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ. وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا. أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৭৪]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। হজ আদায় করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যারা কুরবানির পশু সাথে আনেনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং যারা সাথে কুরবানির পশু নিয়ে আসেনি তারা ইহরাম খুলে ফেললো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও যেহেতু কুরবানির পশু সাথে আনেনি, সুতরাং তাঁরাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা বলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারলাম না। এরপর মুহাসসারের রাতে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সবাই হজ ও ওমরা আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে আর আমাকে শুধু হজ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ কথা শুনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মক্কায় আগমন করার পরবর্তী রাতগুলোয় কি তুমি তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, যাও তোমার ভাইয়ের সাথে তানঈমে (একটি জায়গার নাম) গিয়ে ইহরাম বাঁধ এবং ওমরা সমাপন করে অমুক জায়গায় ফিরে এসো। সাফিয়া বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদের বাধাদানকারী হবো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে মিষ্টি তিরষ্কার করে বললেন, এই বন্ধা নেড়ে নারী! তুমি কি ইয়াওমুন্নাহরে তাওয়াফ করনি? সাফিয়া বলেন, জবাবে আমি বললাম হ্যাঁ, করেছি। তিনি বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তুমি রওয়ানা হয়ে যাও। আয়েশা বলেন, আমার ওমরা সমাপন হলে এমন অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাত হলো যে, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছিলাম এবং তিনি অবতরণ করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ - সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ৮০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ. مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭৫]: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, বিদায় হজের বছর আমরা হজের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল কিছু লোক হজ ও ওমরা দুটোর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক শুধু হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তবে যারা শুধু হজের জন্য অথবা হজ ও ওমরা দুটোর জন্যই ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানির দিনের পূর্বে ইহরাম খুলতে পারেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৫, ৪৬, ২১১, ২১২, ২২১, ২৩৯, ২৪০, ৬৩১, ৬৩২পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ. أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭৬]: হযরত মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাযি.) বলেছেন, আমি উসমান ও আলী (রাযি.) উভয়েরই খেলাফত যুগ দেখেছি। উসমান (রাযি.) হজ তামাত্তু ও কিরান করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আলী (রাযি.) তা দেখে তাঁর খেলাফতকালে হজ ও ওমরার একই সাথে ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বাইকা বি ওমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন পড়লেন। তিনি বললেন, মাত্র এক লোকের কথায় আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَهَلَّ بِهِمَا اي بالعمرة و الحج وهذا هو القران এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ. وَعَفَا الأَثَرْ. وَانْسَلَخَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ "حِلٌّ كُلُّهُ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭৭]ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, হজের মাসে ওমরা আদায় করাকে মুশরিকরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির গুনাহ বলে মনে করতো। তারা মুহাররমের মাসকে সফর বানিয়ে নিতো এবং বলতো, উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে গেলে, রাস্তায় মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিবাহিত হলে ওমরা করতে ইচ্ছুকদের জন্য ওমরা করা হালাল হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম হজের ইহরাম বেঁধে চার তারিখে সকালে (মক্কা) পৌছলেন এবং সবাইকে ওমরা করতে নির্দেশ দিলেন। সকলের কাছেই এ নির্দেশটি গুরুতর বলে মনে হলো। তাই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর আমাদের জন্য কি কি হালাল হবে? তিনি বললেন, সব কিছুই হালাল হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كَانُوا يَرَوْنَ الخ : সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে পিতৃপুরুষদের প্রথা অবশিষ্ট থাকে। জাহিলিযুগ থেকেই তাদের এ প্রথা চলে আসছিল যে, হজের মওসুমে ওমরা করা বড় গুনাহ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশটি তাদের উপর বড়ই কঠিন মনে হল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল যে, ওমরা করার দ্বারা কি কি জিনিষ হালাল হবে? নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন ইহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ ছিল তার সবই জায়েয হয়ে যাবে। তারা ভেবেছিল সম্ভবত স্ত্রী-সহবাস করা হালাল হবে না, যেমনিভাবে রমী, কুরবানি ও মাথা মুণ্ডনের পর সবকিছুই হালাল হয়ে যায়, কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস হালাল হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন স্ত্রী-সহবাসও হালাল হয়ে যাবে।

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً এর সাথে। কারণ, এটিই হলো হজ ভঙ্গ করে ওমরা করা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৭, ২১২, ৩৪০, ৫৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَبِي مُوسَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৭৮]ঃ হযরত আবু মূসা (রাযি.) বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলে তিনি ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ حَفْصَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ. مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৭৯]ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাযি.) বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপার কি, সকলেই যে ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনও ওমরার ইহরাম খুলেন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি মাথার চুল (আঠালো পদার্থ দিয়ে) জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানির পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। অতএব কুরবানি না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলবো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَلُّوا بِعُمْرَةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২-২১৩, ২৩০, ২৩৩, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ. نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَأَمَرَنِي. فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي. فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮০]ঃ হযরত আবু জামরাহ নাসর ইবনে ইমরান দুবাঈ (রাযি.) বলেছেন, আমি হজ্জে তামাত্তু আদায় করার জন্য ইহরাম বাঁধলে কিছু সংখ্যক লোক আমাকে নিষেধ করলো। তখন এ ব্যাপারে আমি ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে হজ্জে তামাত্তু করতে আদেশ দিলেন। পরে আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, এক লোক আমাকে বলছেন, 'হজ কবুল হয়েছে এবং ওমরাও কবুল হয়েছে। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে জানালে তিনি বললেন, এটি তো আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। পরে তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে অবস্থান করুন। আমি আমার সম্পদের একটি অংশ আপনাকে দিয়ে দিব। শো'বা (রাযি.) বলেন, আমি (আবু জামরাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ইবনে আব্বাস) সম্পদের অংশ দিতে চাইলেন কেন? জবাবে তিনি (আবু জামরা) বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَأَمَرَنِي- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৩, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ

لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلاَّ هَذَا

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮১]ঃ হযরত আবু শিহাব (রাযি.) বর্ণনা করেছে, আমি ওমরার ইহরাম বেঁধে ইয়াওমুত তারবিয়াহ, অর্থাৎ আট তারিখের তিনদিন পূর্বেই মক্কা পৌছলে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক আমাকে বললো, আপনার হজ এখন দেখছি মক্কী হজ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানার জন্য আমি আতার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছেন, যে দিন আল্লাহর রাসূল কুরবানির পশুগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করেছিলেন। অথচ সবাই শুধুমাত্র হজের ইহরাম বেঁধেছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল আর মাথার চুল কেটে ফেল এবং ইহরাম মুক্ত হয়ে যাও, আবার আট তারিখ এলে হজের ইহরাম বেঁধে নাও এবং আগেরটিকে ওমরার ইহরাম গণ্য করো। সবাই বললো, আমরা তো হজের নিয়াত করেছিলাম, এ অবস্থায় সেটিকে কি করে ওমরার ইহরামে পরিণত করবো? জবাবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যা নির্দেশ দিয়েছি তাই করো। যদি আমি কুরবানির পশু সাথে না আনতাম তাহলে তোমাদের যে নির্দেশ আমি দিচ্ছি, আমি নিজেও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোন হারামকে (ইহরাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে তা) হালাল করতে পারি না যতক্ষণ না কুরবানির পশু তার জায়গায় না পৌছে (ততক্ষণ আমি ইহরাম খুলতে পারি না)। সুতরাং লোকজন সবাই তাঁর নির্দেশ মত কাজ করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ -অংশের সাথে। অর্থাৎ আমার নির্দেশ মোতাবেক হজের ইহরাম খুলে ওমরার ইহরাম পরিধান কর।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১৩, ২২৩, ২৩৯, ৩৪০, ৬২৪, ১০৭৩, ১০৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮২]ঃ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাযি.) বলেছেন, হজ্জে তামাত্তুর ব্যাপারে উসফান নামক স্থানে আলী ও উসমানের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। আলী বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা থেকে আপনি নিষেধ করছেন, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? জবাবে উসমান বললেন, আমাকে আমার মতো চলতে দিন। রাবী বলেন, এ দেখে আলী (রাযি.) এক সাথেই দুটো (হজ্জ ও ওমরা) ইহরাম বাঁধলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا-অংশের সাথে। অর্থাৎ اهل بالعمرة والحج وهذا هو القران

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে চার প্রকার হজ্জের আলোচনা করেছেন। সেগুলি হলো- কিরান, তামাত্তু, ইফরাদ ও فسخ الحج الي العمرة। এ বাবের অধীনে তিনি ৯টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত হাদীসে উক্ত চার প্রকারের কোনো না কোনো প্রকারের আলোচনা রয়েছে। প্রথম তিন প্রকার অর্থাৎ কিরান, তামাত্তু' ও ইফরাদ সম্পর্কে সকলের মতৈক্য রয়েছে যে, সেগুলি জায়েয। আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.) বলেন-

قد اجمع العلماء كما قاله النووي وغيره علي جواز الانواع الثلاثة الافراد والتمتع والقران (ارشاد الساري)

আর চতুর্থ প্রকার, তথা فسخ الحج الي العمرة; জুমহুরের মতে এটা কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিদায় হজের বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এরপর তা মানসুখ হয়ে যায়। কিন্তু হাম্বলীদের মতে তা এখনও জায়েয আছে। এটিই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত বলে মনে হচ্ছে। তাই তিনি তাকে ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু' ইত্যাদির সাথে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম আহমদের আনুকূল্য করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ : বাবের প্রথম হাদীসে রাবীর সন্দেহ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে বিদা' করে ফিরছিলেন, আর হযরত আয়েশা (রাযি.) ফিরছিলেন ওমরার তাওয়াফ করে। অথবা এর বিপরীত, অর্থাৎ হযরত আয়েশা তাওয়াফ করে যাচ্ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার জন্য মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের উভয় প্রকার উক্তি রয়েছে। কেউ একটিকে আবার কেউ অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে এটিই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) ওমরার তাওয়াফ করে ফিরছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন তাওয়াফ করার জন্য।

بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

পরিচ্ছেদ: [৯৯৬] হজ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে অর্থাৎ লাব্বাইক বলবে, এবং ইহরাম বাঁধার পরও মক্কায় পৌছে হজ ফসখ করতে পারবে। এবং ওমরা করে ইহরাম খুলতে পারবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا. يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৮৩]ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, (হজ সমাপনের জন্য) আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আগমন করলাম। এ সময় আমরা

বলছিলাম লাব্বাইকা বিল হাজ্জি। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা তা ওমরায় পরিণত করে নিলাম (ওমরার নিয়ত করলাম)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً-অংশের সাথে। অর্থাৎ جعلنا الحج عمرة ;

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো فسخ الحج الى العمرة-এর বৈধতা প্রমাণ করা এবং হাম্বলীদের মাযহাব সমর্থন করা। কিন্তু উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, জুমহুরের নিকট তা মানসূখ হয়ে গেছে।

بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ:[৯৯৭] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তামাত্তু' হজ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ. عَنْ عِمْرَانَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮৪]ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছি এবং এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। অথচ এক লোক যেভাবে ইচ্ছা নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-অংশের সাথে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَالَ رَجُلٌ : এখানে رجل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত ওমর (রাযি.) এবং তাঁর শাসনামলে হযরত উসমান (রাযি.) ওমর (রাযি.)-এর তাকলীদ করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রাযি.) তামাত্তু' হজকে সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয বলতেন না, আবার নাজায়েয মনেও করতেন না। তবে ওমর (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, লোকেরা বায়তুল্লাহর যিয়ারত বারবার করুক। একবার হজ করে চলে যাবে, আবার এসে ওমরা করবে। এতে করে বায়তুল্লাহর যিয়ারত দু'বার হলো।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

পরিচ্ছেদ:[৯৯৮] মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী– এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে। (অর্থাৎ) কিরান ও তামাত্তু' ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে বা তার নিকটবর্তী কোথাও অবস্থান করে না; বরং হিল অর্থাৎ মীকাতের বাইরে অবস্থান করে। আর যারা হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তারা শুধুমাত্র ইফরাদ হজ করবে)।

وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ. فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ ". فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ. وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ " مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ". ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ. فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا. وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ. الشَّاةُ تَجْزِي. فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ اللهُ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ. فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ. وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ. وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي. وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৮৫]ঃ আবু কামিল ফুযাইল ইবনে হুসাইন (রহ.).....ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, বিদায় হজের বছর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ, নবী সহ-ধর্মিণীগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌছলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা হজ এর ইহরামকে ওমরায় পরিণত কর। তবে যারা কুরবানির পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, তাদের কথা ব্যতিক্রম। (তারা ইহরাম ভঙ্গ করতে পারবে না)। আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করলাম। এরপর স্ত্রী-সহবাস করলাম এবং কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কুরবানির জন্য উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, পশু কুরবানির স্থানে না পৌছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারে না। এরপর যিলহজ মাসের আট তারিখ বিকালে আমাদেরকে হজ-এর ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। যখন আমরা হজ-এর সকল কার্যক্রম শেষ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করে অবসর হলাম, তখন আমাদের হজ পূর্ণ হল এবং আমাদের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব হলো। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– 'অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয়, তবে [সে] রোযা রাখবে তিন দিন হজের সময় আর সাত দিন [রোযা রাখবে] যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে';

একটি বকরীই দম হিসাবে কুরবানির জন্য যথেষ্ট। একই বছরে সাহাবীগণ হজ ও ওমরা একসাথে আদায় করলেন। আল্লাহ তার কুরআনে এ বিধান নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জারি করেছেন, আর মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য তা বৈধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– ' এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে।]'

আল্লাহ তার কুরআনে হজের যে মাসগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো– শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ। যারা এ মাসগুলোতে তামাত্তু' হজ করবে তাদের অবশ্য দম দিতে হবে অথবা ছওম পালন করতে হবে। رفث অর্থ স্ত্রী সহবাস; فُسُوق অর্থ গুনাহ, جدال অর্থ বিবাদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করা। { ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } এ আয়াতে ذَٰلِكَ দ্বারা ইশারা কোন দিকে? হানাফীরা বলেন, فمن تمتع-এর মধ্যে যে تمتع রয়েছে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তামাত্তু' করবে মক্কার বাইরে অবস্থানকারীরা; মক্কার অধিবাসীরা নয়।

আইম্মায়ে ছালাছা বলেন, মক্কার লোকেরাও তামাত্তু' হজ করতে পারবে। কিন্তু তাদের উপর হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা, হাদী তো ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামে নয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) আয়াতকে শিরোনাম বানিয়েছেন। যাতে করে তার মনোভাব হানাফীদের দিকেই অনুভূত হচ্ছে। তিনি মক্কার বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য জায়েয সাব্যস্ত করেছেন । এটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি হানাফীদের সাথে আছেন। কেননা, তিনি غير اهل-এর শর্ত যুক্ত করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে হানাফীরাও বলেন, حاضرين المسجد الحرام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোক যারা মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থান করছেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে মসজিদে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা। হাম্বলীদের মতে ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য যারা কসরের সমপরিমাণ দূরত্বের সফরে নয়।

بَاب الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদ:[৯৯৯] মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ. ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى. ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ. وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮৬]ঃ হযরত নাফে (রাযি.) বলেছেন, ইবনে ওমর (রাযি.) হারামের কাছাকাছি এলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতেন, যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত কাটাতেন, সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَيَغْتَسِلُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১০, ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মক্কা মুকাররমার সম্মানার্থে তাতে প্রবেশকারীদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। হানাফীরাও এ মতই পোষণ করেন।

بَاب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

পরিচ্ছেদ:[১০০০] মক্কায় প্রবেশ দিনে না রাতে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-يَفْعَلُهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮৭]ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করেছেন এবং ভোর হলে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর ইবনে ওমরও এমন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর হওয়ার পরে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। কিন্তু শিরোনাম গঠন করে সতর্ক করে দিলেন যে, দিনে হোক বা রাতে সর্বাবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানার ওমরার সময় রাত্রিবেলা মক্কায় প্রবেশ করেছেন, এবং রাতেই ওমরা সম্পন্ন করে আবার রাতেই জি'রানা ফিরে যান। তাই এ শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের বেলা মক্কায় প্রবেশের বৈধতা বর্ণনা করা।

بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদঃ [১০০১] কোন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا. وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮৮]ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানিয়্যাতুল উলইয়া (মক্কার পূর্বদিকে কাদা নামক উচ্চ গিরিপথ) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও সানিয়্যাতুস সুফলা (মক্কার পশ্চিম দিকে কাদা নামক নিম্ন গিরিপথ) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪, ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মক্কা মুকাররমার উপরস্থ ঘাটি (জান্নাতুল মুআল্লা)-এর দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা উত্তম ও মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকবার মক্কায় প্রবেশ করেছেন, এবং প্রতিবারই তিনি মক্কার উপরিঅংশ অর্থাৎ كَدَا-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। তাই এটিই উত্তম হবে।

بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদঃ [১০০২] কোন দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ. وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৮৯]ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কংকরময় ভূমিতে অবস্থিত সানিয়্যাতুল উলইয়ার কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা দিয়ে বের হতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯০]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিতوَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ. وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯১]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কাদা নামক স্থান দিয়ে বের হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিতوَخَرَجَ مِنْ كُدًا-অংশের সাথে। কারণ, كُدًا হলো নিম্নভূমি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটি হলো হযরত আয়েশা (রাযি.)এর রেওয়ায়েত– ভিন্ন সনদে। কিন্তু এখানে রাবী আবু উসামা শব্দের মধ্যে কিছুটা ওলট-পালট করে ফেলেছেন। অর্থাৎ من اعلي مكة-এর সম্পর্ক হবে كَدَاء-এর সাথেঃ كُدًا-এর সাথে নয়।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا. وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৯২]ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا: এখানে প্রশ্ন হয় যে, স্বয়ং হযরত উরওয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম كَدَاء-এর দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন, তাহলে তার পরিপন্থি হযরত উরওয়া কেন অধিকাংশ সময় كُدَي দিয়ে প্রবেশ করতেন?

উত্তরঃ হযরত উরওয়া এটাকে ওয়াজিব মনে করতেন না; বরং তিনি উত্তম মনে করতেন। তাছাড়া তার বাড়ি ছিল كُدَي-এর দিকের কাছাকাছি তাই সহজতার দিকে লক্ষ্য করে তিনি كُدَي দিয়ে প্রবেশ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৯৩]ঃ হযরত উরওয়া (রাযি.) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উচ্চভূমি এলাকার কাদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া অধিকাংশ সময়ই কোদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। দুইটি স্থানের (কাদা এবং কোদা) মধ্যে এটিই ছিল তাঁর বাড়ীর বেশ কাছাকাছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ.

অনুবাদঃ হযরত হিশাম (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (কাদা এবং কোদা) এ দুইটি স্থান দিয়েই প্রবেশ করতেন। তবে তিনি তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি কোদা নামক স্থান দিয়ে অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মক্কা মুকাররমার সানিয়্যাতুস সুফলা (মক্কার পশ্চিম দিকে কাদা নামক নিম্ন গিরিপথ) দিয়ে মক্কা থেকে বের হওয়া উত্তম ও মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ এদিক দিয়েই মক্কা থেকে বের হতেন, তাই এটিই উত্তম হবে।

بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

পরিচ্ছেদ: [১০০৩] মক্কা ও সেখানের বাড়ি-ঘরের মর্যাদা সম্পর্কে

وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}

মহান আল্লাহর বাণী– আর যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের ইবাদতের স্থান এবং নিরাপত্তার স্থান করলাম এবং [বললাম] মাকামে ইবরাহীমকে নামায পড়ার স্থান বানিয়ে নাও; আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম আমার ঘরটিকে খুব পবিত্র রেখ বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য। আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রভু! এটাকে একটি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা অনুগৃহীত করুন যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ বললেন, আর যে কাফের তাকেও, বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব, অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে দোজখের আজাবে পৌঁছিয়ে দিব, আর সেই পৌঁছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ। আর যখন নির্মাণ করছিলেন ইবরাহীম (আ.) কাবাগৃহের প্রাচীর এবং [সহায়করূপে] ইসমাঈলও [বললেন] হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হতে কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রভু! আর আমাদেরকে আপনার আরো অধিক অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত একদল লোক পয়দা করুন আর আমাদেরকে আমাদের হজের আহকামও বলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন, আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই বিশেষ যত্নবান এবং মেহেরবান।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ. فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ. وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ "أَرِنِي إِزَارِي". فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৯৪]: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, কা'বার নির্মাণকাজ শুরু হলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও (তাঁর চাচা) আব্বাস কাঁধে করে পাথর বয়ে আনছিলেন। এক সময় আব্বাস রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, তোমার লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখে তার ওপরে পাথর বহন করো। সুতরাং তিনি এমন করা (কাপড় খোলা) মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার চোখ দুটি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলো। এ অবস্থায় তিনি বললেন, আমার ইজারটি আমাকে দাও। সুতরাং তাঁকে তা দেয়া হলে তিনি তা বেঁধে নিলেন অর্থাৎ পরিধান করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫২, ২১৫, ৫৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا " أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ. إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৪৯৫]: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, আয়েশা! তুমি কি জানো না, তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বাঘর নির্মাণ করেছিল তখন মাকামে ইবরাহীমের ভিত্তির চেয়ে ছোট করে নির্মাণ করেছিলো? হযরত আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তা পুনরায় ইবরাহীমের নির্মিত ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করবেন না? জবাবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুফরের সাথে তোমার সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যদি অল্প কিছুকাল আগের না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তা করতাম (কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম)। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছে, আয়েশা (রাযি.) নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় এজন্যই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের কাছে দুইটি রুকনে চুমু খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ কা'বা ঘর ইবরাহীমের নির্মিত ভিত্তি অনুয়ায়ী পূর্ণাঙ্গ করে নির্মাণ করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪, ২১৫, ৪৭৭, ৬৪৪, ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: হাদীসে তো বাইতুল্লাহর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ শিরোনাম হলো মক্কার ফযিলত সম্পর্কে?

উত্তর: মক্কা আবাদ হওয়ার কারণ হলো বাইতুল্লাহ নির্মাণ। ২. বাইতুল্লাহর নির্মাণ হয়েছে মক্কার পাথর দ্বারা।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ " نَعَمْ ". قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ " إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ ". قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ " فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯৬]ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.).... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন,ঃ হাঁ। আমি বললাম,তাহলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তোমার কওম তা এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়্যাতের নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তা হলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪, ২১৫, ৪৭৭, ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ ـ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا ". قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِي بَابًا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯৭]ঃ 'উবাইদ ইবনে ইসমা'ঈল (রহ.).... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্যই কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর তা পুনঃনির্মাণ করতাম। কেননা কুরাইশগণ এর ভিত্তি সংকুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম। আবূ মুআবিয়া (রহ.) বলেন, হিশাম (রহ.) বলেছেন : خَلْفًا অর্থ দরজা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ এটি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এ বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় হাদীস।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪, ২১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا " يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ". فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَا هُنَا. قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯৮]ঃ বায়ান ইবনে আমর...আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন : হে আয়েশা! যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়্যাতের নিকটবর্তী না হত, তা হলে কা'বা ঘর সম্পর্কে নির্দেশ দিতাম এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হত। তারপর বাদ দেওয়া অংশটুকু আমি আমি ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তা ভূমি বরাবর করে দিতাম ও পূর্ব-পশ্চিমে এর দু'টি দরজা করে দিতাম। এভাবে কা'বাকে ইব্‌রাহীম (আ) নির্মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন করতাম। (রাবী বলেন), রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি কা'বা ঘর ভাঙ্গতে (আব্দুল্লাহ) ইবনে যুবাইর (রহ.)-কে অনুপ্রাণিত করেছে। (রাবী) ইয়াযীদ বলেন, আমি ইবনে যুবাইর(রাযি.)-কে দেখেছি তিনি যখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বাদ দেওয়া অংশটুকু (হাতীম) তার সাথে সংযোজিত করেন এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর নির্মিত ভিত্তির পাথরগুলো উটের কুঁজোর ন্যায় আমি দেখতে পেয়েছি। (রাবী) জারীর (রহ.) বলেন, আমি তাকে (ইয়াযীদকে) বললাম, কোথায় সেই ভিত্তিমূলের স্থান? তিনি বললেন, এখনই আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব। আমি তাঁর সাথে বাদ দেওয়া দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলাম। তখন তিনি একটি স্থানের দিকে ইংগিত করে বললেন, এইখানে। জারীর (রহ.) বলেন, দেওয়াল বেষ্টিত স্থানটুকু পরিমাপ করে দেখলাম ছয় হাত বা তার কাছাকাছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৫-২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

বাখ্যা-বিশ্লেষণ

১৪৯৪ নং হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি ছিল ঐ সময়ের যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৩৫ বছর। অর্থাৎ নবুওয়াতপ্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বের ঘটনা, যখন কুরাইশরা বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিল। যেহেতু তারা বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিল চাঁদা তুলে, আর চাঁদা উঠেছিল কম। তাই তারা কা'বার কিছু অংশ বাদ রেখে ছোট করে তা নির্মাণ করেছিল।

ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণে হাতীম ছিল বাইতুল্লাহর অংশ। যেহেতু কুরাইশরা তাকে বাইতুল্লাহর বাইরে রেখেছিল তাই তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

পরিচ্ছেদ:[১০০৪] হারামের ফজিলত সম্পর্কে

وَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا امِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

মহান আল্লাহর বাণী– '(আপনি বলে দিন,) আমি তো কেবল এই আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, আমি এই (মক্কা) শহরের (প্রকৃত) মালিকের ইবাদত করতে থাকি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, আর (কেনই বা তাঁর ইবাদত করব না,)সমস্ত বস্তু তাঁরই জন্য, আর আমাকে এ হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।'

তিনি আরো বলেন– আমি কি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদময় হেরেম শরীফে স্থান দেইনি? যেখানে সকল প্রকারের ফল-ফলাদি আমদানি হয়, যা আমার পক্ষ হতে রিজিকস্বরূপ পেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানে না।'

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ. لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৪৯৯]ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... ইবন আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ (মক্কা) শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, এর একটি কাঁটাও কর্তন করা যাবে না, এতে বিচরণকারী শিকারকে তাড়া করা যাবে না, এখানে মুআর্‌রিফ ব্যতীত পড়ে থাকা কোন বস্তু কেউ তুলে নিবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০, ২১৬, ২৪৭, ২৮০, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মক্কা শরীফের মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণনা করা যে, আল্লাহ তাআলা মক্কাভূমিকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যা পৃথিবীর কোনো শহর বা জনপদ সে মর্যাদা অর্জন করেনি।

بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

পরিচ্ছেদঃ [১০০৫] কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির (ও যমীনের) উত্তরাধিকার বানান, তা ক্রয়-বিক্রয় এবং বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার প্রসঙ্গে

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَادِي الطَّارِي {مَعْكُوفًا} مَحْبُوسًا

নিঃসন্দেহে যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তা (অর্থাৎ ওমরাহরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান) হতে এবং মসজিদে হারাম হতেও বাধা প্রদান করে যা (ব্যক্তিগত সম্পত্তি না করে) আমি সকল মানুষের জন্য (এরূপে) নির্ধারিত করে দিয়েছি যে, এতে সকলেই সমান, সেখানে (স্থায়ীভাবে) অবস্থানকারীই হোক আর বহিরাগতই হোক; এরা (বাধা প্রদান হেতু) আজাবে দণ্ডিত হবে, আর যে ব্যক্তি সেখানে ইচ্ছাপূর্বক সীমালঙ্ঘন করে ধর্ম বিরোধী কাজ করবে, তবে আমি তাকে যন্ত্রণাময় আজাব আস্বাদন করাব। আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, এ আয়াতে بادي অর্থ হলো طاري বহিরাগত; আর معكوفا অর্থ হলো محبوسا বাধাপ্রাপ্ত।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ. فَقَالَ " وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ". وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- شَيْئًا

لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآيَةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০০]ঃ আসবাগ (রহ.) ... উসামা ইবনে যায়দ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোন স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আকীল কোন সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি রেখে গেছে? আকীল এবং তালিব আবূ তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জাফর ও আলী (রাযি.) হননি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান। আকীল ও তালিব ছিল কাফির। এ জন্যই ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) বলতেন, মু'মিন কাফির-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। ইবনে শিহাব (যুহরী) (রহ.) বলেন,(পূর্ববর্তীগণ নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে উক্ত বিলায়তকে উত্তরাধিকার বলে) এই তাফসীর করতেন। আল্লাহ বলেন : নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরতও করেছে এবং নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করেছে, আর যারা [মুহাজিরদেরকে] আশ্রয় দান করেছে, এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশ হবে, আর যারা ঈমান তো এনেছে, অথচ হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সংস্রব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে, (আনফালঃ৭২)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬, ৪৩০, ৬১৪, ১০০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ মক্কার ভূমি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না, এটি একটি বিতর্কিত মাসআলা। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসুলভ কোনো স্পষ্ট হুকুম বর্ণনা করেননি। তবে বাব এমনভাবে গঠন করেছেন যা দেখে তার মনোভাব ফুটে ওঠে। তাছাড়া সামনের হাদীসে রয়েছে মক্কার বাড়ি-ঘর ও জমাজমি হলো মক্কাবাসীদের মালিকানা সম্পদ। এবং মালিক মারা গেলে উত্তরাধিকাররা তার মালিক হয়ে যাবে, এবং তার ক্রয়-বিক্রয় সবই জায়েয। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবও এটিই। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ীর আনুকূল্য করছেন। তাইতো বাব কায়েম করেছেন– باب توريث دور مكة وبيعها الخ

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে মক্কার বাড়ি-ঘর ও জমিজমা হলো মক্কাবাসীদের মালিকানা সম্পদ। এবং মালিক মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকাররা তার মালিক হয়ে যাবে, এবং তার ক্রয়-বিক্রয় সবই জায়েয।

২. ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ, সুফিয়ান ছাওরী, আতা বিন আবু রাবাহ (রহ.) প্রমুখের মতে মক্কার সমস্ত ভূমি হলো ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ। তাই তার ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়ায় প্রদান সবই না জায়েয। এটিই ইমাম মালেকের প্রাধান্য মত।

হানাফীদের দলীলঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস– لا يحل بيع بيوت مكة واجارتها رواه الطحاوي ايضا

ইমাম বুখারী (রহ.) ও শাফেয়ীদের দলীল হলো – وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ তাছাড়াও আরো হাদীস আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– من دخل دار ابي سفيان كان آمنا এখানে دار-এর নিসবত করা হয়েছে আবু সুফিয়ানের দিকে। যা দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বাড়ির মালিক ছিল আবু সুফিয়ান।

জবাবঃ এর স্পষ্ট জবাব হলো হানাফীরা মক্কা মুকাররমার জমিকে ওয়াক্ফকৃত বলেন। কারণ, মক্কা যখন বিজয় হয়েছিল তখন তার জমাজমি বণ্টন করা হয়নি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

هل ترك لنا عقيل : আকীল আমাদের জন্য কোনো ঘর অবশিষ্ট রেখেছে কি না যে, সেখানে গিয়ে অবস্থান করব? কথাটির অর্থ হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর তার সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় তার সন্তান (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা) আবু তালিব। এদিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার জীবদ্দশাতেই তাঁর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তোকল করেছিলেন, তাই নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হননি। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে যান তাঁর আপন চাচা আবু তালিবের নিকট। আবু তালিব আমৃত্যু অতি আদর-যত্নে তাঁর লালন-পালন করেন। আবু তালিবের সন্তান ছিল চারজন। ১. হযরত আলী, ২. হযরত জাফর (রাযি.), ৩. আকীল ও ৪. তালিব। যেহেতু আকীল ও তালিব তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি, এবং হিজরতের সময় মক্কাতেই অবস্থান করছিল, তাই তারা আবু তালিবের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ঘরবাড়ি আকীল বিক্রয় করে ফেলে। আর হযরত আলী ও জাফর (রাযি.) যেহেতু মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তাই তারা দুজন উত্তারাধিকার পাননি। কারণ নিয়ম হলো لا يورث المؤمن الكافر "মুমিন কাফির থেকে উত্তারাধিকার পায়না" এরা যদি উত্তরাধিকার পেতেন তাহলে নিশ্চয় এরা দুজন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অগ্রাধিকাকর দিতেন। তাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই অবস্থান করতে পারতেন। কিন্তু আকীল যেহেতু বাড়িঘর বিক্রয় করে ফেলেছে তাই তিনি আক্ষেপ করে এ উক্তি করেছিলেন।

ফায়েদা ঃ মক্কা শরীফের জমাজমি বিক্রয় করা যাবে কিনা? এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোচনার জন্য اصح السير কিতাব দ্রষ্টব্য।

باب نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদঃ [১০০৬] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় অবতরণ প্রসঙ্গে

قال ابو عبد الله نُسِبَتِ الدور الي عقيل وتُـورَثُ الدور وتُبَاع و تُشتَرَي

আবূ আব্দুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, (মক্কায় কোন কোন) ঘরবাড়ি আকীলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ঘরবাড়িগুলোর উত্তরাধিকার হওয়া যায় আর তা বেচাকেনা করা যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ "مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫০১]ঃ আবুল ইয়ামন (রহ.)... আবু হুরায়রায় (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিনা থেকে ফিরে) যখন মক্কা প্রবেশের ইচ্ছা করলেন তখন বললেন : আগামীকাল খায়ফে বনী কেনানায় (মুহাসেবে) ইনশাআল্লাহ অবস্থান হবে যেখানে তারা কুরায়শগণ) কুফরীর উপর শপথ নিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬, ৫৪৮, ৬১৪, ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ. وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالاَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫০২]ঃ হুমায়দী (রহ.)... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানির দিনে মিনায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমরা আগামিকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফ বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর উপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিনানায় হলো মুহাসসাব। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত তাদের হাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে সমর্পণ করবে না সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা বন্ধ থাকবে। সালামা (রহ.) 'উকাইল (রহ.) সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবনে যাহ্হাক (রহ.) আওযায়ী (রহ.) সূত্রে ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত এবং তাঁরা উভয়ে [সালামা ইয়াহইয়া (রহ.)] বনূ হাশিম ও বনুল মুত্তালিব বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ আব্দুল্লাহ (বুখারী) (রহ.) বলেন, বনী মুত্তালিব হওয়াই অধিক মুনাসাবাতপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, এটি হলো আবু হুরায়রার পূর্বের হাদীসের অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬, ৫৪৮, ৬১৪, ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

বয়কট ও অন্যায় চুক্তিনামা

حيث تقاسموا علي الكفر : হিজরতের পূর্বে একবার কুরাইশ ও বনি কিনানা সম্প্রদায় বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বয়কট করার শপথ করেছিল। এ বিষয়ে একটি লিখিত চুক্তি তৈরি করা হয়েছিল, এবং মনসুর বিন ইকরিমা তা সহস্তে লিখেছিল। আল্লাহ তার দুই হাতকে অবস করে দিয়েছিলেন।

মক্কার কাফিররা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'খাইফ' নামক স্থানে মিলিত হয়েছিল এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন কওে দিবে, এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের সাথে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয় এবং সকল প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকবে। অবশেষে সকলে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যাবে এই মর্মে তারা

পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিল। এটিই খাইফের চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

এ বয়কটের বিষয়টি জানতে পেরে বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব চিন্তিত হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলার কুদরত প্রকাশিত হয়েছিল যে, কুরাইশরা এ চুক্তিনামা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। উইপোকা তা খেয়ে ফেলেছিল, শুধুমাত্র যেখানে আল্লাহর নাম ছিল তা অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ আবু তালিবকে দিলেন, আবু তালিব কাফেরদেরকে বললেন, আমার ভাতিজা এটা বলছে, সুতরাং তোমরা গিয়ে উক্ত চুক্তিনামার কাগজটি দেখ, যদি তার বক্তব্য সত্য হয় তাহলে তার উপর নির্যাতন করা থেকে বিরত হয়ে যাও। আর যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিব, তোমরা তাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে, মেরেও ফেলতে পারবে, আবার জীবিতও রাখতে পারবে। তার ব্যাপার সবই তোমাদের ইচ্ছাধীন হবে। কুরাইশরা গিয়ে দেখতে পেল, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন হুবহু সেভাবেই হয়েছিল। দেখতে পেল যে, উইপোকা পূর্ণ কাগজ খেয়ে ফেলেছে, শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। তখন তারা ভীষণ লজ্জিত হলো।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} الْآيَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১০০৭] মহান রব্বুল আলামীনের বাণী– আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! এ নগরকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার বিশেষ বংশধরকে মূর্তিপূজা হতে বাঁচিয়ে রাখুন। হে আমার পরওয়ারদেগার! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলবে, সে তো আমারই, আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে, আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরগণকে এমন এক প্রান্তরে বসাচ্ছি, যা কৃষির উপযোগী নয়, আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট, হে আমাদের রব! যেন তারা নামাযের [বিশেষ] খেয়াল রাখে, অতএব, আপনি কতক লোকের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল খেতে দিন, যেন তারা শোকর করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া رب اجعل هذا البلد امنا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির নিবাস করে দিন। সূরা বাক্বারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি الف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরী বানিয়ে দিন।

এরপর মক্কা যখন আবাদ হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির নিবাস করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোনো গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে

রক্ষার দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য নিজেকেও দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে সুরক্ষিত থাকে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

পরিচ্ছেদ:[১০০৮] মহান আল্লাহর বাণী– মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সম্মানিত মাসকেও এবং হেরেমে কুরবানির জন্তুকেও এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন আছে, তা এই জন্য যে, দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনস্থিত সমস্ত বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

(দুনিয়ার আবাদী ঐ সময় পর্যন্ত বাকি থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কা'বা ঘর অবশিষ্ট থাকবে। যখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হবে যে, দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিবেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহকে উঠিয়ে নিবেন, যেমনিভাবে দুনিয়াকে তৈরির সময় সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহকে তৈরি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন– ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة, তেমনিভাবে যখন দুনিয়াকে খতম করবেন তখন সর্বপ্রথম কা'বাঘরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কা'বাঘর বাকি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াও বাকি থাকবে। মোটকথা, কা'বাঘর একটি সম্মানিত স্থান, যার আদব ও মর্যাদা রক্ষা করা ফরয। তাই হেরেমের সীমায় ও ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে)

والشهر الحرام : আর হারাম মাসকে, কুরবানিকে এবং কুরবানির পশুর হারসমূহকেও আল্লাহ মানুষের নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়েছেন। আরবরা হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। এবং কুরবানির পশুকেও তারা কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি করত না। কারণ এগুলি হলো আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত, এগুলি হেরেমে জবাই হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রিস কান্ধলভি)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০৩]: আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনাম হলো قياما للناس অর্থাৎ কা'বাঘর হলো সকলের স্থায়ীত্বের কারণ। অতঃপর যখন হাবশীর হাতে বায়তুল্লাহ বিরান ও ধ্বংস হবে, তখন পূর্ণ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটা একেবারেই কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হবে, যখন দুনিয়া পূর্ণতা লাভ করবে। এটা ঐ সমস্ত আয়াতের পরিপন্থি নয়, যাতে মক্কাকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বলা হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাকে সংরক্ষণ করবেন। এরপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবেই, বিশ্বের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তো কা'বাও ধ্বংস হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ـ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ـ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ. وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ. فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ. وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫০৪]ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর এবং মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের ছওম ফরয হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ আশূরার ছওম পালন করতেন। সে দিনই কা'বাঘর (গিলাফে) আবৃত করা হতো তারপর আল্লাহ যখন রমযানের ছওম ফরয করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আশূরার ছওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ ঐদিন কা'বাঘরের উপর পর্দা দেওয়া হবে, সুতরাং এর দ্বারা কা'বাগৃহের মর্যাদা প্রমাণিত হলো। আর এ মর্যাদাই শিরোনামের উদ্দেশ্য।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ.) : আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ছিলেন প্রথম শ্রেণির একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। তিনি হযরত হিশাম ইবনে ওরওয়া, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, আওযায়ী প্রমুখ মনীষীর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি এক দিকে ছিলেন ফকীহ ইমাম, হাদীসের হাফেয, সংসারত্যাগী, পরহেযগার, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এবং অপর দিকে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ দানবীর। ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ বলেন, তার সমসাময়িক যুগে ভূপৃষ্ঠে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের চেয়ে বড় আলেম ও ফকীহ অপর কেউ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে নানান গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। বহুবার তিনি বাগদাদে গমন করেছেন এবং সেখানে 'হাদীসের দরস' দিয়েছেন। তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[২৫]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ

---

[২৫] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৭, পৃ: ৬০২]

بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ " . تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ " . وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ.

قال ابو عبد الله سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০৫]ঃ আহমদ ইবনে হাফস (রহ.)...আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.) সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহর হজ ও 'ওমরা পালিত হবে। আবান 'ইমরান (রহ.) কাতাদা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, বায়তুল্লাহর হজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। প্রথম রিওয়ায়াতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আবূ আব্দুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, কাতাদা (রহ.) রেওয়ায়েতটি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে এবং আব্দুল্লাহ (রহ.) আবূ সা'ঈদ (রাযি.) থেকে শুনেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো উপরে বর্ণিত দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে বাহ্যতঃ যে দ্বন্দ্বের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তা অবসান করা। কেননা, প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ আবির্ভূত হওয়ার পরও হজ-ওমরা চালু থাকবে। আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বায়তুল্লাহর হজ স্থগিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মূলতঃ উভয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, কিয়ামত সংঘটিত হবে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া এবং তাদের ধ্বংসেরও অনেক পরে। ইয়াজুজ-মাজুজের যুগে লোকেরাও ওমরা করতে থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কুফরীর বিস্তার ঘটবে, তখন হজ-ওমরা বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قال ابو عبد الله : যেহেতু কাতাদাহ মুদাল্লিস ছিলেন, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) কাতাদার শ্রবণ প্রকাশ করে দিলেন, যেন হাদীসগ্রহণযোগ্য হয়।

بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১০০৯] কা'বা ঘরের গিলাফ পরানো সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. قَالَ جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ وَاصِلٍ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ. قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০৬]ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং কাবীসা (রহ.)... আবূ ওয়াইল (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বার সামনে আমি শায়বার সাথে কুরসীতে বসলাম। তখন তিনি বললেন, ওমর

(রাযি.) এখানে বসেই বলেছিলেন, আমি কা'বা ঘরে রক্ষিত সোনা ও রুপা বণ্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। (শায়বা বলেন) আমি বললাম, আপনার উভয় (শায়বা বলেন) সঙ্গী [রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযি.)] তো এরূপ করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা এমন দু'ব্যক্তিত্ব যাঁদের অনুসরণ আমি করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ কা'বার কোনো সম্পদ রাখব না, সব বণ্টন করে দিব। আর এটা স্পষ্ট যে, কা'বার গিলাফও সম্পদ। কারণ, অনেক রাজা-বাদশারা তো রেশম ও মখমলের গিলাফ পরাতো। স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মূল্যবান রেশমী গিলাফ পরিয়েছেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যের জন্য আল্লামা আইনী ও হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্বভাব হলো হাদীসের অন্য সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা। যাতে হযরত ওমর (রাযি.) বলেন- لا اخرج حتي اقسم مال الكعبة আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবো না, যতক্ষণ না কা'বার সম্পদ বণ্টন করব। অর্থাৎ কা'বার অভ্যন্তরে যে সমস্ত মান্নত-নযর ইত্যাদির সম্পদ রয়েছে এবং বাইরে গিলাফ রয়েছে সবকিছু যতক্ষণ পর্যন্ত বণ্টন না করব ততক্ষণ আমি এখান থেকে বের হব না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ১০৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কা'বা শরীফে গিলাফ লাগানোর বৈধতা প্রমাণ করা যে, কা'বা শরীফে গিলাফ লাগানো জায়েয আছে।

بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১০১০] কা'বা ঘর ধ্বংস করে দেওয়া প্রসঙ্গে

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

অনুবাদঃ আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,ঃ একটি সেনাদল কা'বা আক্রমণ করবে, কিন্তু তাদেরকে ভূগর্ভে ধবসিয়ে দেওয়া হবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ. يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا"

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫০৭]ঃ আমর ইবনে আলী (রহ.)...ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বাঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূলোৎপাটন করে দিচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০৮]ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.) ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৬, ২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কা'বার এ ধ্বংস সংঘটিত হবে একেবারে শেষ যুগে, যখন ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ আল্লাহ বলার একজন লোকও আর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, আল্লাহ তাআলা তো মক্কাকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছেন।

بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

পরিচ্ছেদ: [১০১১] হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা

হাজরে আসওয়াদের ফযিলত: হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন–

قال رسول الله نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم (ترمذي اول)

হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এসেছে। তা দুধের চেয়ে অধিক সাদা ছিল, অতঃপর আদম সন্তানের গুনাহ তাকে কালো করে দিয়েছে। কারণ, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলে গুনাহ মাফ হয়।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকেই অপর হাদীস আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হাজরে আসওয়াদকে এভাবে উঠাবেন যে, তার দুটি চোখ থাকবে, যা দ্বারা দেখতে পাবে, এবং জিহ্বা থাকবে যা দ্বারা সে কথা বলবে। সুতরাং যে তাকে চুমা দিবে সে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। – ইবনে মাজাহ, ২১৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ. عَنْ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ. فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫০৯]ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর (রহ.) ... ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি এক খানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাজরে আসওয়াদের ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। যেমন তিনি শিরোনামের অধীনে হাজরে আসওয়াদের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

পরিচ্ছেদ: [১০১২] কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা'বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা নামায আদায় করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ. فَلَقِيتُ بِلَالاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ. بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১০]ঃ কুতাইবা ইবনে সা'ঈদ (রহ.) ... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উসামা ইবনে যায়দ, বিলাল ও 'উসমান ইবন তালহা (রাযি.) বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন খুলে দিলেন তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কা'বার ভিতরে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়ামানের দিকের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ-অংশের সাথে। আর শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে মুনাসাবাত হবে صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -অংশের সাথে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে যেহেতু নামায পড়েছেন, তখন এটা বুঝা যায় যে, তার ভিতরে সর্বত্রই নামায পড়া জায়েয হবে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ৬৭, ৭২, ১৫৬, ২১৭, ২১৯, ৬১৪, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বাঘরের ভিতর নামায আদায় করেছেন। এ কারণেই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা সতর্ক করলেন যে, বায়তুল্লার অভ্যন্তরে নামায পড়া মুস্তাহাব তা সঠিক, তবে তার জন্য কোনো স্থান নির্ধারিত নেই। তার ভিতরে যে কোনো স্থানে বা যে কোনো কোণে পড়লেই চলবে।

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদ: [১০১৩] কা'বার ভিতর নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ. فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ. وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১১]ঃ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) ... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেন, তখন দরজা পিছনে রেখে সোজা সম্মুখের দিকে চলে যেতেন, এতদূর অগ্রসর হতেন যে, সম্মুখের দেয়ালটি মাত্র তিন হাত পরিমাণ দূরে থাকতো এবং বিলাল (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নামায আদায় করতেন। অবশ্য কা'বার ভিতরে যে কোন স্থানে নামায আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ৬৭, ৭২, ১৫৬, ২১৭, ৪১৯, ৬১৪, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বায়তুল্লাহর ভিতরে নামায পড়া কোনোভাবেই জায়েয নেই। কারণ, তখন বায়তুল্লাহর কিছু অংশ পিছনে পড়ে যায়।

২. ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে নফল নামায পড়া জায়েয, ফরয নামায পড়া জায়েয হবে না।

৩. হানাফী ও শাফেয়ীগণের মতে ফরয ও নফল সবই জায়েয আছে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ফরয-নফল সবই জায়েয হওয়া প্রমাণ করা। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে হানাফী ও শাফেয়ীদের আনুকূল্য করছেন।

باب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ

পরিচ্ছেদ: [১০১৪] কা'বার ভিতর যে প্রবেশ করেনি তার সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কে
ইবনে ওমর (রাযি.) অনেক হজ করতেন, কিন্তু তিনি তার ভিতর প্রবেশ করতেন না

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১২]ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.) ...আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওমরা করতে গিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে ঐ সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কিনা -জনৈক ব্যক্তি আবূ আওফা (রাযি.)-এর নিকট তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ -অংশের সাথে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, সম্ভবত তখন তিনি এজন্যই ভিতরে প্রবেশ করেননি যে, তার মধ্যে তখন অনেকগুলি মূর্তি রাখা ছিল। যখন মক্কা বিজয় হলো তখন তিনি তার ভিতরে রাখা মূর্তিসমূহ অপসারণ করিয়েছেন, এরপর তিনি নিজে প্রবেশ করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২১৮, ২৪১, ৬০২, ৬১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করা এটা হজের কোনো অংশ নয়। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে তাহলে তার হজে কোনো ত্রুটি হবে না। আর বাইতুল্লাহর ভিতর প্রবেশ করা মুস্তাহাব হওয়া এবং তার ভিতর নামায পড়া মুস্তাহাব হওয়া এটি একটি ভিন্ন বিষয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার ভিতরে নামায পড়া প্রমাণিত। তেমনিভাবে মক্কা বিজয়ের সময়ও বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রমাণ রয়েছে। তবে বিদায় হজের সময় বাইতুল্লাহর ভিতর প্রবেশ করার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদঃ[১০১৫] কা'বা ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاتَلَهُمُ اللهُ أَمَا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ ". فَدَخَلَ الْبَيْتَ. فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ. وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫১৩]ঃ আবূ মা'মার (রহ.) ...ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মক্কা) এলেন, তখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা কা'বা ঘরের ভিতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হল। (এক পর্যায়ে) ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল (আ)-এর প্রতিকৃতি বের করে আনা হয়- তাদের উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তীর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ! (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, [ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আ) তীর দিয়ে অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনো করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবীর বলেন। কিন্তু ঘরের ভিতরে নামায আদায় করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ২১৮, ৪৭৩, ৬১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর বলা মুস্তাহাব।

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

পরিচ্ছেদ:[১০১৬] (তাওয়াফের মধ্যে) রমলের সূচনা কিভাবে হয় তা সম্পর্কে

رمل - এর অর্থ : رمل-এর অর্থ হলো, সীনা টান করে বীরের মতো স্কন্ধ হেলিয়ে-দুলিয়ে চলা, তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে رمل সুন্নাত। পরের চার চক্করে নয়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. هُوَ ابْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ. وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ. وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৪]ঃ সুলাইমান ইবনে হারব (রহ.)...আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা আগমণ করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াছরিব (মদীনার)-এর জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করতে (উভয় কাঁধ হেলেদুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবাদের প্রতি দয়াবশত সব কয়টি চক্করে রমল করতে আদেশ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হজের মধ্যে রমলের পদ্ধতির সূচনা কিভাবে হয় তার বর্ণনা করা। যার বিবরণ হাদীসের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম হিজরীতে দুই শত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আগমন করেন, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি প্রতিনিধিদল আসছে যাদেরকে মদিনার জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে। মুলতঃ তখন মদিনায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন মুশরিকদের এ মন্তব্য পৌঁছল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাওয়াফের মধ্যে রমল করার নির্দেশ দিলেন, যেন মুশরিকরা মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য দেখতে পারে। তারপরও সাহাবায়ে কেরাম দুর্বলতা অনুভব করছিলেন, এদিকে কাফেররা কাইকাআন পাহাড়ের উপর বসে ছিলো। যেখান থেকে কা'বার তিন দিক দেখা যেত, এবং হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনের মধ্যবর্তী অংশ দেখা যেত না। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তিনদিকে রমল করতে বললেন, আর যেদিকটি কাফেরদের দৃষ্টির বাইরে ছিল সেই দিকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটার নির্দেশ দিলেন, যেন তারা কিছুক্ষণ আরামের সাথে হাঁটতে পারেন। তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করার সময় কা'বার চতুর্দিক রমল করেছিলেন, তাই ওলামায়ে কেরাম চতুর্দিক রমল করার পক্ষে।

بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

পরিচ্ছেদ: [১০১৭] মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন, স্পর্শ) করা এবং তিন চক্করে রমল করা

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ. إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৫]ঃ আসবাগ (রহ.) ... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন,স্পর্শ) করতে এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮, ২১৯, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা রমলের বিধান যে এখনও বাকি রয়েছে তার অস্বীকার করে। তেমনিভাবে ঐ সমস্ত লোকদেরও অভিমত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে যে, রমল শুধুমাত্র ركنين يمانين তথা দুই ইয়ামেনি রুকনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের মত সমর্থন করেছেন, যারা বলেন যে, রমল চতুর্দিকই করতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কা'বার চতুর্দিক রমল করেছিলেন।

بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

পরিচ্ছেদ: [১০১৮] হজ ও ওমরায় (তাওয়াফে) রমল করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৬]ঃ মুহাম্মদ (রহ.)... ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ এবং 'ওমরার তাওয়াফে (প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন, অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চলেছেন। লাইস (রহ.) হাদীস বর্ণনায় সুরাইজ ইবনে নু'মান (রহ.)-এর অনুসরণ করে বলেন, কাসীর ইবন ফারকাদ (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮, ২১৯, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৭]ঃ সা'ঈদ ইবনে আবূ মারয়াম (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি চুম্বন করলেন। পরে বললেন, আমাদের রমল করার উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা তো রমল করে মুশরিকদেরকে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম। আল্লাহ এখন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বললেন, যেহেতু এই (রমল) কাজটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, তাই তা পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৮]ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন থেকে দেখেছি যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি ইস্তিলাম করেছেন। তখন থেকে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'-এর ইসতিলাম করা বাদ দেইনি। [রাবী 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন] আমি নাফে'কে (রহ.) জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনে ওমর (রাযি.) কি ঐ দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, সহজে ইস্তিলাম করার উদ্দেশ্য তিনি (এতদুভয়ের মাঝে) স্বাভাবিকভাবে চলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম দ্বারা একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো হাম্বলীদের মতে রমল কেবলমাত্র বহিরাগতদের জন্য প্রযোজ্য, মক্কার অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে জুমহূর ওলামায়ে কেরাম বলেন, বহিরাগত ও মক্কাবাসী সকলের জন্যই তা প্রযোজ্য। ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামের ব্যাপকতা দ্বারা জুমহূরের আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন।

بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

পরিচ্ছেদ: [১০১৯] ছড়ির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫১৯]ঃ আহমদ ইবন সালিহ ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইমান (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করেন। দারাওয়ার্দী (রহ.) হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রহ.)- এর অনুসরণ করে ইবনে আবিয যুহরী (রহ.) সূত্রে তার চাচা (যুহরী) (রহ.) থেকে হাদীসকরেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮, ২১৯, ২২১, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজরে আসওয়াদকে যদি সরাসরি চুমা দিতে না পারে তাহলে দূর থেকে লাঠি বা হাত তাতে লাগিয়ে উক্ত লাঠি বা হাতে চুমা দিলেও চলবে। একমাত্র ইমাম মালেক (রহ.) একে অস্বীকার করেন। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এক্ষেত্রে জুমহূরের আনুকূল্য করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ : সবচেয়ে উত্তম তো হলো মুখ লাগিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া। কিন্তু যদি ভিড়াভিড়ির কারণে এটা সম্ভব না হয় তাহলে হাত লাগিয়ে তাতে চুমা দিলেও চলবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে লাঠি লাগিয়ে লাঠিতে চুমো দিলেও চলবে। যেমনটি আল্লামা আইনী (রহ.) লিখছেন–

انه اذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده او بعصا ثم قبل ما استلم به

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌছে হাত দ্বারা সেদিকে ইশারা করে হাতে চুমা দিলেও চলবে।

উল্লেখ্য যে, হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়াটা ফরয বা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তাই বর্তমান যুগে মানুষকে কষ্ট দিয়ে হাজরে আসওয়াদে চুমা না দেওয়াই উত্তম।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, কুনিয়াত ও উপাধি

নাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। আবুল আব্বাস কুনিয়াত। পিতা আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাযি.) তাঁর আপন খালা।

উপাধিসমূহ

হিবরুল উম্মাহ, ফকিহুল উম্মাহ, ইমামুত তাফসির, তরজমানুল কুরআন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) নানা দিক থেকেই সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন। রক্ত-সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'হিবর ও বাহর' (পূণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহিযগারীর তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদাত গোযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তাওবাহ ও ইসতিগফারকারী। আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দু'টি রেখার সৃষ্টি করেছিল।

জন্ম

হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে ৬১৯ খ্রিস্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যা আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁকে কোলে করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাঁর তাহনীক করেন। এভাবে তার পেটে পার্থিব কোন বস্তু প্রবেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সেইসাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমাত।

তাঁর পিতা হযরত আব্বাস হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে স্বপরিবারে মদীনায় হিজরাত করেন। আবদুল্লাহর বয়স তখন এগারো বছরের বেশী হবে না। কিন্তু তখনও তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটাতেন। একবার বাড়ী ফিরে এসে তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যাকে আমি চিনি না।' হযরত আব্বাস (রাযি.) একথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে ডেকে নিজের কোলে বসান এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করেন; 'হে আল্লাহ! তাকে বরকত দিন এবং তার থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন।'

দরবারে নবুওয়াতে

তাঁর পিতা আব্বাস দৃশ্যতঃ মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে হিজরী ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন সাদের বর্ণনা মতে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার পর উম্মুল ফাদলই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাই আবদুল্লাহ জন্মের পর থেকেই তাওহীদের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং বুদ্ধি বিবেক হওয়ার পর এক মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অজুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকতিদা করতেন এবং সফরে রওয়ানা হলে তিনি তাঁর বাহনের পেছনে আরোহন করে তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। এভাবে ছায়ার ন্যায় তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং নিজের মধ্যে সর্বদা বহন করে নিয়ে বেড়াতেন একটি সজাগ অন্তঃকরণ, পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্ক এবং আধুনিক যুগের যাবতীয় রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি থেকে অধিক শক্তিশালী একটি স্মৃতিশক্তি।

হযরত আবদুল্লাহ যদিও স্বভাবগতভাবেই ছিলেন শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চালাক, তবুও তিনি জীবনের যে অধ্যায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করেন মূলতঃ সে বিষয়টি মানুষের জীবনের খেলাধূলার সময়। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, আমি অন্য ছেলেদের সাথে গলিতে, রাস্তা-ঘাটে খেলা করতাম। একদিন পেছনের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি একটি বাড়ীর দরজার আড়ালে দিয়ে পালালাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। আমার

মাথায় হাত রেখে বললেন; 'যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।' মুয়াবিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাতিব বা সেক্রেটারী। আমি দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'চলুন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডাকছেন।'

হেকমত ও প্রজ্ঞা লাভের ইতিহাস

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহর খালা হওয়ার কারনে অধিকাংশ সময়ে তাঁর কাছে কাটাতেন। অনেক সময় রাতে তাঁর ঘরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় ও তাঁর অজুর পানি এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি খুব খুশী হলেন। নামাযে যখন দাঁড়ালেন তখন আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়াতে কীসে তোমাকে বিরত রাখলো?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার দৃষ্টিতে আপনি মহাসম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে, আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করিনি।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দুআ করলেন, اللهم اعطه الحكمة 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে হিকমাত বা বিজ্ঞান দান করুন।' আর একবার রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি আবদুল্লাহর জন্য দুআ করেন এই বলে–

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি শিখাও।'

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবীর এ দুআ কবুল করেন এবং হাশেমী বালককে অধিক জ্ঞান দান করেন। যারফলে বড় বড় জ্ঞানীদের তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তাঁর অগাধ জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বিচিত্র ঘটনাবলী ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি তের বছরের একজন কিশোর মাত্র। এতদসত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৬৬০ (দুই হাজার ছয়শত ষাটটি) হাদিস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে মুসলিম জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন, বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যার অনেকগুলো বর্ণিত হয়েছে।

আকাবের সাহাবীগণের দৃষ্টিতে

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিল তের বছর। এর সোয়া দুই বছর পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের খিলাফতকা[illegible] তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। খলীফা উমর (রাযি.) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাকে গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের সাথে বসার অনুমতি দিতেন। বদরী সাহাবীদের সাথেও বসার অনুমতি [illegible] দেওয়া হয়। মুহাদ্দিস ইবন আবদিল বার বলেন, উমর ইবন আব্বাসকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সা[illegible] করতেন।

বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ইবনে আব্বাস (রাযি.)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগে হিজরী ২৭ সনে মিসরের ওয়ালী আবদুল্লাহ ইবন [illegible] সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ মদীনা থেকে একটি [illegible] এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে আফ্রিকার বাদশাহ জুরজীরের সা[illegible]

করেন। বাদশাহ তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেনঃ আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।'

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

হিজরী ৩৫ সনে হযরত উসমান (রাযি.) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলে তিনি আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। সে বছর তারই নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জ থেকে যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, মদীনা তখন উত্তপ্ত। খলীফা উসমান (রাযি.) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং মদীনা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। তারা খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য হযরত আলী (রাযি.)-কে চাপ দিচ্ছে। হযরত আলী (রাযি.) আবদুল্লাহর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর দয়িত্বভার গ্রহণ না করার জন্য আলী (রাযি.)-কে পরামর্শ দেন। হযরত আলী দায়িত্ব গ্রহণ করলে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তিনি ধারণা করেন, পরবর্তীকালে তা সবই সত্যে পরিণত হয়।

উটের যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) হযরত আবদুল্লাহ হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে হিজাযী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন। বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রাযি.)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

বিতর্ক-বাহাসে অতুলনীয়

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময় আলী (রাযি.)-এর কিছু সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আলী (রাযি.)-কে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে তাদের কাছে গিয়ে একটু কথা বলার অনুমতি দিন।' তিনি বললেন, আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ির আশঙ্কা করছি।' আবদুল্লাহ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ তেমন কিছু হবে না।'

আবদুল্লাহ তাদের কাছে গিয়ে উপলব্ধি করলেন তাদের চেয়ে এত বেশি একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে নিমগ্ন অন্য কোনো সম্প্রদায় ইতিপূর্বে আর কখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা বলল, 'ইবন আব্বাস! আপনাকে খোশ আমদেদ! তবে আপনি কী জন্য এসেছেন?' বললেন, আপনাদের সাথে কিছু আলোচনার জন্য।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'এর সাথে আলোচনার প্রয়োজন নেই।' তবে কেউ কেউ বলল, 'ঠিক আছে, বলুন, আপনার কথা আমরা শুনি।'

তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, তাঁর জামাই এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি অর্থাৎ আলীর প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন?'

তারা বলল, আমরা তাঁর তিনটি কাজের বদলা নিতে চাই।' তিনি বরলেন, 'সে তিনটি কাজ কী কী?' তারা বলল–

১. সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু মুসা আশআরী ও আমর ইবনুল আসকে শালিশ নিযুক্ত করে তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করেছেন।

২. আয়িশা ও মুয়াবিয়ার সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ গনিমাত হিসাবে এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসাবেও গ্রহণ করেননি।

৩. মুসলমানরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমীর হিসাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি পরিহার করেছেন।

জবাবে ইবন আব্বাস বললেন–

'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদিস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের ওপর আছেন তা থেকে কি প্রত্যাবর্তন করবেন?' তাঁরা সম্মতিসূচক জবাব দিলে তিনি বললেন, আপনাদের অভিযোগ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করে অপরাধ করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোন কিছু শিকার করে, তাহলে তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক সে সম্পর্কে যে আদেশ করে সে অনুযায়ী অনুরূপ একটি পশু বিনিময় হিসাবে কাবায় উপস্থিত করবে।' {মায়েদা : আয়াত ৯৫}

আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, চার দিরহাম মূল্যের একটি নিহত খরগোশের ব্যাপারে বিচারক নিয়োগ করা থেকে মানুষের রক্ত ও জীবন রক্ষার চেয়ে তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত নয় কি?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, মানুষের রক্তের নিরাপত্তা ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক নিয়োগ অধিক সঙ্গত।' ইবন আব্বাস বললেন, আমরা তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

এরপর ইবন আব্বাস বললেন, আপনারা বলছেন, আলী যুদ্ধ করেছেন আয়িশা (রাযি.) ও মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের বন্দী করে দাস-দাসী বানাননি।' আপনারা কি চান আপনাদের মা আয়িশা (রাযি.)-কে দাসী বানানো হোক এবং অন্যান্য দাসীদের সাথে যেমন আচরণ করা হয় তাঁর সাথেও তেমন করা হোক? উত্তরে যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে আপনারা কাফির হয়ে যাবেন। (কারণ শরীয়াতে দাসীর সাথে স্ত্রীর ন্যায় আচরণ বৈধ।)'

আর যদি বলেন, আয়িশা' আমাদের মা নন, তাহলেও আপনারা কাফির হবেন। কারণ, আল্লাহ বলছেন-

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

'নবী মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ তাদের জননী।'

এখন এ দুটি জবাবের যে কোন একটি আপনারা বেছে নিন। তারপর তিনি বললেন, আমরা তাহলে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

সবশেষে তিনি বললেন, আলী আমীরুল মুমিনীন' উপাধিটি পরিহার করেছেন, আপনারা এ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি লেখা হলে কুরাইশরা বলেছিল, আমরা যদি বিশ্বাসই করতাম আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আপনার কা'বা শরীফে পৌছার পথে প্রতিবন্ধক হতাম না বা আপনার সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতাম না। আপনি বরং এ বাক্যটির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ' কথাটি লিখুন। সেদিন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে তাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল, তা তোমরা আমাকে যতই অস্বীকার করনা কেন।'

আলী ঠিক একই কারণে আমীরুল মুমিনীন' লকবটি পরিহার করেছেন। কারণ, মুয়াবিয়া যদি তাঁকে আমীরুল মুমিনীন' বলে স্বীকারই করে নিতেন তাহলে তো কোন বিরোধই থাকতো না।' একথার পর তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

হযরত আলীর পক্ষত্যাগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁরা তৃপ্ত হলো এবং তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তারা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল। এ সাক্ষাতকারের পর বিশ হাজার লোক আবার আলীর দলে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট চার হাজার লোক আলী (রাযি.)-এর শত্রুতার হঠকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

জিহাদে অংশগ্রহণ

চরমপন্থী খারেজীদের সাথে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হযরত আলী (রাযি.)-এর যে যুদ্ধ হয় আবদুল্লাহ (রাযি.) বসরা থেকে সাত হাজার সৈন্যসহ এ যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী বসরার সাথে অধিকৃত সমগ্র ইরানেও আবদুল্লাহকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি ইরানের খারেজী বিদ্রোহ নির্মূল করেন।

একটি বর্ণনা মতে, (রাযি.)-এর খিলাফতকালেই হযরত আবদুল্লাহ বসরার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, বসরার কাজী আবূল আসওয়াদ দুয়ালী ও তাঁর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত বসরার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের সূচনাতে তিনি মক্কায় চলে যান এবং নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

হুসাইন (রাযি.)-কে সতর্কীকরণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.) কূফাবাসীদের আমন্ত্রণে যখন মদীনা থেকে মক্কা হয়ে কূফায় রওয়ানা হচ্ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে কূফাবাসীদের গাদ্দারীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কারবালার ইমাম হুসাইনের সপরিবারে শাহাদাত বরণে হযরত আবদুল্লাহ ভীষণ আঘাত পান।

ইলম অন্বেষণে অক্লান্ত সাধনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) জ্ঞানার্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সবধরনের পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর অমিয় ঝর্ণাধারা থেকে দু'টি অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে থাকেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি যে কত বিনয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন তাঁর নিজের একটি বর্ণনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, আমি যখনই অবগত হয়েছি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট তাঁর একটি হাদিস সংরক্ষিত আছে, আমি তাঁর ঘরের দরজায় উপনীত হয়েছি। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তাঁর দরজার সামনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। বাতাস ধূলাবালি উড়িয়ে আমার জামা-কাপড় ও শরীর হয়তো একাকার করে ফেলেছে। অথচ আমি সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তখনই অনুমতি দিতেন। শুধুমাত্র তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যেই আমি এমনটি করেছি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এ দুরবস্থা দেখে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দেননি কেন, আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে আসতাম।' বলেছি, আপনার নিকট আমারই আসা উচিত। কারণ জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে দেয়ার বস্তু নয়। তারপর তাঁকে আমি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।'

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস ছিলেন বিনয়ী। তিনি জ্ঞানীদের উপযুক্ত কদরও করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন কাতিবে ওহী ও বিচার, ফিকহ, কিরাত ও ফারায়েজ শাস্ত্রে মদীনাবাসীর নেতা যায়িদ বিন সাবিত (রাযি.) তাঁর বাহনের পিঠে আরোহণ করবেন, এমন সময় হাশেমী যুবক আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) মনিবের সামনে দাসের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বাহনের লাগাম ও জিনটি ধরে তাঁকে আরোহণ করতে সাহায্য করলেন। যায়িদ (রাযি.) তাঁকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, এ আপনি কি করছেন, ছেড়ে দিন।' ইবন আব্বাস বললেন, আমাদের উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যই আমরা আদিষ্ট হয়েছি।' যায়িদ (রাযি.) বললেন, আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন।' তিনি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ (রাযি.) ঝুঁকে পড়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, নবী-পরিবারের লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যও আমরা আদিষ্ট হয়েছি।'

ইলম বিস্তারে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ভূমিকা

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যখন তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন তখন মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত কাঁধে তুলে নিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর বাড়িটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যে অর্থে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সে অর্থে তার বাড়ীটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইবন আব্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে পার্থক্য এখানে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন বহু শিক্ষক আর সেখানে ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর এক সঙ্গী বর্ণনা করেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর এমন একটি মাহফিল দেখেছি যা গোটা কুরাইশ গোত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দেখলাম তাঁর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর দরজায় মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের কথা জানালাম। তিনি অজুর জন্য পানি আনালেন। অজু করলেন। তারপর বসে বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান লোকদের বল, যারা কুরআন ও কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর এত বিপুল সংখ্যক লোক ভেতরে প্রবেশ করল যে, কক্ষটি এমনকি সম্পূর্ণ বাড়ীটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারা যা কিছু জানতে চাইলো তিনি তাদেরকে অবহিত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা চলে গেল।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে জানতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর লোকে ঘর ভরে গেল। তাদের সব জিজ্ঞাসারই তিনি জবাব দিলেন এবং অতিরিক্ত অনেক কিছুই অবহিত করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা বেরিয়ে গেল।

তিনি আমাকে আবার বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে যারা হালাল, হারাম ও ফিকহ্ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে পাঠালাম। তাদের সংখ্যাও এত ছিল যে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দানের পর তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল।

তিনি আমাকে আবার পাঠালেন এবং ফারায়েজ ও তৎসংক্রান্ত মাসআলা সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন। এবারও ঘরটি ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দানের পর পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল। তিনি আমাকে আবার পাঠালেন। বললেন, 'যারা আরবী ভাষা, কবিতা এবং আরবদের বিস্ময়কর সাহিত্য সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' আমি তাদেরকে পাঠালাম। এবারো ঘর ভরে গেল। তিনি তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। বর্ণনাকারী মন্তব্য করেন, 'সমগ্র কুরাইশ গোত্রের গৌরব ও গর্বের জন্য এই একটিমাত্র সমাবেশই যথেষ্ট।'

এমন ভীড়ের কারণেই ইবন আব্বাস পরবর্তীকালে একেকটি বিষয়ের জন্য সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। ফিকহ্, মাগাযী, কবিতা, প্রাচীন আরবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করতেন। তাঁর এসব আলোচনার মজলিসে যত বড় জ্ঞানীই উপস্থিত হতেন না কেন, তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন।

তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে আকাবেরগণের মন্তব্য

হযরত ইবন আব্বাস তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির কল্যাণে অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতে রাশেদার মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রবীণ ও বিদ্বান সাহাবীদের আহ্বান জানাতেন। সেই সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকেও ডেকে পাঠাতেন। তিনি উপস্থিত হলে হযরত উমর তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তুমি ও তোমার মতো আর যারা আছ সমাধান বের কর।'

একবার প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মজলিসে হযরত উমর (রাযি.) অন্যদের তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে একটু বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। তখন আবদুল্লাহ একজন যুবক। এ ব্যাপারে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হন। কেউ কেউ বলেন, আমাদেরও তো তার বয়সী ছেলে ও নাতিরা রয়েছে, আমরাও তো তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি।' হযরত উমর তখন কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আবদুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তখন উমর বলেন–

ذاكم كهل الفتيان

'আবদুল্লাহ তো বৃদ্ধদের মতো যুবক। তার আছে একটি জিজ্ঞাসু যবান ও সচেতন অন্তঃকরণ।'

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়াহকে ইবন আব্বাসের জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ইবন আব্বাসের তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নযরে পড়েনি।'

আমর ইবন হাবশী বলেন, আমি ইবন উমরকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি ইবন আব্বাসের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।'

তাফসীর শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ ও সেবার সুযোগ। দ্বিতীয়তঃ তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ। তৃতীয়তঃ জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

যায়িদ ইবন সাবিত (রাযি.) ইন্তেকাল করলে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) মন্তব্য করেছিলেন 'এই উম্মাতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আশা করি আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

ছাত্র ও সাধারণ লোকদের প্রতি সদাচারণ

হযরত ইবন আব্বাস বিশিষ্ট ছাত্র ও ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে সাধারণ লোকদের সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। মাঝে মাঝে বিশেষ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে ওয়াজ-নসিহত করতেন।

আমল ও ইবাদত-বন্দেগী

তিনি ছিলেন দিনে রোযাদার ও রাতে ইবাদাত গোযার। আবদুল্লাহ ইবন মুলাইকা বলেন, 'একবার আমি ইবন আব্বাসের সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফর করলাম। সফরে নিয়মিত তিনি রাতের একটি বিশেষ অংশ নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। অথচ অন্য সফরসঙ্গীরা তখন ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। একদিন রাত্রে একাগ্রচিত্তে তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনলাম–

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই সমুপস্থিত। এ হচ্ছে তা-ই, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।'

বারবার তিনি এ আয়াতটি আওড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি এভাবে কাটিয়ে দিলেন।"

ওফাত

মক্কায় অবস্থান করলেও হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তাঁকে খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে তাঁর মক্কায় অবস্থান কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি তায়েফে চলে যান এবং ৬৮ হিজরী মুতাবিক ৬৮৬/৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই তায়েফ নগরীতেই তিনি ইনতিকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তায়েফ নগরে 'মসজিদে ইবন আব্বাস' নামক বিশাল মসজিদটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এ মসজিদেরই পেছনের দিকে এক পাশে এ মহান সাহাবীর কবর। তাঁকে কবরে সমাহিত করার পর কুরআনের এ আয়াতটি পঠিত হয়েছিল–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

'হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'

بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

পরিচ্ছেদঃ [১০২০] যে কেবল দুই ইয়ামেনী রুকনকে ইস্তিলাম করে তার সম্পর্কে

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ. أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ. وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.)... আবুশ-শা'সা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কে আছে যে, বায়তুল্লাহর কোন অংশ (কোন রুকনের ইস্তিলাম) ছেড়ে দেয়; মুআবিয়া (রাযি.) তাঁকে বললেন, ইয়ামেনী দু'রুকন-এর ইস্তিলাম করি না। তখন মুআবিয়া (রাযি.) তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) সব কয়টি রুকন ইস্তিলাম করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫২০]ঃ আবুল ওলীদ (রহ.) ...আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল ইয়েমেনী দু'রুকনকে ইস্তিলাম করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৮, ২১৮, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফের সময় শুধুমাত্র ইয়ামনী দু'রুকন-এর স্পর্শ করতে হবে। এটি জুমহুরের মত। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) অন্য দুটি রোকনও স্পর্শ করতেন। সুতরাং এ মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহুরের সমর্থন করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ : উল্লেখ্য যে, বাইতুল্লাহ শরীফের চারটি রুকন (কোণ) রয়েছে। ১. শামী, ২. ইরাকী, ৩. ইয়ামেনী, ৪. আসওয়াদ। (এখানে يَمَانِيَيْنِ শব্দটি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনীর জন্য تغليب হিসেবে হয়েছে)

বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় শামী ও ইরাকী রুকন স্পর্শ করতে হবে কি না সে সম্পর্কে প্রথম যুগে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মাঝে কিছুটা মতপ্রার্থক্য ছিল। পররর্তীতে সে মতপার্থক্যের অবসান হয়ে সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে যায় যে, استلام তথা স্পর্শ করতে হবে একমাত্র রুকনে ইয়ামেনী ও হাজরে আসওয়াদ। কেননা, এ দুটি রুকন এখনও ইবরাহীমী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী ইবরাহীমী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। যার ঘটনা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে কুরাইশরা চাঁদা তুলে বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করে। কিন্তু অর্থের অভাবে তারা তা ছোট করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাইতুল্লাহর কিছু অংশ নির্মাণের বাইরে রয়ে যায়। যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়।

পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) তাঁর শাসনামলে কা'বার পুনঃনির্মাণকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাশা অনুযায়ী কা'বাকে তাঁর ইবরাহীমী ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)সহ অনেকেই এ উভয় রুকনও (শামী ও ইরাকী) স্পর্শ করতেন। কিন্তু খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে তাঁর নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণকালে ইবনে যুবাইর (রাযি.)-এর বর্ধিতাংশ বাদ দিয়ে কুরাইশদের ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন। ফলে আবারও হাতীম মূল কা'বার বাইরে রয়ে যায়। পরবর্তীতে যারা এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তারা শুধুমাত্র রুকনে ইয়ামেনী ও রুকনে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। আর রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী স্পর্শ করতেন না।

আর যেহেতু বাইতুল্লাহ এখনও উক্ত নির্মাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, শুধুমাত্র হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামেনীর স্পর্শ বহাল রাখা হয়, অন্য দুটির স্পর্শ বাতিল করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ চার রুকনই স্পর্শ করে থাকেন, যা ইবনে যুবাইর (রাযি.)-এর রুকনের পর প্রচলন হয়েছিল।

এখনও যদি কখনও বাইতুল্লাহ ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃনির্মিত হয়ে যায় তাহলে চার আরকানেরই স্পর্শ মুস্তাহাব হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম বা স্পর্মের হুকুমের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তা হলো যদি হাজরে আসওয়াদ সরাসরি চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করার সুযোগ না হয় তাহলে দূর থেকে ইশারা করে হাতে চুমু খেলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু রুকনে ইয়ামানী যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করার সুযোগ হয় তাহলে তো উত্তম, নতুবা দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করা যাবে না।

باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

পরিচ্ছেদ:[১০২১] হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২১]ঃ আহমদ ইবনে সিনান (রহ.)... আসলাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি। আর তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَبَّلَ الْحَجَرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ.. فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫২২]ঃ মুসাদ্দাদ(রহ.)... যুবাইর ইবনে আরাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ইবনে ওমর (রাযি.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম 'মনে করুন'! যদি প্রচণ্ড ভিড় হয় বা আমি তা করতে অক্ষম হই তখন কি করব? ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, তোমার 'মনে করুন' ইয়েমেনে গিয়ে বলবে, (এখানে নয়) কারণ, আমি তো রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তাতে হাত লাগাতেন এবং চুম্বন করতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (রহ.) বলেন, আমি আবু জাফর (রাযি.)-এর কিতাবে পেয়েছি তিনি বলেছেন আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন, যুবাইর ইবনে আদী (রহ.) তিনি হলেন কূফী আর যুবাইর ইবনে আরাবী (রহ.) তিনি হলেন বসরী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ : ইবনে ওমর (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য হলো তোমরা সুন্নতের উপর চল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ব্যাপারে প্রশ্ন না করা। ঈমানের দাবী হলো রাসূলের সুন্নতকে অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া। তাতে কোনো যুক্তি না খোঁজা।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজরে আসওয়াদে হাত দ্বারা স্পর্শ করে চুমা দিতে হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদঃ [১০২২] হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে তার দিকে ইশারা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ. كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ. بِشَيْءٍ

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫২৩]ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে (আরহণ করে) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছু দিয়ে তার প্রতি ইশারা করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২১, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে তাতে ইসতিলাম ও চুম্বন সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে ইশারা করবে। কারণ, তাওয়াফের প্রদক্ষিণসমূহ হলো নামাযের রাকাতের ন্যায়। সুতরাং যেমনিভাবে নামাযের প্রতি রাকাত তাকবীর দ্বারা শুরু হয় তেমনিভাবে তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ শুরু হবে ইস্তিলাম দ্বারা।

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

পরিচ্ছেদ: [১০২৩] হাজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ. كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২৪]ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছুর দ্বারা তার দিকে ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। ইব্রাহীম ইবনে তাহমান (রহ.) খালিদ হাযযা (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَبَّرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২১, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়ার সময় তাকবীর বলা মুস্তাহাব।

بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

পরিচ্ছেদ: [১০২৪] মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। তারপর দু'রাকআত নামায আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ. عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ. قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-أَنَّ أَوَّلَ. شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ. ثُمَّ طَافَ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-مِثْلَهُ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ. فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২৫]ঃ আসবাগ (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী) 'উরওয়া (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তাওয়াফটি 'ওমরার তাওয়াফ ছিল না। (তিনি আরো বলেন) তারপর আবূ বকর ও ওমর (রাযি.) অনুরুপভাবে হজ করেছেন। এরপর আমার পিতা যুবাইর (রাযি.)-এর সাথে আমি হজ করেছি তাতেও দেখেছি যে, সর্ব প্রথম তিনি তাওয়াফ করেছেন। এরপর মুহাজির, আনসার সকল সাহাবা (রাযি.)-কে এরুপ করতে দেখেছি। আমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন এবং যুবাইর ও অমুক অমুক ব্যক্তি 'ওমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যখন তাঁরা তাওয়াফ সমাধা করেছেন হালাল হয়ে গেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ. ثُمَّ طَافَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের , পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ. أَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ. وَمَشَى أَرْبَعَةً. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২৬]ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)...আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে হজ বা 'ওমরা উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চক্করে স্বাভাবিক হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দু'রাকাআত নামায আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ. وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২৭]ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ পৌঁছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা, যারা বলে যে, তাওয়াফ করার পর সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পূর্বেই হালাল হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডনের জন্য ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস উপস্থাপন করেছেন।

بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

পরিচ্ছেদ: [১০২৫] পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ. وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ

الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ {انْطَلِقِي} عَنْكِ. وَأَبَتْ. {وَكُنَّ} يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ. وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ. وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ. قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ. وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.

[ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] আমাকে আমর ইবনে আলী (রহ.)....থেকে ইবনে হিশাম (রহ.) যখন মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন আতা (রহ.) তাঁকে বললেন, আপনি তাদের কি করে নিষেধ করেছেন, অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহধর্মিণীগণ পুরুষদের সঙ্গে তাওয়াফ করেছেন? [ইবনে জুরাইজ (রহ.) বলেন] আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তা কি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে না পূর্বে? তিনি [আতা (রহ.)] বললেন, হাঁ, আমার জীবনের কসম, আমি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের কথাই বলছি। আমি জানতে চাইলাম পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিলে মিশে তাওয়াফ করতেন না। আয়েশা (রাযি.) বরং পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাওয়াফ করতেন, তাদের মাঝে মিশে যেতেন না। এক মহিলা আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন, চলুন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমরা তাওয়াফ করে আসি। তিনি বললেন, "তোমার মনে চাইলে তুমি যাও" আর তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রাতের বেলা পর্দা করে বের হয়ে (সম্পূর্ণ না মিশে) পুরুষের পাশাপাশি থেকে তাওয়াফ করতেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে সকল পুরুষ বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন। আতা (রহ.) বলেন, 'উবাইদ ইবনে 'উমাইর এবং আমি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন "সবীর" পর্বতে অবস্থান করছিলেন। [ইবনে জুরাইজ (রহ.) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তার পর্দা তাবু কিসের ছিল। তখন তিনি বললেন, পর্দা ঝুলানো তুর্কী তাঁবুতে ছিলেন, এ ছাড়া তাঁর ও আমাদের মাঝে অন্য কোন কিছু ছিল না। (আকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ায়) আমি তাঁর গায়ে গোলাপী রং-এর চাদর দেখতে পেলাম।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}

হাদীসের অনুবাদ: [১৫২৮]ঃ ইসমা'ঈল (রহ.)... নবী সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন : বাহনে আরোহণ করে মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। আমি মানুষের পেছনে থেকে তাওয়াফ করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের পার্শ্বে নামায আদায় করছিলেন এবং এতে তিনি وَالطُّورِ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ এই (সূরাটি) তিলাওয়াত করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ"-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ২১৯, ২২০, ২২১, ৭২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফের সময় পুরুষদের সাথে মহিলারাও তাওয়াফ করবে। যেহেতু বনু উমাইয়ার সময় ইবনে হিশাম মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারাও পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করত। ইমাম বুখারী (রহ.) ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন, যারা তা নিষেধ করে।

بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

পরিচ্ছেদঃ [১০২৬] তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ "قُدْهُ بِيَدِهِ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫২৯]ঃ ইব্রাহীম ইবনে মূসা (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে চামড়ার ফিতা বা সূতা অথবা অন্য কিছু দ্বারা আপন হাত অপর এক ব্যক্তির সাথে বেঁধে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তার বাঁধন ছিন্ন করে দিয়ে বললেন : হাত ধরে টেনে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قُدْهُ بِيَدِهِ-অংশের সাথে। কারণ, এটাও তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯-২২০, ২২০, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যদিও বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে নামায বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার দাবী হলো তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা জায়েয না হওয়া। তাই তিনি সতর্ক করে দিলেন যে, প্রয়োজনবশত তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ : আল্লামা আইনী ত্বাবারানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত বিশর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ ও সন্তানাদি তাকে ফেরত দিয়ে দেন। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন যে, বিশর ও তার ছেলে ত্বালক একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় তাওয়াফ করছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা আবার কি? তখন তিনি বললেন যে, আমি শপথ করেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমার সম্পদ ও সন্তানাদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে আমি বাঁধা অবস্থায় হজ্জ করব। কারণ জাহিলী যুগের লোকদের ধারণা ছিল যে, এভাবে হজ্জ করলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রশি কেটে দিলেন, এবং বললেন এভাবেই হজ্জ কর। এটা হলো শয়তানি কাজ।

بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

পরিচ্ছেদ: [১০২৭] তাওয়াফের সময় রুজ্জু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় কোন কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩০] ঃ আবূ আসিম (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখতে পেলেন এ অবস্থায় যে, চাবুকের ফিতা বা অন্য কিছু দিয়ে (তাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে)। তখন তিনি তা ছিন্ন করে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২০, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফ করা অবস্থায় কোনো অশোভনীয় ও মন্দ কাজ করা যাবে না।

بَابُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ

পরিচ্ছেদ: [১০২৮] বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ করবে না

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ ثنا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ "أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ"

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩১] ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.)... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রাযি.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, সে হজ্জে কুরবানীর দিন [আবূ বকর (রহ.)] আমাকে একদল লোকের সঙ্গে পাঠালেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ করবে না এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৩, ২২০, ৪৫১, ৬২৬, ৬৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা জায়েয নেই। আইম্মায়ে ছালাছা তো তাওয়াফের জন্য সতর ঢাকাকে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাই তাদের মতে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফই হবে না। আর হানাফীদের মতে এমতাবস্থায় তাওয়াফ করলে দম ওয়াজিব হবে। যা-হোক সতর ঢাকা সকলের মতেই আবশ্যক।

بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

পরিচ্ছেদ: [১০২৯] তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

আতা (রহ.) বলেন, কেউ তাওয়াফ করার সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হলে অথবা কাউকে তার স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া হলে সালামের পর ঐ স্থান থেকে তাওয়াফ আবার শুরু করবে যেখান থেকে তা বন্ধ হয়েছিল। ইবনে ওমর ও আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাযি.) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের সমর্থন ব্যক্ত করা। জুমহূর ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাওয়াফ করছে, এমতাবস্থায় জামাতের ইকামত শুরু হয়ে গেল, এবং জামাত দাঁড়িয়ে গেল, এবং সে নামাযে শরীক হয়ে গেল। এখন সে নামায শেষ করে সাথে সাথে সাবেক তাওয়াফের উপর যদি বেনা করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে, এবং বেনা সহীহ হবে। শুধু হাসান বসরী (রহ.) বলেন, নতুন করে তাওয়াফ করতে হবে।

باب طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ:[১০৩০] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে ২' রাকআত নামায আদায় করেছেন`

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

নাফে' বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) প্রতি সাত চক্কর শেষে দু' রাক'াত নামায আদায় করতেন। ইসমাঈল ইবনে ওমর (রহ.) বলেন, আমি যুহরীকে বললাম, আতা (রহ.) বলেন, তাওয়াফের দু' রাকআতের ক্ষেত্রে ফরয নামায আদায় করে নিলে তা যথেষ্ট হবে। তখন যুহরী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা অবলম্বন করাই উত্তম, যতবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাওয়াফের) সাত চক্কর পূর্ণ করেছেন, ততবার তার পর দু' রাকআত নামায আদায় করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩২] ঃ কুতায়বা (রহ.)... আম্র (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওমরাকারীর জন্য সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্কর ও বায়তুল্লাহর

তাওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায আদায় করেন, তারপর সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করেন। এরপর ইবনে ওমর (রহ.) তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (রাবী) আমর (রহ.) বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের •,,,•, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফের প্রতি সাত চক্কর আদায় করার পর সাফা-মারওয়ায় সায়ী করার পূর্বে দু' রাকআত নামায আদায় করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ এ: দু' রাকআত নামায ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট ওয়াজিব। তার দলীল হলো- واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي এখানে اتخذوا হলো أمر-এর সীগাহ। যা ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট তা সুন্নত।

بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

পরিচ্ছেদ:১০৩১] প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া (তাওয়াফ না করা) প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ. فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৩৩] ঃ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে তাওয়াফ করে, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন, এরপর (প্রথম) তাওয়াফের পরে আরাফা থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হননি। (তাওয়াফ করেননি)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৯, ২২০, ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব বর্ণনা করা। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে তাওয়াফে কুদূম আদায় করার পর হজের পূর্বে আর কোনো নফল তাওয়াফ করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত এটি নয়। জুমহূর ইমামগণের মতে হাজী সাহেব যত ইচ্ছা তত তাওয়াফ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম মালেকের দলীল হলো বাবের হাদীস, কেননা এতে তাওয়াফে কুদূমের পর হজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অন্য কোনো তাওয়াফের উল্লেখ নেই।

জবাবে জুমহূর বলেন, عدم ذكر [উল্লেখ না হওয়া] বস্তুটি অস্তিত্বহীন হওয়াকে আবশ্যক করে না।

بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ: [১০৩২] তাওয়াফের দু'রাকআত নামায মাসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা প্রসঙ্গে

وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

ওমর [ইবনে খাত্তাব (রাযি.)] দু' রাআত নামায হারাম সীমানার বাইরে আদায় করেছেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালাম। অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে হারব (রহ.)... নবীপত্নী উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে প্রস্থান করার ইচ্ছা করলে উম্মে সালামা (রাযি.)-ও মক্কা ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, অথচ তিনি অসুস্থতার কারণে তখনও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারেননি। (রাসূলুল্লাহ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে বললেন : যখন ফজরের সালাতের ইকামত দেয়া হবে আর লোকেরা নামায আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার উটে আরোহণ করে তুমি তাওয়াফ আদায় করে নিবে। তিনি তাই করলেন। এরপর (তাওয়াফের) নামায আদায় করার পূর্বেই মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ২১৯, ২২০, ২২১, ৭২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ জুমহূরের মতে তাওয়াফের দু' রাকআত নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া উত্তম। তবে অন্যত্র যে কোনো স্থানেই পড়াও জায়েয আছে। ইমাম মালেক (রহ.)এর এশটি রেওয়ায়েত হলো যদি উক্ত দু' রাকআত না পড়ে বাড়িতে চলে আসে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো এখানে জুমহুরের সমর্থন করা।

بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

পরিচ্ছেদ: [১০৩৩] তাওয়াফের দু'রাকআত নামায মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৫] ঃ আদম (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্কর (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর সাফার দিকে বেরিয়ে গেলেন। [ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন] মহান আল্লাহ বলেছেন : "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ২২০, ২২৩, ২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তাওয়াফের দু' রাকআত নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া উত্তম।

بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ:[১০৩৪] ফজর ও আসর-এর (নামাযের) পর তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

ইবনে ওমর (রাযি.) সূর্যদয়ের পূর্বেই তাওয়াফের দু'রাকআত নামায আদায় করে দিতেন। (একবার) ওমর (রাযি.) ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করে বাহনে আরোহণ করেন এবং তাওয়াফের দু'রাকআত নামায যি-তুয়া নামক স্থানে পৌছে আদায় করেন।

শিরোনামের ব্যাখ্যা:

حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى: এর দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত ওমর (রাযি.) ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করেছেন; কিন্তু তাওয়াফ পরবর্তী দু' রাকআত নামায পড়েছেন যি-তুয়া নামক স্থানে গিয়ে, যখন মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে গিয়েছিল।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. عَنْ حَبِيبٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ نَاسًا. طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ. حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৬] ঃ হাসান ইবনে ওমর বসরী (রহ.) ....আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ফজরের সালাতের-পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল। তারপর তারা নসিহতকারীর (নসীহত শোনার জন্য) বসে গেল। অবশেষে সূর্যদয় হলে তারা দাঁড়িয়ে (তাওয়াফের) নামায আদায় করল। তখন আয়েশা (রাযি.) বললেন, তারা বসে রইল আর যে সময়টিতে নামায আদায় করা মাক্রুহ তখন তারা সালাতে দাঁড়িয়ে গেল!

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২০-২২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৭] ঃ ইবরাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)... আব্দুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি সূর্যদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২, ৮৩, ১৫৯, ২২১, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ. قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৮] ঃ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) ... আব্দুল আযীয ইবনে রুফায় (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)-কে ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করতে এবং দু'রাকআত (তাওয়াফের) নামায আদায় করতে দেখেছি। আব্দুল আযীয (রহ.) আরও বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)-কে আসরের সালাতের পর দু'রাকআত নামায আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন আয়েশা (রাযি.) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আসরের সালাতের পরের) এই দু'রাকআত নামায আদায় করা ব্যতিত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৩, ২২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ফজর ও আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা জায়েয আছে। সুফিয়ান ছাওরীর নিকট ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করা মাকরূহ। কিন্তু হানাফী ও মালেকীগণের মতে ফজর ও আসরের পরে তাওয়াফ করা জায়েয, তবে হানাফীগণের মতে তারপর দু' রাকআত নামায পড়া যাবে না। এটিই মালেকীগণের মাযহাব, যা ইমাম বুখারী (রহ.)-এরও মাযহাব।

بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

পরিচ্ছেদ: [১০৩৫] অসুস্থ ব্যক্তি সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ. وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ. كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৩৯] ঃ ইসহাক ওয়াসিতি (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখন তাঁর হাতের বস্তু (লাঠি) দিয়ে তার দিকে ইশারা করতেন ও তাকবীর বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত طَافَ بِالْبَيْتِ. وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৮, ২১৯, ২২১, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ يَقْرَأُ "وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪০] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন : তুমি সাওয়ার হয়ে লোকদের পিছন দিক দিয়ে তাওয়াফ করে নাও। তাই আমি তাওয়াফ করেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার পাশে নামায আদায় করছিলেন ও সূরা وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৬৬, ২১৯, ২২০, ২২১. ৭২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, অসুস্থ ব্যক্তি সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে, এটি সর্বসম্মত মাসআলা।

باب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

পরিচ্ছেদ: [১০৩৬] হাজীদের পানি পান করানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪১] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল আসওয়াদ (রহ.).. ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ " اسْقِنِي ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ " اسْقِنِي ". فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ " اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ - ثُمَّ قَالَ - لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ " - يَعْنِي عَاتِقَهُ - وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪২] ঃ ইসহাক ইবনে শাহীন (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন, আব্বাস (রাযি.) বললেন, হে ফায্ল! তোমার মার নিকট যাও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার নিকট থেকে পানীয় নিয়ে এস রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এখান থেকেই পান করান। আব্বাস (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা এই পানিতে হাত রাখে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এখান থেকেই দিন এবং এই পানি থেকেই পান করলেন। এরপর যমযম কূপের নিকট এলেন। লোকেরা পানি তুলে (হাজীদের) পান করাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন : তোমরা খুবই উত্তম কাজ করেছো। অত:পর বললেন তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজেই নেমে (বালতির) রজ্জু এখানে নিতাম; এ বলে তিনি আপন কাঁধের প্রতি ইশারা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহিলীযুগের সকল নিদর্শন বর্জনীয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, হাজীদেরকে পানি পান করানোও তো জাহিলীযুগের নিদর্শন। (তাহলে কি তাও বর্জনীয়?) ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এ নিদর্শনটি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট রেখেছেন।

২. সম্ভবত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজের অনেকগুলি মুস্তাহাব কাজ রয়েছে, তন্মধ্যে হাজীদেরকে পানি করানোও একটি মুস্তাহাব কাজ।

কিন্তু বর্তমান যুগে হাজীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ পদ্ধতি এখন আর চালু নেই। এখন সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে যমযমের পানি সাপ্লাই দেয়া হয়। মেশিনের সাহায্যে কূপ থেকে তা বের করে নলের মাধ্যমে ট্যাংকে উঠিয়ে শীতল করে তা সরবরাহ করা হয়। এবং মসজিদে হারামের ভিতরে অতি উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা হাজীদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

পরিচ্ছেদ: [১০৩৭] যমযম প্রসঙ্গে

وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ ".

আবদান (রহ.)... আবূ যার (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি মক্কায় অবস্থানকালে ঘরের ছাদ ফাঁক করা হল এবং জিব্রাইল (আ) অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধুলেন এরপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে এলেন এবং তা আমার বুকে ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গেলেন এবং জিবরাঈল (আ) এই আসমানের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্‌তাকে বললেন, (দরজা) খোল। তিনি বললেন কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আবুযর (রাযি.)-এর ফজিলত, মর্যাদা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু যর গিফারী (রাযি.)। পূর্ণ নাম জুন্দুব ইবনে জুনাদা ইবনে সুফয়ান (جندب بن جنادة بن سفيان)। নসব গিফারী কিনানী। উপাধি হচ্ছে আবু যর এবং মুহামিল ফুকারা। তিনি ইয়াছরাবের গিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জুনাদা আল-গিফারী। মাতার নাম রামলা বিনতে ওয়াকিয়া।

তবে নামের ব্যাপারে তিনটি মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, জুন্দুব। কারো মতে সাকান এবং কারো কারো মতে তার আসল নাম বারীর। তার পিতার নামের ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, জুনাদাহ, কেউ বলেন আব্দুল্লাহ, কেউ বলেন সাকান, কারো কারো মতে তার নাম আশরাকা। তবে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে প্রথমটি।

ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী ৪র্থ এবং মতান্তরে ৫ম ব্যক্তি।

عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذر قال كنت في الإسلام خامسا

হযরত আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত...আবু যর (রাযি.) বলেন, আমি ইসলামের ৫ম ব্যক্তি।[২৬]

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন– أنا رُبع الإسلام 'আমি ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি।'

অর্থাৎ তিনি ছিলেন কিবারে সাহাবা তথা প্রবীণ সাহাবীদের অন্যতম।

জাহেলী যুগে আবু যর (রাযি.)

আবু যর (রাযি.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি জাহেলী যুগেও শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন।

حدثني نجيح أبو معشر قال كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام

আবু মাশার (রহ.) বর্ণনা করেন, 'হযরত আবু যর (রাযি.) জাহেলি যুগেও ইলাহ মানতেন। তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাহ।' আর তিনি কখনই মূর্তি পূজা করতেন না।'[২৭]

ইসলাম গ্রহণ

আবু যর (রাযি.) কখনই মূর্তি পূজা করতেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তার বংশের ঐতিহ্য ছিল ডাকাতী ও রাহজানী করা। তিনি যখন রাস্তায় চলতেন একাই এক জামাতের মতো মনে হতো। সিংহের মতো সাহসী ও দুর্ধর্ষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী আসার পর জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে বলল, হে আবু যর! মক্কায় একজন ব্যক্তি তোমার মতোই لا إله إلا الله বলছেন। তিনি নিজেকে নবীও দাবি করেন। আবু যর (রাযি.) বললেন, তিনি কোন গোত্রের? লোকটি বলল, কুরাইশ গোত্রের। একথা শুনে আবু যর (রাযি.) সামান্য কিছু পাথেয় সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম দেখা হলো আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে। তিনি দেখলেন, আবু বকর (রাযি.) লোকদের মেহমানদারী করছেন। তিনিও তাদের সাথে বসে পড়লেন। খাবার খেলেন। পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মক্কার কোনো লোকের কোনো বিষয় অস্বীকার করেন? বনী হাশেমের একজন বলল, আমার চাচাতো ভাই لا إله إلا الله বলেন এবং তিনি নিজেকে নবীও দাবি করেন। আবু যর (রাযি.) বললেন, আমাকে তাঁর ঠিকানায় পৌঁছে দাও। তিনি তাঁর ঠিকানায় পৌঁছে বললেন, আপনি যা বলেন তা আমাকে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কোনো মানুষের কবিতা আবৃতি করি না, বরং আমি যা বলি তা কুরআন। আমি তা নিজের তরফ থেকে বলি না, বরং সবই আল্লাহ তাআলার কথা। একথা বলে তিনি তার সামনে কুরআনের একটি সুরা তিলাওয়াত করলেন। হযরত আবু যর (রাযি.) কোনো কিছু না ভেবে বলে উঠলেন– أشهد الا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسوله

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আবু যর (রাযি.) বললেন গিফার কবিলার।

তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আশ্চর্য হলেন। কেননা এই কবিলার লোকদের প্রধান পেশা হচ্ছে ডাকাতি ও রাহজানী করা। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, إن الله يهدي من يشاء 'এভাবেই আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করেন।'

তিনি তখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলেন। সে সময় হযরত আবু বকর (রাযি.) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবু যর (রাযি.)-এর ইসলাম

---

২৬. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

২৭. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

গ্রহণের সংবাদ দিলেন। আবু বকর (রাযি.) বললেন, তুমি আমার গতকালের মেহমান না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমার সাথে চলো। একথা বলে তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং দুটি কাপড় পরিধান করতে দিলেন।

এরপর তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন বায়তুল্লাহ এক নারীকে তাওয়াফ করতে দেখলেন। মহিলাটি সে সময় খুবই উত্তম দুআ করছিল। বলছিল, আমাকে এটা দাও, ওটা করে দাও। শেষে বলল, হে ইসাফ! হে নায়েলা!

আবু যর (রাযি.) মূর্তি দুটির নাম শুনে বললেন, এদের একজনকে আরেকজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। তার কথা শুনে মহিলা উত্তেজিত হলো এবং তাকে ঝাপটে ধরে বলল, তুমি ধর্মত্যাগী? মহিলার চেচামেচিতে কুরাইশদের কয়েকজন যুবক জড়ো হলো এবং তাকে মারধর করতে লাগল। এদিকে বনি বকরের কতিপয় লোক এসে বাধা দিল এবং তাকে উদ্ধা করল। এই ঘটনার পর হযরত আবু যর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না গ্রহণ করে আমি ছাড়ব না।

এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। নিজ গোত্রের লোকদের বলে রাখলেন, কুরাইশদের প্রতিনিধিদল এখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সব রসদপত্র একত্রিত করবে এবং لا إله إلا الله না বলা পর্যন্ত তাদেরকে গমের দানা ছুঁতে দিবে না। ফলে কোনো কুরাইশ প্রতিনিধিদল কালিমার স্বীকারোক্তি ছাড়া তাদের হাত থেকে ছাড়া পেত না।[২৮]

তিনি কুরাইশদের রসদপত্র আটক করে বলতেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'র স্বীকারোক্তি না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হবে না। ফলে যারা একথার স্বীকারোক্তি দিত তাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হতো, আর যারা স্বীকার করত না তাদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়া হতো না।

মদিনায় হিজরত

এভাবেই চলছিল হযরত আবু যর (রাযি.)-এর জীবন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন। বদর ও অহুদ যুদ্ধের ঘটনাও ঘটে যায়। এই দুই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর হযরত আবু যর (রাযি.) মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে বসবাস করতে শুরু করেন।

ফজিলত ও মানাকেব

তিনি ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামী তরিকার বর্তমান পদ্ধতির অভিবাধন (সালাম) করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন–

فكنتُ أوّل من حيّاه بتحيّة الإسلام

'আমিই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের অভিবাধন তথা সালাম প্রদানকারী প্রথম ব্যক্তি।'

এবং তিনি সেই ব্যক্তি যিনি, হিজরতের পূর্বেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ইলমী যোগ্যতায় তাকে ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সমকক্ষ মনে করা হতো। আবুদ দারদা (রাযি.) বলেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ أبا ذر إذا حضر، ويتفقده إذا غاب

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর (রাযি.)-কে দিয়ে শুরু করতেন, যদি তিনি উপস্থিত থাকতেন। আর তাকে খোঁজ করতেন, যদি তিনি অনুপস্থিত থাকতেন।'

---

[২৮]. তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কারো ব্যাপারে যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হতো, অমুকে পিছনে পড়ে রয়েছে, তখন তিনি বলতেন, ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করে দিবেন। আর যদি তার মধ্যে কোনো কল্যাণ না থাকে, তবে তার হাত থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রেহাই দিয়েছেন। এই যুদ্ধে আবু যর (রাযি.) প্রথমে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিঠে রসদপত্র তুলে পদব্রজেই রওয়ানা হন। একজন মুসলমান তাকে দূর থেকে দেখে ওই যে লোকটি রাস্তায় চলছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আবু যরই হবে। লোকেরা ভালো করে দেখে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবু যর। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ. يَعِيشُ وَحْدَهُ، وَيموتُ وَحْدَهُ، وَيُحْشَرُ وَحْدَهُ

'আল্লাহ তাআলা আবু যর (রাযি.)-এর প্রতি রহম করুন। সে একাকী জীবনযাপন করবে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং হাশরে একাকী উত্থিত হবে।'

হযরত আলী (রাযি.) বলতেন–

لم يبقَ اليومَ أحد لا يبالي في الله لومةَ لائم غير أبي ذر ,ولا نفسي". ثمّ ضرب بيده على صدره.

'আজ আর আবু যর ব্যতিত আল্লাহ তাআলার জন্য ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা উপেক্ষাকারী কেউ নেই। আমি নিজেও নই। একথা বলে তিনি নিজের বুক চাপড়ালেন।'

আলী (রাযি.)-কে আবু যর (রাযি.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন–

وكان شحيحًا حريصًا. شحيحًا على دينه حريصًا على العلم

'তিনি দীনের ব্যাপারে খুবই কৃপণ। কাউকে এবিষয়ে কোনো ছাড় দেন না। আর লোভাতুর। অর্থাৎ ইলমের জন্য লোভাতুর।'

وقال عراك بن مالك: قال أبو ذر: "إني لأقربكم مجلسًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؛ وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ فِيهَا

ইরাক ইবনে মালেক (রহ.) বলেন, আবু যর (রাযি.) বলতেন, 'আমিই হবো কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছাকাছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামত দিবসে সেই ব্যক্তিই হবে আমার মজলিসের অধিক নিকটবর্তী, যে দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় গ্রহণ করেছে, যেভাবে আমি তাকে দুনিয়াতে রেখে গিয়েছি।'

আর তার অন্যতম মহৎ গুণ ছিল সততা। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তার সততার সেই গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যুহদ ও দুনিয়া বিমুখতা

আবু যর (রাযি.) কোন খান্দান থেকে এসেছেন তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বড় বিস্ময়ের ব্যাপারে এখানে যে, যে ব্যক্তি ছিলেন ডাকাত-রাহাজানীতে উস্তাদদের কবিলার একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, সেই আবু যর (রাযি.)-ই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে সবচেয়ে বড় দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মালেক ইবনে দিনার (রহ.) বর্ণনা করেন–

وقال مالك بن دينار قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي لَأُقْرَبُكُمْ مَجْلِسًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ فِيهَا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي

'একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে সেভাবে সাক্ষাত করবে, যেভাবে আমি তাকে রেখে যাবো? আবু যর (রাযি.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্যিই বলেছ। বাচনিক সত্যবাদিতায় আবূ যরের চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ করেনি। যে ব্যক্তি ঈছা ইবনে মারয়াম (আ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা দেখতে চায়, সে যেন আবু যর (রাযি.)-কে দেখে। আল্লাহর কসম! আমি ব্যতিত তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার দুনিয়ার কোনো অংশ বৃদ্ধি পায়নি।'

অন্য বর্ণনায় আছে–

إن أحبكم إلي وأقربكم مني الذي يلحقني على العهد الذي عاهدته عليه. وكلكم قد أصاب من الدنيا وأنا على ما عاهدني عليه

...আমি আমার চুক্তিতে অটল আছি। তোমাদের প্রত্যেকের কোনো না কোনোভাবে দুনিয়া অর্জিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, আমি সেই কৃত চুক্তির ওপর অটল আছি।

বর্ণিত আছে, 'আবু মুসা আশআরী (রাযি.) আবু যর (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। আশআরী (রাযি.) ছিলেন খুবই শীর্ণদেহের বেঁটে মানুষ। আর আবু যর (রাযি.) ছিলেন, কালো ও ঘন চুলের অধিকারী। আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বললেন, 'মারহাবা, আমার ভাই।' আবু যর (রাযি.) বললেন, তুমি আমার ভাই ছিলে তুমি গভর্নর হওয়ার আগে, এখন নও। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাকে বললেন, আপনি কি আপনার বাড়ি উঁচু করেছেন, কিংবা কোনো বাগান অথবা চাষাবাদ বৃদ্ধি করেছেন? আবু হুরায়রা (রাযি.) বললেন, না। তখন আবু যর (রাযি.) বললেন, আপনিই আমার ভাই, আপনিই আমর ভাই।'

গালেব ইবনে আব্দুর রহমান বলেন–

لقيتُ رجلًا قال: كنتُ أصلّي مع أبي ذرّ في بيت المقدس فكان إذا دخل خلع خُفَّيْه فإذا بزق أو تنخّع تَنَخَّعَ عليهما. قال ولو جُمِعَ ما في بيته لكان رِداء هذا الرجل أفضل من جميع ما في بيته

'আমি একজন ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম, যিনি বলেন, বায়তুল মাকদাসে আমি আবু যর (রাযি.)-এর সাথে নামাজ আদায় করলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করার সময় মোজা খুলতেন এবং থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলার প্রয়োজন হলে তাতেই ফেলতেন। তিনি আরও বলেন, তার ঘরের যাবতীয় রসদপত্র একত্রিত করলে এই ব্যক্তির চাদরও তার চেয়ে মূল্যবান সাব্যস্ত হবে।'

আবু ঈছা ইবনে উমায়লাতুল কাযারী বলেন, যিনি আবু যর (রাযি.)-কে দেখেছেন তিনি আমাকে বলেছেন, 'আবু যর (রাযি.) বকরির দুধ দোহন করে আগে প্রতিবেশি ও মেহমানদেরকে দান করতেন। বহু রাত ও দিন এমন হয়েছে যে, তিনি প্রতিবেশি ও মেহমানদেরকে খাওয়ানোর পর কোনো কিছু মুখে না দিয়েই দিনরাত পার করে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান সাহাবীর শানে বলেছেন–

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ. وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: حَمْزَةُ. وَجَعْفَرٌ. وَعَلِيٌّ. وَحَسَنٌ. وَحُسَيْنٌ. وَأَبُو بَكْرٍ. وَعُمَرُ. وَالْمِقْدَادُ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. وَأَبُو ذَرٍّ. وَحُذَيْفَةُ. وَسَلْمَانُ. وَعَمَّارٌ. وَبِلَالٌ

পূর্বের প্রত্যেক নবীর সাতজন করে বিশেষ সহচর থাকে। আমাকে চৌদ্দজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বন্ধু ও উজির দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আবু যরও একজন।

ওফাত ও দাফন

ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি কান্নার কারণ জানতে চাইলে স্ত্রী বললেন, আমি কেন কাঁদব না, অথচ আপনার মৃত্যু হচ্ছে জনমানবহীন স্থানে এবং আমার নিকট কিংবা আপনার নিকট এমন কোনো কাপড়ও নেই, যা দিয়ে আপনার কাফনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে! তিনি স্ত্রীকে স্বান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি শান্ত হও। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির দুই কিংবা তিনটি সন্তান মারা যাবে, আর সে তাতে ধৈর্য্যধারণ করবে এবং সওয়াবের আশা করবে, আগুন থাকে স্পর্শ করবে না।

এবং তিনি একদল লোককে বললেন–যে দলে আমিও ছিলাম– তোমাদের মধ্যে একজন জনমানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে। যার জানাযায় হাজির হবে একদল মুমিন।

তিনি স্ত্রীকে সতর্ক করে বললেন, কোনো আমির, শাসক, মাতব্বর কিংবা নেতা যেন আমাকে কাফন না পরায়।

যাহোক, ৩১ মতান্তরে ৩২ হিজরী সনে হযরত উসমান গনী (রাযি.)-এর খেলাফতকালে তিনি রাবযা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু নিকটবর্তী দেখে তিনি তাঁর স্ত্রী ও গোলামকে অসিয়ত করে বলেন, মৃত্যুর পর আমাকে গোসল ও কাফন পরিয়ে রাস্তার মাঝখানে রাখবে এবং পথিকদের প্রথম যে দলের সাথে সাক্ষাত হবে তাদেরকে বলবে, ইনি হলেন আবু যর।

তার কথা মোতাবেক তাই করা হলো। সে সময় কুফা থেকে এক সওয়ার দল এদিকে আসছিলেন। তার লাশের এত কাছে আসলেন যে, যেন বাহনে তা মাড়াবেন। পথিকদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)ও ছিলেন। তিনি বাহন থেকে নেমে বললেন, এটা কী? বলা হলো, আবু যর (রাযি.)-এর লাশ। কথাটা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন–

صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ يَمْشِي وَحْدَهُ . وَيَمُوتُ وَحْدَهُ . وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকই বলেছেন; আবু যর একাই চলে একাই মারা যাবে এবং একাই উত্থিত হবে।'

একথা বলে তিনি জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করলেন এবং মদীনায় গিয়ে উসমান (রাযি.)-কে ঘটনা জানালেন। তারা হযরত আবু যর (রাযি.)-এর সন্তানাদীকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন। উসমান (রাযি.) তার সন্তানকে নিজের সন্তানের সাথে মিলিয়ে নিলেন। রাবযা নামক এই স্থানটি বর্তমানে মদিনায় মুনাওয়ারা থেকে দুইশত কি.মি. পূর্বদিকে অবস্থিত।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ . أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ . عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ . قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ .

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৩] ঃ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (রহ.) ....ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যমযমের পানি উপস্থিত করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। (রাবী)' আসিম বলেন, ইকরিমা (রাযি.) হলফ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ৮৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো যমযমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত বর্ণনা করা। তিনি তা প্রমাণ করেছেন এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে তশতরী তো সঙ্গে এনেছিলেন; কিন্তু পানি সঙ্গে করে আনেননি। বরং যমযমের পানি ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পানি অনেক বরকতময় ও উত্তম।

ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, হাজীদের জন্য যমযমের পানি পান করা হজের সুন্নত। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

زَمْزَمَ : শব্দটি غير منصرف মক্কা মুয়ায্যমায় কা'বা শরীফ সংলগ্ন বরকতময় কূপ।

নামকরণের কারণ: যমযম শব্দের একটি অর্থ হলো প্রাচুর্য, আধিক্য। যার পানি এত প্রচুর যে, শত সহস্র বছর যাবৎ যার পানি সারা বিশ্বের কোটি কোটি লোকেরা পান করা সত্ত্বেও তার পানি বিন্দুমাত্রও কমেনি।

অথবা যমযম অর্থ হলো تحرك বা নাড়া দেওয়া। যেহেতু হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পালকের নাড়ায় এ ঝরণা প্রবাহিত হায়েছিল, তাই এর নাম যমযম রাখা হয়।

بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

পরিচ্ছেদ: [১০৩৮] হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا ". فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ". فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)......... আয়েশার (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলাম এবং 'ওমরার ইহরাম বাঁধলাম এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার সাথে হাদী-এর জানোয়ার আছে সে যেন হজ ও 'ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে নেয় তারপর উভয় কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সে হালাল হবে না। আমি মক্কায় উপনীত হয়ে ঋতুবতী হলাম। যখন আমরা হজ সমাপ্ত করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান এর সঙ্গে আমাকে তানঈম প্রেরণ করলেন। এরপর আমি 'ওমরা আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ হল তোমার পূর্ববর্তী অসমাপ্ত 'ওমরার স্থলবর্তী। ঐ হজ্জের সময়ও যারা (কেবল) 'ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, তাঁরা তাওয়াফ করে হালাল হয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন। আর যাঁরা একসাথে 'ওমরা ও হজের নিয়ত করেছিলেন, তাঁরা একবার তাওয়াফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ-অংশের সাথে। لانه هو القارن

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ,,.,,,,,, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ. فَقَالَ إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ. فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَلَوْ أَقَمْتَ. فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثُمَّ قَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا. قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৫] ঃ ইয়া'কূব ইবনে ইব্‌রাহীম (রহ.) নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ-এর নিকট গেলেন, যখন তাঁর (হজ যাত্রার) বাহন প্রস্তুত, তখন তাঁর ছেলে বললেন, আমার আশঙ্কা হয়। এবছর মানুষের মধ্যে লড়াই হবে, তারা আপনাকে কা'বায় যেতে বাধা দিবে। কাজেই এবার নিবৃত্ত হওয়াটাই উত্তম। তখন ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রওনা হয়, অত:পর মক্কার কাফেরেরা পথিমধ্যে বাধাপ্রদান করে, যদি আমার সাথেও এমন কিছু করা হয় তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছিলেন, আমিও তাই করব। কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আর্দশ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষি থেকো, আমি 'ওমরার সাথে হজ-এর সংকল্প করছি। (রাবী) নাফে' (রহ.) বলেন, তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে উভয়টির জন্য মাত্র একটি তাওয়াফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১-২২২, ২২৯, ২৩১, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ. وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمْ يَنْحَرْ. وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. فَنَحَرَ وَحَلَقَ. وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ. وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৬] ঃ কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ (রহ.) নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসেন, ঐ বছর ইবনে ওমর (রাযি.) হজের এরাদা করেন। তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবাদমান দু'দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। কাজেই এমন কিছু হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি 'ওমরার সংকল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌছার পর তিনি বললেন, হজ ও 'ওমরার বিধান একই, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'ওমরার সাথে হজেরও নিয়ত করলাম এবং তিনি কুদাইদ থেকে ক্রয় করা একটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি। এরপর তিনি কুরবানি করেননি এবং ইহরামও ত্যাগ করেন নি। এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা কোনটাই করেননি। অবশেষে কুরবানির দিন এলে তিনি কুরবানি করলেন, মাথা মুণ্ডালেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হজ ও 'ওমরা উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২২, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু এটি একটি বিতর্কিত মাসআলা। আইম্মায়ে ছালাছার মতে হজ ও ওমরা উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফ ও একটি সায়ী করতে হবে। কারণ, ওমরার কাজসমূহ হজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হানাফিরা বলেন, হজ ও ওমরা দু'টি পৃথক পৃথক ইবাদত। তাই হজ ও ওমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সায়ী করতে হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আইম্মায়ে ছালাছার আনুকূল্য করা।

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

পরিচ্ছেদ:[১০৩৯] অযুসহ তা ওয়াফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ. أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ. وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى. مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي. حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ.

تَطُوفَانِ بِهِ. ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي. أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ. فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৭] ঃ আহ্‌মদ ইবনে 'ঈসা (রহ.)... মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে নওফাল কুরাশী (রহ.) থেকে বর্ণিত,তিনি 'উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ এর বিষয়টি আয়েশা (রাযি.) আমাকে এইরুপে বর্ণনা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মক্কায় উপনীত হয়ে সর্ব প্রথম উযূ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তা ওমরার তাওয়াফ ছিল না। পরে আবু বকর (রাযি.) হজ করেছেন, তিনিও হজের প্রথম কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা ওমরার তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর ওমর (রাযি.)-ও অনুরুপ করতেন। এরপর উসমান (রাযি.) হজ করেন। আমি তাঁকেও (হজের কাজ) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও ওমরার তাওয়াফ ছিল না। মুআবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) (অনুরুপ করেন) এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.)-এর সঙ্গে হজ করলাম। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ থেকেই শুরু করেন, আর তাঁর এ তাওয়াফ ওমরার তাওয়াফ ছিল না। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রাযি.)-কে আমি এরুপ করতে দেখেছি। তাদের সে তাওয়াফও ওমরার তাওয়াফ ছিল না। সবশেষে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-কেও অনুরুপ করতে দেকেছি। তিনিও সে তাওয়াফ ওমরার তাওয়াফ হিসেবে করেননি। ইবনে ওমর (রাযি.) তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যারা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ সমাধা করার পূর্বে অন্য কোন কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহরাম ভঙ্গ করতেন না।আমার মা (আসমা) ও খালা (আয়োশা (রাযি.)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সমাধা করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহরাম ভঙ্গ করেননি। আমার মা আমাকে বলেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন [আয়েশা (রাযি.)] ও (আমার পিতা) যুবাইর (রাযি.) এবং অমুক অমুক ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। এরপর তাওয়াফ (ও সায়ী) শেষে হালাল হয়ে যান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। কারণ, মাসআলাটি হলো মতপার্থক্যপূর্ণ। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে তাওয়াফের জন্য হদছ ও নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। এছাড়া তাওয়াফ-ই হবে না। হানাফীদের নিকট তা ওয়াজিব। অর্থাৎ অজু ছাড়া তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হয়ে যাবে; তবে গুনাহগার হবে, এবং দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আহমদেরও একটি মত হানাফীদের অনুযায়ী।

بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

পরিচ্ছেদ: [১০৪০] সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নির্দশন বানানো হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

بِهِمَا} فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا. وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ. كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ. فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ. كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৪৮] ঃ আবুল ইয়ামান (রহ.) 'উরওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মহান আল্লাহর এ অভিমত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (অনুবাদ) সাফ ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শণ সমূহের মধ্যে অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বাঘরে হজ বা ওমরা সম্পন্ন করে, এদুটির মাঝে তাওয়াফ করলে তা দোষ নেই। (আমার ধারণা যে,) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সা'য়ী না করলে তার কোনো দোষ নেই। তখন তিনি [আয়েশা (রাযি.)] বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তা-ই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দ বিন্যাস এভাবে হতো لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا - দুটোর মাঝে সা'য়ী না করায় দোষ নেই। কিন্তু আয়াতটি আনসার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তাঁরা সাফা-মারওয়া সা'য়ী করাকে দোষ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করাকে দূষণীয় মনে করতাম (এখন কি করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الآيَةَ অবতীর্ণ করেন। আয়েশা (রাযি.) বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'য়ী পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলে) আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.)-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো একথা শুনিনি, তবে আয়েশা (রাযি.) ব্যতীত বহু আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের উল্লেখ করলেন, কিন্তু মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন

সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতাম, এখন দেখি আল্লাহ শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেননি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের দোষ কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الاٰيَة আবূ বকর (রাযি.) আরো বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি, আয়াতটি দু'প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা হতে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সা'য়ী করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদে দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার কথা উল্লেখ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২২, ২২৩, ২৪১, ৬৪৬, ৭২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা ওয়াজিব। না করলে দম ওয়াজিব হবে।

শরয়ী বিধানঃ হানাফীদের মতে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা ওয়াজিব; না করলে দম ওয়াজিব হবে। আইম্মায়ে ছালাছার মতে এটি হজের রুকন, তা না করলে হজই হবে না। হাম্বলীদের একটি মত হলো সুন্নত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

পরিচ্ছেদ:[১০৪১] সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, বনূ আব্বাদ-এর বসতি হতে বনূ আবূ হুসাইন-এর গলি পর্যন্ত সা'য়ী করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বনু আব্বাদের বাড়ি এবং বনু আবি হুসাইনের গলি সেই যুগে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখন এগুলো নেই। এই দুই স্থানে দু'টি খুঁটি স্থাপিত আছে। এই দুই খুটির মাঝে এখন সায়ী করা হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ لاَ. إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৪৯] ঃ মুহাম্মদ ইবনে 'উবাইদ (ইবনে মায়মূন) (রহ.)...ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ-ই-কুদূমের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন ও পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ীর সময় বাতনে মসীলে দ্রুত চলতেন। আমি ('উবাইদুল্লাহ) নাফে'কে বললাম, আব্দুল্লাহ (রাযি.) কি রুকনে ইয়েমেনীতে পৌঁছে হেঁটে চলতেন), কারণ তিনি তা চুম্বন না করে সরে যেতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৯, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَجُلٍ. طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ. وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৫০] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... আমর ইবনে দীনার (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনে ওমর (রাযি.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি ওমরা করতে গিয়ে শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, আর সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী না করে, তার পক্ষে কি স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্কর সমাধা করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন, এরপরে সাত চক্করে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। [এতটুকু বলে ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন] তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করার পূর্বে কারো পক্ষে স্ত্রী সহবাস মোটেও বৈধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ২২০, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ تَلاَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৫১] ঃ মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (রহ.) ....ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। এরপর তিনি (ইবনে ওমর) তিলওয়াত করলেনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ২২০, ২২৩, ২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ۔رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ. لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ. حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৫২] ঃ আহ্মদ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)... আসিম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়াতে সা'য়ী করতে অপছন্দ করেন? তিনি বললেন হাঁ। কেননা তা জাহিলি যুগের নিদর্শণ। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেনঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই হজ বা ওমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'য়ী করায় কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৩, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا۔قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو. سَمِعْتُ عَطَاءً. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. مِثْلَهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৫৩] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) ....ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'য়ীতে দ্রুত চলে ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৩, ৬১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্বে সায়ীর হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, তা ওয়াজিব। এখন এখানে এটা বর্ণনা করতে চাইছেন যে, পূর্ণ সাফা ও মারওয়ার সায়ী করা আবশ্যক নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তা হলো বনী আব্বাদের বাড়ি থেকে বনী আবু হুসাইনের গলি পর্যন্ত সায়ী করলেই চলবে। সেই স্থান নির্ণয়ের জন্য সেখানে এখন সবুজ নিশানা রয়েছে।

بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৪২] ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা এবং বিনা উযুতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ۔رَضِيَ اللهُ عَنْهَا۔أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.) ...আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি মক্কায় আসার পর ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে পারিনি । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন, পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ"-অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২০৬, ২১১, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৪০, ৪১৪, ৮৩২, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ. وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ. وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. وَيَطُوفُوا. ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا. إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى. وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". وَحَاضَتْ عَائِشَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا. غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৫] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও খলিফা (রহ.)... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ হজ -এর ইহরাম বাঁধেন, তাঁদের মাঝে কেবল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তালহা (রাযি.) ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল না, আলী (রাযি.) ইয়েমেন থেকে আগমণ করেন, তাঁর সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল । তিনি [আলী (রাযি.)] বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি । রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের মধ্যে যাদের নিকট কুরবানির পশু ছিল না, তাদের ইহরামকে 'ওমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাওয়াফ করে, চুল ছেটে অথবা মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যায় । তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, (যদি হালাল হয়ে যাই তা হলে) স্ত্রীর সাথে মিলনের পরপরই আমাদের পক্ষে মিনায় যাওয়াটা কেমন হবে! তা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি পরে যা জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে কুরবানির পশু সাথে আনতাম না । আমার সাথে কুরাবানীর পশু না থাকলে অবশ্যই ইহরাম ভঙ্গ করতাম । (হজ-এর সফরে) আয়েশা (রাযি.) ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ-এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন । পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন, (ফিরার পথে) আয়েশা (রাযি.)-কে নিয়ে তান'ঈমে চলে যান, (যেখানে যেয়ে ওমরার ইহরাম বাঁধবেন) আয়েশা (রাযি.) হজের পর ওমরা আদায় করে নিলেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১৩, ২২৩, ২৩-২২৪, ২৩৯, ৩৪০, ৬২৪, ১০৭৩, ১০৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লেখ্য যে, হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলা তাওয়াফ ও সা'য়ী ব্যতীত হজের যাবতীয় আহকাম পালন করতে পারবে। কারণ, তাওয়াফের জন্য শর্ত হলো পবিত্রতা, আর সা'য়ীর জন্য শর্ত হলো তা তাওয়াফের পরে হওয়া। সুতরাং তাওয়াফের পরে হায়েয হলে সে সা'য়ী করতে পারবে।

ইবনে বাত্তাল (রহ.) লিখেছেন এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হায়েযগ্রস্ত মহিলা হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধবে, এবং হজের তাওয়াফ ও সায়ী ব্যতীত হজের যাবতীয় বিধিবিধান পালন করবে। অতঃপর হায়েয থেকে পবিত্র হলে গোসল করার পর তাওয়াফ করে হজ সম্পন্ন করে নিবে। (অন্য এক হাদীসে এক্ষেত্রে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চুল খোলা ও আঁচড়ানোর কথা বলেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য গোসলের দিকে ইঙ্গিত করা; কিন্তু সে গোসল হলো মুস্তাহাব। কারণ, ইহরামের সুন্নত হলো গোসল করা। তদুপরি হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলার জন্য ইহরামের সময় গোসলা করা সুন্নত।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ حَفْصَةَ. قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ. فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ. فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً. وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ " لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ. وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ". فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. سَأَلْنَهَا. أَوْ قَالَتْ سَأَلْنَاهَا. فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي. فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي. فَقَالَ " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ. أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ. وَالْحُيَّضُ. فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ. وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ". فَقُلْتُ الْحَائِضُ. فَقَالَتْ أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ. وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৬] ঃ মুআম্মাল ইবনে হিশাম (রহ.) ...হাফসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের যুবতীদেরকে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খলিফা-এর দুর্গে এলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর বোন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সহধর্মিণী ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, (সেগুলোর মধ্যে) ছয়টি যুদ্ধে আমার বোনও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বোন বলেন, আমরা আহত যোদ্ধা ও অসুস্থ সৈনিকদের সেবা করতাম। আমার বোন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মধ্যে যার (শরীর উত্তমরূপে আবৃত্ত করার মত) চাদর নেই, সে বের না হলে অন্যায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের একজন অপরজনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাদরটি দিয়ে দেওয়া

উচিত। এবং তারা কল্যাণমূলক কাজে ও মুমিনদের দোয়ায় বের হওয়া উচিত। উম্মে আতিয়্যা (রাযি.) আসলে এ বিষয়ে তাঁর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা بِيَبَا (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার পিতা উৎসর্গ হউন) ব্যতীত কখনও উচ্চারণ করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই। আমার পিতা উৎসর্গ হউন। তিনি বললেন : যুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও বের হওয়া উচিত। অথবা বললেন : পর্দানশীন যুবতী ও ঋতুমতীদেরও বের হওয়া উচিত। তারা কল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলমানদের দোয়ায় যথাস্থানে উপস্থিত হবে। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ সালাতের স্থানে উপস্থিত হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুমতী মহিলাও কি? তিনি বললেন : (কেন উপস্থিত হবে না?) তারা কি আরাফার ময়দানে এবং অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ. وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৬-৪৭, ৫১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হায়েযগ্রস্ত মহিলা ইহরামের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের যাবতীয় আরকান আদায় করতে পারবে। এটা সর্বসম্মত মাসআলা। আইম্মায়ে ছালাছার মতে তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত, আর হানাফীদের মতে যদিও শর্ত নয়; কিন্তু তাওয়াফ হয়ে থাকে মসজিদে, আর হায়েযগ্রস্ত মহিলা মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাওয়াফ সম্পর্কিত মাসআলার হুকুম তো বর্ণনা করেছেন যে, তাওয়াফ করবে না। কিন্তু সায়ী সম্পর্কিত কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি; বরং واذا سعي علي غير وضوء بين الصفا والمروة বলে ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। বুঝা গেল যে, সায়ী করতে পারবে। এটিই হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকীদের মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এক্ষেত্রে জুমহূরের পক্ষে রয়েছেন।

بَابُ الإِهْلاَلِ مِنَ الْبَطْحَاءِ. وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

পরিচ্ছেদ:[১০৫৩] মক্কার অধিবাসী এবং হজ (তামাত্তু) আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এছাড়া অন্যান্য স্থান অর্থাৎ মক্কার সমস্ত ভূমি, যখন তারা মিনার দিকে রওয়ানা করবে

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ. وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৭] ঃ মক্কায় অবস্থানকারী কি হজের (ইহরামের জন্য) তালবিয়া পাঠ করবে? আতা (রহ.)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইবনে ওমর (রাযি.) তারবিয়ার দিন (যিলহজ মাসের আট

তারিখে) যুহরের নামায শেষে সওয়ারীতে আরোহণ করে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করতেন। আব্দুল মালিক (রহ.), আতা ও জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় এসে যিলহজ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত বিনা ইহরামে অবস্থান করি এবং মক্কা নগরীকে পিছনে রেখে যাওয়ার সময় আমরা হজের তালবিয়া পাঠ করেছিলাম। আবু যুবাইর জাবির (রাযি.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা বাতহায় ইহরাম বাঁধি।

'উবাইদ ইবনে জুরাইজ (রহ.) ইবনে ওমর (রাযি.)-কে বললেন, যিলহজ মাসের চাঁদ দেখেই লোকেরা ইহরাম বাঁধতেন, কিন্তু আপনাকে দেখেছি মক্কায় অবস্থান করেও যিলহজ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেননি! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যতক্ষণ না সওয়ারী উঠে দাঁড়াতো ততক্ষণ তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে দেখিনি।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যুল-হুলায়ফা থেকেই ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, এবং মক্কায় হজ থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত ইহরাম খোলেননি। তাহলে ইবনে ওমর (রাযি.) কিভাবে এ দলীলগ্রহণ করলেন?

উত্তর: ইবনে ওমরের উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেই হজ বা ওমরার আমল শুরু করে দিয়েছেন। এবং ইহরাম বাঁধার পর হজের আমলের মাঝে কোনো কিছুর ব্যবধান করেননি। সুতরাং এ থেকে এটা বুঝে আসল যে, মক্কার অধিবাসীরা বা তামাত্তু'কারীরা আট তারিখ থেকে ইহরাম বাঁধবে। কেননা, এ তারিখে লোকেরা মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায় এবং হজের কাজ শুরু হয়ে যায়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এটা পূর্বেই জানা হয়েছে যে, মক্কার অধিবাসী ও ঐ সমস্ত বহিরাগত লোক যারা ওমরা করে হালাল হয়ে গেছে তারা হেরেম থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এখন কোথা থেকে বাঁধবে?

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক, আর হানাফীরা বলেন, হেরেমের সীমানার যে কোনো স্থান থেকে ইহরাম বাঁধলেই চলবে। বাহির থেকে বাঁধলে দম ওয়াজিব হবে। হাম্বলী ও মালেকীগণ বলেন, বাহির থেকে বাঁধলেও কোনো সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ীদের মতকে খণ্ডন করেছেন। এবং وجعلنا مكة بظهر দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। কারণ, মক্কার পৃষ্ঠ থেকে ওয়াজিব হলে লোকেরা মক্কা থেকে বের হবেই।

باب أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

পরিচ্ছেদ: [১০৪৪] যিলহজ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের নামায আদায় করবে

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ. قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ. عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى. قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৮] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)... আব্দুল আযীয ইবনে রুফাইয়' (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ যুহর ও আসরের নামায তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মুহাস্‌সাবে। এরপর আনাস (রাযি.) বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেরুপ করবে, তোমরাও অনুরুপ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৪, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَقِيتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ فَقَالَ انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৫৯] ঃ আলী ও ইসমা'ঈল ইবনে আবান (রহ.)... আব্দুল আযীয (রহ.)...থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলহজ মাসের আট তারিখ মিনার দিকে বের হলাম, তখন আনাস (রাযি.)-এর সাক্ষাত লাভ করি, তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দিনে রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) কোথায় যুহরের নামায আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি লক্ষ রাখবে যেখানে তোমার আমীরগণ নামায আদায় করবে, তুমিও সেখানেই নামায আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটা পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৪, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মিনায় কখন যাবে, তার বর্ণনা দেওয়া। জুমহূর ও চার ইমামের মতে মুস্তাহাব হলো আট তারিখের ফজরের নামায মক্কায় আদায় করে মিনায় চলে যাবে। এবং সেখানে গিয়ে ঐ দিনের জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং ৯ তারিখের ফজরের নামায সেখানেই পড়বে। ইমাম শাফেয়ীর একটি দুর্বল মত হলো আট তারিখের যোহর নামায মক্কায় পড়ে মিনায় যাবে। কিছু কিছু সাহাবা এবং হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, নয় তারিখে মিনায় যাবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) উভয়ের মতকেই খণ্ডন করছেন। এবং افعل كما فعل امراؤك দ্বারা তা ওয়াজিব না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ : অর্থাৎ যেখানে আমীর-ওমারারা নামায পড়ে তোমরাও সেখানেই পড়; যদিও উত্তম হলো যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আদায় করেছেন নামাযসমূহ সেখানেই আদায় করা, এবং সুন্নতের অনুসরণ করা। এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, ইসলামি শাসকদের আনুগত্য করা জরুরী। তবে শর্ত হলো যেন তা শরিয়ত পরিপন্থি না হয়। এবং যথাসম্ভব জামাতের সাথে থাকা চাই; যদিও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, তদনুযায়ী করা মুস্তাহাব। কিন্তু মুস্তাহাব কাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করা অনুচিত।

بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

পরিচ্ছেদ: [১০৪৫] মিনায় নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬০] ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)...খুযা'য়ী (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) মিনায় দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন এবং আবূ বকর,ওমর (রাযি.) আর ওসমান (রাযি.) তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগেও দু'রাকআত আদায় করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৭, ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬১] ঃ আদম (রহ.)...হারিসা ইবনে ওয়াহাব খুযা'য়ী (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) আমাদের নিয়ে মিনাতে দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশি ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৭, ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬২] ঃ কাবীসা ইবনে 'উকবা (রহ.)... আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি (মিনায়) রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-এর সাথে দু'রাকআত নামায আদায় করেছি। এরপর তোমাদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে [অর্থাৎ 'উসমান (রাযি.)-এর সময় থেকে চার রাকআত নামায আদায় শুরু হয়েছে] হায়! যদি চার রাকআতের পরিবর্তে মকবূল দু'রাকআতই আমার ভাগ্যে জুটত!

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৭, ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি। তবে শিরোনামের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তার দ্বারা তার উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝে আসে যে, মিনায় সকলেরই নামায কসর করতে হবে। চাই হজের সফর হোক বা ওমরার, ভয়ের সময় হোক বা নিরাপদের সময়। মোটকথা, নামায কসরই করতে হবে।

بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৪৬] আরাফার দিনে রোযা রাখার বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ. قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا. مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ. شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬৩] : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.), উম্মে ফযল (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাওমের ব্যাপারে লোকজন সন্দেহ করতে লাগলেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরবত পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পান করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৫, ২৬৭, ৮৩৮, ৮৪০, ৮৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানেও কোনো হুকুম নির্ধারণ করেননি। কারণ, মাসআলাটি মতপার্থক্যপূর্ণ। তবে যে হাদীস তিনি এনেছেন, তা দ্বারা বুঝে আসে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব এটিই মনে হচ্ছে যে, তার মতে আরাফার দিন হাজী সাহেবদের জন্য রোযা না রাখাই উত্তম। যেন হজের আমল, যিকির ইত্যাদি আদায় করতে দুর্বলতা এসে না যায়। ইমাম মালেক, আবু হানিফা, সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন যে, সেদিন রোযা না রাখা উত্তম। -ওমদাতুল কারী

মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদিতে হাদীস রয়েছে যে, আরাফার দিন রোযা রাখলে পিছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। সেই সমস্ত হাদীস সম্পর্কে আমরা বলি তা মুকিম অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে। এতে মতবিরোধেরও অবসান হয়ে যায়, আবার হাদীসসমূহের মাঝের বিরোধেরও নিরসন হয়ে যায়। হানাফীদের মতে মুহস্তাহাব আমল করার দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যাবে। والله اعلم

بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৪৭] সকালে মিনা থেকে আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ. أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী (রহ.)... মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সাকাফী (রহ.)... থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে সকাল বেলায় মিনা থেকে আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে থেকে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়া পড়তে চাইত, তারা পড়ত, তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং যারা তাকবীর পড়তে চাইত তারা তাকবীর পড়ত,এতেও বাধা দেয়া হতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ -এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৩২, ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে– لم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة তাই এর দ্বারা সন্দেহ হয় যে, শুধুমাত্র তালবিয়াই পড়তে হবে, অন্য কিছু পড়া যাবে না। ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম কায়েম করে এ সন্দেহ দূর করে দিলেন, এবং হাদীস উল্লেখ করে বলে দিলেন যে, আরাফায় যাওয়ার সময় হাজী সাহেবরা লাব্বাইক বা তাকবীর সবকিছুই বলার ইখতিয়ার রাখবে।

بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৪৮] আরাফার দিনে দুপুরে (উকূফের স্থানে) যাওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ. فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬৬] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী (রহ.)... সালিম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলিফা)আব্দুল মালিক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইবনে 'উমরের বিরোধিতা করবে না। আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইবনে ওমর (রাযি.) হাজ্জাজের তাবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইবনে উমরের) সাথেই ছিলাম। হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার হে আবূ আব্দুর রহমান? ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তাহলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন এ মুহূর্তেই তিনি বললেন, হাঁ, হাজ্জাজ বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি গায়ে একটু পানি ঢেলে নিই। তখন ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আমার ও আমার পিতার মাঝে থেকে চলতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তা হলে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং জলদি করবেন। হাজ্জাজ আব্দুল্লাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ (রাযি.) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هَٰذِهِ السَّاعَةَ এর সাথে। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাওয়াল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৫, ২২৫, ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আরাফার বিষয়ে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকীদের মাযহাবের সমর্থন করা। তারা বলেন, আরাফা তথা যিলহজের নয় তারিখে দুপুরের পর মোটেই বিলম্ব করবেনা, সূর্য হেলার পরপর অনতিবিলম্বে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত। এর দ্বারা হাম্বলীদের মতকে খণ্ডনও হয়ে গেল। যারা বলে যে, এ সময়সীমা হলো নয় যিলহজের সকাল থেকে দশ যিলহজের সকাল পর্যন্ত। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দ্বারা হাম্বলীদের মত খণ্ডন করে দিলেন।

بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৪৯] আরাফায় সওয়ারীর উপর ওকূফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا، اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬৭] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.)... উম্মে ফাযল বিনত হারিস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছওম সম্পর্কে মতপার্থক্য করছিলেন। কেউ বলছিলেন তিনি রোযাদার আবার কেউ বলছিলেন তিনি রোযাদার নন। তারপর আমি তাঁর কাছে এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম, তিনি তখন উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তা পান করে নিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৫, ২৬৭, ৮৩৮, ৮৪০, ৮৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ আবু দাউদের হাদীসে আছে তোমরা তোমাদের পশুদেরকে মিম্বর বানিয়ো না, অর্থাৎ তার পিঠে বসে দীর্ঘ বক্তৃতা বা আলোচনা ইত্যাদি করো না।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, আরাফায় অবস্থান এর থেকে ব্যতিক্রম।

এখন এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, উত্তম কোনটি? উটের পিঠে অবস্থান করা না নিজের পায়ের উপর অবস্থান করা। হানাফী ও মালেকীগণের মতে উটের পিঠে অবস্থানই উত্তম। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হয়। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফী ও মালেকীদের পক্ষে রয়েছেন।

প্রশ্নঃ এ হাদীসে উমাইরকে বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের গোলাম। অথচ এর দু' বাব পূর্বে ১০৪৬ বাবের এক নং হাদীসে উমাইরকে বলা হয়েছে উম্মুল ফযলের গোলাম। এর সমাধান কি?

উত্তরঃ এখানে প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই; কারণ উম্মুল ফযল হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মাতা। তাই গোলামের নিসসবত কখনও মাতার দিকে আবার কখনও পুত্রের দিকে করা হয়েছে।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১০৫০] আরাফায় দু' নামায একত্র করা

وكان ابن عمر (رض) اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ. أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ. عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. سَأَلَ عَبْدَ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

ইবনে ওমর (রাযি.) ইমামের সাথে নামায আদায় করতে না পারলে উভয় নামায একত্রে আদায় করতেন। লাইছ (রহ.)..... সালিম (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে বছর তিনি আব্দুল্লাহ (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আরাফার দিনে উকুফের সময় আমরা কিরূপে কাজ করব? সালিম (রহ.) বললেন, আপনি যদি সুন্নতের অনুসরণ করতে চান তাহলে আরাফার দিনে দুপুরে নামায আদায় করবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, সালিম ঠিক বলেছে। সুন্নত মুতাবিক সাহাবীগণ যুহর ও আসর একসাথেই আদায় করতেন। (রাবী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, নামাযের এ একত্রিকরণ হজ্জের কারণে নাকি সফরের কারণে?

১. হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে এটি হলো نسكي অর্থাৎ এ একত্রিকরণের সম্পর্ক হলো হজ্জের সাথে। সুতরাং এক্ষেত্রে মুসাফির ও মুকিম সকলেই সমান।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে এটা হলো سفري তথা সফরের কারণে। সুতরাং মুকিমের জন্য جمع بين الصلاتين জায়েয হবে না।

অধিকন্তু সাহেবাইন ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে আরাফায় جمع بين الصلاتين তথা দুই নামাযকে একত্রিকরণ কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই জায়েয। আর ইমাম আজমের মতে যেহেতু جمع تقديم-এর কারণে আসরের নামাযকে তার সময় থেকে এগিয়ে আনা হয়েছে, অথচ কুরআনে আছে-

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى

এ সকল আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, নামাযসমূহের সময় নির্ধারিত, যা সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। তারপরও এখানে جمع بين الصلاتين বা একত্রিকরণ করা হচ্ছে, আর মূলনীতি হলো যখন কোনো কিছু কিয়াস পরিপন্থি প্রমাণিত হয় তাকে ঐ স্থানের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাই একত্রিকরণের জন্য ইহরাম ও জামাত শর্ত সাব্যস্ত করেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব জুমহূরের দিকে। তাই তিনি ইবনে ওমর (রাযি.)-এর আছর বর্ণনা করেছেন।

বিঃ দ্রঃ جمع بين الصلاتين বা দুই নামাযকে একত্রিকরণের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণের জন্য নাসরুল বারী তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪২ দ্রষ্টব্য।

بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৫১] আরাফার খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ. كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ. بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ. فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ. فَقَالَ الآنَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حَتَّى خَرَجَ. فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৬৮] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.)... সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, (খলিফা) আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন হজের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-কে অনুসরণ করেন। যখন আরাফার দিন হল, তখন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইবনে ওমর (রাযি.) আসলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর তাঁবুর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাকলেন, ও কোথায়? হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন চল,। হাজ্জাজ বললেন, এখনই? তিনি বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি গায়ে একটু পানি ঢেলে নিই। তখন ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আমার ও আমার পিতার মাঝে থেকে চলতে লাগলেন। আমি বললাম, আজ আপনি যদি সঠিকভাবে সুন্নাত মুতাবিক কাজ করতে চান তাহলে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকূফ জলদি করবেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, সে (সালিম) ঠিকই বলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: বনু উমাইয়াদের অভ্যাস ছিল খোতবা দীর্ঘ করা; তাছাড়া বক্তা ধরনের খতিব সাহেবগণও দীর্ঘ খোতবা দিতে সাচ্ছন্দবোধ করেন। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ শিরোনাম কায়েম করে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন।

بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

পরিচ্ছেদ: [১০৫২] ওকূফের স্থানে জলদি যাওয়া প্রসঙ্গে

قَالَ ابو عبد الله يُزَادُ فِي هذا الْبَابِ هَمْ هَذَا الحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ولكني أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَ مُعَادٍ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালিক (রহ.) কর্তৃক ইবনে শিহাব (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও বাড়ানো যায়। কিন্তু আমি চাই যে কিতাবে কোনো হাদীস পুনরাবৃত্তি না হোক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বুখারী শরীফের অধিকাংশ নুসখায় এ বাবের অধীনে কোনো হাদীস উল্লেখ নেই। কেননা, পূর্বের বাবে যে হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ مالك عن ابن شهاب এর দ্বারা এ বাবও প্রমাণিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র ভারতীয় নুসখায় قال ابو عبد الله يُزَادُ الخ এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) বলছেন যে, এ কিতাবে এমন হাদীসই আনতে চাই যা ফায়েদা ও উপকারিতা ব্যতীত বারংবার আনা না হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বুখারী শরীফে এমন হাদীস তিনি উল্লেখ করেননি যাতে অযথা তাকরার হয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে তাকরার আছে তাতে হয়ত সনদের বিভিন্নতা রয়েছে বা শব্দগত বিভিন্নতা, অথবা একটি মুত্তাসিল অপরটি মুয়াল্লাক, বা একটি সংক্ষিপ্ত অপরটি বিস্তারিত। আর যে তাকরার বা বারংবারতা ফায়েদা থেকে খালি তার সংখ্যা খুবই কম, এবং তা অনিচ্ছাকৃত।

هَمْ : এ শব্দটি আরবি নয়; বরং এটি হলো ফার্সী শব্দ। যার অর্থ হলো أَيْضًا-অর্থাৎ এ হাদীসও আনা যেত। সম্ভবত এ শব্দটি তার থেকে অনিচ্ছাকৃত এসে গেছে।

بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ: [১০৫৩] আরাফায় ওকূফ করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ. عَنْ أَبِيهِ. جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي. فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ. فَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৬৯] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ও মুসাদ্দাদ (রহ.)... জুবাইর ইবনে মুত'য়িম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে 'অরারাফার দিনে তা তালাশ করতে লাগলাম। তখন আমি

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফায় ওকূফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি তো কুরায়শ বংশীয়। এখানে তিনি কি করছেন?

(কুরাইশরা জাহিলী যুগে হেরেমের বাহির হত না; এবং আরাফায় যেখানে হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থান করত না। তারা বলত আমরা হলাম আহলুল্লাহ! সুতরাং হেরেমের বাইরে আমরা যাব কেন? আরাফার পরিবর্তে তারা মুযদালিফায় উকূফ করে নিতো; যা ছিল হেরেমের সীমার অভ্যন্তর।

যুবাইর বিন মুতইম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এই ধারণাই পোষণ করত, কারণ তিনিও তো কুরাইশী, তাই তিনি নবীজীকে আরাফায় অবস্থান করতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন।)

حمس-এর বিশ্লেষণ: حمس শব্দটি হা বর্ণে পেশ এবং মীম বর্ণে সুকূন, এটি احمس-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো শক্ত। অর্থাৎ যারা স্বীয় দীনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ও কঠোর ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৭০] ঃ ফারওয়া ইবনে আবূ মাগরা (রহ.)... 'উরওয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস হলো কুরায়শ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে ছওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। রাবী হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট আয়েশা (রাযি.)থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হুমস সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (এরপর যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের আরাফা পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ اَفِيْضُو مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ-অংশের সাথে। কারণ, এ আয়াতে আরাফায় অবস্থানের নির্দেশ রয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৬, ৬৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আরাফায় অবস্থান করা হজের অন্যতম রুকন। সুতরাং আরাফায় অবস্থান ব্যতীত হজই হবে না।

بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদঃ[১০৫৪] আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ. كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ. وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ. وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ. مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৭১] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... 'উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে বসা ছিলাম, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফা থেকে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কি ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত গতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চাইতেও দ্রুতগতিতে চলতেন। রাবী হিশাম (রহ.), عَنَقٌ থেকেও দ্রুতগতির ভ্রমণকে نَصٌّ বলা হয়। আবূ আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, فَجْوَةٌ অর্থ مُتَّسَعٌ খোলা পথ, এর বহুবচন হলো فَجَوَاتٌ ও فِجَاءٌ; رَكْوَةٌ ও رِكَاءٌ শব্দদ্বয়ও অনুরূপ। (কুরআনে বর্ণিত) وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ-এর অর্থ হল, পরিত্রাণের কোনো উপায়-অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৬, ৪২১, ৬৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আরাফা থেকে মুযদালিফা যাওয়ার সময় চলার ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করা, অর্থাৎ মধ্যম গতিতে যাওয়া। কিন্তু যদি ভিড় না থাকে এবং জায়গা খালি থাকে তাহলে দ্রুতগতিতে যেতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ– কঠিন শব্দগুলির তাহকীকের জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ দ্রষ্টব্য।

بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

পরিচ্ছেদ:[১০৫৫] আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي فَقَالَ "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৭২] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেড়ে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নামায আদায় করবেন? তিনি বললেন : নামায তোমার আরো সামনে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ - এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ৩০, ২২৬, ২২৭পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الصلاة أمامك : আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ নামাযের স্থান হলো মুযদালিফা, যা তোমার সামনে। অথবা এ নামাযের সময় এখন নয়; বরং সামনে। এটা দলীল হলো একথার যে, হাজী সাহেব আরাফা থেকে মুযদালিফা যাওয়ার সময় মুযদালিফা না পৌছে পথে মাগরিবের নামায পড়তে পারবে না। এবং তাকে মুযদালিফা পৌছে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: الصلاة امامك এ বাক্যটি সঠিক নয়; কারণ নামায কারো সামনে হতে পারে না।

উত্তর: এখানে মুযাফ উহ্য আছে। তা হলো مكان الصلاة امامك অথবা المُصَلِّي امامك

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৭৩] ঃ মূসা ইবনে ইসমা'ঈল (রহ.)... নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার নামায একসাথে আদায় করতেন। এছাড়া তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতেন যে দিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছিলেন। আর সেখানে প্রবেশ করে তিনি ইসতিঞ্জা করতেন এবং উযূ করতেন কিন্তু নামায আদায় করতেন না। অবশেষে তিনি মুযদালিফায় পৌছে নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ. عَنْ كُرَيْبٍ. مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ. فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ. فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا. فَقُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ". فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ. قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ الْفَضْلِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৭৪] ঃ কুতাইবা (রহ.)...উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরাফা থেকে সাওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটটি বসালেন, এর পর প্রস্রাব করে আসলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হালকাভাবে উযূ করে নিলেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায? তিনি বললেন : নামায তোমার আরো সামনে। একথা বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফা আসলেন এবং নামায আদায় করলেন। মুযদালিফার ভোরে ফযল [ইবনে আব্বাস (রাযি.)] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ফযল (রাযি.) থেকে আমার নিকটবর্তী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ. فَبَالَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৯, ২২৬, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফার নিকটবর্তী যে ঘাটি ছিল তাতে অবতরণ করেছিলেন। এটা হজের কোনো কাজ বা রুকন ছিল না; বরং এ অবতরণটা ছিল কেবলমাত্র ইস্তেঞ্জার জন্য। তবে ইবনে ওমর (রাযি.) যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন, তাই তিনি সেখানে প্রস্রাবের বেগ না হওয়াসত্তেও প্রস্রাব করার জন্য বাহন থেকে নেমে যেতেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে সতর্ক করছেন যে, এটা স্বতন্ত্র কোনো মঞ্জিল ছিল না; বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র প্রয়োজনের কারণে অবতরণ করেছিলেন।

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৫৬] (আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو. مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ ". أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا. خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ. وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا. بَيْنَهُمَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৭৫] ঃ সা'ঈদ ইবনে আবূ মারয়াম (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের দিকে খুব হাঁকডাক ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, উট দ্রুত হাকানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। [হাদীসে উল্লেখিত إِيْضَاعٌ এর প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দের মরমার্থ দেন] (কুরআনে উদ্ধৃত) أَوْضَعُوا তারা দ্রুত চলত। خِلَالَكُمْ -তোমাদের ফাঁকে ঢুকে, فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا উভয়টির মধ্যে প্রবাহিত করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো امر النبي الخ সুতরাং এর সাথে মুনাসাবাত হলো أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ-অংশের সাথে। আর দ্বিতীয় অংশ হলো اشارته الخ সুতরাং এর মুনাসাবাত হলো فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইফাযাহ অর্থাৎ আরাফাহ থেকে মুযদালিফা যাওয়ার সময় শান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে চলা উচিত। কেননা, লোক সমাগম প্রচুর হয়, তাছাড়া সওয়ারী, গাড়ি ইত্যাদি অনেক হয়ে থাকে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) সতর্ক করছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত লোকদেরকে শান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে চলার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে দিবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ ইঙ্গিত করতেন।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৫৭] মুযদালিফায় দু' ওয়াক্ত নামায একসাথে আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ كُرَيْبٍ. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ. فَنَزَلَ الشِّعْبَ. فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ. فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ". فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ. فَتَوَضَّأَ. فَأَسْبَغَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৭৬] ঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফ (রহ.)........উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা থেকে ফেরার সময় গিরিপথে অবতরণ করে

প্রস্রাব করলেন এবং উযূ করলেন। তবে পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন না। আমি তাঁকে বললাম নামায? তিনি বললেন : নামায তো তোমার সামনে তারপর তিনি মুযদালিফায় এসে উযূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন। তারপর সালাতের ইকামাত হলে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ উট দাঁড় করিয়ে রাখার পর সালাতের ইকামাত দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশা ও মাগরিবের মধ্যে তিনি আর কোন নামায পড়েননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫-২৬, ৩০, ২২৬, ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুযদালিফায় جمع بين الصلاتين বা দুই নামাযকে একত্রে আদায় সকল হাজী সাহেবই করবে। জামাতে নামায আদায় করুক বা একাকী। এ ব্যাপারে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তবে মতপার্থক্য রয়েছে এ ব্যাপারে যে, নামাযের এ একত্রিকরণ হজের কারণে নাকি সফরের কারণে?

১. হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণ বলেন جمع بين الصلاتين হলো نسكي আমল, অর্থাৎ এ একত্রিকরণের সম্পর্ক হলো হজের সাথে। সুতরাং এক্ষেত্রে মুসাফির ও মুকিম সকলেই সমান।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন جمع بين الصلاتين হলো سفري তথা সফরের কারণে। সুতরাং মুকিমের জন্য তা জায়েয হবে না।

তদুপরি সাহেবাইন ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে আরাফায় جمع بين الصلاتين কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই জায়েয। আর ইমাম আবু হানিফার মতে যেহেতু جمع تقديم-এর কারণে আসরের নামাযকে তার সময় থেকে এগিয়ে আনা হয়েছে, তাই جمع بين الصلاتين-এর জন্য ইহরাম ও জামাত শর্ত সাব্যস্ত করেন।

আর মুযদালিফায় হলো جمع تأخير বা বিলম্বিত একত্রকরণ। এখানে মাগরিব পরে আদায় করা হয়, আর ইশা যথাসময়ে হয়ে থাকে। তাই এখানে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না; বরং একাকী নামায আদায়কারীও দুই নামায একত্র করবে।

ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : এ হাদীসে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হানাফীদের মাযহাব হলো এ উভয় নামাযের জন্য এক আজান ও এক ইকামত দিতে হবে। দুইবার আজান ও ইকামতের প্রয়োজন নেই। তবে এখানে দুইবার ইকামতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

জবাব: তার উত্তর এই যে, যেহেতু উভয় নামাযের মধ্যে উট বসানো ও হাওদা ইত্যাদি খোলার কাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাই হানাফীদের মতেও এ ধরনের ক্ষেত্রে দুইবার ইকামত দেওয়া জায়েয আছে।

بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

পরিচ্ছেদ: [১০৫৮] দু'ওয়াক্ত নামায একসাথে অদায় করা এবং দুয়ের মাঝে কোন নফল নামায আদায় না করা

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৭৭] ঃ আদম (রহ.) ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক ইকামাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল নামায আদায় করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৭৮] ঃ খালিদ ইবনে মাখলাদ (রহ.)... আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ৬৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর কোনো সুন্নত পড়বে কি না? তিনি এ ব্যাপারে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি; যেমনটি বাবের দ্বিতীয় হাদীসেও কোনো কিছু উল্লেখ নেই।

তবে বাবের প্রথম হাদীসে এতটুকু আছে যে, উভয়ের পরেও পড়বে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইশার পরও সাথে সাথে কোনো নফল নামায পড়বে না। তবে কিছুক্ষণ পর নিঃসন্দেহে পড়তে পারবে।

بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

পরিচ্ছেদ: [১০৫৭] মাগরিব ও ইশা উভয় নামাযের জন্য আজান ও ইকামত দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ. يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ. أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ. وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى. ثُمَّ أَمَرَ. أُرَى رَجُلاً. فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. قَالَ عَمْرٌو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ. ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ. فِي هَذَا الْمَكَانِ. مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ. وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৭৯] ঃ আমর ইবনে খালিদ (রহ.) আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রাযি.) হজ আদায় করলেন। তখন 'ইশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফা পৌছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান দিল এবং ইকামাত বলল। তিনি মাগরিব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু'রাকআত আদায় করলেন তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তারপর তিনি একজনকে আদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, লোকটি আযান দিল এবং ইকামাত বলল। আমর (রাযি.) বলেন, আমার বিশ্বাস এ সন্দেহ যুহাইর (রহ.) থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু'রাক'আত ইশার নামায আদায় করলেন। ফজর হওয়া মাত্রই তিনি বললেন : এসময়, এদিনে, এস্থানে, এ নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন নামায আদায় করেননি। আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, এদু'টি নামায তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌছার পর মাগরিব আদায় করেন এবং ফজরের সময় হওয়া মাত্র ফজরের নামায আদায় করেন। আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এইরূপ করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَذَّنَ وَأَقَامَ -অংশের সাথে। এটি উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: মুযদালিফায় جمع بين الصلوتين করার সময় আজান ও ইকামত সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে; এ ব্যাপারে ছয়টি উক্তি রয়েছে–

১. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা আজান ও ইকামত দিতে হবে। এটি ইমাম বুখারী (রহ.)-এরও মাযহাব।

২. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন আজান একটি ও ইকামত হবে দুটি। অর্থাৎ প্রথমে নামাযের জন্য আজান দিবে, এরপর উভয় নামাযের জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলবে।

৩. হানাফীগণ বলেন উভয়ের জন্য এক আজান ও এক ইকামত হবে। তবে যদি এক নামাযের পর দূরত্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি হয় তাহলে ইকামত দুইবার বলা যাবে।

এ তিনটি হলো অনুসরণযোগ্য ইমামগণের। বাকি কওলগুলি হলো অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুযদালিফায় দুই নামায একত্রকরণের সময় প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদাভাবে আজান ও ইকামত দিতে হবে। এটি ইমাম মালেকেরও মাযহাব। সুতরাং এ মাসআলায় তিনি ইমাম মালেকের পক্ষে রয়েছেন।

بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

পরিচ্ছেদ: [১০৬০] যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকূফ করে ও দোয়া করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই রওয়ানা দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮০] ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.) ....সালিম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মা'শআরে হারামের নিকট ওকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকর করতেন। তারপর ইমাম (মুযদালিফায়) ওকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের থেকে কেউ মিনাতে আগমণ করতেন ফজরের সালাতের সময় আর কেউ এরপরে আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কংকর মারতেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বলতেন, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮১] ঃ সুলাইমান ইবনে হারব (রহ.) আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রাতে মুযদালিফা পাঠিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ-অংশের সাথে। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাযি.) দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ. سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ. قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮২] ঃ আলী (রহ.)...ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যেসব লোককে এখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. عَنْ يَحْيَى. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ. مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ. أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ. فَقَامَتْ تُصَلِّي. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا. وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ. ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ يَا بُنَيَّ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮৩] ঃ মুসাদ্দাদ (র্)... আসমা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌছে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম না। তিনি আরো কিছুক্ষণ নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা হলাম এবং চললাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফজরের নামায অদায় করলেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম, ইয়া হানতাহ! আমার মনে হয় আমরা বেশি অন্ধকার থাকতেই আমরা রওয়ানা করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا-অংশের সাথে। কারণ, তাদের গমনটা ছিল চাঁদ ডুবার পর। চাঁদ তখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশের সময় অস্তমিত হয়েছিল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮৪] ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন সাওদা (রাযি.) মুযদালিফার রাতে (মিনা যাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। সাওদা (রাযি.) ছিলেন ভারী ও ধীরগতি মহিলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَذِنَ لَهَا-অংশের সাথে। কারণ, হযরত সাওদা (রাযি.) দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً. فَأَذِنَ لَهَا. فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ. فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮৫] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সাওদা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সাওদার মত আমিও যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য যে কোনো খুশির কারণ থেকে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বে বর্ণিত সাওদার হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মহিলা ও শিশুদেরকে ভিড় ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকাল হওয়ার হওয়ার আগেই মুযদালিফা হতে মিনা পাঠিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। যেহেতু মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, তবে অবস্থান করা ওয়াজিব।

بَاب مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

পরিচ্ছেদ:[১০৬১] মুযদালিফায় ফজরের নামায কোন্ সময় আদায় করবে?

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৮৬] ঃ আমর ইবনে হাফ্স ইবনে গিয়াস (রহ.)... আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি নামায ছাড়া কোন নামায তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের নামায তা (নিয়মিত) ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ، كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ". ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৮৭] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে রাজা' (রহ.)... আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হলাম। এরপর আমরা মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তখন তিনি পৃথক পৃথক আযান ও ইকামাতের সাথে উভয় নামায (মাগরিব ও 'ইশা) আদায় করলেন এবং এই দুই সালাতের মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর ফজর হতেই তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। কেউ কেউ বলছিল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে, আবার কেউ বলছিল যে, এখনো ফজরের সময় অসেনি। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দু'নামায অর্থাৎ মাগরিব ও 'ইশা এ স্থানে তাদের নিজ সময় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই 'ইশার ওয়াক্তের আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজরের নামায এই মুহূর্তে। এরপর তিনি ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে উকূফ করেন। এরপর বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এখন রওয়ানা হন তাহলে তিনি সুন্নাত মুতাবেক কাজ করলেন। (রাবী বলেন) আমার জানা নেই, তাঁর কথা দ্রুত ছিল, না, 'উসমান (রাযি.)-এর রওয়ানা হওয়াটা। এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন, কুরবানির দিন জামরায় আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুযদালিফায় ফজরের নামায সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই অন্ধকারে পড়ে নিবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও এ কথা বলেন। যেমন হিদায়া কিতাবে আছে–

واذا طلع الفجر يصلي الامام بالناس الفجر بغلس لرواية ابن مسعود

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যিলহজের দশ তারিখে শুধুমাত্র জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, আবার এটাও জানা গেল যে, যতক্ষণ পাথর নিক্ষেপ করতে থাকবে, ততক্ষণ তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। এরপর প্রথম কঙ্করের পর তালবিয়া একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।

بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

পরিচ্ছেদ:[১০৬২] মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে?

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ. يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ. ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ. ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৮৮] ঃ হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল (রহ.)... আমর ইবনে মায়মূন (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর (রাযি.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের নামায আদায় করে (মাশআরে হারামে) উকূফ করলেন এবং তিনি বললেন, মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَشْرِقْ ثَبِيرُ : [হে সাবীর! আলোকিত হও] أَشْرِقْ শব্দটি اشراق থেকে امر-এর সীগাহ। أَشْرَقَ অর্থ হলো اذا دخل في الشروق সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হবে لتطلع عليك الشمس তোমার উপর সূর্য উদিত হোক। অথবা এর অর্থ হবে ادخل ايها الجبل في الشروق হে পাহাড়! তুমি সূর্যের আলোতে প্রবেশ কর।

ثَبِيرُ : এটি হলো মুযদালিফা হতে মিনা যাওয়ার পথে বাম পার্শে অবস্থিত এশটি পাহাড়ের নাম। আবার কেউ বলেছেন: هو اعظم جبال مكة এটি হলো মক্কার সবচেয়ে বড় পাহাড়, যা ছাবির নামীয় এক ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়। লোকটি মারা গেলে তাকে এ পাহাড়ের মধ্যেই সমাহিত করা হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুন্নত তরিকা হলো ফজরের নামাযের পর পূর্ণ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করবে। সূর্যোদয়ের যখন মাত্র এতটুকু বাকি থাকে যে, যতক্ষণে দু' রাকআত নামায আদায় করা যায় তখন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। মোটকথা, সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে বেরিয়ে পড়া সুন্নত।

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَالإِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

পরিচ্ছেদ: [১০৬৩] কুরবানির দিন সকালে জামরায়ে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সওয়ারীতে পেছনে বসানো

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ. فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৮৯] ঃ আবূ আসিম যাহ্হাক ইবনে মাখলাদ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযল (রাযি.)- কে তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন। সেই ফাযল (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَرْدَفَ الْفَضْلَ ও لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৮ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي. عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ. ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ. فَكِلَاهُمَا قَالَا لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯০] ঃ যুহাইর ইবনে হারব (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাওয়ারীর পেছনে উসামা (রাযি.) বসা ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনার পথে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযলকে সাওয়ারীর পেছনে বসালেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, তারা উভয়ই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায়ে আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَرْدَفَ الْفَضْلَ ও لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের সমর্থন ব্যক্ত করা এবং মালেকীদের মত খণ্ডন করা। মালেকীরা বলেন, মিনা যাওয়ার সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। জুমহূর বলেন, নহরের দিন জামরায়ে উকবায় পৌঁছে প্রথমবার পাথর নিক্ষেপ করার সময় তালবিয়া বন্ধ করবে।

بَابُ { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

পরিচ্ছেদ: [১০৬৪] আল্লাহর বাণী– তখন যে ব্যক্তি ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে লাভবান হয়, তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে], অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয়, তবে [সে] রোযা রাখবে তিন দিন হজের সময় আর সাত দিন [রোযা রাখবে] যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে; এই দশ পূর্ণ হলো, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে। (বাকারা: ১৯৬)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا. فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ. وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. وَحَجٌّ مَبْرُورٌ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯১] ঃ ইসহাক ইবনে মানসূর (রহ.)... আবূ জামরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে তামাত্তু হজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাকে কুরবানি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তামাত্তুর কুরবানি হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানির পশুর মধ্যে শরীকানা এক অংশ। আবু জামরা বলেন, কিছু লোক মনে হয় তামাত্তুকে অপছন্দ করলো, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, এক লোক ডেকে বলতেছে যে, এ হজ মাবরুর। তামাত্তু হজ মাকবুল। তারপর আমি ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাই তো আবুল কাসিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আদম, ওয়াহাব ইবনে জারীর এবং গুনদর, শু'বা (রহ.) থেকে মাকবূল 'ওমরা এবং উত্তম হজ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৩, ২২৮-২২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হজের অবস্থা বর্ণনা করা। যখন মুযদালিফা থেকে মিনার আলোচনা এসেছে, তাই যেহেতু মিনায় কুরবানি করা হয় তাই এখানে তিনি কুরবানির আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

পরিচ্ছেদ: [১০৬৫] কুরবানির উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া প্রসঙ্গে

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} قَالَ

مُجَاهِدٌ سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَشَعَائِرُ اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ

মহান আল্লাহর বাণী– আর কোরবানির উট ও গরুকে (এরূপে বকরি ও ভেড়াকেও) আমি আল্লাহর নিদর্শন করে দিয়েছি, ঐ পশুগুলোতে তোমাদের (আরো) কল্যাণ রয়েছে, সুতরাং তোমরা (জবাইকালে) এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর দাঁড় করানো অবস্থায় অতঃপর যখন তা নিজের (কোনো এক) পার্শ্বে পড়ে যায়, তখন তা হতে তোমরাও খাও এবং অযাঞ্চাকারী ও যাঞ্চাকারীকেও খেতে দাও; আমি এরূপে ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যেন তোমরা শোকর কর। আল্লাহ তাআলার সমীপে না এদের গোশত পৌছে, আর না এদের রক্ত বরং তাঁর নিকট তোমাদের তাকওয়া পৌছে থাকে; এই প্রকারে আল্লাহ তাআলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে (কুরবানি করার) তৌফিক দান করেছেন এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কুরবানির উটগুলো মোটাতাজা হওয়ার কারণে الْبُدْنُ বলা হয়। الْقَانِعُ অর্থ যাচনাকারী; الْمُعْتَرُّ ঐ ব্যক্তি, যে ধনী হোক বা দরিদ্র, কুরবানির উটের গোশত খাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। شَعَائِر অর্থাৎ কুরবানির উটের প্রতি সম্মান করা এবং ভাল জানা। الْعَتِيقِ অর্থাৎ জালিমদের থেকে মুক্ত হওয়া। وَجَبَتْ অর্থ জমিনে লুটিয়ে পড়ে; এ অর্থেই হল وَجَبَتِ الشَّمْسُ সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " ارْكَبْهَا ". فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ " ارْكَبْهَا ". قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ " ارْكَبْهَا. وَيْلَكَ ". فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৯২] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আবূ হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এ-তো কুরবানির উট। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে চল। এবারও লোকটি বলল, এ-তো কুরবানির উট। এর পরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! একথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ " ارْكَبْهَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯, ২৩০, ৩৮৫, ৯১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَشُعْبَةُ. قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ " ارْكَبْهَا ". قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ " ارْكَبْهَا ". قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ " ارْكَبْهَا ". ثَلاَثًا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৯৩] ঃ মুসলিম ইবনে ইবরাহীম (রহ.)... আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এ তো কুরবানির উট। তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানির উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ "ارْكَبْهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯, ৩৮৫, ৯১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ হজের সময় কুরবানির জন্য যে পশু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় তাতে আরোহণ করা যাবে কি না? এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। আর ইমাম বুখারী (রহ.) এ ধরনের বিতর্কিত মাসআলায় স্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেন না। এখানেও অদ্রূপ কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। তবে এ বাবের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তাতে তাঁর মনোভাব এদিকে মনে হচ্ছে যে, যদি চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনের সময় আরোহণ করা জায়েয আছে। এক্ষেত্রে ইমামগণের মাযহাব নিম্নরূপ–

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, রাস্তায় যদি আরোহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আরোহণ করা জায়েয আছে।

২. হানাফী ও মালেকীরা বলেন, যদি প্রয়োজনটা তীব্র হয় তাহলে আরোহণ করার অনুমতি আছে। এটিই শা'বী, হাসান বসরী, আতা বিন রাবাহ প্রমুখের মত। তবে শর্ত হলো অন্য সওয়ারী পাওয়া না যাওয়া।

জাহেরীদের মতে সওয়ার হওয়া ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে ارْكَبْ শব্দটি امر-এর সীগাহ। আর আমর ওয়াজিবের জন্য আসে। মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব এটিই মনে হচ্ছে যে, যদি চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনের সময় বাহনে আরোহণ করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بَدَنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে بُدْنٌ কুরবানির উট বা গরু, যা বাইতুল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মোটাতাজা ও ভারী হওয়ার কারণে তাকে بدنة বলা হয়। আতা ও সুদ্দী বলেন, এ শব্দটি শুধুমাত্র উট ও গরুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হবে না।

بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

পরিচ্ছেদঃ [১০৬৬] যে ব্যক্তি কুরবানির জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায় তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ

لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ. قَالَ لِلنَّاسِ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيُقَصِّرْ. وَلْيَحْلِلْ. ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ". فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ. وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ. ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ. وَمَشَى أَرْبَعًا. فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ. فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

وَعَنْ عُرْوَةَ. أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৯৪] ঃ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও 'ওমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলাইফা থেকে কুরবানির জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ওমরার ইহরাম বাঁধেন, এরপর হজের ইহরাম বাঁধেন, সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে ওমরার ও হজের নিয়তে তামাত্তু করলেন। সাহাবীগণের কতেক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি। এর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা পৌছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হজ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিষ হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বায়তুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হজের ইহরাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানি করতে পারবে না তারা হজের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন ছওম পালন করবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা পৌছেই তাওয়াফ করলেন, প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রমল করে আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় আসলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সা'য়ী করলেন। হজ সমাধা করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা থেকে হালাল হননি। তিনি কুরাবানীর দিনে হাদী কুরবানি করলেন, সেখান থেকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তারপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সেসব কিছু থেকে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরুপ করলেন, যেরুপ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

'উরওয়া (রাযি.) আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সাথে ওমরা পালন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু' করেন, যেমনি বর্ণনা করেছেন সালিম (রহ.) ইবনে ওমর (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানির পশু হেরেমের বাহির তথা হিল থেকেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কিন্তু যদি কেউ যদি সঙ্গে না নেয় এবং রাস্তা থেকে ক্রয় করে নেয় তাও জায়েয আছে। যেমনটি সামনে বাবে তার বর্ণনা আসছে।

بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

পরিচ্ছেদ: [১০৬৭] রাস্তা থেকে কুরবানির পশু খরিদ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - لِأَبِيهِ أَقِمْ، فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللهُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯৫] ঃ আবূ নু'মান (রহ.)... নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ (রাযি.) তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি (এবার বাড়িতেই) অবস্থান করুন। কেননা, বায়তুল্লাহ থেকে আপনার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আব্দুল্লাহ (রাযি.) বললেন, তাহলে আমি তাই করব যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' সুতরাং আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, (এবার) ওমরা আদায় করা আমি আমার উপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা হলেন, যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি হজ এবং 'ওমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে বললেন, হজ এবং ওমরার ব্যাপার তো একই। এরপর তিনি কুদাইদ নামক স্থান থেকে কুরবানির জানোয়ার কিনলেন এবং মক্কা পৌছে (হজ ও ওমরা) উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন। উভয়ের সব কাজ শেষ করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খুললেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানির পশু যদি নিজ এলাকা থেকে না নিয়ে থাকে তাহলে রাস্তা থেকে ক্রয় করে নিলেও তা জায়েয হবে। কেননা, হাদী নিজ এলাকা থেকে সঙ্গে নেওয়া শর্ত নয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) দুটি বাব বিন্যাস্ত আকারে গঠন করেছেন; এর পূর্বে من ساق البدن معه দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরবানির পশু নিজ এলাকা থেকে নিয়ে নিবে; এখন এ বাবে বলছেন যে, যদি নিজ এলাকা থেকে না নিয়ে থাকে তাহলে রাস্তা থেকে কিনে নিলেও জায়েয হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ : ঘটনা ছিল এই যে, ঐ বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর উপর আক্রমণ করেছিল। রাস্তা নিরাপদ ছিল না, তাই ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁকে ওমরায় যেতে বারন করেছিলেন। কিন্তু ইবনে ওমর (রাযি.) উত্তরে পুত্রকে বললেন, তাহলে আমি তাই করব যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' এই বলে তিনি বের হয়ে পড়লেন। বাকি আলোচনা হাদীসে দেখুন।

بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

পরিচ্ছেদঃ [১০৬৮] যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে (কুরবানির পশুকে) ইশ্‌আর এবং তাক্‌লীদ করে তারপর ইহরাম বাঁধে তার সম্পর্কে

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

নাফে' (রহ.) বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) মদীনা থেকে যখন কুরবানির জানোয়ার সাথে নিয়ে আসতেন তখন যুল হুলাইফায় তাকে কিলাদা পরাতেন এবং ইশআর করতেন। ইশআর অর্থাৎ উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুজের ডান পার্শ্বে যখম করতেন

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بِذِي الْحُلَيْفَةِ : যুল হুলায়ফা হলো মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটি হলো মদিনাবাসীর মীকাত।

قَلَّدَهُ : তাকলীদ হলো জুতা ইত্যাদির মালা বানিয়ে তা কুরবানির পশুর গলায় পরিয়ে দেওয়া। আরবের লোকেরা হাদীর নিদর্শনস্বরূপ এরূপ করত। আরবরা এমন পশুর কোনো ক্ষতিসাধন করত না।

أَشْعَرَهُ : ইশআর অর্থ হলো উটের কুঁজ ডান দিক থেকে সামান্য জখম করে দেওয়া, এবং রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانَ. قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৫৯৬] ঃ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজারেরও অধিক সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যুল-হুলাইফা পৌঁছে কুরবানির পশুটিকে কিলাদা পরালেন এবং ইশআর করলেন। এরপর তিনি ওমরার ইহরাম বাঁধলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ -এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯, ২৩০, ২৪৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৫৭৮, ৬০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ. عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا. فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯৭] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশআর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০, ২৩০, ২৩০, ২৩০, ২৩০, ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ : এটা হলো নবম হিজরীর ঘটনা। যে বছর তিনি আবু বকর (রাযি.)-কে আমীরে হজ নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির উটও প্রেরণ করেছিলেন।

এর দ্বারা এ মাসআলাও জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি নিজে না গিয়ে কুরবানির পশু পাঠিয়ে দিলে শুধুমাত্র কুরবানির পশু প্রেরণের দ্বারা কেউ মুহরিম হয় না। এটিই জুমহূর ইমামগণের মাযহাব।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানির পশুর তাকলীদ ও ইশআর মীকাত থেকে করাই মুস্তাহাব।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদ (রহ.)-এর মতকে খণ্ডন করা। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ইশআর ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না ইহরাম বাঁধে। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস উল্লেখ করে তার মতকে খণ্ডন করে দিলেন। এবং শিরোনাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন من اشعر و قلد ثم احرم দ্বারা।

بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

পরিচ্ছেদ: [১০৬৯] উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ حَفْصَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي. فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯৮] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... হাফসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হল তারা হালাল হয়ে গেল আর আপনি হালাল হলেন না? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো আমার মাথায় তালবিদ করেছি এবং আমার কুরবানির জানোয়ারকে কিলাদা পরিয়ে দিয়েছি, তাই হজ সমাধা না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَقَلَّدْتُ هَدْيِي-অংশের সাথে। কারণ, হাদী হলো ব্যাপক শব্দ, যার মধ্যে উট, গরু সবই অন্তর্ভুক্ত। আর কিলাদা পাকানোর পরই তা গলায় পরানো হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৩, ২৩০, ২৩৩, ৬৩১, ৮৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ. ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৫৯৯] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)...আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে কুরবানির পশু পাঠাতেন, আমি তার গলায় কিলাদার মালা পরিয়ে দিতাম। এরপর মুহরিম যে কাজ বর্জন করে, তিনি তার কিছু বর্জন করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০, ৩১১, ৮৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইবনে হাযাম (রহ.) গরুর জন্য কিলাদা পরানোকে অস্বীকার করেন, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ বিষয়টির ব্যাপকতার জন্য بُدن-এর উপর بقر-এর আত্‌ফ করে বলে দিলেন যে, তাকলীদ করা মুস্তাহাব। ইমামচতুষ্টয় উট ও গরু উভয়ের তাকলীদের প্রবক্তা।

بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

পরিচ্ছেদ: [১০৭০] কুরবানির পশু ইশআর করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

'উরওয়া (রহ.) মিসওয়ার (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির পশুর কিলাদা পরান ও ইশআর করেন এবং ওমরার ইহরাম বাঁধেন।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ. عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ. فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০০] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তার ইশআর করলেন এবং তাকে তিনি কিলাদা পরিয়ে দিলেন অথবা (বললেন) আমি একে কিলাদা পরিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তা বায়তুল্লাহর দিকে পাঠালেন এবং নিজে মদীনায় থাকলেন এবং তার জন্য যা হালাল ছিল তা থেকে কিছুই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ أَشْعَرَهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কুরবানির পশুর ইশআর করার প্রমাণ করা এবং যারা একে মাকরূহ বলেন তাদের মতকে খণ্ডন করা। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটাও বুঝে আসে যে, ইশআর উটের জন্য নির্দিষ্ট; গরু, বকরি ইত্যাদির জন্য ইশআর নেই; বরং তাদের জন্য তাকলীদ করতে হবে। তাই তিনি اشعار البدن বলেছেন।

بَاب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

পরিচ্ছেদ : [১০৭১] যে নিজ হাতে বকরীর গলায় কিলাদা পরায় তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০১] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির পশু (মক্কা) পাঠায় তা জবাই না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরাহ (রহ.) বলেন, আয়েশা (রাযি.) বললেন, ইবনে আব্বাস (রাযি.) যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশু কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি, আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান। সে জানোয়ার জবাই করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোনো বস্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হারাম করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম, তেমনিভাবে নিজ হাতে হাদীর গলায় হার পরানোও উত্তম।

بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৭২] বকরির গলায় কিলাদা বাঁধার বর্ণনা প্রসঙ্গে

[তবে বকরিকে ইশআর করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬০২] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির জন্য বকরী পাঠালেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا-অংশের সাথে। কারণ, হাদী পাঠানোর জন্য আবশ্যক হলো তার গলায় কিলাদা পরিয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬০৩] ঃ আবু নু'মান (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কুরবানির পশুর) কিলাদাগুলো পাকিয়ে দিতাম আর তিনি তা বকরীর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নিজ পরিবারে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬০৪] ঃ আবু নু'মান (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কুরবানির পশুর) কিলাদাগুলো পাকিয়ে দিতাম আর তিনি তা বকরীর গলায় পরিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নিজ পরিবারে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْنِي الْقَلاَئِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০৫] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি, তাঁর ইহরাম বাঁধার আগে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ। এ হাদীসে যদিও বকরির কথা স্পষ্ট নেই; কিন্তু নিয়ম হলো এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে। তাই বিগত হাদীসদ্বারা জানা গেল যে, এখানে কুরবানির পশু দ্বারা বকরীই উদ্দেশ্য; সুতরাং শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হয়ে গেল।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বকরির তাকলীদ করা প্রমাণিত বিষয়।

ব্যাখ্যা: কেউ কেউ বলেন যে, হানাফিদের নিকট বকরীর গলায় কিলাদা বা হার পরানো জায়েয নেই। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–

هذا افتراء علي ابي حنيفة ففي أي موضع قالت الحنفية ان الغنم ليست من الهدي

হানাফীদের সঠিক মত হলো বকরি যেহেতু ছোট প্রাণী, তাই যদি তার গলায় জুতা ইত্যাদির মালা পরানো হয় তাহলে তার চলতে কষ্ট হবে। তাই হানাফীরা এটাকে পছন্দ করেন না। তবে তারাও বৈধতাকে স্বীকার করেন।

بَاب الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ

পরিচ্ছেদ:[১০৭৩] পশমের তৈরি কিলাদা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০৬] ঃ আমর ইবনে আলী (রহ.)... উম্মুল মুমিনীন [আয়েশা (রাযি.)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল আমি তা দিয়ে কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০ পৃষ্ঠায়ই বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মালেকীদের মাযহাবকে খণ্ডন করা। যারা বলে যে, কিলাদা মাটি জাতীয় জিনিস দ্বারা হওয়া আবশ্যক। আর উল তো মাটিজাতীয় জিনিস নয়।

بَابُ تَقْلِيْدِ النَّعْلِ

পরিচ্ছেদ:[১০৭৪] জুতার কিলাদা ঝুলান সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০৭] ঃ মুহাম্মদ (রহ.)... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন : এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল এটি কুরবানির উট। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। রাবী বলেন, আমি লোকটিকে দেখেছি যে, সে ঐ পশুটির পিঠে চড়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে চলছিল আর পশুটির গলায় জুতার মালা ঝুলান ছিল। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (রহ.) এ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। উসমান ইবনে ওমর (রহ.)... আবূ হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯, ২৩০, ৩৮৫, ৯১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, একটি জুতার কিলাদাও জায়েয আছে। তবে দুইটি হওয়া উত্তম।

২. অথবা তার উদ্দেশ্য হলো সুফিয়ান ছাওরীর মতকে খণ্ডন করা, তিনি বলেন যে, কিলাদার জন্য দুটি জুতা হওয়া আবশ্যক। ইমাম বুখারী (রহ.) نعل একবচন এনে তার মত খণ্ডন করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ সনদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে ইয়াহইয়া ইবনে কাছির থেকে মা'মার হাদীসকরেছেন তেমনিভাবে আলী ইবনে মুবারকও ইয়াহইয়া থেকে হাদীসকরেছেন।

بَابُ الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ

পরিচ্ছেদ:[১০৭৫] কুরবানির উটের পিঠে ঝুল সম্পর্কিত বর্ণনা অর্থাৎ কুরবানির পশুর পিঠে যে ঝুল/আবরণ থাকে তা কি করা উচিত

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

ইবনে ওমর (রাযি.) শুধু কুঁজের স্থানের ঝুল ফেড়ে দিতেন। আর তা নহর করার সময় নষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কায় ঝুলটি খুলে নিতেন এবং পরে তা সদকা করে দিতেন

ফায়েদা: ঝুল দান করে দেওয়া আবশ্যক নয়; তবে মুস্তাহাব। সুতরাং ঝুল, লাগাম, রশি ইত্যাদি সবই সদকা করে দেওয়া উচিত। কারণ, ইবনে ওমর (রাযি.) তা ফিরিয়ে নেওয়াকে পছন্দ করতেন না, যা আল্লাহর নামে বের করা হয়েছে। তাছাড়া কুরবানির পশুর ঝুল দরিদ্রদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত। তা দ্বারা কসাইদের পারিশ্রমিক দেওয়া জায়েয হবে না।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬০৮] ঃ কাবীসা (রহ.)... আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জবাইকৃত কুরবানির উটের পৃষ্ঠের ঝুল/আবরণ এবং তার চামড়া সদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০-২৩১, ২৩২, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উটের পিঠে ঝুল দেওয়া মুস্তাহাব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

جِلَالِ : শব্দটি جُلّ-এর বহুবচন। অর্থ, ঝুল যা গরম থেকে আত্মরক্ষার জন্য উট, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির পিঠে দেওয়া হয়।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এটা মুস্তাহাব। এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর আল্লামা কুস্তল্লানী বলেন, وفيه استحباب تجليل البدن والتصدق بذلك الجل উটের পিঠে ঝুল দেওয়া এবং তা দান করা মুস্তাহাব।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا وانما صنع ذلك ابن عمر لانه ان لا يرجع في شيء اهل به لله الخ (فتح)

ঝুল সদকা করা ফরয নয়, তবে ইবনে উমর তা সদকা করার কারণ ছিল, তিনি চেয়েছেন যে, তিনি এমন জিনিস নিয়ে ফিরে যাবেন না, যা কুরবানির পশুর সাথে ছিল।

بَاب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

পরিচ্ছেদ: [১০৭৬] যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানির জন্তু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ. وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي

أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ. فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬০৯] ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)... নাফে' (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে যুবাইরের খিলাফতকালে খারিজীদের হজ আদায়ের বছর ইবনে ওমর (রাযি.) হজ পালন করার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হল, লোকদের মাঝে পরস্পর লড়াই সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আর তারা আপনাকে বাধা দিতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, (আল্লাহ তাআলা বলেছেন) 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।' কাজেই আমি সেরুপ করব যেরুপ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'ওমরা ওয়াজিব করে ফেলেছি। এরপর বায়দার উপকণ্ঠে পৌছে তিনি বললেন, হজ এবং 'ওমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, ওমরার সাথে আমি হজকেও একত্রিত করলাম। এরপর তিনি কিলাদা পরিহিত কুরবানির জানোয়ার নিয়ে চললেন, যেটি তিনি আসার পথে কিনেছিলেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করলেন। তাছাড়া অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং সেসব বিষয় থেকে হালাল হননি যেসব বিষয় তাঁর মতে প্রথম তাওয়াফ দ্বারা হজ ও 'ওমরার তাওয়াফ সম্পন্ন হয়েছে। এসব করার পর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২২৯, ২৩১, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মালেকীদের মাযহাবকে খণ্ডন করা, যারা বলে যে, যদি রাস্তা থেকে ক্রয় করা হয় তাহলে আরাফায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মালেকের বিপরীত জুমহূরের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন যে, তা আরাফায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। কারণ, যে হাদীসটি তিনি উল্লেখ করেছেন তাতে হাদী আরাফায় নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ এ রেওয়ায়েতটি (নসরুলবারী উর্দু ২২২) পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসটির পরিপন্থি। কারণ, ইবনে ওমর (রাযি.) ঐ বছর হজ করতে গিয়েছিলেন, যে বছর হাজ্জাজ বিন ইউসুপ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর উপর হামলা চালিয়েছিল। কেননা, হাজ্জাজের এ আক্রমণ ছিল ৭৩ হিজরীতে। আর হারুরিয়ার খারেজীরা হজ করেছিল ৬৪ হিজরীতে, যে বছর এজিদ বিন মুয়াবিয়া মারা গিয়েছিল। সুতরাং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য হবে কিভাবে?

উত্তরঃ সম্ভবত ইবনে ওমর (রাযি.) উভয় বছরই হজ করতে গিয়েছেন।

২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও তার সাথীদেরকে রাবী খারেজীদের হারুরিয়া সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, হাজ্জাজও ঐ সমস্ত খারেজী হারুরিয়াদের আকিদা পোষণ করতো।

بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ، مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

পরিচ্ছেদ:[১০৭৭] স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী কর্তৃক কুরবানি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ. فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১০] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিল-কা'দাহ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো ইচ্ছা ছিল না। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেনঃ যার সাথে কুরবানির জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যায়। আয়েশা (রাযি.) বলেন, কুরবানির দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি বললাম, একি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসখানা কাসিমের নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, সঠিকভাবেই তিনি হাদীসটি তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের৪৩, ৪৪, ২০৬, ২১১, ২২১, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৪০, ৪১৪, ৮৩২, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানি করা হলো অর্থ বা সম্পদ-বিষয়ক ইবাদত, আর অর্থগত ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে; তবে অনুমতি প্রয়োজন। আর হযরত আয়েশা (রাযি.) পুনরায় প্রশ্ন কেন করলেন? উত্তর হলো প্রশ্ন করার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তিনি অনুমতি দেননি বা দায়িত্ব অর্পন করেননি; বরং তিনি প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল যেন জানতে পারেন যে, এটা ঐ গোশতই ছিল, যার অনুমতি ছিল। এমন তো নয় যে, এ গোশত অন্য কোথাও থেকে এসেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: শিরোনাম হলো জবাই সম্পর্কিত, আর হাদীসে আছে نحر, তাহলে কিভাবে মিল হলো?

উত্তর: হাদীসে যেহেতু গরুর কথা রয়েছে, আর এটা সকলেরই জানা যে, نحر শুধুমাত্র উটের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। গরু জবাই করা হয়। তাই এখানে نحر দ্বারা জবাই উদ্দেশ্য।

২. অথবা نحر দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কুরবানি করা। যেমন কুরআনে আছে- فصل لربك وانحر আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন।' ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে ذبح শব্দ এনে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, এখানে نحر দ্বারা ذبح উদ্দেশ্য।

৩. তিনি এখানে অন্য হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন এ হাদীস (নসরুলবারী উর্দু ২৩২) পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে ذبح النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ازواجه

بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى

পরিচ্ছেদ:[১০৭৮] মিনাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানি করার স্থানে কুরবানি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১১] ঃ ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম (রহ.)... নাফি' (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ (রাযি.) কুরবানির স্থানে কুরবানি করতেন। 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির স্থানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের منحر (যবেহের স্থান) মিনায় জামরায়ে আকাবার নিকটবর্তী মসজিদে খাইফের পাশে ছিলো। আসলে মিনার সর্বত্রই নহর করা যায়। তবে منحر الرسول-এ নহর করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ খুব মজবুতের সাথে করতেন, তাই তিনি খুঁজে منحر الرسول-এ নহর করতেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১২] ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)... নাফে' (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, ইবনে ওমর (রাযি.) মুযদালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজীদের সাথে, যাদের মধ্যে আযাদ ও ক্রীতদাস থাকত, নিজ কুরবানির জানোয়ার পাঠিয়ে দিতেন, যাতে তা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির স্থানে পৌছে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: একটি হাদীসে আছে نحرتُ ههنا ومني كله منحر الخ এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝে আসে যে, জবাই করার ক্ষেত্রে কোনো স্থানের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যদিও মিনা পুরোটাই কুরবানি করার স্থান; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে কুরবানি করেছেন তার অনুসরণে সেখানে কুরবানি করলে তা উত্তম হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানি করার স্থানটি ছিল জামরায়ে উলার নিকটবর্তী মিনার মসজিদের পার্শ্বে। হযরত তাউস বর্ণিত যে-

كان منزل النبي بمني عن يسار المصلي

مِنْ جَمْعٍ : জমা দ্বারা মুযদালিফা উদ্দেশ্য।

فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ : এর দ্বারা এ মাসআলাও জানা গেল যে, কুরবানির পশুর বাহক লোকটি স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়; বরং গোলামও তা নিতে পারবে।

بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

পরিচ্ছেদ:[১০৭৯] যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানি করে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১৩] ঃ সাহ্ল ইবনে বাক্কার (রহ.)... আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানি করেন এবং মদীনাতেও হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুম্বা তিনি কুরবানি করেছেন। এখানে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজে উত্তমরূপে জবাই করতে পারে তাহলে নিজেই জবাই করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো ওজরের কারণে বা পশু অধিক হওয়ার কারণে নিজে জবাই করতে না পারে তাহলে অন্য কেউও জবাই করতে পারে।

باب نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً

পরিচ্ছেদ: [১০৮০] উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. عَنْ يُونُسَ. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَتَى عَلَى رَجُلٍ. قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا. قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً. سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.)... যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে দেখেছি যে, তিনি আসলেন, এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় বেঁধে নাও। (এটা) মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, শু'বা (রহ.) ইউনুস সূত্রে যিয়াদ (রহ.) থেকে হাদীসটি أَخْبَرَنِي শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قِيَامًا مُقَيَّدَةً এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উট নহর করতে হলে আগে তাকে বেঁধে নেওয়া উচিত। কারণ, প্রথম আঘাতটি লক্ষচ্যুত হলে তা ছুটাছুটি করতে শুরু করে দিতে পারে, তখন অনেক লোকজন হতাহত হতে পারে।

باب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

পরিচ্ছেদ:[১০৮১] উট দাঁড় করিয়ে কুরবানি করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا {صَوَافَّ} قِيَامًا

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, তা-ই মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, (কুরআনের শব্দ) صَوَافَّ এর অর্থ দাঁড় করিয়ে (কুরবানি করা)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا. وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. فَبَاتَ بِهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا. وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১৫] ঃ সাহল ইবনে (রহ.)... আনাস (রাযি.)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে যোহর চার রাকআত এবং যুল হুলাইফাতে আসর দু'রাকআত

আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাহ্লীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ ও ওমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানি করেন আর মদীনাতে হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি মেষ কুরবানি দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১-২৩২, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১৬] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে যোহর চার রাকআত এবং যুলহুলায়ফাতে আসর দু' রাকআত আদায় করেন। আইউব (রহ.) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, এরপর তিনি সেখানে রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করার পর সওয়ারীতে আরোহণ করেন। সওয়ারী বায়দায় পৌছে সোজা হয়ে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও ওমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১-২৩২, ৪১৪, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উট দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করা উত্তম। তবে বসা অবস্থায়ও করা জায়েয আছে। এটিই হানাফীগণের মাযহাব যে, দাঁড়ানো বা বসা উভয় অবস্থাতেই জায়েয আছে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

سَبْعَ بُدْنٍ : **প্রশ্ন** :এখানে উল্লেখ আছে সাতটি উট নহর করার কথা। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নহর করেছিলেন তাঁর বয়স অনুযায়ী ৬৩টি উট।

উত্তর: সম্ভবত এক সাথে নহর করেছিলেন সাতটি উট, এরপর কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার অন্যগুলি পর্যায়ক্রমে করেছেন।

باب لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

পরিচ্ছেদঃ [১০৮২] কুরবানির জানোয়ারের কিছুই কসাইকে না দেওয়া প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ. فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا. قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ. وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬১৭] ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর (রহ.) ... আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠালেন, আমি কুরবানির জানোয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি ওগুলোর গোশ্‌ত বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন, আমি এর পিঠের আবরণ এবং চামড়াগুলোও বিতরণ করে দিলাম। সুফিয়ান (রহ.)... আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করলেন কুরবানির জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে কিছু না দিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০, ২৩২, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানির পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে কসাই বা জবাইকারীকে দেওয়া যাবে না। তবে পারিশ্রমিক দেওয়ার পর গরিব হিসেবে যদি গোশত দেওয়া হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা হবে না। এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত। শুধুমাত্র হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখ বলেন, পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হবে তাদের মত খণ্ডন করা।

باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

পরিচ্ছেদঃ[১০৮৩] কুরবানির জানোয়ারের চামড়া সদকা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ. أَنَّ مُجَاهِدًا. أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا. لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا. وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬১৮] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের কুরবানির জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্‌ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং এর থেকে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই না দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০, ২৩২, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রয় করে তা নিজের কাজে ব্যয় করা জায়েয আছে। ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহূরের সমর্থন করেছেন এবং ইমাম আহমদের মতকে খণ্ডন করেছেন। এবং বলে দিলেন যে, চামড়া বিক্রয় করে নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই। চামড়া যদি বিক্রয় করা হয় তাহলে তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা ওয়াজিব। এটিই জুমহূর তথা ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালেক (রহ.) প্রমুখের মাযহাব।

بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

পরিচ্ছেদ: [১০৮৪] কুরবানির জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদ্‌কা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا. يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى. أَنَّ عَلِيًّا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ. فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا. ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬১৯] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির একশ' উট পাঠান এবং আমাকে গোশত সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আমি তা বন্টন করে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে চামড়া সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩০, ২৩২, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরবানির পশুর পিঠের ঝুলও সদকা করে দিতে হবে। তবে এটা দান করা মুস্তাহাব।

بَابٌ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ

পরিচ্ছেদ:[১০৮৫]

মহান আল্লাহর বাণী– আর যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের স্থান জানিয়ে দিলাম যে, (তা ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং) আমার সাথে কারো শরিক করো না, আর আমার এই গৃহটিকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্য এবং (নামাযে) দণ্ডায়মান লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য। আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, লোকেরা তোমার নিকট চলে আসবে পদব্রজে এবং দুর্বল উটসমূহে (আরোহণ করে), এগুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌছিবে। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়, আর যেন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (কুরবানির) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উপর যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন, অতঃপর ঐগুলো হতে তোমরাও খাও, আর বিপন্ন অভাবগ্রস্তগণকেও খাওয়াও। অতঃপর যেন তারা নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে, আর (ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যেই) সেই নিরাপদ (কা'বা) গৃহের তাওয়াফ করে। এই কথা তো সমাপ্ত হলো, আর যদি কেউ আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনাবলীর মর্যাদা রক্ষা করে, তবে তা তার প্রভুর দরবারে তার জন্য অতি উত্তম, (সূরা হজ: ২৬-৩০)

এবং কুরবানির গোশত কি পরিমাণ খাবে এবং কি পরিমাণ সদকা করবে? উবায়দুল্লাহ (রহ.) নাফে' (রহ.) সূত্রে ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, শিকারের বদলস্বরূপ এবং মান্নতের জন্য যে জানোয়ার জবাই করা হয়, তা খাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সব কুরবানির গোশত খাওয়া যাবে। আতা (রহ.) বলেন, তামাত্তু'র কুরবানির গোশত খেতে পারবে এবং (অন্যকেও) খাওয়াতে পারবে।

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভ্যাস হলো কখনও তিনি শিরোনাম কায়েম করার পর কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে শিরোনামকে প্রমাণিত করেন। আবার কখনও বরকতের জন্যও আয়াত উল্লেখ করেন। তারপর সারমর্ম উল্লেখ করেন । এখানে এরকমই হয়েছে। প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন, এরপর বিষয়বস্তুর সারমর্ম উল্লেখ করেছেন।

وَ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ : তন্মধ্যে কিছু হলো খাওয়ার উপযোগী, যা নিজে খেতে পারবে। আবার কিছু আছে যা খাওয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো কোনগুলি খাওয়া যাবে, আর কোনগুলি সদকা করবে? তার মাসআলা হলো মান্নত ও অপরাধজনিত দমের গোশত খাওয়া যাবে না। আর তামাত্তু ও কিরানের পশুর গোশত খাওয়া যাবে। কারণ, এগুলি دم شكر বা শুকরিয়াস্বরূপ দম। এটিই হাম্বলী ও হানাফীগণের মাযহাব।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لاَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬২০] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানির গোশ্ত মিনায় তিন দিনের বেশি খেতাম না। এর পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন : খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম। রাবী বলেন, আমি আতা (রহ.)-কে বললাম, জাবির (রাযি.) কি বলেছেন আমরা মদীনায় আসা পর্যন্ত? তিনি বললেন, না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُلُوا وَتَزَوَّدُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩২, ৪১৮, ৮১৬, ৮৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى. قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ. قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ. حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ. فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬২১] ঃ খালিদ ইবনে মাখলাদ (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুল-কা'দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ ছাড়া আমরা অন্য কিছু উদ্দেশ্য করিনি, অবশেষে আমরা যখন মক্কার নিকটে পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন, যার সাথে কুরবানির জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে হালাল হয়ে যায়। আয়েশা (রাযি.) বলেন, এরপর কুরবানির দিন আমাদের কাছে গরুর গোশ্ত পাঠানো হল। আমি বললাম, একি? বলা হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে কুরবানি করেছেন। ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমি কাসিম (রহ.)-এর নিকট হাদীসটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমরা (রহ.) হাদীসটি ঠিকভাবেই তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২০৬, ২১১, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৪০, ৪১৪, ৮৩২, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ প্রথমতঃ অধিকাংশ কপিতে বাবের অধীনে উল্লিখিত উভয় হাদীসের জন্য পৃথক পৃথক বাব রয়েছে। যেমন بَاب مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ এমতাবস্থায় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটাই বুঝে আসে যে, শুরুতে কুরবানির গোশত তিন দিনের অধিক রাখা ও খাওয়া নিষেধ ছিল। পরবর্তিতে সে হুকুম রহিত হয়ে যায়।

باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৮৬] মাথা কামানোর আগে কুরবানি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ. قَالَ "لَا حَرَجَ. لَا حَرَجَ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬২২] ঃ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাওশাব (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মাথা কামানোর আগে কুরবানি অথবা অনুরূপ কোন কাজ করেছে। তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত " لَا حَرَجَ. لَا حَرَجَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ " لَا حَرَجَ ". قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ " لَا حَرَجَ ". قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ " لَا حَرَجَ ". وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬২৩] ঃ আহ্মদ ইউনুস (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি কংকর মারার আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সাহাবী পুনরায় বললেন, আমি জবাই করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সাহাবী আবারও বললেন, আমি কংকর মারার আগেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। আব্দুর রহীম ইবনে সুলাইমান রাযী, কাসিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া ও আফ্ফান(রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ "لَا حَرَجَ -অংশের সাথে। মূলত এটি পূর্বের ইবনে আব্বাসের হাদীসের অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩২-২৩৩, ২৩৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ " لَا حَرَجَ ". قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ " لَا حَرَجَ ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৬২৪] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সন্ধার পর আমি কংকর মেরেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই। সে আবার বলল, কুরবানি করার আগেই আমি মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসের অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ " أَحَجَجْتَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ ". قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ " أَحْسَنْتَ. انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ". ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ. فَفَلَتْ رَأْسِي. ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ. حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَكَرْتُهُ لَهُ. فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ. وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬২৫] ঃ আবদান (রহ.)... আবূ মূসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বললেন : হজ সমাধা করেছ? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন : কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন : ভালই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর আমি বনূ কায়েস গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন। তারপর আমি হজের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন থেকে) ওমর (রাযি.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এভাবেই আমি লোকদের (হজ এবং 'ওমরা সম্পর্কে) ফতোয়া দিতাম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির জানোয়ার যথাস্থানে পৌঁছার আগে হালাল হননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ-অংশের সাথে। কারণ, হাদী তার যথাস্থানে পৌঁছা দ্বারা জবাই বুঝে আসে, এবং তা বিলম্ব হওয়াটা ছিল রুখসতস্বরূপ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩১, ২১১, ২১২, ২৩৩, ২৪১, ৬২৩, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যিলহজের দশ তারিখে হাজী সাহেবদের চারটি কাজ থাকে। ১. رمي বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ২. ذبح বা কুরবানি করা, ৩. حلق বা মাথা মুণ্ডানো, ৪. তাওয়াফে যিয়ারত করা। এখন প্রশ্ন হলো এ কাজগুলির মধ্যে তারতীব ওয়াজিব কি না? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. শাফেয়ী, হাম্বলী ও সাহেবাইনের মতে তারতীব ওয়াজিব নয়– তবে সুন্নত। তাই তারতীবের পরিপন্থি করলে তার জন্য ফিদিয়া বা দম ওয়াজিব হবে না।

২. ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, সর্বপ্রথম রমি করা ওয়াজিব। এর পরিপন্থি করলে দম ওয়াজিব হবে। অন্যান্যগুলি যেমন মাথা মুণ্ডন ও তাওয়াফের ক্ষেত্রে তারতীব ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। এক্ষেত্রে তারতীবের পরিপন্থি করলে দম ওয়াজিব হবে না।

৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, তাওয়াফের ক্ষেত্রে তারতীব ওয়াজিব নয়। যেভাবে ইচ্ছা আগে বা পরে তা করতে পারবে। কিন্তু হাজী সাহেব যদি কিরানকারী বা তামাত্তু'কারী হয় তাহলে অপর তিনটি কাজে অর্থাৎ রমি, জবাই ও হলকের ক্ষেত্রে তারতীব ওয়াজিব। তাই সর্বপ্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর জবাই করতে হবে, অতপর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটতে হবে। এ তিনটি ক্ষেত্রে তারতীব ভঙ্গ করলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি হাজী সাহেব ইফরাদকারী হয় তাহলে যেহেতু তার উপর হাদী ওয়াজিব নয়, তাই তার জন্য শুধুমাত্র দুটি অর্থাৎ রমি ও হলকের ক্ষেত্রে তারতীব ওয়াজিব হবে।

এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সাহেবাইনের মতকে সমর্থন করা। কেননা বাবের হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারতীব ভঙ্গের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

তাদের দলীলের উত্তর: হাদীসে যে حرج শব্দ এসেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরকালীন পাকড়াও ও গুনাহ না হওয়া। দুনিয়াবী حرج-কে নফী করা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু প্রশ্নকারী বলেছে لم اشعر আমি বুঝতে পারিনি।

অথবা حرج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, তোমার হজ বাতিল হয়ে যায়নি। ফরয আদায় হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রশ্নকারীর প্রশ্ন দ্বারা বুঝা যায় যে, সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে ভুল করেছে। যদি ভুল বুঝতে না পারত, তাহলে প্রশ্নই করতো না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে এ তারতীবে এ কাজগুলি আদায় করেছিলেন যে, ১. رمي, . ذبح, . حلق, . তাওয়াফে যিয়ারত, যাকে তাওয়াফে রুকন আবার তাওয়াফে ইফাযাও বলা হয়।

بَاب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

পরিচ্ছেদ: [১০৮৭] যে ইহরামের সময় মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগায় ও মাথা মুণ্ডন করে তার সম্পর্কে

(لَبَّدَ শব্দটি تلبيد থেকে উদ্গত, যার অর্থ হলো আঠালো দ্রব্য যুক্ত করা। ইহরাম বাঁধার সময় এই ধারণায় যে, চুল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে. এবং তাতে ধুলাবালি অধিক না জমতে পারে, তাই চুলে খিতমী বা আঠালো জাতীয় তেল ইত্যাদি দ্বারা চুল আটকানো, আরবিতে একে تلبيد বলা হয়।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ حَفْصَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْيِي. فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

হাদীসের অনুবাদ: [১৬২৬] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... হাফসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কি হল যে, তারা ওমরা করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি ওমরা থেকে হালাল হননি! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো আমার মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং আমার হাদীর গলায় কিলাদা ঝুলিয়েছি। তাই কুরবানি না করে আমি হালাল হতে পারি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২১৩, ২৩০, ২৩৩, ৬৩১, ৮৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটাই বুঝে আসছে যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় চুলে আঠালো বস্তু দ্বারা চুল আটকায় তার জন্যও ইহরাম খোলার সময় হলক উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: বাবের হাদীসে তো حلق-এর উল্লেখ নেই। তাহলে শিরোনামে حلق-এর কথা কেন বলা হলো?

উত্তর: এটা প্রসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ যিলহজে হলক করেছিলেন। এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই তিনি তার উপর নির্ভর করেছেন।

بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ

পরিচ্ছেদ: [১০৮৮] হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬২৭] ঃ আবুল ইয়ামান (রহ.)... থেকে বর্ণিত যে, ইবনে ওমর (রাযি.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সময় তাঁর মাথা কামিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৩, ৬৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ ". وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " وَالْمُقَصِّرِينَ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬২৮] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। নবীজী আবার পূর্বের কথাই বললেন, সাহাবীগণ ও আগের আবেদন করলেন, এরপর নবীজী বললেন, والمقصرين, তথা যারা চুল ছোট করেছেন তাদের উপরও রহম করুন। লাইছ (রহ.)... বলেন, আমাকে নাফে' (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম বর্ষণ করুন, একথাটি তিনি একবার অথবা দু'বার বলেছেন। রাবী বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (রহ.) নাফে'(রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, চতুর্থবার বলেছেন : চুল যারা ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ . "اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ". قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ " وَلِلْمُقَصِّرِينَ "

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬২৯] ঃ আয়্যাশ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)... আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছেন তাদেরকেও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিনবার বলেন, এরপর বললেনঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِين . "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৩০] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা (রহ.) ... আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা কামালেন এবং সাহাবীদের একদলও। আর অন্য একটি দল চুল ছোট করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ৪৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ مُعَاوِيَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৩১] ঃ আবূ আসিম (রহ.)...ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও মুআবিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছোট ছোট করে দিয়েছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ - এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজী সাহেবানদের জন্য মাথার চুল কামানো ও ছোট করা উভয়টি থেকে যে কোনো একটির অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে মাথা কামাতেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে চুল ছাঁটতেও পারে। তবে বাবের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মাথা কামানো উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ : এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওমরায়ে জি'রানার ঘটনা। যা মূলত সংঘটিত হয়েছিল যিকা'দাহ মাসে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা থেকে রাতের বেলা এসে রাতেই ওমরা সম্পন্ন করেছিলেন। এটা কোনোভাবেই বিদায় হজের ঘটনা হতে পারে না। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় মাথা কামিয়েছিলেন। তাছাড়া এটা ওমরাতুল কাযার ঘটনাও হতে পারে না। কারণ, হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) ৭ম হিজরীতে মুসলমান হননি। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন ৮ম হিজরীতে। তাহলে নিশ্চয় মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর এ ঘটনাটি ৮ম হিজরীতে ওমরা জি'রানার ঘটনা।

بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১০৮৯] ওমরা আদায়ের পর তামাত্তু'কারীর চুল ছাটা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّوا. وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৩২] ঃ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা ছেঁটে হালাল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ يُقَصِّرُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৯, ২২০, ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি তামাত্তু' হজ করে, তাহলে যখন সে ওমরার ইহরাম খোলবে তখন কসর করবে; অতপর যখন হজের ইহরাম খোলবে তখন হলক করবে। কেননা, এমতাবস্থায় কসরের পর কিছু চুল থেকে যায়, আর কিছু চুল বড় হয়ে যাবে, এবং উত্তমরূপে হলক হবে। পক্ষান্তরে ওমরার ইহরাম খোলার সময়ই যদি মাথা কামিয়ে ফেলে তাহলে হজের ইহরাম খোলার সময় হলকই তো হবে না। তখন তো শুধুমাত্র মাথায় ক্ষুর চালানো ছাড়া আর কিছুই হবে না।

بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

পরিচ্ছেদ: [১০৭০] কুরবানির দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ - وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ.

অনুবাদ: আবু যুবাইর (রহ.) আয়েশা (রাযি.) ও ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। আবূ হাস্সান (রহ.) সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার দিনগুলোতে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন। আর আবূ নুআইম (রহ.) ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক তাওয়াফ করেছেন এরপর কাইলুলা করেছেন এরপরে নহরের দিন মিনায় এসেছেন। আর আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) এটি মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, আমার নিকট 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ يَأْتِي مِنًى - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ-অংশের সাথে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ " حَابِسَتُنَا هِيَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ " اخْرُجُوا ". وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৩৩] ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে হজ আদায় করে কুরবানির দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এ সময় সাফিয়্যা (রাযি.)-এর হায়েয দেখা দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে তা ইচ্ছা করছিলেন যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছা করে থাকে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো হায়েযা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে তো সে আমাদের আটকিয়ে ফেলবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়্যা (রাযি.) তো কুরবানির দিন তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে রওয়ানা হও। কাসিম,'উরওয়া ও আসাদ (রহ.) সূত্রে আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, সাফিয়্যা কুরবানির দিন তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৭, ২৩৩-২৩৪, ২৩৭, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফে যিয়ারতের উত্তম ওয়াক্ত বর্ণনা করা। তা হলো কুরবানির দিন। যেমনটি শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট। তাওয়াফে যিয়ারত সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং হজের রুকনসমূহের একটি। এ কারণে এর নাম হলো তাওয়াফে রুকন, তাওয়াফে ইফাযাহ ও তাওয়াফে যিয়ারতও। এ তওয়াফে যিয়ারত করার সুন্নত নিয়ম হলো যিলহজের দশ তারিখে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন ১০ তারিখে। তবে ১১ ও ১২ তারিখেও তওয়াফে যিয়ারত করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ : হজের মধ্যে তিনটি তাওয়াফ রয়েছে। ১. তাওয়াফে কুদূম, (যা সুন্নত) ২. তাওয়াফে ইফাযা, যাকে তাওয়াফে যিয়ারাহ, তাওয়াফে ফরয ও তাওয়াফে রুকনও বলা হয়। এ তাওয়াফ ফরয। যিলহজের দশ তারিখে মাথা কামানোর পর এ তাওয়াফ করা হয়। ৩. তাওয়াফে বিদা'। একে তাওয়াফে সদরও বলা হয়। যা ওয়াজিব।

হায়েযা মহিলার জন্য তাওয়াফে কুদূম এবং তাওয়াফে বিদা'র হুকুম রহিত হয়ে যায়। এ মাসআলায় সকলেই একমত। এতে কারো মতপার্থক্য নেই।

আর তাওয়াফে যিয়ারত যেহেতু ফরয এবং হজের একটি রুকন। তাই এ তাওয়াফ কোনো অবস্থাতেই রহিত হয় না। যদি এ তাওয়াফের পূর্বে হায়েয এসে যায় তাহলে তার জন্য অপক্ষো করতে হবে। হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত তাওয়াফ করে দেশে ফিরে আসবে। আর যদি তাওয়াফে ইফাযা না করেই কেউ দেশে ফিরে আসে তাহলে যতদিন পর্যন্ত এ তাওয়াফ না করবে ততদিন পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। এবং তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না। অন্যান্য হুকুমের ক্ষেত্রে ইহরাম হতে বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত (তরজমাতুল বাবে উল্লিখিত) যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত পর্যন্ত তরয়াফে যিয়ারত বিলম্ব করেছেন। অথচ আপনারা বলছেন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০তারিখে যিয়ারত করেছেন। এ অমিল কেন?

উত্তর : এর দু'টি উত্তর হতে পারে। (১) এখানে الى الليل এর মধ্যে ليل দ্বারা بعد الزوال উদ্দেশ্য।

(২) طواف زيارت রাতেও জায়েয আছে। কেননা, ৯, ১০, ১১, ১২ তারিখের রাতগুলো অতিবাহিত দিনের হুকুমে। যেমন সিহাহ-সিত্তা কিতাবসমূহের হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ তারিখের যোহরের সময় طواف زيارت করেছেন। অতএব এখানে اخر الليل এর مطلب বলতে হবে اباح التاخير অর্থাৎ রাতেও طواف زيارت জায়েয আছে।

بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً

পরিচ্ছেদ: [১০৯১] ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানি করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ "لاَ حَرَجَ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৩৪] ঃ মূসা ইবনে ইসমা'ঈল (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাই করা, মাথা কামানো ও কংকর মারা এবং (এ কাজগুলো) আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ "لاَ حَرَجَ". فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ "اذْبَحْ، وَلاَ حَرَجَ". وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ "لاَ حَرَجَ"

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৩৫] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিনাতে কুরবানির দিন জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেন : কোন দোষ নেই। তাঁকে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি জবাই (কুরবানি) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : জবাই করে নাও, এতে দোষ নেই। সাহাবী আরো বললেন, আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নীতি হলো কোনো হাদীস বা ইমামগণের মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে তিনি কোনো হুকুম বর্ণনা করেন না। এ ব্যাপারে তো সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, ১১ ও ১২ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ সূর্য হেলার পূর্বে করা জায়েয নেই। শুধুমাত্র কিছু কিছু সলফ সূর্য হেলার পূর্বে কঙ্কর

নিক্ষেপকে জায়েয বলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৩ তারিখ সূর্য হেলার পূর্বে জায়েয বলেন। আইম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাইন ১৩ তারিখেও সূর্য হেলার পূর্বে করার অনুমতি প্রদান করেন না। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে جاهلا او ناسيا শব্দ এনে বলে দিলেন যে, যদি এ কাজগুলিকে না জানাবশত ও ভুলবশত আগে-পরে করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে না; অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

" اذْبَحْ. وَلاَ حَرَجَ ": রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসআলা জিজ্ঞাসাকারীদের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় দাঁড়ানো ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, আমার স্মরণ ছিল না, আমি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। পরে জানতে পারলাম যে, প্রথমে কুরবানী করা উচিত ছিল। এখন কি করণীয়? যেহেতু সে অজ্ঞতাবশত এমন করে ফেলেছে, তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, اذبح ولا حرج এখন জবাই কর, এতে কোনো গুনাহ নেই। কিছুক্ষণ পর আর এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, আমি রমীর পূর্বে কুরবানি করে ফেলেছি, পরে জানতে পারলাম যে, কুরবানি আগে করা উচিত ছিল। এখন কি করণীয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, إرْمِ ولاحرج এখন রমী কর, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা হলো কুরবানির দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি জিনিস রয়েছে। ১. রমী তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ২. জবাই করা, ৩. মাথা কামানো বা চুল ছাটা ৪. তাওয়াফ করা।

এগুলির মধ্যে তাওয়াফের কোনো তারতীব নেই। আগেও করতে পারে, পরেও করতে পারে। অবশিষ্ট তিনটিতে তারতীব আবশ্যক কি না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা ও মালেক (রহ.) বলেন, তারতীব আবশ্যক, এর পরিপন্থি হলে কাফফারা তথা দম ওয়াজিব হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, তারতীব ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারতীবের পরিপন্থিকারীদের ক্ষেত্রে বলেছেন ولا حرج, কোনো গুনাহ নেই।

তাদের দলীলের উত্তর :

১. তারা না জানার কারণে ভুলবশত এরূপ করেছিল, যা لم اشعر শব্দ দ্বারা স্পষ্ট। তাছাড়া তখনো হজের বিধান বিন্যস্ত ও সংকলিত হয়নি। তারতীব যদিও কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজিব ছিল কিন্তু তখন বিষয়টি সম্পর্কে সকলে ওয়াকিফহাল ছিল না তাই তারা মাযূর ছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে মাযূর মনে করে তাদের পেরেশানী দূর করেছেন। প্রশ্নকারী গুনাহ আবশ্যক মনে করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। বাকী রইল, দম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি। এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য হাদীস দ্বারা জানা যাবে যে, এরূপ করলে দম দিতে হবে।

২. আর যদি لا حرج দ্বারা গুনাহ এবং দম উভয়টির نفي উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তখন উত্তর হবে এটা কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য প্রজোয্য। কারণ তাদের না জানার ওজর ছিল।

৩. এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে। কারণ সুন্নত বর্জন করলে নিঃসন্দেহে حرج বা গুনাহ রয়েছে। অথচ এখানে বলা হয়েছে গুনাহ নেই।

আর যদি হাজী সাহেব মুফরিদ হয়, তখন তার উপর তো কুরবানী ওয়াজিবই নয়। কুরবানি তো কেবলমাত্র কিরান ও তামাত্তুকারীর জন্য ওয়াজিব। সুতরাং মুফরিদের দায়িত্বে কেবলমাত্র দুটি জিনিস আবশ্যক। ১. রমী করা, ২. মাথা কামানো। এতদুভয়ের মধ্যে তারতীব আবশ্যক হবে, আগে রমী, তারপর মাথা কামানো।

بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

পরিচ্ছেদ: [১০৯২] জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ করা অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ " اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ". فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ". فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৩৬] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন : একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতাম না তাই কুরবানি করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি কুরবানি করে নাও, কোন দোষ নেই। তারপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন, কংকর মেরে নাও, কোন দোষ নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : করে নাও, কোন দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ أَنَّهُ. شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ". لَهُنَّ كُلِّهِنَّ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৩৭] ঃ সা'ঈদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ (রহ.)...আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানির দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দেওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ। এরপর অপর এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ, আমি কুরবানি করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। আর কংকর মারার আগে কুরবানি করে ফেলেছি। এরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : করে নাও, কোন দোষ নেই। সব কটির জবাবে তিনি এ কথাই বললেন। সেদিন তাঁকে যা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন : করে নাও কোন দোষ নাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ-অংশের সাথে। কারণ, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে علي راحلته শব্দও রয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৩৮] ঃ ইসহাক ইবনে মানসূর (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর উপর অবস্থান করছিলেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যুহরী (রহ.) থেকে এহাদীস বর্ণনায় মা'মার (রহ.) সালেহ (রহ.)-এর অনুসরণ করছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮, ২৩, ২৩৪, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, পূর্বে হাদীস অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত উসামা ও ফযল বিন আব্বাস (রাযি.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এসে সর্বদা তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন, এ ছাড়া অন্য কোনো কাজ তিনি করেননি। তাই এ বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) বলে দিলেন যে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো অধিক পরিমাণে করা। নতুবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন মাসআলাও বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

পরিচ্ছেদ: [১০৯৩] মিনার দিনগুলিতে খুতবা দেওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা মিনার খুতবাকে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ যিলহজের ১০ তারিখের খুতবার প্রমাণ উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ. أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ". قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا ". قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا ". قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ". فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ ـ " فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ".

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৩৯] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন লোকদের উদ্দেশ্য একটি খুত্বা দিলেন। তিনি বললেন : হে লোক সকল! আজকের এই দিনটি কোন্ দিন ছিল? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিন। তারপর তিনি বললেন : এশহরটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। তারপর তিনি বললেন : এমাসটি কোন মাস? তারা বললেন সম্মানিত মাস। তিনি বললেন : তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত হুরমত তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিনটি, তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে। কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন : পরে মাথা উঠিয়ে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমি কি (অপানার পায়গাম) পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়েছি? ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো ছিল তাঁর উম্মতের জন্য ওসীয়ত। (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন) উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছিয়ে দেয়। আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৪, ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ : [সকলে বলল আজ হলো নহরের দিন।] কিন্তু এ হাদীসটি কিতাবুল ইলমে ১৬ পৃষ্ঠায় আছে। সেখানে নবীজীর এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে সকলে নীরব ছিল। যেমন সেখানে আছে فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ আবার কোনো রেওয়ায়েতে আছে তারা বলেছিল قلنا الله ورسوله اعلم [আমরা বললাম আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।] সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্বের সমাধান : এ দ্বন্দ্বের সমাধানে ওলামায়ে কেরাম বলেন,

১. সম্ভবত খুতবা কয়েকটি ছিল। এক খুতবায় প্রশ্নের জবাবে সকলে নীরব ছিলেন। অন্য খুতবায় তারা উত্তর দিয়েছিলেন।

২. কেউ কেউ বলেন, যেহেতু মজমা অনেক বড় ছিল। কিছু লোক الله ورسوله اعلم বলে নীরব হয়ে যান। আর যারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট ছিলেন, তারা উত্তর দিয়েছিলেন يوم حرام بلد حرام شهر حرام ইত্যাদি বলে।

৩. আবু বাকরার হাদীসটি হলো সংক্ষিপ্ত, তাই তাতে কিছু বিষয় বাদ পড়ে গেছে। – উমদাতুল কারী

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নমূলক পন্থা অবলম্বন করেছেন। যাতে তাঁর কথাগুলির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যেন তা উত্তমরূপে আয়ত্ব করে নিতে পারে যে, মুসলমানের মান-মর্যাদা, তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর মর্যাদা সর্বদা, সর্বস্থানে সংরক্ষণ করা ফরয ও আবশ্যক; বরং হারাম মাসসমূহের মর্যাদার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে তিনি বলেছেন যারা এখানে উপস্থিত আছে তাদের উচিত, অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার বাণীসমূহ পৌছে দেয়া।

لِيُبَلِّغْ এটি امر-এর সীগাহ। যার দ্বারা এ হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলিও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার যাবতীয় বিষয়ের তাবলীগও উদ্দেশ্য হতে পারে। মোটকথা দ্বীনের তাবলীগ আবশ্যক, তা এ হাদীস দ্বারা জানা গেল।

প্রশ্ন : জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মানকে দিবস, মাস ও শহরের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর : তারা জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মানকে দিবস, মাস ও শহরের ন্যায় সম্মানিত মনে করত না, তাই তাদেরকে একথা বুঝানোর জন্য এ উপমা দেওয়া হয়েছে। অথবা জান, মাল ও মান-সম্মানের মর্যাদা দিব, মাস ও শহরের চেয়ে অধিক সম্মানিত এ কথা বুঝানোর জন্য এ উপমা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে الله ورسوله اعلم বলেছেন কেন? যেমন কোনে কোনো রেওয়ায়েতে আছে।

উত্তর : সাহাবায়ে কেরাম এরকম উত্তর দিয়েছেন আদব রক্ষার্থে। কারণ তারা জানত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি অজানা নয়। এবং তারা এটাও জানত যে, শুধুমাত্র বহ্যিক অর্থ জানানোই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, যাবতীয় বিষয় শরীয়ত প্রবর্তকের নিকট ন্যাস্ত করা উচিত।

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন এবং প্রশ্নের পর কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন কেন?

উত্তর : তাদের অন্তরে বিষয়টির গুরুত্ব বদ্ধমূল করা, এবং তারা যেন বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারে সেজন্য তিনি এরকম করেছেন। এ কারণেই তো তার পরে তিনি فان دمائكم الخ বলেছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ওলামাদের জন্য জরুরী হলো ইলমের বিষয় অন্যের নিকট পৌছানো, এবং ইলমের বিষয় যে বুঝেনা তাকে তা বুঝিয়ে দেওয়া। মূলত এটি কুরআনের আয়াত لتبيننه للناس ولا تكتمونه থেকেই উৎকলিত হয়েছে।

২. শেষ যামানায় এমন কিছু লোকের উদয় হবে যাদের ইলমের জ্ঞান ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় অধিক থাকবে, যারা তাদের তুলনায় অগ্রগামী। আর এ সংখ্যা হবে খুবই কম । কারণ হাদীসে رُبَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা অল্পসংখ্যক বুঝায়।

৩. হাদীসের বাহক যদিও মূর্খ হয়, তথাপি তার থেকে হাদীস সংগ্রহ করা যাবে।

৪. ওলামাদের কর্তব্য হলো হারামের হারামত্বকে দৃঢ়তার সাথে পেশ করা।

৫. প্রয়োজন হলে জীব-জন্তুর পিঠে আরোহণ করা যাবে। কিন্তু অপ্রয়োজনে তাতে আরোহণ করা যাবে না।

৬. উঁচু স্থানে বসে খুতবা বা বক্তৃতা দেওয়া যাবে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪০] ঃ হাফ্স ইবনে ওমর (রাযি.)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাত ময়দানে খুত্বা দিতে শুনেছি। ইবনে 'উয়াইনা (রহ.) আম্‌ও (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রাযি.)-এর অনুসরণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : বাহ্যতঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের কোনো মুনাসাবাত নেই। কারণ, শিরোনাম হলো মিনায় খোতবা প্রদান সম্পর্কে, আর এ হাদীসে আছে আরাফায় খোতবা প্রদান সম্পর্কে।

জবাব: যেহেতু এ বাবের প্রথম হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসএসেছে, বাস্! এ সামঞ্জস্যের কারণে আরাফার খোতবা সম্পর্কিত হাদীসটিও বর্ণনা করে দিলেন যে, এটিও ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৪, ২৪৮, ২৪৯, ৮৬৩, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ. حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.. وَرَجُلٌ. أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ " أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ". قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ " أَىُّ شَهْرٍ هَذَا ". قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ " أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ " أَىُّ بَلَدٍ هَذَا ". قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ " أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ " اللَّهُمَّ اشْهَدْ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ".

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪১] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)... আবূ বাকরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানির দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের খুত্বা দিলেন এবং বললেন : তোমরা কি জান আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচাইতে বেশি জানেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নাম করণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সবচাইতে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, একি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তারপর তিনি বললেন এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই সবচাইতে বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নাম করণ করবেন। তিনি বললেন, একি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তারপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমরা দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা কোনো কোনো মুবাল্লাগ শ্রবণকারী থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন কর না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬, ২১, ২৩৪-২৩৫, ৪৫৩, ৬৩২, ৬৭২, ৮৩৩, ১০৪৮, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى " أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ". قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ. فَقَالَ "فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا". قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "بَلَدٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا". قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ. فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا". وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا. وَقَالَ "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ". فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اشْهَدْ". وَوَدَّعَ النَّاسَ. فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৪২] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রাযি.)...ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অবস্থানকালে বললেন : তোমরা কি জান এটি কোন দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচাইতে বেশি জানেন। তিনি বললেন, এটি সম্মানিত দিন। (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচাইতে বেশি জানেন। তিনি বললেন : এটি সম্মানিত শহর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কি জান এটি কোন মাস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটি সম্মানিত মাস। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এমাসে, এশহরে, এদিনটি তোমাদের জন্য যেমন সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জান,তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইয্যত-আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। হিশাম ইবনে গায (রহ.) নাফি '(রহ.)-এর মাধ্যমে ইবনে ওমর(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ আদায়কালে কুরবানির দিন জামারাতের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে একথাগুলো বলছিলেন, এবং তিনি বলছিলেন যে, তুমি সাক্ষী থাক। এরপর তিনি সাহাবীগণকে বিদায় জানালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, এ-ই বিদায় হজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫, ৬৩২, ৮৯২, ৯১১, ১০০৩, ১০১৪, ১০৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

باب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

পরিচ্ছেদঃ [১০৯৪] (হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্যান্য লোকদের ?(ওযর বশত) মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করবে কি না

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যেহেতু মাসআলাটি বিতর্কিত, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তার নীতি অনুযায়ী কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি; বরং শিরোনামে هل বা প্রশ্নবোধক শব্দ এনে এবং او غيرهم দ্বারা ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। তবে মিনার রাতগুলিতে মিনাতেই অবস্থান করা উচিত। শাফেয়ী ও মালেকীরা বলেন, যাদের কোনো ওজর নেই তাদের জন্য মিনাতে অবস্থান করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে সুন্নত। হাসান বসরী (রহ.)-এর মতও এটিই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْعَبَّاسَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى. مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪৩] ঃ মুহাম্মদ ইবনে 'উবাইদ ইবনে মায়মূন.... নাফে' ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়েছেন। ح অন্য সনদে, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ও মুহাম্মদ ইবনে বকর, ... নাফে' ইবনে ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়েছেন। ح অন্য সনদে, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস (রাযি.) পানি করানোর জন্য মিনার রাতগুলোতে হাজীদেরকে পানি পান করানোর জন্য মক্কায় অবস্থানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবূ উসামা, 'উকবা ইবনে খালিদ ও আবূ যামরা (রহ.) এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ্ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইরের অনুসরণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى. مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩১, ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

পরিচ্ছেদ: [১০৯৫] কংকর নিক্ষেপ করার বর্ণনা

وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ

জাবির (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন চাশতের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো رمي جمار বা কংকর নিক্ষেপের সময় বর্ণনা করা। যেমন হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নহর বা যিলহজের দশ তারিখে কংকর মারার সর্বোত্তম সময় হলো চাশতের সময় মারা। যেমন বাবের হাদীসে হযরত জাবির (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ তারিখের চাশতের সময় কংকর মেরেছেন। আর ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার পরে কঙ্কর মারা উত্তম।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ. عَنْ وَبَرَةَ. قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৪৪] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... অবারা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যখন কংকর মারবে, তখন তুমিও মারবে। আমি অবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন,আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখনই আমরা কংকর মারতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কংকর মারার হুকুমঃ জুমহূরের মতে তা ওয়াজিব। বর্জন করলে দম দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কংকর মারা সুন্নত।

بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

পরিচ্ছেদঃ [১০৯৬] বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার নীচুস্থান) থেকে কংকর মারা

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জামরায়ে আকাবায় কংকর মারার জন্য বতনে ওয়াদিই হলো উত্তম স্থান। আর এটিই সুন্নত। এর দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন হয়ে যায়। যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করতেন উপর থেকে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৪৫] ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাছীর (রহ.)... আবদুর রহমান ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রাযি.) বাতনে ওয়াদী থেকে কংকর মারে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ (রহ.)... আ'মাশ (রহ.) থেকে এরুপ বর্ণনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

পরিচ্ছেদঃ [১০৯৭] জামরার সাতটি কংকর মারা

ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

একথাটি ইবনে ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মত খণ্ডন করা। যারা বলে যে, কংকর পাঁচ বা ছয়টি মারলেই চলবে। যেমন মুজাহিদ (রহ.) এমনই মনে করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডন করে দিলেন যে, কংকর সাতটির কমে জায়েয হবে না।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنِ الْحَكَمِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ . وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ . وَرَمَى بِسَبْعٍ . وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪৬] ঃ হাফস ইবনে ওমর (রহ.)... আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। আর বলেন, যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এরুপ কংকর মেরেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَرَمَى بِسَبْعٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

পরিচ্ছেদ: [১০৯৮] বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায়ে আকাবায় কংকর মারা

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ১০ তারিখে কংকর নিক্ষেপের জন্য উত্তম হলো ওয়াদি উপত্যকায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করবে যেন বায়তুল্লাহ বামদিকে ও মিনা ডান দিকে থাকে। এটিই জুমহূরের নিকট উত্তম। তবে হাম্বলীরা এর বিরোধিতা করেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ . أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ . فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ . وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ . ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪৭] ঃ আদম (রহ.)... আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনে মাস'উদ (রাযি.)-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করলেন। তখন তিনি বায়তুল্লাহকে নিজের বামে রেখে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরাকে সাতটি কংকর মারতে দেখেছেন। এরপর তিনি বললেন, এ তাঁর দাঁড়াবার স্থান যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নযিল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ . وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তার নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবূ আবদুর রহমান আল হুযালী। পিতার নাম মাসউদ। মাতার নাম উম্মে আবদ বিনতে আবদূদ। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী ও নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন

ইসলাম গ্রহণ : হযরত ওমর (রাযি.)-এর আগে ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মক্কায় নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি ইসলামের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি তিনি মদীনায় থাকাকালীন বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলের দীর্ঘ সাহচর্যে থাকার অপূর্ব সুযোগ তার ভাগ্যে জোটে। তিনি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গীও ছিলেন। তার জুতা, অযূর পানি ও মিসওয়াক মুবারক বহন করতেন। তার নিকট প্রিয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক গোপনীয় কথা বলতেন। তিনি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্যের ন্যায় অবস্থান করতেন ।

হাদীস রেওয়ায়েত : তিনি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ৮৪৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে ৬৮টি, এককভাবে ২১ টি এবং মুসলিম শরীফে ৩৫ টি হাদীস রয়েছে। তার নিকট হতে হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান, আলী (রাযি.) এবং আরো অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : তিনি ৩২ হিজরীতে ৬০ বছরের অধিক বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন হযরত উসমান (রাযি.) তার জানাযার ইমামতি করেন। তাকে হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাযি.)-এর পার্শ্বে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

بَاب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

পরিচ্ছেদ: [১০৯৯] প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে ওমর (রাযি.) এ কথাটি বর্ণনা করেন

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ. يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ. وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ. حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا. فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪৮] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... আ'মাশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের উপর এরূপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারার উল্লেখ রয়েছে, যে সূরার মধ্যে আলে ইমরান এর উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে নিসা-উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসা বলা পছন্দ করত না। রাবী আ'মাশ (রহ.) বলেন, এব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (রাযি.)-কে বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, জামরায়ে আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইবনে মাস'উদ (রাযি.)-এর সঙ্গে ছিলেন। ইবনে মাস'উদ (রাযি.) বাতনে ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন, এবং তাকবীর সহকারে কংকর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এস্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যাঁর উপর নাযিল হয়েছে সূরা বাকারা (অর্থাৎ সূরা বাকারা বলা বৈধ)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৫, ২৩৫-২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সাতটি কংকর মারার সময় প্রতিবারেই তাকবীর বলবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ : এ হাজ্জাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববনিন্দিত জালিম বাদশা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী, যে খলিফা মারওয়ানের পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত ছিল। এটা ঐ জালিম হাজ্জাজ যে মক্কা মুকাররমায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-কে শহীদ করেছিল। এখানে তার উক্তিটি শুধুমাত্র এ কারণে বর্ণিত হয়েছে যেন তার ভুলটি তুলে ধরা যায়। এ হাজ্জাজ কুরআনের সূরাসমূহের নাম বাকারা, আলে ইমরান ইত্যাদি বলা কুরআনের সাথে বেয়াদবী মনে করতো। সে বলত সূরার সম্পর্ক বাকারার দিকে জায়েয নেই।

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, সূরা বাকার ইত্যাদি বলা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এবং হাজ্জাজের ইজতিহাদ ভুল ও অসার।

بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

পরিচ্ছেদ: [১১০০] জামরায়ে আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা প্রসঙ্গে

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে ওমর (রাযি.) এ কথা বর্ণনা করেছেন। (এ বাবের (বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হাদীস সামনের বাবে আসছে

باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ: [১১০১] অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৪৯] ঃ উসমান ইবনে আবূ শাইবা (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং তাঁর উভয় হাত তুলে দোয়া করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতনে ওয়াদী থেকে জামরায়ে আকাবায় কংকর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: পূর্বের বাবে ইমাম বুখারী (রহ.) যে শিরোনাম কায়েম করেছিলেন তার সারমর্ম হলো জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে সেখানে অবস্থান করবে না ; বরং সাথে সাথে চলে আসবে। কিন্তু সে বাবে কোনো হাদীস তিনি উল্লেখ করেননি। তাই এ বাবে সাথে সাথে উক্ত বিষয় সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করলেন। যার উদ্দেশ্য হলো ১১ ও ১২ তারিখে জামরায়ে আকাবার রমি হবে পরিশেষে। এরপূর্বে জামরায়ে উলা ও উসতায় রমি হবে এভাবে যে, জামরায়ে উলায় কংকর নিক্ষেপ করে দীর্ঘসময় অবস্থান করে সেখানে হাত উঠিয়ে দোয়া করবে। তেমনিভাবে জামরায়ে উসতায়ও দোয়া করবে। অর্থাৎ এ উভয় জামরায় রমির পর অবস্থান করবে ও দোয়া করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الْجَمْرَةَ : জামরা এমন স্তম্ভকে বলা হয় যাতে কংকর মারা হয়। এগুলি তিনটি। জামরায়ে উলা, জামরায়ে উসতা, জামরায়ে আকাবা। মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার সময় এ সিরিয়ালেই এ জামরাগুলি রয়েছে, যেগুলিকে জামরাতুল মানাসিক বলা হয়। সর্বশেষ হলো জামরায়ে আকাবা। আল্লামা কিরমানী বলেন- وهي اقرب الجمرات من مني وابعدها من مكة

১০ তারিখে শুধুমাত্র জামরায়ে আকাবায় এবং ১১ ও ১২ তারিখে সর্বশেষটিতে রমি হবে।

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

পরিচ্ছেদ ঃ [১১০২] নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে দোয়ার জন্য উভয় হাত তোলা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ. فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً. فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ. فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ. وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً. فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ

يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. وَيَقُولُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৫০] ঃ ইসমা'ঈল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামূখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। তারপর বাতনে ওয়াদী থেকে জামরায়ে আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি অনুরুপ করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জামরায়ে উলা ও উসতার নিকট হাত তুলে দোয়া করা প্রমাণিত। যেমন হিদায়া গ্রন্থকার বলেন–

ويرفع يديه لقوله علي الصلوة والسلام لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن وذكر من جملتها عن الجمرتين

আর রাফায়ে ইয়াদাইন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দোয়া করা।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

পরিচ্ছেদঃ [১১০৩] দুই জামরার নিকট (দাঁড়িয়ে) দোয়া করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ. فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ. فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هٰذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৫১] ঃ মুহাম্মদ (রহ.)...যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে মিনার দিক থেকে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর মারতেন, সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে

দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন এবং এখানে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। অবশেষে আকাবার কাছের জামরায় এসে তিনি সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না। যুহরী (রহ.) বলেন, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-কে তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। (রাবী বলেন) ইবনে ওমর (রাযি.)-ও তাই করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জামরায়ে উলা ও উসতার নিকট যেখানে ১১ ও ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপ করতে হয় সেখানে হাত তুলে দোয়া করবে এবং লম্বা দোয়া করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَالَ الزُّهْرِيُّ : ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্ণ সনদ বর্ণনা করে দিলেন। সুতরাং এখন এটাকে مراسيل الزهري [ইমাম যুহরীর মুরসাল] বলা সঠিক হবে না।

بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

পরিচ্ছেদ:[১১০৪] কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ. وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ. يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫২] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশবু লাগিয়েছি, যখন তিনি ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করেছেন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যখন তিনি ইহরাম খুলে হালাল হয়েছেন। একথা বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত طيبت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রমি ও হলকের পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সুগন্ধি লাগানো জায়েয আছে। তেমনিভাবে সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করাও জায়েয আছে। শুধুমাত্র স্ত্রী-সহবাস করা যাবে না। আর তাওয়াফে যিয়ারত যাকে তাওয়াফে ইফাযা অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী-সহবাসও জায়েয হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বাবের এ হাদীসে হলকের কথা উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় কুরবানি ও হলক করেছেন। এরপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। ইমামচতুষ্টয় থেকেও এটা বর্ণিত আছে। তারতীব উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ১০ তারিখে সর্বপ্রথম রমি হবে, তারপর কুরবানি অতঃপর হলক বা কসর। এবার সুগন্ধি লাগানো ও সেলাই করা কাপড় পরা জায়েয হয়ে যাবে। শুধুমাত্র স্ত্রী-সহবাস বাকি থাকবে, তা-ও তাওয়াফে যিয়ারতের পর হালাল হয়ে যাবে।

بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

পরিচ্ছেদঃ [১১০৫] বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫৩] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৭, ২৩৬, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো বিদায়ী তাওয়াফের কথা বর্ণনা করা। এর হুকুম অতিবাহিত হয়েছে যে, জুমহুরের নিকট এ তাওয়াফ ওয়াজিব। এটা তরক করলে দম ওয়াজিব হবে। হানাফীদের মাযহাবও এটাই। ইমাম বুখারী (রহ.) জুমহুরের সমর্থন করছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ : বিদায়ী তাওয়াফের হুকুম হলো জুমহূরের নিকট তা ওয়াজিব। তরক করলে দম দিতে হবে। তবে এটি হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্য মাফ করা হয়েছে। সুতরাং তারা এ তাওয়াফ ব্যতীত বাড়িতে চলে যেতে পারবে।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫৪] ঃ আসবাগ ইবনে ফারজ (রহ.)... আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করে মুহাস্সাব উপত্যকায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। লায়ছ (রহ.)... আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনায় আমর ইবনে হারিস (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৬-২৩৭, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَاب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

পরিচ্ছেদঃ [১১০৬] তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোনো মহিলার হায়েয আসে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أَحَابِسَتُنَا هِيَ". قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ "فَلَا إِذًا".

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫৫] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রাযি.) হায়েযা হলেন এবং পরে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করানো হয়। তখন তিনি বললেন: সেকি আমাদের আটকিয়ে রাখবে? তারা বললেন, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তো আর বাধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ "فَلَا إِذًا"-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৭, ২৩৭, ৬৩১-৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হায়েয দ্বারা বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হয়ে যায়। এটিই জুমহূরের মাযহাব। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

কিছু কিছু সাহাবীর মত এর পরিপন্থি ছিল যে, হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের জন্য অবস্থান করা ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে আছে ولكن اخر عهدها بالبيت; কিন্তু জুমহূর বলেন, হযরত সাফিয়্যা (রাযি.)-এর ঘটনা দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ : উল্লেখ্য যে, হজের মধ্যে তিনটি তাওয়াফ রয়েছে। ১. তাওয়াফে কুদূম, (যা সুন্নত)

২. তাওয়াফে ইফাযা, যাকে তাওয়াফে যিয়ারাহ, তাওয়াফে ফরয ও তাওয়াফে রুকনও বলা হয়। এ তাওয়াফ ফরয। যিলহজ্জের দশ তারিখে মাথা মুণ্ডনের পর এ তাওয়াফ করা হয়।

৩. তাওয়াফে বিদা'। একে তাওয়াফে সদরও বলা হয়। ইহা ওয়াজিব।

হায়েযগ্রস্ত মহিলার জন্য তাওয়াফে কুদূম এবং তাওয়াফে বিদা'র হুকুম রহিত হয়ে যায়। যার দলীল হলো এ হাদীস। কারণ, হযরত সাফিয়্যা (রাযি.) এ তাওয়াফের পূর্বে হায়েযগ্রস্ত হয়ে যান। তাই রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– فَلاَ إِذًا তাহলে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং এটা একটি সর্বসম্মত মাসআলা। এতে কারো মতবিরোধ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عِكْرِمَةَ. أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ. سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ امْرَأَةٍ. طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ. قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ. قَالُوا لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا. فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ. فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫৬] ঃ আবূ নু'মান (রহ.) ইকরিমা (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয এসেছে এমন মহিলা সম্পর্কে মদীনাবাসী ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বললেন, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করব না এবং যায়দের কথাও বর্জন করব না। তিনি বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তাঁরা মদীনায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁদের তাঁরা জিজ্ঞাসা করছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে সুলাইম (রাযি.)-ও ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে সাফিয়্যা (উম্মুল মু'মিনীন) (রাযি.)-এর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি খালিদ ও কাতাদা (রহ.) ইকরিমা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ. يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৫৭] ঃ মুসলিম (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর ঋতুবতী মহিলাকে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাবী বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি যে, সে মহিলা রওয়ানা হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁকে একথাও বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৭, ২৩৬, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا. قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ. وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَحَاضَتْ هِيَ. فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي. قَالَ " مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ". قُلْتُ لاَ. قَالَ " فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ. وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ". فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَقْرَى حَلْقَى. إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا. أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ". قَالَتْ بَلَى. قَالَ " فَلاَ بَأْسَ. انْفِرِي ". فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ. أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ. وَهُوَ مُنْهَبِطٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ. تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لاَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৫৮] ঃ আবূ নু'নামান (রহ.)...আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলাম। হজই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করলেন, । তবে ইহরাম খুলেন নি। তাঁর সঙ্গে কুরবানির জানোয়ার ছিল। তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের মধ্যে যারা যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল না, তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। এরপর আয়েশা (রাযি.) ঋতুবতী হয়ে পড়লেও (রাবী বলেন) আমরা হজের সমুদয়-হুকুম আহকাম আদায় করলাম। এরপর যখন লাইলাতুল হাসবা অর্থাৎ রওনা হওয়ার রাত হল, তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ব্যতীত আপনার সকল সাহাবী তো হজ ও 'ওমরা করে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : অমরা যে রাতে এসেছি সে রাতে তুমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তারপর তিনি বললেন : তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তান'ঈম (নামক স্থানে) চলে যাও এবং সেখান থেকে 'ওমরার বেঁধে নাও। আর অমুক অমুক স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা থাকলো। আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'এরপর আমি আবদুর রহমান (রাযি.)-এর সঙ্গে তান'ঈমের দিকে গেলাম এবং 'ওমরার ইহরাম বাঁধলাম। আর সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রাযি.)-এর ঋতু দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন : তুমি আমদেরকে আটকিয়ে ফেললে। তুমি কি কুরবানির দিন তাওয়াফ করেছিলে? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে কোনো বাধা নেই, রওয়ানা হও। [আয়েশা(রাযি.) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি মক্কার উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি নিচের দিকে নামছিলাম। অথবা আমি উঠছিলাম আর তিনি নামছিলেন। মুসাদ্দাদ (রহ.)-এর বর্ণনায় এ হাদীসে (হাঁ)-এর পরিবর্তে 'লা' (না) রয়েছে। রাবী জারীর (রহ.) মনসূর (রহ.) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দাদ (রহ.)-এর অনুরুপ 'লা' (না) বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ৮০২, ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ، وَهُوَ مُنْهَبِطٌ : এখানে রাবীর সন্দেহ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে বিদা' করে ফিরছিলেন, আর হযরত আয়েশা (রাযি.) ওমরার তাওয়াফ করে ফিরছিলেন। অথবা এর বিপরীত, অর্থাৎ হযরত আয়েশা তাওয়াফ করে যাচ্ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার জন্য মক্কার দিকে আসছিলেন। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের উভয় প্রকার উক্তি রয়েছে। কেউ একটিকে আবার কেউ অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে এটিই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) ওমরার তাওয়াফ করে আসছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করতে যাচ্ছিলেন।

بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

পরিচ্ছেদঃ [১১০৭] (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে আসরের নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ. قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ. عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى. قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ. افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৫৯] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.)... আবদুল আযীয ইবনে রুফাই' (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মনে রেখেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তারবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি বললাম, প্রত্যাবর্তনের দিন আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিন বললেন, আবতাহ নামক স্থানে। (তারপর বললেন,) তুমি তাই কর যেভাবে তোমার শাসকগণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত بِالأَبْطَحِ-অংশের সাথে।

হাদিসটির পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি বুখারী শরীফের ১৩৭, ২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের দিন যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামায আবতাহ বা মুহাসসাবে আদায় করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো হাজী সাহেব জোহরের নামায মিনায় পড়ে নেয় তাহলে তাও জায়েয আছে। শুধুমাত্র অনুত্তম হবে। এটিই চার ইমামের মাযহাব।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. أَنَّ قَتَادَةَ. حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ. ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৬০] ঃ আবদুল মুতাআল ইবনে তালিব (রহ.)... আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর, আসর মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের পর মুহাস্‌সাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, পরে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে গেলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৬, ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْمُحَصَّبِ

পরিচ্ছেদ: [১১০৮] মুহাসসাব অর্থাৎ মুহাসসাবে অবতরণ করা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. يَعْنِي بِالأَبْطَحِ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৬১] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... আয়েশা (রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তা হল একটি মানযিল মাত্র, যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ আবতাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَعْنِي بِالأَبْطَحِ-অংশের সাথে। কারণ, আবতাহ আর মুহাসসাব একই।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ. إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৬২] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা (হজের) কিছুই নয়। এতো শুধু একটি মানযিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মুহাসসাবের হুকুম বর্ণনা করা যে, এটি হজ্জের হুকুমের অন্তর্গত নয়। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবতরণের কারণে এটি মুস্তাহাব। জুমহূরের মাসলাকও এটিই। এটি তরক করলে জুমহূরের নিকটও কোনো দম ইত্যাদি দিতে হবে না।

بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদঃ [১১০৯] মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৬৩] ঃ ইবরাহীম ইবনে মুনযির (রহ.)... নাফে'(রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) দু' পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর মক্কার উঁচু গিরিপথের দিক থেকে প্রবেশ করতেন। হজ্জ বা 'ওমরা আদায়ের জন্য মক্কা আসলে তিনি মসজিদে হারামের দরজার সামনে ব্যতীত কোথাও উট বসাতেন না। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন এবং সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন এবং সাত চক্কর ও তাওয়াফ করতেন। তিনবার দ্রুতবেগে আর চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর ফিরে এসে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। তিনবার দ্রুতবেগে আর চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর ফিরে এসে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নিজের মনযিলে ফিরে যাওয়ার আগে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করতেন। আর যখন হজ্জ বা 'ওমরা থেকে ফিরতেন তখন যুল হুলাইফা উত্তাকায় বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ. وَيَهْجَعُ هَجْعَةً. وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৬৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (রহ.)...খালিদ ইবনে হারিস (রহ.)...থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ (রাযি.)-কে মুহাস্‌সাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নাফে' (রহ.) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ও ইবনে ওমর (রাযি.) সেখানে অবতরণ করেছেন।

নাফে' (রহ.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, ইবনে ওমর (রাযি.) মুহাসসাবে যোহর ও আসরের নামায আদায় করতেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি মাগরিবের কথাও বলেছেন। খালিদ (রাযি.) বলেন, ইশা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি সেখানে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। একথা ইবনে ওমর (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই বর্ণনা করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে হাদীসের বাহ্যতঃ কোনো মুনাসাবাত নেই। কিন্তু এর পূর্বের হাদীসটি শিরোনামের সাথে মুনাসাবাতপূর্ণ। আর দ্বিতীয় এ হাদীসটি হলো প্রথম হাদীসের সাথে মুনাসাবাতপূর্ণ যে, ইবনে ওমর (রাযি.) মুহাসসাব উপত্যকায় অবতরণ করতেন। এ উভয় অবতরণ হজের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তরক করার দ্বারা কোনো ফিদয়া বা দম ইত্যাদি দিতে হবে না। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে মুস্তাহাব ও ছওয়াবের কারণ। যেমনিভাবে মুহাসসাবে অবতরণ করা মুস্তাহাব, তেমনিভাবে যুল-হুলায়ফার বাতহায় অবতরণও মুস্তাহাব। বাস্! এতটুকু মুনাসাবাতই যথেষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ শুধুমাত্র মুহাসসাবে অবতরণের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং বাতহা, যুল-হুলায়ফাতেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবতরণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এবং উপরে অতিবাহিত হয়েছে যে, মুহাসসাবে অবতরণ করা হজের আহকামের অন্তর্ভুক্ত কিছু নয়। তেমনিভাবে যুল-হুলায়ফার বাতহাতে অবতরণও হজের আহকামের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এটা মুস্তাহাব, যা অবশ্যই ছওয়াবের কাজ।

بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

পরিচ্ছেদ:[১১১০] মক্কা থেকে ফিরার সময় যি-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (রহ.)... ইবন ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখনই মক্কা আসতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন। আর সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। ফিরার সময়ও তিনি যি-তুয়ার দিকে যেতেন এবং সেখানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১১১] (হজের) মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৬৫] ঃ উসমান ইবনে হায়সাম (রাযি.) ...ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও উকায লোকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইসলাম আসার পর মুসলিমগণ যেন তা অপছন্দ করতে লাগলো, অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই হজের মৌসুমে'।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৭, ২৭৫, ২৮২, ৬৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজের মৌসুমে ব্যবসা করা জায়েয আছে। তার প্রমাণ হলো কুরআনের আয়াত–

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ: এ দুটি হলো আরবের প্রসিদ্ধ বাজারের নাম, যেখানে মেলা বসত; مَجَنَّةُ নামে আরো একটি বাজারের কথা হাদীসে উল্লিখিত আছে।

ليس عليكم جناح : অর্থাৎ কেউ যদি হজের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা শ্রম দেয় যা দ্বারা সে লাভবান হয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে আসল নিয়ত হজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটকথা, আয়াতের মাঝে ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধও করা হয়নি এবং তার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়নি; বরং অন্যান্য জায়েজ কাজের মতো এটাও একটি জায়েজ কাজ। তবে এখলাসের পরিপন্থি হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি হলো নিয়ত। যদি ব্যবসাই প্রধান ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু খালেসভাবে হজকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না। আর যদি উভয়টি সমান সমান হয়, তাহলে খারাপ ভালো কেনোটারই অধিকারী নয়। আর যদি হজই মুখ্য হয়ে থাকে এবং ব্যবসাটি হজের অনুগামী হয়, তাহলে ইখলাসের পরিপন্থি হবেনা; বরং যদি ব্যবসার লাভের দ্বারা হজের আমলে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে তো অতিরিক্ত ছওয়াব মিলবে। আর এর ফলে হজ পালনকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ হাসিল করল।

بَابُ الإِدْلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

পরিচ্ছেদ: [১১১২] মুহাসসাব থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ". قِيلَ نَعَمْ. قَالَ "فَانْفِرِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ". ثُمَّ قَالَ "كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "فَانْفِرِي". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. قَالَ "فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ". فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا. فَقَالَ "مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا".

হাদীসের অনুবাদ: [১৬৬৬] ঃ ওমর ইবনে হাফস (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের দিন সাফিয়্যা (রাযি.)-এর ঋতু দেখা দিলে তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকরা', 'হালকা', বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন : সে কি কুরবানির দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে চল। আবূ আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ আদায় করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা (মক্কায়) আসলাম, তখন আমাদের হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযি.)-এর ঋতু আরম্ভ হল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হালকা' আকরা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন : আমার ধারণা, সে তোমাদের আটকিয়েই ফেলবে। তারপর বললেন : তুমি কি কুরবানির দিন তাওয়াফ করেছিলে? সাফিয়্যা (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে চল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ('ওমরা আদায় করে) হালাল হইনি। তিনি বললেন : তাহলে এখন তুমি তান'ঈম থেকে 'ওমরা আদায় করে নাও। তারপর তাঁর সঙ্গে তার ভাই [আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.)] গেলেন। আয়েশা (রাযি.) বলেন, ('ওমরা আদায় করার পর) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত হয় যখন তিনি শেষ রাতে (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : অমুক স্থানে তোমরা সাক্ষাত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ৯০২, ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহাসসাবে রাত্রি যাপন করে ভোরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব ও উত্তম। যা হজের কোনো রুকন না হলেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে ছওয়াবের কারণ হবে।

اَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

[ওমরার অধ্যায়সমূহ]

بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

পরিচ্ছেদ: [১১১৩] ওমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত সম্পর্কে :

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, প্রত্যেকের জন্য হজ ও 'ওমরা অবশ্য পালনীয়। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, কুরআনুল কারীমে হজের সাথেই 'ওমরার উল্লেখ করা হয়েছে।

ওমরার আহকাম ও মাসআলা :

عُمْرَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সাক্ষাৎ করা। (উমদাহ, ফাতহ)

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় খানায়ে কা'বার ইচ্ছা করা, নির্দিষ্ট শর্তের সাথে। ওমরার নিয়তে ইহরাম শর্ত। আর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা হলো ওমরার রুকন।

ব্যাখ্যা: হানাফী ও মালেকীদের মতে ওমরা সুন্নত।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে ওমরা ফরয। ইমাম বুখারী (রহ.) ফরয হওয়ার প্রবক্তা।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের দলীল:

১. কুরআনের আয়াত: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

২. ইবনে ওমর (রাযি.)-এর তা'লীক- যা শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হয়েছে, যেটি হাকেম (রহ.) কিছু অতিরিক্ত সহকারে বর্ণনা করেছেন- من استطاع الي ذلك سبيلا فمن زاد علي هذا فهو تطوع و خير

৩. ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর তা'লীক-

إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ اي ان العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন ওমরা ফরয হওয়া সম্পর্কিত কোনো হাদীসপাননি অথবা তাঁর শর্ত মোতাবেক পাননি তাই তা ওয়াজিব হওয়ার দলীলস্বরূপ দুটি তা'লীক উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে, এগুলি হলো তাদের ইজতিহাদ ও ফতওয়া। যা দ্বারা ফরয প্রমাণিত হতে পারে না। তবে সুন্নত প্রমাণিত হতে পারে। হানাফীরাও যার প্রবক্তা। আর আয়াতের উত্তর হলো আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করে তাহলে তার জন্য তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। হানাফীরাও একথাই বলে যে, নফল ইবাদত শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

হানাফী ও মালেকীদের দলীল: ১. আয়াতে কারীমা দ্বারা নিঃসন্দেহে পূর্ণ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব। সুতরাং তা পূর্ণ করা আবশ্যক। এর দ্বারা মুতলাকভাবে ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় না। হানাফীরাও একথাই বলে যে, নফল ইবাদত শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. قران في الذكر দ্বারা قران في الحكم প্রমাণিত হয় না।

৩. ইমাম শা'বী العمرة, কে মারফূ' পড়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা قران في الذكر রইল না। (উমদাহ)

৪. عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجبة هي قال لا وان يعتمروا هو افضل

এ হাদীসে ওয়াজিব না হওয়ার কথা স্পষ্ট রয়েছে। (তিরমিযী খ. ১, পৃ. ১১২) হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন- قال ابو عيسي هذا حسن صحيح

وفي الدر المختار سنة مؤكدة علي المذهب وفي الهداية العمرة سنة

ওমরার মীকাত: বহিরাগতদের জন্য হজের মীকাতই ওমরার মিকাত। আর মক্কার অধিবাসীদের মীকাত হলো হিল। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে মুহাসসাব থেকে যা হেরেমের সীমার অন্তর্ভুক্ত, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধার জন্য তানঈম পাঠিয়েছিলেন।

তা ছাড়া ওমরা জুমহূরের মতে বৎসরের সকল সময় জায়েয। শুধুমাত্র ৯ জিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত এ পাঁচ দিন মাকরূহ। রমযানুল মুবারকে ওমরা করা উত্তম। হাদীসে আছে- عمرة في رمضان تعدل حجة রমযানের ওমরা হজের সমতূল্য। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে – حجة معي আমার সাথে হজের সমতুল্য।

ওমরা সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড, ২৩০পৃ., কিতাবুল মাগাযী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৬৭] ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক 'ওমরার পর আর এক 'ওমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا-অংশের সাথে। মূলতঃ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম হলো ওমরা ওয়াজিব হওয়া। যার জন্য তিনি ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর আছর পেশ করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশ হলো ওমরার ফযিলত, যার জন্য তিনি হাদীস পেশ করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ওমরা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করা। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ী ও হাম্বলীদের সমর্থন করছেন।

بَاب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ: [১১১৪] যে ব্যক্তি হজের আগে 'ওমরা আদায় করল এর সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا۔ عَنِ الْعُمْرَةِ، قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৬৮] ঃ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)... ইবনে জুরাইজ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, ইকরিমা ইবনে খালিদ ইবনে ওমর (রাযি.)-কে হজের আগে ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন, এতে দোষ নেই। 'ইকরিমা (রহ.) বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের আগে ওমরা আদায় করেছেন। ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রহ.) ইবনে ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইকরিমা ইবনে খালিদ (রহ.) বলেছেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ইকরিমা (রহ.) : হযরত ইকরিমা (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন। স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাঁকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করেন। বর্ণিত আছে-

إن ابن عباس كان يضعُ في رجله القيدَ و يعلِّمه القران و السنن

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস তাঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে আটকিয়ে রেখে তাঁকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দান করতেন।

ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) ছাড়াও হাসান ইবনে আলী, আবু কাতাদা, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস প্রমুখ সাহাবীর কাছ থেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার বিপুলসংখ্যক তাবেয়ীও তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- هل أحدٌ أعلم منك অর্থাৎ, হাদীসে আপনার চেয়ে অধিক বিদ্বান আর কেউ আছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছেন। তিনি হলেন ইকরিমা। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔ مِثْلَهُ.

হাদীসের অনুবাদঃ [১৬৬৯] ঃ আমর ইবন আলী (রহ.)... 'ইকরিমা ইবনে খালিদ (রহ.) বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। অবশিষ্ট অংশে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর একটি রেওয়ায়েতে আছেঃ তোমরা হজের আগে ওমরা করো না। এটিই একটি সম্প্রদায়ের মত যে হজের আগে ওমরা করা যাবে না। কিন্তু জুমহূরের নিকট হজের আগে ওমরা করা জায়েয আছে। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহূরের সমর্থন করেছেন। এবং বলে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের আগে ওমরা আদায় করেছেন। আর যে সমস্ত রেওয়ায়েতে নিষেধ রয়েছে, তা সম্ভবত কোনো বিশেষ কারণে নিষেধ করা হয়েছিল।

بَاب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [১১১৫] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার 'ওমরা করেছেন?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ.. فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى. قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ. فَقَالَ بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ. عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ. يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ. وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭০] ঃ কুতায়বা (রহ.)... মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) আয়েশা(রাযি.)-এর হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাঁকে এদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদআত। এরপর 'উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার 'ওমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আমরা তাঁর কথা রদ করা পছন্দ করলাম না। আমরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযি.)-এর হুজরার ভিতর থেকে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন 'উরওয়া (রহ.) বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ আবদুর রহমান কি বলছেন, আপনি কি শুনেন নি? আয়েশা (রাযি.) বললেন, তিনি কি বলেছেন? 'উরওয়া (রহ.) বললেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার 'ওমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আয়েশা (রাযি.) বললেন, আবূ আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো 'ওমরা আদায় করেননি, যে তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কখনো 'ওমরা আদায় করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৮-২৩৯, ৬১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭১] ঃ আবু আসিম (রহ.)... 'উরওয়া ইবনে যুবাইয়র (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আমি হযরত আয়েশা (রাযি.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কখনো 'ওমরা আদায় করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, হাদীসটি হলো পূর্বের হাদীসেরই তা'লীক। কারণ, আয়েশা (রাযি.) ইবনে ওমরের উক্তিকে খণ্ডন করছেন। এখানে তার বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ৬১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. سَأَلْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ. وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. حَيْثُ صَالَحَهُمْ. وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةً أُرَاهُ حُنَيْنٍ. قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭২] ঃ হাস্‌সান ইবনে হাস্‌সান (রহ.)... কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার 'ওমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার 'ওমরা যুল-কা'দা মাসে যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছিল। পরবর্তী বছরের যুল-কা'দা মাসের 'ওমরা যখন মুশরিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল জী'রানার 'ওমরা যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল, সম্ভবতঃ হুনায়নের যুদ্ধে বণ্টন করেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হজ করেছেন তিনি বললেন, একবার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ৪৩১, ৫৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (রহ.) : তাঁর মূল নাম হলো কাতাদা ইবনে দিয়ামা ইবনে কাতাদা আস-সাদুসী। তাঁর উপনাম আবুল খাত্তাব। তিনি ছিলেন অন্ধ এবং তাঁর স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলতেন, এ যুগে যদি কেউ অত্যধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করতে চায়, তবে সে যেন কাতাদা ইবনে দিয়ামাকে দেখে নেয়। কেননা, তাঁর চেয়ে অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমরা অদ্যাবধি পাইনি। স্বয়ং কাতাদা (রহ.) বলতেন, যে কথা একবার আমার কানে আসত তা আমার অন্তর সংরক্ষণ করে রাখত। ফলে তা আমি কখনো ভুলে যেতাম না। তিনি একথাটি প্রায়ই বলতেন, "যে-কথা মোতাবেক আমল করা হয় না, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যার আমল ভালো হবে আল্লাহ তাঁর কথা কবুল করবেন।" তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস ও আনাস ইবনে মালেক এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস-এর কাছ থেকে হাদীসকরেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে আইয়ুব, শো'বা ও আবু আওয়ানা প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসকরেছেন। তিনি ৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدٍ. هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ. وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

[২৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ: ৯০।

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৩] ঃ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আবদুল মালিক (রহ.)... কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 'ওমরা করেছেন যখন তাঁকে মুশরিকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী বছর ছিল হুদায়বিয়ার (চুক্তি অনুযায়ী) 'ওমরা (তৃতীয়) 'ওমরা (জী'রানা) যুল-কা'দা মাসে আর হজের মাসে অপর একটি 'ওমরা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. وَقَالَ. اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ. حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ. وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৪] ঃ হুদবা ইবনে খালিদ (রহ.)... হাম্মাম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি 'ওমরা করেছেন এবং বাকী সব 'ওমরাই যুল-কা'দা মাসে করেছেন শুধু হজের সাথের ওমরা ছাড়া। আর্থাৎ হুদায়বিয়ার 'ওমরা, পরবর্তী বছরের 'ওমরা, যেখানে তিনি হুনায়নের মালে গনীমত বন্টন করেছিলেন এবং হজের মাসে আদায়কৃত 'ওমরা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটিও আনাস (রাযি.)-এর পূর্বের হাদীসের অপর সনদ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا. فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৫] ঃ আহমদ ইবনে 'উসমান (রহ.)... আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরুক, আতা এবং মুজাহিদ (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-কা'দা মাসে হজের আগে 'ওমরা করেছেন। রাবী বলেন, আমি বারা' ইবনে আযিব (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করার আগে দু'বার যুল-কাদা মাসে 'ওমরা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ২৪৯, ৩৭১, ৪৫২, ৬১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর কয়টি ওমরা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওমরার সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওমরা ঃ

বুখারীর ৫৯৭ পৃষ্ঠার এ হাদীসটি এবং ২৩৯ পৃষ্ঠার হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট চার বার ওমরা করেছেন। তাছাড়া, মুসলিম শরীফে ৪০৯ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাযি.) থেকে

একটি হাদীসআছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা আদায় করেছেন। হজ্জের সাথে আদায়কৃত ওমরাটি ছাড়া বাকী সবগুলো যিলকদ মাসে করেছেন।

একটি হল, ওমরায়ে হুদাইবিয়া, যা ৬ হিজরীতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা করে হুদাইবিয়া পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু কাফেররা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর ফলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করতে পারেননি। এজন্য তাওয়াফ ও সাঈর মত ওমরার ২টি রুকন আদায় করতে পারেননি। হুদাইবিয়াতেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুগুলো কুরবানী করেন, মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম থেকে বের হয়ে যান। বিস্তারিত পূর্ণ আলোচনা পূর্বে গেছে। দেখুন হুদাইবিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।

প্রতিবন্ধকতার কারণে অর্থাৎ অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে যদিও ওমরার রুকনগুলো আদায় করতে পারেনি। কিন্তু নিয়ত, ইহরাম এবং কুরবানীর পশু কুরবানী করার কারণে এটিকে স্বতন্ত্র ওমরা গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল, ওমরাতুল কাযা, যা হুদাইবিয়ার দ্বিতীয় বছর মক্কার কাফেরদের সাথে সিদ্ধান্তকৃত শর্ত অনুযায়ী করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছর সপ্তম হিজরীতে ওমরার জন্য বের হয়েছিলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন। ওমরার বিধানগুলো সম্পাদন করেন। মক্কা মুয়াজ্জমায় তিন দিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন।

তৃতীয়টি হল, ওমরায়ে জি'রানা, যা মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করে আদায় করেছেন। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামও বাঁধেন না এবং হজ্জ ও ওমরার নিয়তও করেননি। হালকা যুদ্ধের পর মক্কা বিজয় হয়েছে, তিনি সেখান থেকে হুনাইন এবং তায়েফ যুদ্ধের জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। এ দু'টি যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি জি'রানায় গনিমতের সম্পদ বণ্টন করেন। সেখান থেকে এক রাত্রে ইশার নামাযের পর ইহরাম বেঁধে মক্কা তাশরীফ নিয়ে আসেন। রাত্রেই ওমরা করে অর্থাৎ, সকাল হওয়ার পূর্বেই মক্কা থেকে রওয়ানা হন। এমনকি কোন কোন সাহাবী এ ওমরা সম্পর্কে জানতেও পারেননি। যেমন বুখারী শরীফের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় হযরত নাফি'র (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে–

قال نافعٌ ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله

অর্থাৎ, নাফি' (রহ.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা থেকে ওমরা করেননি। তিনি যদি ওমরা করতেন, তাহলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে তা গোপন থাকত না।

অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর সেখানে অনুপস্থিতি কিংবা ভুল-বিস্মৃতির সম্ভাবনা আছে। কারণ, জি'রানা থেকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওমরা অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর হাদীস৫৯৭ ও ২৩৯ পৃষ্ঠায় আছে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর অস্বীকার বিস্মৃতি অথবা সন্দেহের উপর প্রযোজ্য। আমার মত হল, জি'রানার ওমরা ছিল শুধু রাতের ব্যাপার। এ কারণে কোন কোন সাহাবী এটি জানতে পারেনি। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) ও এটি জানতে পারেননি। والله اعلم

بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ: [১১১৬] রমযান মাসে 'ওমরা আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. فَنَسِيتُ اسْمَهَا "مَا مَنَعَكِ أَنْ

تَحُجِّي مَعَنَا" . قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ . لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا . وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ " . أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ .

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৬] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন, আমাদের সঙ্গে হজ করতে তোমার বাঁধা কিসের? ইবনে আব্বাস (রাযি.) মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা, রমযান এলে তখন 'ওমরা করে নিও। কেননা, রমযানের একটি 'ওমরা একটি হজের সমতুল্য। অথবা সেরুপ কোনো কথা তিনি বলেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো রমজান মাসে ওমরা করার ফযিলত বর্ণনা করা এবং রমজানে ওমরার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করা। যেমনটি হাদীসে আছে- فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ اي في الثواب

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে "আমার সাথে ওমরার সমান"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ : এ হাদীস দেখে কেউ যেন না ভাবেন, যেহেতু রমজান মাসের ওমরা হজের সমান, অতএব যিনি রমজানে ওমরা করবেন, তার উপর আর হজ ফরয হবে না। তিনি হজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন। কারণ, সকল ইমামগণের ঐকমত্যে রমজানের ওমরা দ্বারা হজের ফযিলত অর্জন হয় বটে, কিন্তু ইসলামের রুকন হজের স্থলাভিষিক্ত আদৌ হবে না।

আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন ওমরা হজের স্থলাভিষিক্ত না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। ইবনুল জাওযী লিখেছেন সময়ের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে আমলের ছওয়াব বৃদ্ধি পায়।

باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদঃ [১১১৭] মুহাসসাবের রাতে ও অন্য সময়ে 'ওমরা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ . فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " . قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ

بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ. وَأَنَا حَائِضٌ. فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " ارْفُضِي عُمْرَتَكِ. وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ". فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৭] ঃ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম যখন যিলহজ আগতপ্রায়। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে হজের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন হজের ইহরাম বেঁধে নেয়। আর যে 'ওমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে যেন 'ওমরার ইহরাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানির জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তা হলে অবশ্যই আমি 'ওমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ 'ওমরার ইহরাম বাঁধলেন, আবার কেউ হজের। যারা 'ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের একজন। আরাফার দিন এল, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা জানালাম। নবীজী বললেন, তুমি তোমার ওমরা বাতিল করে দাও এবং চুল খোলে দাও। মাথা আঁচড়িয়ে নাও। এবং শুধু হজের ইহরাম বেঁধে নাও। অতঃপর যখন মুহাস্‌সাবের রাত আসলো, তখন নবীজী আব্দুর রহমানকে আমার সাথে তানঈমে পাঠিয়ে দেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা সম্পন্ন করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৫, ৪৬, ২১১, ২১২, ২২১, ২৩৯, ২৪০, ৪৩১, ৬৩১, ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এটা জানা হয়েছে যে, বাতহা, আবতাহ, মুহাসসাব ও হাসবা এ সব একই স্থানের নাম। বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমিয়ে জিমার থেকে ফারেগ হওয়ার পর মদিনা প্রত্যাবর্তনের সময় এখানে অবস্থান ও রাত্রিযাপন করেছিলেন। এবং এখান থেকেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে নিজ ভাই আব্দুর রহমানের সাথে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্‌-এর অনুসরণে মুহাসসাবে অবতরণ করে এবং রাত্রি যাপন করে তাহলে তা উত্তম এবং নিশ্চয়ই ছওয়াবের কারণ হবে, তবে কারো মতেই তা ফরয ওয়াজিব কিছুই নয়।

بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

পরিচ্ছেদ: [১১১৮] তানঈম থেকে ওমরা করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৮] ঃ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)... আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর সাওয়ারীর পিঠে আয়েশা (রাযি.)-কে বসিয়ে তান'ঈম থেকে 'ওমরা করানোর নির্দেশ দেন। রাবী সুফিয়ান (রহ.) একবার বলেন, এ হাদীস আমি আমরের কাছে বহুবার শুনেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ৪১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ. عَنْ عَطَاءٍ. حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ. وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا. إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ ". وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا. غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ. وَهُوَ يَرْمِيهَا. فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً. يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " لاَ. بَلْ لِلأَبَدِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৭৯] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.)... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ হজের ইহরাম বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তালহা (রাযি.) ছাড়া কারো সাথে কুরবানির পশু ছিল না। আর আলী (রাযি.) ইয়েমেন থেকে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তাঁর ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে এ ইহরামকে 'ওমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানির জানোয়ার রয়েছে (তারা হালাল হবে না) তাঁরা বললেন, আমরা মীনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এসংবাদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি বললেন, যদি আমি এ ব্যাপারে পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানির জানোয়া সঙ্গে আনতাম না। আর যদি কুরবানির পশু আমার সঙ্গে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর (একবার) আয়েশা (রাযি.)-এর ঋতু দেখা দিল। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজের সব কাজই সম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পবিত্র হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো হজ এবং 'ওমরা উভয়টি পালন করে ফিরেছেন, আমি কি শুধু হজ করেই ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাযি.)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যায়। তারপর যিলহজ মাসেই হজ আদায়ের পর আয়েশা (রাযি.) 'ওমরা আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামরাতুল আকাবায় কংকর মারছিলেন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হজের মাসে 'ওমরা আদায় করা কি আপনাদের জন্য খাস? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এ তো, চিরদিনের (সকলের) জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ -অংশের সাথে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এটাই মনে হচ্ছে যে, যদি কেউ মক্কা মুকাররমা থেকে ওমরার ইচ্ছা করে তাহলে তার জন্য উত্তম হলো তানঈম থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে তানঈম থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিয়েছেন।

بَاب الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

পরিচ্ছেদ: [১১১৯] হজের পর 'ওমরা আদায় করাতে কুরবানি ওয়াজিব হয় না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ. أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ. وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ". فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنْهُمْ مِنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ. وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ. فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ. وَأَنَا حَائِضٌ. فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " دَعِي عُمْرَتَكِ. وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ". فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَرْدَفَهَا. فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا. فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا. وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ. وَلاَ صَدَقَةٌ. وَلاَ صَوْمٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮০] ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যিলহজ মাস আগত প্রায়, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি 'ওমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন 'ওমরার ইহরাম বেধে নেয়। আমি যদি কুরবানির জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তাহলে অবশ্যই আমি 'ওমরার ইহরাম বাঁধতাম। তাই তাঁদের কেউ 'ওমরার ইহরাম বাঁধলেন আর কেউ হজের ইহরাম বাঁধলেন। যারা 'ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন। এরপর মক্কা পৌছার আগেই আমার ঋতু দেখা দিল। আরাফার দিবস চলে এলো, আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমার এ অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললাম। তিনি বললেন, 'ওমরা ছেড়ে দাও! আর বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও! তারপর হজের ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম। মুহাস্সাবের রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে আবদুর রহমানকে তান'ঈম পাঠালেন। (রাবী বলেন) আবদুর রহমান (রাযি.) তাঁকে সাওয়ারীতে নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর আয়েশা (রাযি.) আগের 'ওমরার স্থলে নতুন 'ওমরার ইহরাম বাঁধলেন। এমনিভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর হজ এবং 'ওমরা উভয়টিই পুরা করলেন। রাবী বলেন, এর কোনো ক্ষেত্রেই কুরবানি বা সাদাকা দিতে কিংবা সিয়াম পালন করতে হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৫, ৪৬, ২১১, ২২১, ২৪০, ৬৩১, ৬৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তামাত্তু' হজ যাতে কুরবানি তথা দমে তামাত্তু ওয়াজিব। তা তখন হবে যখন, হজের মাসে হজের পূর্বে ওমরা করে। যেমন আল্লামা আইনী বলেন–

قلت لان عمرتها بعد انقضاء الحج ولا خلاف بين العلماء ان من اعتمر بعد انقضاء الحج وخروج ايام التشريق انه لاهدي عليه في عمرته لانه ليس بمتمتع وانما المتمتع من اعتمر في اشهر الحج وطاف للعمرة قبل الوقوف واما من اعتمر بعد يوم النحر فقد وقعت عمرته في غير اشهر الحج الخ (عمدة)

এটা তখন হবে যখন হজের মাস শাওয়াল, যী-কাদাহ ও যিল-হজের দশ দিন। কিন্তু যারা হজের মাস পূর্ণ যিলহজকে গণনা করেন, তারা বলেন যে, যিলহজ মাসে হজের পরেও ওমরা করলে তাও তামাত্তু' হবে, এবং তার উপর কুরবানি বা রোযা ওয়াজিব হবে। তারা এ হাদীসের এ জবাব দেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছিলেন। যেমন মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করেছিলেন, সম্ভবত হযরত আয়েশা সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

باب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

পরিচ্ছেদঃ [১১২০] কষ্ট অনুপাতে 'ওমরার সাওয়াব প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالاَ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا " انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮১] ঃ মুসাদ্দাদ (রহ.)... আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহাবীগণ ফিরছেন দু'টি নুসূক (অর্থাৎ হজ এবং 'ওমরা) পালন করে আর আমি ফিরছি একটি নুসূক (শুধু হজ) আদায় করে। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তান'ঈমে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে এরপর অমুক স্থানে আমাদের কাছে আসবে। এ 'ওমরা (এর সাওয়াব) হবে তোমার খরচ বা কষ্ট অনুপাতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যাখ্যা : কিন্তু এটা কোনো মূলনীতি নয়; বরং কখনও কখনও সময়ের বিভিন্নতার কারণে কম ব্যয় এবং কম কষ্টেও অধিক ছওয়াব অর্জন করা যায়। যেমন শবে কদরের ইবাদত ও মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর

নামাযের ছওয়াব হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের নামাযের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে। আবার কখনো ইবাদতের ধরণের কারণেও পার্থক্য হতে পারে।

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ. أَوْ نَصَبِكِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১২, ২৩৭, ২৪০, ৮০২, ৯০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ওমরার ইহরাম যদিও মক্কা থেকে বাঁধা জায়েয আছে; কিন্তু তানঈম থেকে বাঁধা উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

انتظري : এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, হযরত আয়েশার এ আবেদন ছিল পবিত্রতার পূর্বের। অতিবাহিত হয়েছে যে, তিনি নহরের দিন পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন।

عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ. أَوْ نَصَبِكِ : এটা রাবীর সন্দেহ নয়; বরং বিভিন্নতা বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এরকম বলেছেন। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে জায়েয পন্থায় যত অধিক ব্যয় করা হবে ও যত বেশি কষ্ট স্বীকার করা হবে তত বেশি ছওয়াব পাওয়া যাবে।

بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

পরিচ্ছেদ: [১১২১]‘ওমরা আদায়কারী ‘ওমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে, তা কি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ ". وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ ". قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ " وَمَا شَأْنُكِ ". قُلْتُ لاَ أُصَلِّي. قَالَ " فَلاَ يَضُرَّكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا ". قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا ". فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ " فَرَغْتُمَا ". قُلْتُ نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮২] : আবূ নুআয়ম (রহ.)... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হজের মাসে এবং হজের অনুষ্ঠানাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, যার সাথে কুরবানির জানোয়ার নেই এবং সে এই ইহরামকে ‘ওমরায়

পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ 'ওমরা করে হালাল হয়) আর যার সাথে কুরবানির জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না। (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানির জানোয়ার ছিল তাঁদের 'ওমরা হয়নি। [আয়েশা (রাযি.) বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো 'ওমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো নামায আদায় করছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তুমি তো একজন আদম কন্যাই। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তোমার জন্যও তা লিখিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার হজ আদায় কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে 'ওমরাও দান করবেন। আয়েশা (রাযি.) বলেন, আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি এঅবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তণ করে মুহাস্‌সাবে অবতরণ করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান থেকে যেন সে 'ওমরার ইহরাম বাঁধে। তারপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা কি তাওয়াফ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। এসময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যাঁরা ফজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। তারপর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২১১, ২২৩, ২৪০, ৪১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ

قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء ان المعتمر اذا طاف فخرج الي بلده انه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة

ইবনে বাত্তাল বলেন, ওমরাকারী যদি তাওয়াফ করার পর বের হয়ে এসে নিজ বাড়িতে চলে যায় এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে, তার আর তাওয়াফে বিদা করতে হবে না। যেমনটি হযরত আয়েশা (রাযি.) করেছেন।

যেহেতু হাদীসে স্পষ্টভাবে কোনো হুকুম বর্ণিত হয়নি, তাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কোনো হুকুম স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। বাবের অধীনে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তা যথেষ্ট হবে, বিদায়ী তাওয়াফ আবশ্যক নয়।

بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ: ১১২২] হজে যে কাজ করা হয় 'ওমরাতেও তাই করবে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلاً. أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ. فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ. وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৩] ঃ আবূ নুআইম (রহ.)... ই'য়ালা ইবনে উমাইয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'ররানাতে ছিলেন। এসময় জুব্বা পরিণত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনি 'ওমরাতে আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দেন? লোকটির জুব্বায় খালূক বা হলদে রঙের দাগ ছিল। এসময় আল্লাহ তাআলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী নাযিল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হল। রাবী বলেন, আমি ওমর (রাযি.)-কে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে চাই। ওমর (রাযি.) বললেন, এসো, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় তুমি কি তাঁকে দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হাঁ। তারপর ওমর (রাযি.) কাপড়ের একটি কোণ উঁচু করে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে নজর করলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজ করছেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলছিলেন, উটের আওয়াজের মত আওয়াজ। এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরীভূত হলে তিনি বললেন, 'ওমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, তুমি তোমার থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল, খালুকের চিহ্ন ধুয়ে ফেল এবং হলদে রং পরিষ্কার করে নাও। আর তোমার হজ্জে যা করেছ 'ওমরাতে তুমি তাই তা-ই করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৮, ২৪১, ২৪৯, ৬২০, ৭৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ. لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا أَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৪] ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... 'উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রাযি.)-কে বললাম, আল্লাহর বাণীঃ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হজ কিংবা 'ওমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোন পাপ নেই। তাই সাফা-মারওয়ার সা'য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। আয়েশা (রাযি.) বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হতো অর্থাৎ এদু'টির মাঝে তাওয়াফ না করলে কোন পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহরাম বাঁধত। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনাসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে এদুটির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোন পাপ নেই।' সুফিয়ান ও আবূ মুআবিয়া (রাযি.) হিশাম (রহ.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাফা- মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে, আল্লাহ কারো হজ এবং 'ওমরাকে পুর্ণাঙ্গ গণ্য করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত { فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৮, ২৪১, ২৪৯, ৪৭৫, ৬২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজের মধ্যে যে সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা হয় ওমরাতেও সেগুলি বর্জনীয়।

باب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا.

পরিচ্ছেদঃ [১১২৩] ওমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে।

এবং আতা (রহ.) এর সূত্রে জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তাদের হজকে ওমরায় রূপান্তরিত করার পর তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ. وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ. قَالَ فَحَدِّثْنَا مَا. قَالَ لِخَدِيجَةَ. قَالَ "بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৫] ঃ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রহ.)... আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওমরা করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে 'ওমরা করলাম। তিনি মক্কা প্রবেশ করে তাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা-মারওয়ায়

সা'য়ী করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সা'য়ী করলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে লুকিয়ে রাখছিলাম যাতে কোনো মুশরিক তাঁর প্রতি কোনো কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে। রাবী বলেন, আমার এক সাথী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযি.) সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খাদীজাকে বেহেশতের মাঝে মোতি দিয়ে নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও। যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না। এবং কোনো প্রকার কষ্ট ক্লেশও থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَجُلٍ، طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৬] ঃ হুমায়দী (রহ.)... আমর ইবনে দীনার (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমরার মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে যে স্ত্রীর নিকট গমন করে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ইবনে ওমর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) এসে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন। এরপর সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেছেন। আর তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তো রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝেই। (রাবী) আমর ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-কেও আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সায়ী) না করা পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রীর নিকট অবশ্যই যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৭, ২২০, ২২৩, ২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ " أَحَجَجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَحْسَنْتَ . طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ " . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ . فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৭] ঃ মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (রহ.)... আবু মূসা আল-আশ্‌আরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় বাতহায় অবতরণ করলে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কি হজ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহ্‌রামের মত আমিও ইহ্‌রামের তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন, ভাল করেছ। এখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যাও। তারপর আমি বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে কায়স গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজের ইহরাম বাঁধলাম এবং ওমর(রাযি.)-এর খিলাফত পর্যন্ত আমি এভাবেই ফতোয়া দিতে থাকি। ওমর (রাযি.) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী গ্রহণ করি তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত হালাল হননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১১, ২১২, ২৪১, ৬২৩, ৬৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو. عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ. كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا. وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ. قَلِيلٌ ظَهْرُنَا. قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا. ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৮] ঃ আহমদ (রহ.)... আবুল আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রাযি.)-এর কন্যা আসমা (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (রাযি.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা (রাযি.), হাজ্জূন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি রহমত নাযিল করুন, এ স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল খুবই কম। আমি, আমার বোন আয়েশা (রাযি.), যুবাইর (রাযি.) এবং অমুক অমুক 'ওমরা আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হজের ইহরাম বাঁধলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২২, ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের অধীনে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এবং মাসআলাটি হলো মতপার্থক্যপূর্ণ। তাই তিনি উভয় পক্ষের হাদীস পেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। নিজের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। জুমহূরের মতে মাসআলা হলো এই যা আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কোনো মতপার্থক্য দেখছিনা যে, ওমরাকারী তখন হালাল

হবে যখন তিনি তাওয়াফ ও সায়ী থেকে ফারেগ হয়ে যাবে। যেমন বাবের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে। এবং বর্তমান যুগে এর উপরই ইজমা রয়েছে।

শুধুমাত্র ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওমরাকারী শুধুমাত্র তাওয়াফ করার পরই হালাল হয়ে যাবে। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই-এর মাযহাবও এমন। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের সর্বশেষ হাদীসটি এনে তার মাসলাকের প্রতি ইঙ্গিত করে দিলেন।

কিন্তু যদি এটা বলে দেয়া হয় যে, সাফা-মারওয়ায় সায়ী হলো توابع অনুবর্তী জিনিস; সুতরাং متبوع উল্লেখ করার উপরই ক্ষান্ত করা হয়েছে তাহলে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

কেউ কেউ তো এটা বলে দিয়েছেন যে, ওমরাকারী যখনই হেরেমে পৌঁছবে, তখনই সে হালাল হয়ে যাবে, যদিও সে তাওয়াফ ও সায়ী না করে। যেমনটি কাজী ইয়ায হতে বর্ণিত আছে।

হযরত আসমা (রাযি.)-এর জীবনী

পরিচিতি ঃ নাম- আসমা। উপাধি- যাতুন নিতাকাইন। পিতার নাম- আবু বকর (আবদুল্লাহ)। মাতার নাম - কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্যা। তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বৈমাত্রেয় বোন।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে তথা নবুয়তের ১৪ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহন করেন।

ইসলাম গ্রহন ঃ তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহন করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মাত্র সতের জন্য লোকের ইসলাম গ্রহনের পর তিনি ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। তিনি হলেন ইসলামের ১৮ তম মুসলমান। কিন্তু তার মাতা কাতলা এবং সহোদর ভাই আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করেননি।

বিবাহ ঃ হযরত জুবাইর ইবনে আওয়ামের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত ভাই।

যাতুন নিতাকাইন উপাধি ঃ হযরত আসমা (রাযি.)-কে .... নামে ডাকা হত। ...... অর্থ কোমরবন্দ। তাকে দু ' কোমরবন্দ বিশিষ্ট নারী এজন্যে বলা হত যে, যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযি.) সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাধা কাপড়কে দু'টুকরা করে এক খন্ড দ্বারা তাদের পাথেয় (খাদ্য-দ্রব্য) এবং অপর খন্ড দ্বারা পানির মোশকটি বেধে দিয়েছিলেন।

মায়ের সাথে তার সম্পর্ক ঃ যখন পবিত্র কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হল 'তোমাদের বিধর্মী স্ত্রীগনকে পত্নীত্বে আবদ্ধ করে রেখো না.....' তখন হযরত আবু সিদ্দিকী (রাযি.) হযরত আসমার মাতা কাতলাকে তালাক দেন। তখন সে মক্কায় চলে যায়। কিছুকাল পর সে কন্যা হযরত আসমাকে দেখার জন্যে মদীনায় আসে। কিন্তু হযরত আসমা (রাযি.) তার সাথে দেখা করলেন না এবং তার প্রদত্ত উপহার দ্রব্যসমূহের দিকে চক্ষু তুলেও তাকালেন না, তাকে তার বাড়িতে থাকার জায়গাও দিলেন না। পরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার গ্রহণ করতে আদেম দেন এবং তার মাতাকে স্বগৃহে স্থান দিতেও সমাদর করতে বলেন।

হিজরত ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর তিনি বোন আয়েশা এবং তার মাতাসহ মদিনায় হিজরত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্ম ঃ হযরত আসমা (রাযি.) যখন কুবা পল্লীতে বসবাস করতে থাকেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)-এর জন্ম হয়। তিনি হলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খেজুর চিবে মুখের থুথু নবজাতকের মুখে দেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র থুথুর বরকতেই তিনি পরবর্তীতে মহৎ প্রাণ ব্যক্তিতে পরিগনিত হয়েছিলেন।

গুনাবলি ঃ হযরত আসমা (রাযি.) নম্র ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের এক মহিয়সী নারী ছিলেন। শারীরিক প্ররিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি অতি উদার প্রকৃতির দানশীলা নারী ছিলেন। তার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলতেন, অন্যের সাহায্য এবং উপকারের জন্যেই মানুষকে ধন-সম্পদ দেয়া হয়, তা জমা করে রাখার জন্যে দেয়া

হয়নি। যদি তোমরা তোমাদের ধন অন্যের জন্যে ব্যয় না করে আবদ্ধ করে রাখ, তবে আল্লাহও তার অনুগ্রহ তোমাদের ওপর হতে বন্ধ করবেন। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ওফাতের পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তিনি একখন্ড ভূমিপ্রাপ্ত হন, উহা এক লক্ষ দিরহাম বিক্রয় হল, তিনি এ এক লক্ষ দিরহামই তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণ করে দেন। তার মধ্যে সকল গুনের সমাহার ছিল। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যপ্রিয়। সত্যকথা বলার ব্যাপারে সাহসী ও দৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ যুদ্ধের জন্যে রওয়ানার সময় তিনি বলেছিলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি ধৈর্য ধরবো; অথবা যুদ্ধ করে বিজয়ী হও, আমি চক্ষু শীতল করব।হযরত আবদুল্লাহ রণাঙ্গনে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদের উচ্চপদ লাভ করলেন। হাজ্জাজ তার লাশ শূলিতে ঝুলিয়ে রাখল।

হাজ্জাজ ঃ হযরত আসমা (রাযি.)- সাহসিকতা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমা (রাযি.)-এর নিকট এসে বলল, আপনার পুত্র আল্লাহর গৃহে (মক্কাতে) শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার করছিল এবং যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ করছিল, তাই আল্লাহ তার উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আসমা (রাযি.) প্রত্যুত্তরে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমার পুত্র শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করেনি। সে নিত্য রোযা পালনকারী, রাত্রে ইবাদতে অতিবাহিতকারী, পাপ পরিহারকারী, ইবাদতে রত এবং মাতা-পিতার আজ্ঞাবহ যুবক ছিল। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এক হাদীস শুনেছি 'সাকীফ গোত্রে দু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে যে পরবর্তী, সে পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতেও অধিক মন্দ হবে। তাদের মধ্যে প্রথম মিথ্যাবাদী মুখতার সাকাফীকে আমি দেখেছি। আর তারচে যে অধিক মন্দ সে ব্যক্তিকে এখন দেখছি, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তুমি।

সন্তান-সন্ততি ঃ তার ছেলে-মেয়েরা হলেন। যথাক্রমে- ১। আবদুল্লাহ, ২। মুনযির, ৩। উরওয়াহ, ৪। মুহাজির, ৫। খাদিজা, ৬। উম্মুল হাসান।

শারীরিক গঠন ঃ তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারিনী, দীর্ঘাঙ্গিনী। শতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরও তার দন্তারাজি অক্ষুন্ন ছিল। শেষ জীবনে তার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদীস শাস্ত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তার বর্ণিত হাদিস সংখ্যা-৫৬। পবিত্র বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মনীষী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- আবদুল্লাহ, উরওয়াহ, আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়াহ, ফাতিমা বিনতে মুনযির; ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু মুলাইকা, ওহাব ইবনে কায়সান প্রমুখ।

ইন্তিকাল ঃ শূলি কাষ্ঠ হতে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর লাশ নামিয়ে দাফন করার সাত দিন, অন্য বর্ণনায় বিশ দিন পর একশত বছর বয়সে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। হযরত আসমা (রাযি.) দোয়া করতেন, যতক্ষণ আমি আবদুল্লাহর লাশ না দেখবো, ততক্ষন যেন আমার মৃত্যু না হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করলেন।

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

?পরিচ্ছেদঃ [১১২৪] হজ, 'ওমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু'আ) বলবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৬৮৯] ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.)... আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন জিহাদ, বা হজ অথবা 'ওমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং পরে বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা (সফর থেকে) প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদাপূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২, ৪২০, ৪৩৩, ৫৯০, ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজ ও ওমরার সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় হাদীসে বর্ণিত দোয়াটি পড়বে, এবং আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে।

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১২৫] আগমণকারী হাজীদের অভ্যর্থনা জানানো এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯০] ঃ মুআল্লা ইবনে আসাদ (রহ.)... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এলে আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২, ৮৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হাজীদেরকে অভ্যর্থনা বা সংবর্ধনা দেওয়া জায়েয আছে। ২. এবং যদি বাহনজন্তু শক্তিশালী হয় তাহলে তাতে তিনজন আরোহণ করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যাঃ أُغَيْلِمَةَ শব্দটি غِلْمَةَ-এর তাসগীর, আর غِلْمَةَ হলো غلام-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো যুবক; নওজোয়ান।

بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

পরিচ্ছেদ:[১১২৬] মুসাফির প্রভাতে বাড়ি পৌছা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ. وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯১] ঃ আহমদ ইবনে হাজ্জাজ (রহ.)... ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে মসজিদে শাজারাতে' নামায আদায় করতেন। আর যখন ফিরতেন, যুল-হুলাইফার বাতনুল ওয়াদীতে নামায আদায় করতেন এবং এখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৭, ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সফরের আদব বর্ণনা করা। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

পরিচ্ছেদ: [১১২৭] বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯২] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যায়ই কেবল বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ عَشِيَّةً -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলা বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। সকাল বা সন্ধ্যায় তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন। যেন পরিবারের লোকজন সাজগোজ করে প্রস্তুত হতে পারে।

باب لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

পরিচ্ছেদ: [১১২৮] শহরে পৌছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَارِبٍ. عَنْ جَابِرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৩] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, সফর থেকে ফিরে রাতে নিজ বাড়ীতে পরিজনের কাছে প্রবেশ করতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً -এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২, ৭৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলা বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। কারণ, তখন পরিবারের লোকজন অপরিপাটি অবস্থায়ও থাকতে পারে। যা সকলের জন্য বিব্রতকর অবস্থার কারণ হতে পারে। তাই সকাল বা সন্ধ্যায় তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন। যেন পরিবারের লোকজন সাজগোজ করে প্রস্তুত হতে পারে। এ নিষেধাজ্ঞা হলো মাকরুহে তানযীহী; হারাম ও নাজায়েয নয়।

باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

পরিচ্ছেদ:[১১২৯] যে ব্যক্তি মদিনা পৌছে তার উটনী দ্রুত চালায় তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ. فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ. وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৪] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর থেকে ফিরে মদিনার উচ্চভূমি দেখতে পেতেন তখন উট দ্রুত চালাতেন আর বাহন অন্য কোন জন্তু হলেও তাকে তাড়া দিতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْضَعَ نَاقَتَهُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২, ২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ إِسْمَاعِيلُ. حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. قَالَ جُدُرَاتِ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৪] : কুতায়বা (রহ.) ... আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন دَرَجَات (উঁচু রাস্তা)-এর পরিবর্তে جُدُرَات (দেয়ালগুলো) শব্দ বলেছেন। হারিছ ইবনে উমায়ের (রহ.) ইসমাঈল (রহ.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। (আবু আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন,) হারিছ ইবনে উমায়র হুমায়দ (রহ.) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন, মদিনার মহব্বতে তিনি বাহনকে দ্রুত চালিত করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

পরিচ্ছেদ: [১১৩০] মহান আল্লাহর বাণী– তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا. كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ. وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ. فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ. فَنَزَلَتْ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৫] : হযরত আবু ইসহাক (রাযি.) বলেছেন, আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরে আনসারগণ তাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে (বাড়ীতে) প্রবেশ না করে বরং পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ব্যক্তি হজ্জ থেকে এসে তার বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে সবাই তাকে লজ্জা দিল ও ভর্ৎসনা করলো, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো, এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকী হল গুনাহের কাজ থেকে সাবধান থাকা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি পরিহার করা। সুতরাং নিজের বাড়ীতে তোমরা সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাক, সম্ভবত এভাবেই সফলতা লাভ করতে পারবে (সূরা বাকারা-১৮৯)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত { وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا }-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬, ও তাফসীর অধ্যায় ২৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা।

بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

পরিচ্ছেদ:[১১৩১] সফর আজাবের একটি অংশ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সফর আযাবের অংশ বিশেষ। কারণ, সফর তোমাদের যে কোন লোকের যথাসময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং নিদ্রার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই বাড়ীতে ফিরে আসা উচিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪২-২৪৩, ৪২১, ৮১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মানুষ যখন তাদের কাজ-কাম, হজ ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে যায়, তখন দেশে ফিরতে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসা উচিত।

بَاب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

পরিচ্ছেদ: [১১৩২] মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও শীঘ্র বাড়ি ফেরা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ. حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ. جَمَعَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ. وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৭] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযি.) তাঁর পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে (তাঁর স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ সম্পর্কে তাঁর কাছে খবর পৌছাল যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ। তখন ইবনে ওমর তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তের) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর সওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মাগরিবকে দেরী করে এশা ও মাগরিবের নামায এক সাথে আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৪৮, ১৪৯, ২৪৩, ৪২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যখন কোনো প্রয়োজনে দ্রুত বের হতে হয় তাহলে (جمع بين الصلوتين) তথা (جمع صوري) করে নিবে। কেননা, হাদীসে জমা সূরীর কথা স্পষ্টই রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

وقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقال عَطَاءٌ الاحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ قال ابو عَبْدِ الله حَصُورًا لا يَأْتِي النِّسَاءِ

পরিচ্ছেদ: [১১৩৩] পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময়

মহান আল্লাহর বাণী– অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় [যথারীতি জবাই করবে], এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না পৌঁছে যায় কুরবানির জীব তার জবাইয়ের স্থানে। হযরত আতা বিন আবী রাবাহ বলেন, ইহসার হলো প্রত্যেক ঐ জিনিস যা বাধাগ্রস্ত করে দেয়। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.)) বলেন– حَصُور বলা হয় তাকে যে, মহিলাদের কাছে যায় না। (অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ব্যাপারে যে حَصُور শব্দ এসেছে, ইমাম বুখারী (রহ.) তার তাফসীর করেছেন। যেহেতু حصور ও احصار উভয়ের মূলবর্ণ একই তাই এ সামঞ্জস্যের কারণে তিনি এর তাফসীর করে দিলেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مُحْصَر শব্দটি বাবে افعال হতে ইসমে মাফউলের সীগাহ। অর্থাৎ হজ ও ওমরা হতে বাধাগ্রস্ত।

احصار-এর ব্যাপারে মতবিরোধ: উপরে উল্লেখ হয়েছে যে, احصار-এর শাব্দিক অর্থ হলো বাধা প্রদান করা; আটকে দেয়া। অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখা বা বাধাপ্রদান করা। এখানে শরয়ী অর্থ হলো মুহরিম যে ব্যক্তি হজ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে, তাকে বাধাপ্রদান করা।

এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, বাধাপ্রাপ্ত হওয়া কি কি দ্বারা সাব্যস্ত হবে? এখানে আতা ইবনে আবী রবাহ (রহ.)-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে– من كل شيء ; অর্থাৎ যে কোনো বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেই হবে। যেমন রাস্তায় কোনো শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা, বন্দী হওয়া, অসুস্থ হওয়া এবং এ আশঙ্কা থাকে যে, সামনে অগ্রসর হলে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, এমনকি মারাও যেতে পারে। এটি ইমাম আবূ হানীফার মত। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ইমাম আবু হানিফার সমর্থন ও আনুকূল্য করেছেন।

২. আইম্মায়ে ছালাছা বলেন– يختص الاحصار بالعدو অর্থাৎ শুধুমাত্র শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেই ইহসার সাব্যস্ত হবে। এতদ্ভিন্ন রোগ ইত্যাদি যদি বাধার কারণ হয় তাহলে তা দ্বারা শরয়ী ইহসার সাব্যস্ত হবে না।

মুহাসার বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম: মুহাসার যেখানেই বাধাগ্রস্ত হবে সেখান থেকেই কুরবানির পশু হেরেমে পাঠিয়ে দিবে। এবং হাদী নিয়ে গমনকারীর মাধ্যমে কুরবানির সুনির্দিষ্ট সময় জেনে নিবে যে, ১০, ১১ বা ১২ তারিখে চারটার সময় কুরবানি করবে। এবং চারটার পর সে হলক বা কসর করে হালাল হয়ে যাবে, অর্থাৎ ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

যদি বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি ওমরার ইহরামবিশিষ্ট হয় তাহলে হানাফীদের মতে উক্ত ওমরার কাজা করতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে কাজা ওয়াজিব হবে না। হানাফীদের দলীল হলো হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওমরাতুল কাজা, যা এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

পরিচ্ছেদ: [১১৩৪] ওমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৮] ঃ হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, দুর্যোগের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ওমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি বায়তুল্লাহর পথে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে যা করেছিলাম (এ সময়ও) তা করবো। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নিলেন। কারণ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছরে ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা বলে যে, احصار একমাত্র ঐ ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট যারা হজের জন্য ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হয়েছে এবং রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ওমরাকারীদের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না; বরং ওমরার নিয়তে যারা ইহরাম বেঁধে বের হয়েছে তারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও তারা ইহরাম খুলতে পারবে না। কেননা, ওমরার সময় সারা বছরই থাকে। পক্ষান্তরে হজ–তার সময় সীমাবদ্ধ। (ইমাম বুখারী (রহ.) এদের মতকে খণ্ডন করেছেন।)

উল্লেখ্য যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে কারোর দিকে এ উক্তির নিসবত করা সহীহ নয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ. وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا. كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ. وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ. فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ. وَحَلَقَ رَأْسَهُ. وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ. إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلِقُ. فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ. وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ "إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي". فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ. وَأَهْدَى. وَكَانَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৬৯৯] ঃ হযরত নাফে (রাযি.) বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন, যে বছর (হাজ্জাজ) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে সে

সময় কয়েক দিন ধরে তাঁরা (তাঁদের পিতা) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে (হজে না যাওয়ার জন্য) বুঝালেন। তাঁরা দুইজনে বললেন, এ বছর হজ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার ও বায়তুল্লাহর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। এসব শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কাফির কুরাইশরা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানির পশু কুরবানি করলেন এবং মাথা মুড়ে নিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি নিজের ওপর ওমরাকে ওয়াজিব করে নিয়েছি, আল্লাহর ইচ্ছা হলে রওয়ানা হয়ে যাবো। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে আমি তাওয়াফ করবো। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন করেছিলেন আমিও তেমন করবো। সে সময় তো আমি তাঁর সাথে ছিলাম তিনি যুল-হুলাইফা থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন এবং কিছু সময় পথ চললেন। তারপর বললেন, হজ ও ওমরা উভয়টির নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার ওমরার সাথে হজও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। সুতরাং তিনি হজ ও ওমরার ইহরাম তখন না খুলে কুরবানির দিন খুললেন এবং কুরবানি দিলেন। তিনি বললেন, আমরা ততক্ষণ ইহরাম খুলবো না যতক্ষণ না একই সাথে মক্কায় প্রবেশের দিন হজ ও ওমরা উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করে নিই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ. قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ. بِهَذَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০০] ঃ নাফে (রাযি.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের কোনো এক পুত্র তাঁকে বললেন, যদি আপনি এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করতেন (তাহলে তা আপনার জন্য কতই না ভালো হতো)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৩, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.-قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ. وَنَحَرَ هَدْيَهُ. حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০১] ঃ হযরত ইকরিমা (রাযি.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, (হুদায়বিয়ার বছর) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়া হলে তিনি মাথা মুড়িয়ে ছিলেন, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, কুরবানির পশু কুরবানি করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর ওমরা করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা বলে যে, احصار -এর কারণে হালাল হওয়া একমাত্র হাজীর জন্য নির্দিষ্ট করে। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস পেশ করে তাদের মতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন যে, ৬ হিজরীতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাকারী ছিলেন। যখন তিনি কাফেরদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হলেন তখন তিনি কুরবানীও করেছেন, আবার মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়েছেন।

بَاب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

পরিচ্ছেদঃ [১১৩৫] হজের পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০২] ঃ হযরত সালেম (রাযি.) বলেছেন, ইবনে ওমর বলতেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? তোমাদের কেউ হজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়ার সাঈ করলে এবং ইহরাম খুলে ফেললে পরবর্তী বছর হজ করবে। তখন সে কুরবানি করবে অথবা রোযা রাখবে যদি সে কুরবানি পশু না পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইবনুল মুনীর বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বাধাপাপ্ত হয়েছিল শুধুমাত্র ওমরার ক্ষেত্রে। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম এর উপর হজকেও কিয়াস করেছেন।

بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

পরিচ্ছেদঃ ১১৩৬] বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুণ্ডনের আগে কুরবানি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৩] ঃ হযরত মিসওয়ার (রাযি.) বলেন, হুদায়বিয়ার বছর মক্কায় প্রবেশে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুড়িয়ে নেয়ার আগেই কুরবানি করলেন এবং সকল সাহাবাকেও অনুরূপ করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৯, ২৪৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৫৯৮, ৬০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ. شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ. قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. وَسَالِمًا. كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ. فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ. فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ. وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৪] ঃ হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে হাজ্জাজের সৈন্য পরিচালনার বছরে আব্দুল্লাহ ও সালেম উভয়েই তাদের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করার জন্য তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, আমরা (হুদায়বিয়ার বছর) ওমরার নিয়ত করে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলে কুরাইশ কাফিররা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানির পশু জবাই করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে নিলেন। (এসব করার পর তিনি ইহরাম খুললেন।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, বাধাগ্রস্ত অবস্থায় প্রথমে কুরবানি করবে তারপর মাথা মুণ্ডাবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুহাসারের উপর কুরবানি আছে। মালেকীরা বলেন– لا هدي عليه اذا تحلل যিলহজ্জের দশ তারিখে চারটি কাজের তারতীব সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য অতিবাহিত হয়েছে।

بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

পরিচ্ছেদঃ [১১৩৭] যারা বলে যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا

وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ

হযরত রাওহ......ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, কাযা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে তার হজ স্ত্রী উপভোগ করে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে প্রকৃত ওজর কিংবা অন্য কোনো বাধা থাকলে সে হালাল হয়ে যাবে। এবং তাকে (কাযার জন্য) ফিরে আসতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট কুরবানির পশু থাকলে সেখানেই কুরবানি দিয়ে (হালাল হয়ে যাবে) যদি পশু কুরবানির স্থানে পাঠাতে অক্ষম হয়। আর যদি সে তা পাঠাতে পারে তা হলে কুরবানির জানোয়ারটি তার স্থানে না পৌছা পর্যন্ত হালাল হবে না। ইমাম মালেক (রহ.) ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে কোনো স্থানে কুরবানির পশুটি জবাই করে মাথা মুড়িয়ে নিতে পারবে। তার উপর কোনো কাযা নেই। কেননা, হুদায়বিয়াতে তাওয়াফের আগে এবং কুরবানির জানোয়ার বায়তুল্লায় পৌছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ জবাই করেছেন, মাথা কামিয়েছেন, এবং হালাল হয়ে গিয়েছেন। এর কোনো উল্লেখও নেই যে, এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কাযা করার বা (পুনরায় হজ আদায় করার জন্য) ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ হুদায়বিয়া হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুহসার হাদী কোথায় জবাই করবে? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে হেরেমের মধ্যে জবাই করতে হবে।

২. আইম্মায়ে ছালাছা (শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক) (রহ.)-এর মতে হেরেমের মধ্যে জবাই করা আবশ্যক নয়। তাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় জবাই করেছেন। আর হুদায়বিয়া হেরেমে নয়; বরং হিলের অন্তর্ভুক্ত।

জবাবঃ হানাফীরা এর জবাবে বলেন যে, হুদায়বিয়ার অর্ধাংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালের তাহকীকও এটিই। কারণ, ইবনে সাউদ মক্কার চতুর্দিকে হেরেমের সীমানার চিহ্ন লাগিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, হুদায়বিয়ার মসজিদের কিছুদূর পর্যন্তও তার সীমানা-চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার মসজিদ হেরেমের মধ্যে রয়েছে। আর এ মসজিদ ঐ স্থানে নির্মিত হয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু ছিল। সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরেমের মধ্যে জবাই করেছিলেন।

وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : ইমাম মালেক (রহ.) প্রমুখ বলেন, যখন তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে তা যেখানেই হোক সেখানেই জবাই করবে, এবং মাথা মুণ্ডন করবে, তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ায় নহর করেছেন এবং সেখানেই মাথা মুণ্ডন করেছেন অথচ তারা তাওয়াফ করেননি, এবং কুরবানির পশু বায়তুল্লাহয়ও পৌছেনি। তাছাড়া কোনো রেওয়ায়েতে এটা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তা কাজা করতে বলেছেন, আর না তা পুনরায় করতে বলেছেন। আর হুদায়বিয়া হলো হেরেমের বাইরে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي

أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ. وَأَهْدَى.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৫] ঃ হযরত নাফে (রাযি.)বলেন, ফিতনার বছর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে যাবার সময় বলেছিলেন, যদি আমি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে বাঁধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে যা করেছিলাম তাই করবো। সুতরাং তিনি ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। কারণ হুদায়বিয়ার বছরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে বললেন, উভয়টির (হজ ও ওমরা) নিয়ম একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ওমরার সাথে হজও আমার ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর উভয়টির জন্য তিনি একই তাওয়াফ করলেন এবং এটিকে যথেষ্ট মনে করলেন। তিনি কুরবানির পশুও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হাদীসের মাফহুমের সাথে। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদায়বিয়ার ওমরার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি ও সাহাবায়ে কেরাম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিতও নেই যে, তিনি কোনো সাহাবীকে উক্ত ওমরার কাযা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা ইবনে আব্বাস (রাযি.) এতটুকু অনুধাবন করেছেন যে, মুহসারের জন্য বদল অর্থাৎ কাযা আবশ্যক নয়। আর এ-ই হলো শিরোনাম।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৪, ৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ

পরিচ্ছেদঃ [১১৩৮] মহান আল্লাহর বাণী– অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে, তবে ফিদিয়া দিবে রোযা অথবা সদকা অথবা জবাই দ্বারা, এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে সিয়াম পালন করলে তিন দিন করবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ منكم-এর সম্বোধন হলো মুহরিম। مريض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন রোগ যা হলে মাথা মুণ্ডন করতে হয়।

اذي من رأسه الخ : উদাহরণত মাথায় কোনো ক্ষত হয়েছে, আর কষ্টের কারণে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছে, তাহলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। যার বিবরণ হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ". قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৬] ঃ হযরত কাব ইবনে উজরা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, উকুন বোধ হয় তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল, তারপর তিন দিন রোযা রাখো, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করো বা একটি ছাগল কুরবানি করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৪, ৫৯৮, ৬০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) আয়াতে কারীমা উল্লেখ করার পর শিরোনামে وهو مخير শব্দটি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আয়াতের মধ্যে او শব্দটি ইখতিয়ারের জন্য। অর্থাৎ যদি এ ওজরসমূহের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়; আর যদি ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে তাতে মতপার্থক্য রয়েছে।

৩. তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসউল্লেখ করে হাসান বসরী (রহ.) ও অন্যান্য তাবেয়ীগণ যারা দশ দিন রোযার কথা বলেন, তাদের মতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

পরিচ্ছেদ: [১১৩৯] মহান আল্লাহর বাণী– 'অথবা সদকা' আর তা হলো ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো

(|কুরআনে সাধারণ সদকার কথা ছিল; হাদীসে তার তাফসীর করে দিয়েছে)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سَيْفٌ. قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى. أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ. حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ. وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ " يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ. أَوْ قَالَ. احْلِقْ ". قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ. أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৭] ঃ হযরত কাব ইবনে উজরা (রাযি.) বলেছেন, হুদায়বিয়াতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশে দাঁড়ালেন। আমার মাথা থেকে উঁকুন পড়ছে দেখে তিনি বললেন, তোমার (মাথার) উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মাথা মুড়ে নাও। অথবা শুধু মুড়ে নাও বললেন। কাব ইবনে উজরা বলেন, এ আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, 'তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোনো প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা অথবা ফিদইয়া দেয়া বা কুরবানি করা উচিত।' তাই (মাথা মুড়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক পরিমাণ সদকা দাও অথবা সাধ্যমত কুরবানি কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কুরআনের মধ্যে সাধারণ সদকার কথা ছিল; কিন্তু হাদীসে তার তাফসীর করে দেওয়া হয়েছে।

৩. সম্ভবত যারা দশজন মিসকীনকে প্রদানের প্রবক্তা, তাদের মত খণ্ডন করা উদ্দেশ্য।

باب الإطعام في الفدية نصف صاع

পরিচ্ছেদঃ [১১৪০] ফিদয়া খাদ্য দেয়া অর্ধ সা' পরিমাণ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ. قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ. فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً. وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ " مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً ". فَقُلْتُ لاَ. فَقَالَ " فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৮] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রাযি.) বলেছেন, আমি কাব ইবনে উজরার পাশে বসে তাকে ফিদইয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ সংক্রান্ত আয়াত বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর বিধান সাধারণভাবে তোমাদের সবার জন্য। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম যে, আমার মাথা থেকে বারে বারে আমার মুখমণ্ডলে উকুন পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার পীড়া এতদূর পৌছেছে যা এখন দেখছি। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার কষ্ট এতদূর পৌছেছে, যা এখন দেখছি। তুমি কি একটি ছাগল যোগাড় করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনটি রোযা রাখো অথবা মাথাপিছু আধা ছা করে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য (গম) দান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৪, ৫৯৮, ৬০২, ৬৪৮, ৮৪৬, ৮৫০, ৯৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ফিদইয়ার পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফীদের নিকট তা সদকাতুল ফিতরের ন্যায়, গম অর্ধ সা'; আর যব, খেজুর ইত্যাদি হলে এক সা'। আর ইমামত্রয়ের মতে প্রত্যেক বস্তুরই অর্ধ সা' দিতে হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইমাত্রয়ের সমর্থন ও আনুকূল্য করা।

باب النسك شاة

পরিচ্ছেদঃ ১১৪১] নুসক হলো বকরী কুরবানি করা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا شِبْلٌ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ

فَقَالَ " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ ". قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ. وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا. وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ. أَوْ يُهْدِيَ شَاةً. أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ. وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ. مِثْلَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭০৯] ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রাযি.) কাব ইবনে উজরা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (মাথা থেকে) তাঁর চেহারার ওপর পড়ছে। তাই তিনি জানতে চাইলেন, উকুন কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তিনি সে সময় হুদায়বিয়ায় ছিলেন। তাঁদের কাছেও এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না যে, এখানেই তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। বরং তাঁরা মক্কায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ সময় আল্লাহ ফিদইয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক ফারাক খাদ্য (গম) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে বণ্টন করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ يُهْدِيَ شَاةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৪, ৫৯৮, ৬০২, ৮৪৬, ৮৫০, ৯৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আয়াতে বর্ণিত نسك দ্বারা বকরি উদ্দেশ্য। এবং এতে কারো মতপার্থক্যও নেই।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَلَا رَفَثَ

পরিচ্ছেদঃ [১১৪২] মহান আল্লাহর বাণী– (হজ অবস্থায়) 'স্ত্রী সম্ভোগ নেই'

(এ আয়াতে رفث 'রাফাস' শব্দ, রয়েছে। যার অর্থ হলো স্ত্রী-সহবাস বা তার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়, অর্থাৎ কামভাব উদ্রেককারী কথাবার্তা যা সঙ্গমে উদ্বুদ্ধকারী হয়)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ. فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ. رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭১০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ আদায় করলো, (এ সময়ে) স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো না বা অশ্লীল কথাবার্তা বললো না সে এমন (নিষ্পাপ) হয়ে গেল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশু (নিষ্পাপ হয়ে জন্মে)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمْ يَرْفُثْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৪-২৪৫, ২৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ:[১১৪৩] মহান আল্লাহর বাণী– 'হজের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ. فَلَمْ يَرْفُثْ. وَلَمْ يَفْسُقْ. رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭১১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ করলো এবং এ সময়ে স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো না এবং কোনো প্রকার গুনাহের কাজ করলো না, সে একজন সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন এ উভয় হাদীস দ্বারা বাহ্যতঃ এটা বুঝে আসছে যে, এমন হাজী সকল প্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হয়ে যায়; গুনাহ সগিরা হোক বা কবীরা। তবে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে যদিও মতপার্থক্য রয়েছে যে, তা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। কিন্তু বায়তুল্লাহর নিকট মানুষের অবস্থা-ই ভিন্ন রকম হয়ে যায়। কারণ, সেখানে আল্লাহর তাজাল্লী বর্ষিত হতে থাকে। তখন মানুষ তাওবা না করে থাকতে পারে না। আর হাদীসে আছে– التائب من الذنب كمن لا ذنب له

আবার হুকুকুল ইবাদ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তা মাফ হবে কি না? কেউ কেউ বলেন যে, তা মাফ হবে না; কারণ, এটি হলো বান্দার হক, যা তার সন্তুষ্টি ব্যতীত মাফ হবে না। কিন্তু এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে ঢেলে দিবেন, তখন সেও মাফ করে দিবে। والله اعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

وَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}

পরিচ্ছেদ: [১১৪৪] ইহরাম অবস্থায় শিকার করা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ (যেমন শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া, বন্য বৃক্ষ কাটা ইত্যাদির) বদলার (কাফফারা) বর্ণনা।

মহান আল্লাহর বাণী– হে ঈমানদারগণ! বন্য শিকারকে হত্যা করো না যখন তোমরা ইহরামের অবস্থায় থাক, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা [মূল্যের দিক দিয়ে] সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার [আনুমানিক মূল্যের] মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে, [অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা] সেই বিনিময় চাই নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুই হোক, এই শর্তে যে, নিয়াজস্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, অথবা কাফ্ফারা [স্বরূপ নিরূপিত মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য] মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোযা রাখবে, যেন নিজ কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে, অতীত [ত্রুটি] আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন , আর যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কর্মই করবে, তবে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তি হতে [তার] প্রতিশোধ নিবেন, আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ: তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে উপভোগের জন্য তোমাদের এবং মুসাফিরদের, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, আর আল্লহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে একত্রিত করা হবে। (মা-ইদা: ৯৫, ৯৬)

بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

পরিচ্ছেদ: [১১৪৫] মুহরিম নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে।

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ {عَدْلُ ذَلِكَ} مِثْلُ فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ {قِيَامًا} قِوَامًا {يَعْدِلُونَ} يَجْعَلُونَ عَدْلًا

ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও আনাস (রাযি.) শিকার ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী জবাই করাতে মুহরিমের কোনো অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। যেমন উট, বকরি, গরু, মুরগী ও ঘোড়া। বলা হয়– عَدْلٌ অর্থ مِثْلٌ (অনুরূপ) এবং عِدْلٌ অর্থ زِنَةٌ (সমান) قِيَامًا-এর অর্থ হলো قِوَامًا (কল্যাণ) এবং يَعْدِلُونَ (যা সূরা আনআমের শব্দ)-এর অর্থ হলো يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا (সমকক্ষ দাঁড় করানো)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ. وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ. فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَطَعَنْتُهُ. فَأَثْبَتُّهُ. وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ. فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ. وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا. وَأَسِيرُ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ. وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ

السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ. إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ. فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ. وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ "كُلُوا" وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭১২] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাযি.) বলেছেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর (আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল সাহাবা ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধেননি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে, এক শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি আর কাতাদা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। আমি তাকিয়েই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটা আক্রমণ করে বর্শা মেরে মাটিতে ফেলে দিলাম এবং তাদের সহযোগিতা চাইলে সকলেই অস্বীকার করলো। যাই হোক, পরে আমরা তার গোস্ত খেলাম এবং এজন্য দেরী হবার কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসন্ধান করতে থাকলাম। এজন্য আমি কখনো আমার ঘোড়াকে দ্রুত চালাচ্ছিলাম আবার কখনো ধীরে। ইতোমধ্যে রাতের মধ্যভাগে আমি গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে এসেছো? সে বললো, আমি তাঁকে তাহেন নামক স্থানে সুকইয়াতে মধ্যাহ্নে নিদ্রারত অবস্থায় রেখে এসেছি। (সেখানে পৌঁছে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবায়ে কেরাম আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে ও আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দোয়া করছে। তারা সবাই আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আতঙ্কিত। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি জংলী গাধা শিকার করেছি এবং তার অবশিষ্ট গোস্ত আমার কাছে আছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, তোমরা সবাই (এ গোস্ত) খাও। অথচ তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُون-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৫, ২৪৬, ৩৪৯, ৪০০, ৪০৮, ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি অ-মুহরিম ব্যক্তি কোনো জন্তু শিকার করে এবং মুহরিম ঐ শিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে অ-মুহরিমকে ইশারা-ইঙ্গিতে কোনোভাবেই তথ্য দিয়ে শিকারের ব্যাপারে সহযোগিতা করেনি, অতঃপর ঐ অ-মুহরিম ব্যক্তি মুহরিম ব্যক্তিকে তার গোশত হাদিয়স্বরূপ দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে।

শিরোনামের ব্যাখ্যাঃ

এ হাদীসটি বুখারী শরীফের আনুমানিক আটটি সনদে কিছু শব্দের কম-বেশি সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যার সারমর্ম হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ট হিজরীতে ওমরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। নবীজীর সাথে সাড়ে চৌদ্দশত (১৪৫০) সাহাবী ছিলেন। যেহেতু তারা ওমরার জন্য বের হয়েছিলেন তাই সকলেই ইহরাম পরিহিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু কাতাদা যিনি জাকাত উসূলের উদ্দেশ্যে নবীজীর নির্দেশে বের হয়েছিলেন, তাই তিনি ইহরাম পরিধান করেননি। বাকি বিশ্লেষণ শিরোনাম দ্বারা-ই বুঝে আসবে।

প্রশ্ন. বায়আতে রিদওয়ান কি ও তার নাম করণের কারণ কি এবং কি কারণে, কিসের উপর এ বায়আতটি হয়েছিল?

উত্তর. বায়আতে রিদওয়ান : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়া পৌছে বাবলা গাছের নিচে বসে উসমান (রাযি.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে জেহাদের যে বায়আত নিয়েছিলেন সেটাকেই বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়।

وجه تسمية : যেহেতু এই বাইয়াতের উপরে আল্লাহ তাআলা তার সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, একারণে এই বায়আত কে বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়।

و على أي شيء كانت البيعة؟ (এ বায়আতটি কিসের উপর হয়েছিল?) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের থেকে এ কথার উপরে বায়আত গ্রহণ করে ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে কাফেরদের সহিত লড়তে হবে, প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করতে হবে তবুও পালানো যাবে না। (ফাতহুল বারী)

কারণ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় পৌছে হযরত ওসমান (রাযি.)-কে মক্কার কুরাইশদের নিকট বলে পাঠান যে, তুমি আবু সুফিয়ান এবং মক্কার নেতাদেরকে আমাদের পয়গাম পৌছে দাও যে, আমরা শুধু মাত্র ওমরার নিয়তে এসেছি, লড়াই করার উদ্দেশ্যে নয়। মক্কায় যে সব মুসলমান রয়েছে তাদেরকে শুভ সংবাদ শুনাও, তারা যেন ঘাবড়ে না যায়। অতি শীঘ্রই আল-াহ তাআলা মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী করে দেবেন।

হযরত ওসমান (রাযি.) স্বীয় এক আপন ব্যক্তি আবান ইবনে সাইদের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং কাফেরদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বার্তা পৌছান ও দুর্বল মুসলমানদের সুসংবাদ শুনান। কাফেররা সর্ব সম্মতিক্রমে উত্তর দিলো যে, এ বছর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য তুমি ইচ্ছা করলে তাওয়াফ করতে পারো। হযরত ওসমান (রাযি.) বললেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছাড়া কখনও তাওয়াফ করবো না। কুরাইশরা একথা শুনে নিরব হয়ে যায় এবং হযরত ওসমান (রাযি.)-কে তারা আটকে রাখে। আর এদিকে এ সংবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, ওসমানগনি (রাযি.)-কে হত্যা করা হয়েছে।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি ভীষণ মনোকষ্ট পান। সেখানেই বাবলা গাছের নিচে সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন, যাতে সবাই মিলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে এ কথার উপরে বায়আত হন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিহাদ ও লড়াই অব্যাহত রাখবো শাহাদাত বরণ করবো কিন্তু পালাবো না। (সীরাতে মুস্তফা)

প্রশ্ন ঃ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ বাহ্যত হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোতে বিরোধ রয়েছে। যেমন–

[১] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) সূত্রে বর্ণিত, হযরত জাবির (রাযি.)-এর বর্ণনা আছে, হুদায়বিয়ার সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন ১৫০০ [এক হাজার পাঁচশত] ব্যক্তি।

[২] কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণিত, হযরত জাবির (রাযি.)-এর হাদীসে আছে, তখন লোক সংখ্যা ছিল ১৪০০ [এক হাজার চারশত] জন।

[৩] অপর বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আসহাবে শাজারা তথা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী লোক ছিলেন ১৩০০ [এক হাজার তিনশত] জন।

সমাধান ঃ বাহ্যত এই বিপরীতমুখী বর্ণনাগুলোর মাঝে সমাধান হলো– মূলতঃ মানুষ ছিলেন ১৪০০ এরও অধিক। যেমন– ১৮৫ নং হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে أكثر। শব্দ এসেছে।

অতএব যিনি ভগ্নাংশকে পূর্ণ ধরেছেন তিনি ১৫০০ [এক হাজার পাঁচশত] বলেছেন। যিনি ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েছেন শুধু শতক কে হিসাবে এনেছেন, তিনি বলেছেন ১৪০০ [এক হাজার চারশত]। বাকী থাকলো ১৩০০ [এক হাজার তিনশত] বর্ণনাটি। এর কয়েকটি উত্তর হতে পারে। যথা–

[ক] আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রাযি.) স্বীয় ইলম মুতাবিক বলেছেন, আর যিনি অতিরিক্ত সম্পর্কে জানতেন তিনি সে অতিরিক্তের কথা বর্ণনা করেছেন। মূলনীতি হলো নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য।

[খ] দ্বিতীয় উত্তর হলো– প্রথম দিকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হওয়ার সময় ছিলেন ১৩০০ [এক হাজার তিনশত]। এরপর আরও কিছু সংখ্যক লোক এসে মিলিত হলে এ সংখ্যা ১৫০০ [এক হাজার পাঁচশত] তে দাঁড়ায়।

[গ] আর একটি উত্তর হলো, মুজাহিদদের সংখ্যা হলো ১৪০০। সেবক ও মহিলাসহ সংখ্যা হল ১৫০০। –নাসরুল বারী ঃ ৮/২৬৪

প্রশ্ন ঃ আবু জান্দাল' কে, আবু জান্দালের দিন এটা কি?

উত্তর ঃ আবু জান্দাল (রাযি.) হলেন– সুহাইল ইবনে আমর এর পুত্র। সুহাইল ইবনে আমর হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় কুরাইশদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আর তারই পুত্র আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন পূর্বেই, কিন্তু হিজরত করার সুযোগ পাননি।

يوم ابي جندل তথা আবু জান্দাল (রাযি.)-এর দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হুদায়বিয়ার দিন। তথা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি লেখার দিন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার কাজ চলছে। এ সময় সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল (রাযি.) পায়ে বেড়ি লাগানো অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই কাফেরদের পক্ষ হতে তাকে নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হচ্ছিল। সুহাইল বলল, এ হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যাকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূলে মাকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনো তো চুক্তিনামা লেখা হয়নি। লেখা শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত হলে তার পরেই না চুক্তির ভিত্তিতে কাজ শুরু হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইলকে বারবার অনুরোধ করলেন। আবু জান্দাল আমাদের কাছে থাকুক। কিন্তু সুহাইল তা মানল না। অবশেষে আবু জান্দালকে সুহাইলের হাতে তুলে দিলেন। মক্কার কাফেররা আবু জান্দাল (রাযি.)-কে এ পর্যন্ত নানাভাবে কষ্ট ও নির্যাতন করে এসেছে। তাই আবার তাকে কাফেরদের মাঝে ফেরত প্রদানে আবু জান্দাল খুবই আফসোস ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, আফসোস! হে মুসলমাগণ! আমাকে আবারও কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে! রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– يا ابا جندل اصبر و احتسب فانا لا نغدر ان الله جاعل لك فرجا و مخرجا 'হে আবু জান্দাল! সবর কর, আল্লাহর কাছে বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখ। আমরা তো বিশ্বাস ভঙ্গের কোনো কাজ করতে পারি না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমার মুক্তির কোন উপায় বের করে দিবেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের এ বিষয়টিতে খুবই কষ্টবোধ হচ্ছিল।

প্রশ্ন. হুদায়বিয়া কি ও কোথায় অবস্থিত এবং গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়া কখন সংঘটিত হয় ও তার কারণ কি ছিল?

উত্তর. হুদায়বিয়া মক্কা শরীফ থেকে এক মনজিল এবং মদীনা শরীফ থেকে নয় মনযিল দূরত্বে একটি ছোট গ্রামের নাম, সেখানকার একটি কূপের নামানুসারে এর নাম হয়েছে হুদায়বিয়া।

متى وقعت কখন সংঘটিত হয়, ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসের প্রথম দিকে গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়া সংঘটিত হয়।

গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়ার কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি তার সাহাবাদের সমন্বয়ে কাবা শরীফে হজ্জ করেছেন এবং কাবা শরিফের চাবি স্বহস্তে গ্রহণ করছেন, অতঃপর তিনি ওমরা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অধিকাংশ ওলামাদের মত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫ শত মুসলমানদের সমন্বয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসের প্রথম দিকে সোমবার দিন ওমরার নিয়তে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। (ফাতহুল বারী)

কিন্তু মক্কার মুশরিকরা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তিনি কা'বা শরীফ পর্যন্ত পৌছতে পারেননি। পরিশেষে কিছু শর্তাবলীর ভিত্তিতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلاَلُ

পরিচ্ছেদ:[১১৪৬] মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তিরা তা বুঝে ফেলে (অতঃপর তা শিকার করে মুহরিমকে তার গোশত উপঢৌকন দেয় তাহলে তা খেতে পারবে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. أَنَّ أَبَاهُ. حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ. وَلَمْ أُحْرِمْ. فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ. فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ. فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ. فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ. فَطَعَنْتُهُ. فَأَثْبَتُّهُ. فَاسْتَعَنْتُهُمْ. فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا. وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ. وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ. فَانْظُرْهُمْ. فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ. وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ "كُلُوا". وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাযি.) তাঁর পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (পিতা) তাকে (পুত্রকে) বলেছেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সব সাহাবাই ইহরাম বাঁধা ছিলেন, কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। গায়কা নামক জায়গাতে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা খবর পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে (তাদের মুকাবিলার জন্য) অগ্রসর হলাম। আমার সংগী সাহাবাগণ পথিমধ্যে একটা জংলী গাধা দেখে একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলে আমি তাকিয়েই সেটিকে দেখতে পেলাম এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটিকে আক্রমণ করে বর্শা বিধিয়ে ফেলে দিলাম এবং পরে আমি তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলেন। পরে আমরা তার গোস্ত খেলাম ও গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে শংকিত ছিলাম। তাই আমি কোনো সময়ে ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে এবং কোনো সময়ে স্বাভাবিক চালিয়ে যেতে থাকলাম। মাঝ রাতে গিফার গোত্রের একজন লোকের সাথে দেখা হলে আমি

তার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কোথায় রেখে এসেছো? সে বললো, তাঁকে তাহেন নামক স্থানে রেখে এসেছি। তিনি সেখান থেকে সুকইয়া নামক স্থানে পৌছে দুপুরে ঘুমুচ্ছেন। পরে আমরা দ্রুত গিয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবারা আপনাকে সালাম ও আল্লাহর রহমত (দোয়া) বলে পাঠিয়েছে। তারা এ ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছে যে, আপনার থেকে শত্রুরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাই করলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। আমাদের কাছে এর অবশিষ্ট গোস্ত আছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা (এ গোস্ত) খাও। অথচ তারা সবাই সে সময় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৫, ২৪৬, ৩৪৯, ৪০০, ৪০৮, ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় যদি শিকার দেখে হেসে দেয়, আর অ-মুহরিম ব্যক্তি তা শিকার করে আনে তার গোশত মুহরিমকে দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে। তবে শর্ত হলো মুহরিম তাকে কোনো ধরনের ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে শিকারে সহযোগিতা করেনি।

بَاب لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

পরিচ্ছেদ:[১১৪৭] শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোনো হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ ـ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ ـ فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ. فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ " كُلُوهُ حَلاَلٌ ". قَالَ لَنَا عَمْرٌو اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৪] : হযরত আবু কাতাদা (রাযি.) বলেছেন, আমরা মদিনা থেকে তিন মারহালা (১ মারহালা ১৬ মাইল) দূরে আল কাহাহ্ নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের অনেকে তখন মুহরিম (ইহরাম বাঁধা) ছিল এবং অনেকে অ-মুহরিম ছিল। আমি আমার

বন্ধুদেরকে দেখলাম তারা পরস্পরকে কোনো কিছু দেখাচ্ছে। আমি একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (অধস্তন রাবী বলেন) এ সময় তাঁর চাবুক পড়ে গেলে সবাই বললো, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তাই এ ব্যাপারে তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবো না। আমি নিজে সেটি উঠিয়ে নিয়ে একটি টিলার আড়ালে গাধাটির কাছে গেলাম এবং (সেটিকে) ঘায়েল করে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের কেউ কেউ বললো, খাও, আবার কেউ কেউ বললো, খেয়ো না। সুতরাং ওটি নিয়ে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন আমাদের আগে। (আমি গিয়ে) এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খাও, এ তো হালাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৫, ২৪৫-২৪৬, ৩৪৯, ৪০০, ৪০৮, ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম শিকারীদেরকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে না। হিদায়া কিতাবে আছে– واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء

بَابُ لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ

পরিচ্ছেদ: [১১৪৮] ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয়

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ـ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ـ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ "مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا". قَالُوا لاَ. قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا"

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৫] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাযি.) বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজে রওয়ানা হলে তাঁরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। তাদের একদলকে অন্য পথে পাঠানো হলো। আবু কাতাদাও তাদের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে আমাদের সাথে মিলিত হবে। তারা সমুদ্র তীর ধরে অগ্রসর হয়ে যখন ফিরলেন, তখন একমাত্র আবু কাতাদা ছাড়া সবাই ইহরাম

বাঁধলেন। পথ চলতে চলতে তারা কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলেন। আবু কাতাদা গাধাগুলোর ওপর আক্রমণ করেন এবং একটি স্ত্রী জাতিয় গাধাকে আহত করেন। তখন সবাই সওয়ারী হতে অবতরণ করে গোস্ত রান্না করে খেলেন। এরপর তারা বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি কোন শিকারের গোস্ত খেতে পারি? সুতরাং গর্দভীর অবশিষ্ট গোস্ত আমরা সাথে নিলাম। এভাবে তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তাই তিনি আক্রমণ করে একটি গর্দভীকে আহত করে ফেলেন। আমরা সওয়ারী থেকে নেমে তার গোস্ত রান্না করে খাওয়ার পর (মনে সন্দেহ জাগায়) বললাম, আমরা তো মুহরিম। তাই এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত কোন জন্তুর গোস্ত খেতে পারি? এখন আমরা তার অবশিষ্ট গোস্ত সাথে এনেছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ কি জন্তুটির ওপর হামলা করতে তাকে আদেশ করেছো বা ইংগিত করেছো? তারা সবাই বলল, না এমন কেউ করেনি। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোস্ত খাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا-অংশের সাথে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিমকে শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা জায়েয হবেনা। এবং সেরকম গোশত খাওয়াও মুহরিমের জন্য জায়েয হবে না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৫, ২৪৬, ৩৪৯, ৪০০, ৪০৮, ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিমের জন্য শিকারীকে শিকারের দিকে কথা বা কর্মগত কোনোভাবেই ইঙ্গিত করা জায়েয হবে না, এবং কোনো ধরনের সহযোগিতা করাও জায়েয হবেনা।

بَابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

পরিচ্ছেদঃ [১১৪৯] মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবুল করবে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ. أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৬] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ..... ইবনে আব্বাস থকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা লাইছী (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠালে তিনি তা ফেরত দিলেন। এ সময় তিনি আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তার (সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী) মুখমন্ডলে তিনি মলিন ভাব দেখে বললেন, আমি ওটি ফেরত দিতাম না। শুধু এ কারণে ফেরত দিয়েছি যে, আমি এখন মুহরিম (ইহরাম বেঁধে আছি)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا. الي قوله فَرَدَّهُ عَلَيْهِ- এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬, ৩৫০, ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো অ-মুহরিম ব্যক্তি কোনো বন্য গাধা বা বন্য জন্তু মুহরিমকে হাদিয়া দেয় তাহলে তার জন্য তা কবুল করা জায়েয হবে না। কারণ, এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি তার জন্যই শিকার করেছে। তবে জবাই করে তার গোশত দিলে তা কবুল করা জায়েয হবে।

بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

পরিচ্ছেদ: [১১৫০] মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় প্রাণী বধ করতে পারে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ " ح وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى. نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ " ح وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৭] ঃ (১) আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ..... ইবনে ওমর (রাযি.) থকে বর্ণিত, হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ ধরনের প্রাণী হত্যা করা ইহরামধারী ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়। (২) দ্বিতীয় সনদে ইবনে ওমর (রাযি.) নবীজী থেকে বর্ণনা করে বলেন, (৩) তৃতীয় সনদে ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে- يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করবে।

(৪) চতুর্থ সনদে ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, হযরত হাফসা (রাযি.) বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর এ পাঁচ ধরনের জন্তুকে কেউ হত্যা করলে কোনো দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে হাদীসগুলির মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬, ৪৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ. يُقْتَلْهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৮] ঃ ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান..... হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি জন্তু এমন ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক যে, সেগুলো হারামের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। জন্তুগুলো হলো, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬, ৪৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى. إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاَتِ} وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا. وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ. وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا. إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اقْتُلُوهَا ". فَابْتَدَرْنَاهَا. فَذَهَبَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ". قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل حية بأسا

হাদীসের অনুবাদ [১৭১৯] ঃ আমর বিন হাফস...... আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, এক সময় আমরা মিনাতে পাহাড়ের একটা গুহায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর ওপর সূরা ওয়াল-মুরসালাত নাযিল হলো। আমি তাঁর মুখ থেকে সূরাটি শিখছিলাম। তখনও তাঁর মুখে আর্দ্রতা ছিল অর্থাৎ তিনি এখনও বলে শেষ করেননি ঠিক এ সময় একটি সাপ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা হত্যা করো। আমরা দ্রুত ছুটে গেলে সাপটি পালিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পেল যেমন তোমরা তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেলে।

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বোখারী (রাযি.) বলেন, আমার এ হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, এটা দেখানো যে, মিনা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানে সাপ হত্যা করায় সাহাবায়ে কেরাম কোনো দোষ মনে করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اقْتُلُوهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬-২৪৭, ৪৬৭, ৭৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ " فُوَيْسِقٌ ". وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২০] ঃ ইসমাইল...... আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে তার হত্যার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فُوَيْسِقٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের অধীনে ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে হাদীস নং ১৭১৮ থেকে ১৭২১ পর্যন্ত হাদীসে (যেগুলো আমরা تحويل سند এর মাধ্যমে একসাথে উল্লেখ করেছি)। পাঁচটি পশু হত্যার অনুমতি রয়েছে। আর ১৭২২ নং হাদীসে সাপ হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। আর যেহেতু সাপের ঘটনাটি আরাফার রাতে মিনার গুহায় হয়েছিল, আর এটা স্পষ্ট যে, সে সময় সকলেই ইহরামরত ছিলেন। আর শেষ হাদীসে টিকটিকিকে ফাসেক আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যে সমস্ত পশুকে হুযুর (স.) হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন সে সবগুলির ব্যাপারে বলেছেন- كلهن فاسق

সুতরাং বুঝা গেল যে, তার উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় এবং হেরেমের ভিতরে বা বাইরে যে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি মারা জায়েয আছে।

وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ : টিকটিকি/গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ সম্পর্কিত হাদীস বুখারীতেই সামনে আসছে। যেমন عن ام شريك ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امر بقتل الوزغ الخ (বুখারী: ১, পৃ. ৪৮৪) তাছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিকটিকি/গিরগিটি মারতে নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ঘরে একটি বর্শা রাখা ছিল। হযরত সায়েবা (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি এটি দিয়ে কি করেন? আয়েশা (রাযি.) বললেন, এটা দিয়ে গিরগিটি/টিকটিকি মারি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন পৃথিবীর সকল প্রাণী আগুন নিভানোর চেষ্টা করেছিল; একমাত্র টিকটিকি/গিরগিটি ফুঁ দিয়ে আগুন উসকে দিতে চেষ্টা করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ: খ. ২, পৃ. ২৪০)

وَزَغ : শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) বলেন- قال اهل اللغة الوزغ وسام ابرص جنس فسام ابرص هو كبار ه মোটকথা, وزغ গিরগিটি ও টিকটিকি উভয়কেই বলা হয়। সুতরাং উভয়কেই হত্যা করা ছওয়াবের কারণ হবে।

بَابٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ

পরিচ্ছেদ: [১১৫১] হারম শরীফের কোনো গাছ কাটা যাবে না।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম শরীফের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ. أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ. وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ. وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ. وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ. فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ. إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا. وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ. وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২১] ঃ হযরত আবু শুরাইহ আদাবী (রাযি.) আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আসকে যে সময় সে মক্কায় ইয়াযীদের নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলো বললেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, তাহলে আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শুনাবো যা মক্কা বিজয়ের পরদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। ঐ কথাগুলো আমার দুটি কান শুনেছে, মন সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, আর দুচোখ তার বাস্তবায়ন দেখেছে। যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলো বললেন, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, 'মক্কাকে আল্লাহ নিজে হারাম (মহাসম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হারাম করেনি। মক্কার মর্যাদা যখন এমন তখন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেখানে (মক্কা) রক্তপাত করা বা এর গাছ কেটে ফেলা হালাল নয়। যদি কেউ এখানে আল্লাহর রাসূলের সাথে লড়াই করা বৈধ মনে করে তাহলে তাকে জানিয়ে দাও, এখানে লড়াই বা রক্তপাতের অনুমতি আল্লাহ একমাত্র তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তোমাদেরকে নয়। আমাকেও আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন (গত) দিনে স্বল্প সময়ের জন্য, আজ এর মর্যাদা আবার তেমনি পুনর্বহাল হয়েছে যেমন গতকাল ছিল। সুতরাং এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত লোকদের কাছে একথা পৌছে দেয়া।' আবু শুরাইহ (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার (এ বক্তব্যের) জবাবে আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিল, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি আপনার চাইতে অনেক বেশি জানি তবে হারাম কোনো অপরাধী বা গুনাহগারকে, হত্যাকারী পলাতককে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দান করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১, ২৪৭, ৬১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হারাম শরীফে উদগত বৃক্ষ ও তার কাঁটাও কাটা যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ عن ابى شريح শব্দটির شين এর উপর পেশ راء এর উপর যবর ও শেষে حاء হবে। তিনি হলেন খুওয়াইলিদ বিন আমর বিন সাখর খুযাঈ কা'বী সাহাবী। তিনি ৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বুখারী শরীফেও তাঁর থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (কাসতাল্লানী)

হযরত আবু শুরাইহ (রাযি.) একজন বড় মাপের সাহাবী। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন। ওয়াকিদী (রহ.) বলেন, আবু শুরাইহ (রাযি.) মদীনার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (উমদাতুল কারী)

انه قال لعمرو بن سعيد। আমর শব্দটির عين এর উপর যবর। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, তিনি হলেন, আমর বিন সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়্যা কুরাশী উমাবী। আশদাক্ব নামে পরিচিত। তিনি সাহাবী ছিলেন না এবং তাবেঈও ছিলেন না। অর্থাৎ, সাহাবী নিশ্চিত ছিলেন না। তবে তাবেঈ। কিন্তু ভাল তাবেঈ নন। কিছু কিছু আকাবেরগণ তাকে 'শয়তান ফাসিক'ও লিখেছেন।

মোটকথা, এখানে সহীহ বুখারীতে আনুষাঙ্গিক তার আলোচনা এসেছে। হাদীসের রাবী স্বরূপ নয়। কেননা, কেউ ভুলক্রমে এ ফাসেককে বুখারীর রাবী মনে করতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এলেম প্রচারের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসিদ্ধ ঘটনার দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। ঘটনার সম্পর্ক এবং মিল সিফ্ফীন যুদ্ধের সাথে রয়েছে। অধমও প্রয়োজন অনুপাতে নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী : ১৬৫ তে বর্ণনা করে দিয়েছ।

ঘটনা এই ছিল যে, যখন রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতি সাইয়্যেদুনা হযরত ইমাম হাসান (রাযি.) হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর সাথে সন্ধি করলেন এবং খেলাফত তাঁকে অর্পণ করা হল, অতঃপর মুসলমানদের ঐক্য হয়ে গেল। ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা যা সম্ভবত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় শুরু হয়ে গেল। হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-কে উপদেষ্টাগণ বুঝালেন যে, বর্তমানে সর্বসম্মতিক্রমে আপনি মুসলমানদের খলিফা। যদি আপনি আপনার জীবদ্দশায় কাউকে দায়িত্ব না দেন তাহলে আপনার পরে মুসলমানদের মাঝে মতপার্থক্য হবে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাও রয়েছে। এজন্যে সংগত হল এই যে, আপনি আপনার জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে আপনার প্রতিনিধি বানিয়ে দিন। যদিও প্রতিনিধি বানানোর এ পদ্ধতিটি ইসলামী পদ্ধতি নয় এবং ইয়াযীদের ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর ধারণা ছিল না। এজন্য যুদ্ধ বিগ্রহ এবং মতপার্থক্য থেকে বিরত থাকার জন্যে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ইয়াযীদকে প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। তখন থেকে প্রতিনিধি বানানোর প্রথা শুরু হয়ে গেল। তাই তো অনেক লোক যাদের মধ্যে ইসলামী দেশসমূহের গভর্নরগণও ছিলেন। ইয়াযীদের প্রতিনিধিত্ব মেনে নিলেন। কিন্তু সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন (রাযি.) এবং মুহাম্মাদ বিন আবি বকর, ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রতিনিধিত্বের বাইআত গ্রহণ করলেন না। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৭৯)

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর ইন্তেকালের পর যখন ইয়াযীদ স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন মদীনা বাসীদের থেকে বাইআত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত হযরতদের থেকে হযরত মুহাম্মাদ বিন আবি বকর তো পূর্ব থেকেই হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত ইবনে উমর আমীরে মুআবিয়া (রাযি.)-এর পরে বাইআত গ্রহণ করলেন। হযরত হুসাইন (রাযি.) কুফাবাসীদের দাওয়াতের প্রেক্ষিতে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর সাথে যে সমস্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা বর্ণিত আছে তা তো প্রসিদ্ধ। যদিও এতে বাড়াবাড়িও সংমিশ্রণ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাযি.) মদীনা তাইয়্যেবা ছেড়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় (হারামে আশ্রয় গ্রহণ করলেন) এজন্য তাঁকে عائذ البيت ও বলা হয়। তারা মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেন। ইয়াযীদ ক্রোধান্বিত হল এবং সে মক্কার গভর্নর ইয়াহইয়া বিন হাকীমকে লিখল যে, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের থেকে আমার জন্য বাইআত গ্রহণ কর। মক্কা মুয়াজ্জমার বিচারপতি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের থেকে বাইআত নিয়ে ইয়াযীদ কে অবগত করল। তখন ইয়াযীদ বলল যে, আমি আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের বাইআত কবুল করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার নিকটে বন্দী হয়ে না আসবে। যখন মক্কার বিচারপতি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে ইয়াযীদের আদেশনামা শুনালেন তখন আবদুল্লাহ বললেন যে, আমি তো হারামের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমাকে কিভাবে বন্দী করা হবে। (উমদাতুল কারী)

উমদাতুল কারীর উল্লেখিত ইবারত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযি.) মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌছার পরে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু ঐ অহংকারী ইয়াযীদের জিদ ছিল যে, যাতে করে তিনি বেড়ি ও হাতকড়া পরে আসেন। আর হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.)-এর আশংকা ছিল এজন্যে তিনি বলেছিলেন যে, আমি হারামে আশ্রয় নিয়েছি। আমি এখান থেকে যেতে চাচ্ছি না। অতঃপর ইয়াযীদ মদীনার গভর্নর আমর বিন সাঈদকে লিখল যে, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযি.)-এর সাথে যুদ্ধের জন্যে মক্কায় সৈন্য পাঠাও।

أي يرسل الجيوش অর্থাৎ و هو يبعث البعوث - বা এর উপর পেশ। এটি بعث এর বহুবচন। بعوث - باء আমর বিন সাঈদ হারামে মক্কা মুকাররমায় সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন। ঐ সময় সাহাবী হযরত আবূ শুরাইহ (রাযি.) বললেন, ايها الامير হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাব। যা রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন ইরশাদ করেছিলেন। এটি অত্যন্ত শিষ্টাচার ও সভ্যতাপূর্ণ সম্বোধন ছিল। আর এটি দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতির মধ্য থেকে একটি যে, আমীর ও বাদশাহদের নিকট তাবলীগের ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা ব্যবহার করা চাই যাতে নম্রতা ও আকর্ষণ থাকে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে যেগুলোতে সে নিজের দখলদারিত্ব মনে করে। তাছাড়া এভাবে কথা বলার দ্বারা গ্রহণ হওয়ার অধিক আশা করা যায়।

الغد من يوم الفتح ৮ম হিজরীতে পবিত্র রমযান মাসের ২০ তারিখে মক্কা বিজয় হয়েছে। মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিয়েছেন। যাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো ছিল–

سمعته اذناي الخ আমি আমার কান দিয়ে শ্রবণ করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সময় রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছিলেন তখন আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম এবং পুরা বিষয়বস্তু আমার অন্তর সংরক্ষণ করে রেখেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত বুঝানো।

ان مكة حرمها الله الخ অর্থাৎ, মক্কা মুয়াজ্জমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হারাম বানিয়েছেন। কোন মানুষের বানানো হারাম নয়। এজন্য কোন মানুষের জন্য তার মর্যাদা নষ্ট করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন ঃ এক রেওয়ায়েতে আছে– ان ابراهيم حرم مكة و انا احرم ما بين لابتي المدينة এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– لم يحرمها الناس বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ মনে হয়।

উত্তর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) এর দিকে হারাম বানানোর নিসবত করা হয় রূপকার্থে। বরং মক্কা মুয়াজ্জমার হুরমত (সম্মান মর্যাদা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সব সময়ের জন্যে। হযরত নূহ (আ) এর জামানায় প্লাবনে এর নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ রাব্বুল আলীমানের নির্দেশে এর সীমা নির্ধারণ করে দিলেন যে, এটি হারামের অংশ। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) হারাম হওয়ার ঘোষণা করলেন। অন্যথায় মূলত মক্কা মুয়াজ্জমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই হারাম বানিয়েছেন। এজন্য কোন মানুষের জন্যে এর মর্যাদা নষ্ট করা জায়েয নেই। কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে আদৌ জায়েয নেই যে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। হত্যা অনেক বড় বিষয়। সেখানের কোন গাছ কাটাও জায়েয নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বিশেষ সময়ের জন্যে এ অনুমতি দিয়েছিলেন।

হারামের মাসায়িল ও ইমামগণের উক্তি

এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে ঃ

১. যদি কোন ব্যক্তি মক্কার হারামের মাঝে কাউকে হত্যা করে অথবা জখম করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার কিছাছ হারামেই নেয়া যেতে পারে।

২. যদি কোন ব্যক্তি হারামের বাইরে জখম করে। উদাহরণস্বরূপ হাত, নাক কেটে দেয় তাহলে এ অবস্থায়ও সর্বসম্মতিক্রমে হারামের মাঝে তার কিছাছ নেয়া যেতে পারে।

৩. যদি কোন ব্যক্তি হারামের বাইরে কাউকে হত্যা করে অতঃপর হারামে প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করে ঐ অবস্থায় হযরতে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.) এর নিকটে হারামের মাঝে তার থেকে কিছাছ নেয়া যেতে পারে।

ইমাম আজম আবু হানীফা ও আহমাদ (রহ.) এর মতে হারামের মাঝে তার থেকে কিছাছ নেয়া যাবে না। বরং হত্যাকারীকে এমন সংকীর্ণতায় ফেলতে হবে এবং তার সাথে পরিপূর্ণভাবে বয়কট করতে হবে যে, খাওয়া-দাওয়া, লেন-দেনসহ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে। যাতে করে বাধ্য হয়ে সে বের হয়ে আসে। অতঃপর তার থেকে কিছাছ নেয়া হবে।

এ অধ্যায়ের হাদীস ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মাযহাবের সমর্থন করে। অবশ্য ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ان الحرم لا تعيذ عاصيا و لا فارا بدم الخ বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করেন।

হযরত আহনাফ তার উত্তরে বলেন যে, এটি কোন হাদীস নয়। আমর বিন সাঈদ এর উক্তি। যিনি সাহাবী নন; বরং ইয়াযীদের গভর্নর ছিল। তাছাড়া সে ভাল তাবেঈও ছিল না। তাই তো তাকে لطيم الشيطان (শয়তানের চর খাওয়া লোক) নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইবনে হাযম (রহ.) বলেন- و لا كرامة للطيم الشيطان ان يكون اعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم

و لا يعضد بها شجرة হারামে মক্কার উদ্ভিদ তিন প্রকার-

১. যা কোন ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করে উৎপন্ন করেছে তা কাটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

২. যা কোন ব্যক্তি উৎপন্ন করেনি কিন্তু তা তার উৎপন্ন।

৩. নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি। এতে শুধু ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) কাটা এবং উপড়ে ফেলা জায়েয আছে। তাছাড়া নিজে নিজে উৎপন্ন কোন চারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে বা জ্বলে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে তা কাটাও জায়েয আছে।

সারকথা হল এই যে, لا يعضد بها شجرة তে شجرة দ্বারা ঐ ঘাস এবং চারা উদ্দেশ্য যা নিজে নিজে উৎপন্ন হয়। ما انبته الناس অর্থাৎ, মানুষের উৎপন্ন জাতীয় নয়, ভাঙ্গাচুড়া, জ্বলে পুড়ে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়াও নয়। তাছাড়া ইযখিরও নয় এরূপ চারা, ঘাস ইত্যাদি কাটা জায়েয নেই। যদি কাটা হয় তাহলে ঐ অবস্থায় এর বদলা দেয়া ওয়াজিব।

بَاب لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

পরিচ্ছেদ: [১১৫২] হারামের কোনো শিকার জন্তুকে তাড়ানো যাবে না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ. فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي. وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا. وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ". وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ " إِلاَّ الإِذْخِرَ". وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ. يَنْزِلُ مَكَانَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২২] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মর্যাদা দান) করেছেন। আমার আগে কারো জন্যে তা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্য হালাল হবে না। অবশ্য এক দিনের কিছু সময়ের জন্য মক্কাকে আমার জন্য

হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, কোন শিকারকে তাড়া করা যাবে না এবং ঘোষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। এই কথাগুলো শুনে আব্বাস বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের স্বর্ণকার ও কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ঘাস বাদ দিয়ে। খালিদ ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জানতে চাইলেন, তুমি কি জানো শিকার না তাড়ানোর অর্থ কি? এর অর্থ হল তাকে ছায়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে অবতরণ করানো (এমনটি করা যাবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০, ২১৬, ২৪৭, ২৮০, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ কেউ কেউ বলেছেন لا ينفر দ্বারা ইঙ্গিতার্থ হলো শিকার। অর্থাৎ শিকার করার নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য। চাই সেখানেই করুক বা সেখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র শিকার করুক। তবে যদি শুধুমাত্র তাড়িয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু শিকার না করে এবং পশু অক্ষত থাকে তাহলে গুনাহগার হবে-ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মারা যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

بَابُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا

পরিচ্ছেদঃ [১১৫৩] মক্কাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা অবৈধ।

আবু শুরাইহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কাতে কোনো রক্তপাত করা যাবে না।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ. وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا. وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا " . قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ قَالَ " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৩] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এখন আর হিজরত রইলো না, তবে থাকলো জিহাদের প্রয়োজন এবং নিয়ত। সুতরাং যখন জিহাদের প্রয়োজনে বের হতে ডাকা হবে তখন সে ডাকে সাড়া দিও। আর এই শহরকে আল্লাহ হারাম করে দেয়ার কারণেই এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বা মহাসম্মানিত থাকবে। আমার আগেও এই শহরে কারো লড়াই করা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও এক দিনের (গতকাল) কিছু সময় ছাড়া হালাল করা হয়নি। কারণ আল্লাহ হারাম করার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। এ শহরের গাছ কাঁটা, গাছ

উপড়ে ফেলা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না, প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়ানো যাবে না এবং কাঁচা ঘাস কাটা বা উঠানো যাবে না। এসব শুনে আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। কারণ তা তাদের স্বর্ণকারদের ও গৃহের ছাদের জন্য প্রয়োজন হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ঘাস বাদে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮০, ২১৬, ২৪৭, ২৮০, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মক্কা হলো হারাম, যার সম্মান বজায় রাখা ওয়াজিব। মক্কাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা জায়েয নেই। হানাফীরা তো এতটুকু বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি হারামের সীমার বাইরে হত্যা করে হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলেও তার কেসাস হারামে নেওয়া যাবে না; বরং তাকে হারাম থেকে বের করতে বাধ্য করা হবে। তার খানা-পিনা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর হারামের বাইরে তার থেকে কেসাস নেওয়া হবে।

بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

পরিচ্ছেদ: [১১৫৪] মুহরিমের জন্য সিংগা লাগানো।

ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর ছেলেকে ইহরাম অবস্থায় লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধিবিহীন ঔষধ ব্যবহার করতে পারে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ قَالَ عَمْرٌو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً. يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৮, ২৬০, ২৮৩, ৩১৪, ৮৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ. عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৫] ঃ হযরত ইবনে বুহাইনা (রাযি.) বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাহিয়ে জামাল নামক স্থানে তাঁর মাথার মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৮, ৮৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, প্রয়োজনের সময় ইহরাম অবস্থায় সিংগা লাগানো জায়েয আছে। সেক্ষেত্রে যদি চুল উপড়াতে হয় তাহলে তাও জায়েয হবে, তবে ফিদইয়া দিতে হবে। তবে বিনা প্রয়োজনে সিংগা লাগানোর সময় চুল কাটতে হয় বা কামাতে হয় তাহলে এমতাবস্থায় সিংগা লাগানো জায়েয হবে না।

بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৫৫] ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা (অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয আছে, তবে সহবাস করা জায়েয নয়)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৬] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৮, ৬১১, ৭৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করতে পারবে। সুতরাং এ মাসআলায় ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর সমর্থন ও আনুকূল্য করছেন।

মুহরিমের বিয়ে ঃ

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য বিবাহ করা জায়েয আছে কি না এ বিষয়ে এখতেলাফ আছে। ইমাম আজম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মাসরূক এবং ইকরিমা (রহ.) প্রমুখের মতে, বিবাহ জায়েয আছে। অবশ্য ইহরাম অবস্থায় সহবাস জায়েয নেই। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহ.) প্রমুখের মতে, মুহরিমের জন্য ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয নেই, বরং বাতিল এবং অন্যকে বিবাহ করানোও জায়েয নেই। হযরত উমর, আলী ও ইবনে উমর (রাযি.) থেকে এটাই প্রমাণিত।[৩০]

এই মতানৈক্যের মূল ভিত্তি এর উপর যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমূনা (রাযি.)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন, না হালাল অবস্থায়?

এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা (রাযি.)-কে ওমরাতুল কাযায় বিবাহ করেছেন।

---

[৩০] (উমদাতুল কারী ঃ ১০/১৯৫)

প্রথম দলের দাবী হল– এ বিবাহ ইহরাম অবস্থায় হয়েছিল। দ্বিতীয় দলের দাবি হল– এটি হালাল অবস্থায় হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) এর ঝোঁক প্রথম দলের দিকেই বুঝা যায়। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন– بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ (বুখারী : ১/৩৪৮)। এমনিভাবে কিতাবুন নিকাহে (৩/৭৬৬) একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে– باب نكاح المحرم সেখানে তিনি শুধু হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন– تزوّج النبيُّ صلى الله عليه و سلم و هو محرمٌ ইমাম বুখারী (রহ.) নিষেধের কোন হাদীস সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেননি। এটি দ্বারা তাঁর ঝোঁক ভালভাবে অনুমান করা যায়, আর তা হল জায়েয আছে।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ ইমামত্রয়ের প্রমাণাদি

١. عن عثمان بن عفّان رضـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ينكح المحرم و لا يُنكح و لا يُخطب

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– মুহরিম না নিজে বিয়ে করবে, না অন্য কাউকে বিয়ে করাবে, না বিয়ের প্রস্তাব দিবে।[৩১]

٢. عن ابى رافع قال تزوّج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة هو حلالٌ و بنى بها و هو حلالٌ و كنتُ انا الرسول (أى القاصد) فيما بينهما

٣. عن يزيد بن الأصمّ قال حدثتنى ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها و هو حلالٌ قال و كانت خالتى و خالة ابن عباس.[32]

প্রথম দল অর্থাৎ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের দলীলসমূহ

১. আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস। (বুখারী : ৩/৬১১, ১/৩৪৮, কিতাবুন নিকাহ : পৃষ্ঠা ৭৬৬, মুসলিম : ১/৫৪। তাছাড়া ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এ হাদীসের ব্যাপারে সিহাহ সিত্তার সমস্ত ইমামগণ একমত। এমনিভাবে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত।

٢. روى الطحاوى عن أبى هريرة رضـ قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة رضـ و هو محرمٌ.

٣. أخرج ابن حبان فى صحيحه و البيهقى فى سننه عن عائشة رضـ ان النبى صلى الله عليه و سلم تزوّج و هو محرمٌ.

সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে বায়হাকী।

ইমাম তাহাবী (রহ.) এ ধরনের অনেক হাদীস দ্বারা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিয়ে প্রমাণ করেছেন। এসব হাদীসের জন্য তাহাবী শরীফ দেখুন।

---

[৩১] (মুসলিম : ১/৪৫৩)
[৩২] (মুসলিম : ১/৪৫৪)

ইমামত্রয়ের সব থেকে বড় প্রমাণ– হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযি.)-এর রেওয়ায়েত– لا ينكح المحرمُ। এ হাদীসটির বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যখন এটি খবরের সীগা সহকারে হয়। উদ্দেশ্য হল– মুহরিমকে বিবাহ করা ও করানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। কেননা, এগুলো সব যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এর দ্বারা বিবাহ হারাম করা উদ্দেশ্য নয়। আর যদি لا ينكح শব্দটিকে নাহির সীগা হিসেবে ধরা হয়, তাহলে উভয় পক্ষের হাদীসগুলোর বিরোধ অবসানের জন্য এটাকে মাকরূহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

৩. দ্বিতীয় দলীল– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফি (রাযি.)-এর হাদীস যে, হযরত মাইমুনা (রাযি.)-কে বিয়ে করার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল ছিলেন। বাসর রাত উদযাপনের সময় হালাল ছিলেন। আর আমি উভয়ের মাঝে বিবাহের দূত ছিলাম।

এর উত্তর হল– এ হাদীসের সনদে মাতার আলওয়াররাক নামক একজন রাবী আছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁর সম্পর্কে ليس القوي অর্থাৎ 'শক্তিশালী নন' বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, كان في حفظه سوءٌ 'তাঁর স্মরণ শক্তিতে দুর্বলতা ছিল।'

দ্বিতীয় কথা হলো– এটি ইত্তিসাল এবং ইনকিতায়ের ক্ষেত্রে মুযতারিব। যেমন– তিরমিযী এদিকে ইঙ্গিত করেছেন–

قال ابو عيسى (أى الامام الترمذى) هذا حديثٌ حسنٌ و لا نعلم احدًا أسنده غيره حمّاد بن زيد عن مطر الورّاق الخ.[33]

৩. **তৃতীয় দলীল হল–** ইয়াযীদ ইবনে আসাম্মের রেওয়ায়েত। তিনি ছিলেন হযরত মাইমুনা (রাযি.)-এর ভাগ্নে। আর এক ভাগ্নে ছিলেন ইবনে আব্বাস (রাযি.) অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস ও ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রাযি.) তারা দুজন খালাত ভাই ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে আসাম থেকে বর্ণিত যে, হযরত মাইমুনা (রাযি.) (ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মূল ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রাযি.)। আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাইমুনা (রাযি.)-কে (অর্থাৎ, আমাকে) বিবাহ করেছেন তিনি তখন হালাল ছিলেন।

এর উত্তর হল– এতেও এখতেলাফ আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে ইয়াযীদের পর মাইমুনা (রাযি.)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে আর কোনটিতে মাইমুনা (রাযি.)-এর উল্লেখ ছাড়া মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[34]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন–

قال ابو عيسى هذا حديثٌ غريبٌ. و روى غيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يزيد الأصمّ مرسلا

আবু রাফি' এবং ইয়াযীদ (রাযি.)-এর হাদীসে যে هو حلالٌ শব্দ এসেছে এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, বিবাহ তো ইহরাম অবস্থায় হয়েছিল কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ হালাল অবস্থায় ঘটেছে। কেননা, বিয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ওলিমার খানার সময়, যা হালাল অবস্থায় হয়েছিল।

সর্বশেষ কথা হল– হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম ও ফিকহী জ্ঞান ছিল তাদের সকলের উর্ধ্বে।

ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, এসব বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, হাদীসের শক্তি ও দুর্বলতা হিসেবে বৈধতার উক্তি প্রধান। তাছাড়া, যুক্তি ও কিয়াসের দিক দিয়েও এটি প্রধান। কেননা, মুহরিমের জন্য সহবাস হারাম হওয়ার

---

[33] (তিরমিযী : ১০৩)

[34] (তিরমিযী : ১০৪)

কারণে বিবাহ হারাম হওয়া জরুরি নয়। সর্বসম্মতিক্রমে মুহরিমের জন্য বাদী ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু সহবাস করা নিষেধ। সুগন্ধি ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু ব্যবহার করা নিষেধ। সেলাইকৃত কাপড় ক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু পরিধান করা নিষেধ। ঠিক তেমনিভাবে যদিও স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ, কিন্তু বিয়ে করা জায়েয।

মোটকথা, উভয়পক্ষে সহীহ হাদীসবিদ্যমান রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসসনদগতভাবে প্রধান। কিন্তু সতর্কতা হল তা থেকে পরহেয করার ক্ষেত্রে। সুতরাং, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা অপেক্ষা করা থেকে পরহেয করাই উত্তম ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ। والله اعلمُ

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

পরিচ্ছেদ: [১১৫৬] মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, মুহরিম নারী ও ওয়ারছ কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ". تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৭] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আপনি আমাদের আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি এবং টুপি জাতীয় কিছু পরবে না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে তাহলে সে মোজা পরবে এবং গোড়ালির নীচে থেকে এর উপরের অংশ কেটে ফেলবে। আর যে কাপড়ে জাফরান বা ওয়ারস লাগানো হয়েছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না। আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ৫৩, ২০৯, ২৪৮, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ. فَقَتَلَتْهُ. فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " اغْسِلُوهُ. وَكَفِّنُوهُ. وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ. وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৮] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, এক মুহরিম ব্যক্তির উট তার মালিকের ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করলে তাকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। তিনি বললেন, গোসল দাও, কাফন পরাও তবে মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ বুখারী, এলেম : ২৫; সালাত : ৫৩; মানাসিক : ২০৮-২০৯; আবওয়াবুল ওমরা : ২৪৮; লিবাস : ৮৬২, ৮৬৩-৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭০ এ বর্ণিত আছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

برنس — باء এবং نون এর উপর পেশ। راء এর উপর জযম। অর্থাৎ, এমন কাপড় যা মাথার উপর দেয়ার অংশ জুড়ে দেয়া থাকে। অর্থাৎ, সাথে টুপি জড়িত থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল লম্বা টুপি। যা লোকজন ইসলামের প্রথম যুগে পরিধান করত। (উমদাতুল কারী)

সারকথা হল এই যে, برنس ঐ কাপড় যাতে টুপি সংযুক্ত থাকে। জুব্বা হোক অথবা জামা। বৃষ্টি মৌসুমের পোশাক।

ورس — واو এর উপর জবর। راء এর উপর সাকিন। আর এর শেষ হরফটি سين। এটি এক প্রকার হলুদ রং-এর ঘাস। এগুলো শুধু ইয়ামানে হয়ে থাকে। চেহারায় তিল পড়লে তার প্রলেপ খুবই উপকারী।

فليلبس الخفين و ليقطعهما যদি কোন মুহরিমের নিকটে জুতা না থাকে; বরং মোজা থাকে তাহলে উভয় মোটা কেটে দিবে।

الكعبين এখানে পায়ের পাতার মধ্যখানের হাড় উদ্দেশ্য। ওযুতে টাখনু উদ্দেশ্য, মাঝের হাড্ডি উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা, মুহরিম সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করবে না এবং মাথা ও পা ঢাকবে না।

بَابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا

পরিচ্ছেদ:[১১৫৭] মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারবে। ইবনে ওমর এবং আয়েশা (রাযি.) মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক শরীর চুলকানোতে কোনো দোষ আছে বলে মনে করেন না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ. وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ. اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ. أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ. وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ. فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭২৯] ঃ হযরত ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুনায়েন (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে কি না এ নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামার মধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে আবু আইয়ূব আনসারীর কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকির দুই খুঁটির মাঝে একটি কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জানতে চাইলেন, কে? আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে হুনায়েন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে আপনার কাছে এ কথা জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে মাথা ধুতেন? এ কথা শুনে আবু আইয়ূব তাঁর হাত (মাথার) কাপড়ের ওপর রেখে কাপড় সরালেন, এমনকি আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে যে তাঁর মাথায় পানি ঢালছিল বললেন, পানি ঢালো। সে পানি ঢালতে থাকলো। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দুইটি একবার সামনে আনলেন আবার পিছনে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَه -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য গোসল করা জায়েয আছে। যদি সে জুনুবী হয় তাহলে সকলের ঐকমত্যেই জায়েয। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহূরের সমর্থন ও আনুকূল্য করেছেন।

بَاب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

পরিচ্ছেদ:[১১৫৮] চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ "مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ". لِلْمُحْرِمِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩০] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যার জুতা নেই সে শুধু মোজা পরিধান করবে আর যার ইজার বা লুঙ্গী নেই সে পাজামা পরিধান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৪, ২৪৮, ২৪৯, ৮৬৩, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ " لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ. وَلاَ الْعَمَائِمَ. وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ. وَلاَ الْبُرْنُسَ. وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩১] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হলো, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে? তিনি বললেন, কামিজ, পাগড়ি, পাজামা, টুপি এবং জাফরান ও ওয়ারসে রাঙানো কাপড় পরবে না। তবে জুতা না থাকলে মোজা পরবে এবং পায়ের গোড়ালির নীচ থেকে তা কেটে নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِفَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫, ৫৩, ২০৯, ৮৬২, ৮৬৩, ৯৬৪, ৮৬৯, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুহরিম ব্যক্তির জুতা না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে, তবে শর্ত হলো মোজার টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাটতে হবে। শুধুমাত্র ইমাম আহমদ (রহ.) মোজা না কেটেও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহূরের সমর্থন করছেন।

بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

পরিচ্ছেদ: [১১৫৯] মুহরিম ব্যক্তি লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরিধান করবে

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ " مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ. وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩২] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, মুহরিম ব্যক্তির মধ্যে যার ইজার বা লুঙ্গী নেই সে পাজামা পরবে। আর কারো জুতা না থাকলে সে শুধু মোজা পরবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৪, ২৪৯, ৮৬৩, ৮৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মুহরিম ব্যক্তি লুঙ্গি না পেলে পাজামা পরতে পারবে।

بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬০] মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্রধারণ করা।

ইকরিমা (রহ.) বলেছেন, শত্রুর আশঙ্কা হলে মুহরিম অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদয়া দিয়ে দিবে। তবে ফিদইয়া আদায় করা সম্পর্কে আর কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ. حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৩] : হযরত বারাআ (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যি-কাদা মাসে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয়, বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৩৯, ২৪৯, ৩৭১, ৪৫২, ৬১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, প্রয়োজনের সময় মুহরিম ব্যক্তি অস্ত্রসজ্জিত থাকতে পারবে।

بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

পরিচ্ছেদ: [১১৬১] মক্কা ও হারাম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা প্রসঙ্গে

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ

ইবনে ওমর (রাযি.) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও ওমরা আদায়ের সংকল্পকারী লোকদেরকেই ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছিলেন। কাঠ বহনকারী এবং অন্যান্যদের জন্য তিনি ইহরাম বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য (এগুলো মীকাত) এবং বাইরে থেকে আগত হজযাত্রীদের যারা এর পাশ দিয়ে বা ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরে অধিবাসীদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই ইহরাম বাঁধার স্থান। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬, ২০৭, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ. وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ. فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ "اقْتُلُوهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৫] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর বিজয়ের দিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। যখন তিনি এটি মাথা থেকে নামালেন সে সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালো, ইবনে খাতাল কাবার গেলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন, তাকে হত্যা করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ. وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ-অংশের সাথে। সুতরাং তিনি যদি মুহরিম হতেন তাহলে তিনি মাথা খোলা অবস্থায় প্রবেশ করতেন। বুঝা গেল যে, ইহরামবিহীন অবস্থায়ও মক্কায় প্রবেশ করা যায়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৯, ৪২৭, ৬১৪, ৮৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র পর্যটনের উদ্দেশ্যে মক্কা যায় তাহলে সে ইহরাম না বেঁধেও মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে কি না এ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সকলের জন্য **ইহরাম আবশ্যক। ইহরামবিহীন সর্বাবস্থায়** মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে যদি আনন্দভ্রমণের উদ্দেশ্যে যায় তাহলে ইহরামবিহীনও যেতে পারবে। বুঝা গেল ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ীদের সমর্থন করছেন।

৩. মালেকী ও হাম্বলীগণের এক কওল শাফেয়ীগণের ন্যায়, অপর কওল হানাফীগণের ন্যায়।

بَاب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬২] অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে।

আতা (রহ.) বলেন, অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে যদি কেউ সুগন্ধি মাখে অথবা জামা পরিধান করে, তাহলে তার উপর কোনো কাফফারা নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ. وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ "اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ" وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ. يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ. فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৬] ঃ হযরত সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমন সময় হলুদ অথবা অনুরূপ বর্ণের একটি জুব্বা পরে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলো। আর ওমর আমাকে বললেন, যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হয় সেই মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর এক সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হলো এবং ওহী নাযিলের অবস্থা বিদূরিত হলে তিনি বললেন, যেমন করে হজ আদায় করো ওমরাতেও তাই করো। এক ব্যক্তি অপর একজনের হাত কামড়িয়ে দিলে সে হাতটি টেনে নেয়ার সময় ঐ ব্যক্তির সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়, এর ক্ষতিপূরণের নালিশ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল করে দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৮, ২৪১, ২৪৯, ৩০১, ৬২০, ৭৪৫, ৩০১, ৪১৭, ৬৩৪, ১০১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। কিন্তু আতা (রহ.)-এর উক্তি এনে নিজের মনোভাবের কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে বা মাসআলা না জানার কারণে সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে ফেলে তাহলে তার জন্য কোনো কিছু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এরও মত। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, যদি পরার সাথে সাথে খুলে ফেলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করার পরক্ষণেই তা ধুয়ে ফেলে তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

হানাফীরা বলেন, সর্বাবস্থায় কাফফারা আবশ্যক হবে।

হাম্বলীদের থেকে উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। একটি হলো হানাফীদের অনুযায়ী, অপরটি শাফেয়ীদের অনুযায়ী। ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ীদের সমর্থন করেছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ: [১১৬৩] মুহরিম ব্যক্তির আরাফাতে মৃত্যু হলে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ হতে হজ্জের বাকী রুকনগুলো আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করেননি।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. فَوَقَصَتْهُ. أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ. وَلَا تُحَنِّطُوهُ. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৭] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে গেল অথবা (রাবীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, দুটি কাপড়ে কাফন দাও অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার দুটি কাপড়ে কাফন দাও, মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধিও লাগিয়ো না। কারণ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي -অংশের সাথে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির হজ্জের অবশিষ্ট কাজসমূহ আদায় করতে নির্দেশ দেননি; বরং তার কাফন ও দাফন দিতে বলেন, এবং সুগন্ধি লাগাতে ও মাথা ঢাকতে নিষেধ করেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৯, ২৪৮, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ. أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. وَلَا تُحَنِّطُوهُ. فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৮] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আরাফাতের ময়দানে এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে যায় অথবা বলেছেন (রাবী সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল (সে ইন্তেকাল করলো)। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, (তার নিজের) দু'টি কাপড় দ্বারা কাফন পরাও, তার শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ো না, মাথা ঢেকে দিও না এবং হানুতও (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিও না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি পূর্বের হাদীসেরই অপর সনদ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৬৯, ২৪৮, ২৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তির উপর হজ ফরয হয়েছে, এবং সে ঐ বছরই হজ করেছে; কিন্তু হজের সকল আরকান আদায় করতে পারেনি, এর পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তাহলে এ আরকানসমূহ অবশিষ্ট থাকার কারণে হজ পূর্ণ করার অসিয়ত করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং তার হজ পূর্ণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এটিই হানাফীদের মাযহাব।

بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

পরিচ্ছেদ:[১১৬৪] ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلاً. كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ. وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৩৯] ঃ তরজমা ইত্যাদির জন্য দেখুন পূর্বের হাদীস নং ১১৬৩

بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬৫] মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ বা মান্নত আদায় করা মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ হজ আদায় করতে পারে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً. مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ. فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا. أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ. فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪০] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, জুহাইনা গোত্রের একজন নারী এসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমার মা হজ করার মান্নত করেছিলেন, কিন্তু হজ না করতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ করো। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে করো, যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কারণ আল্লাহর হকই সব চাইতে বেশি আদায়যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। ১. মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা, এবং মান্নত পূর্ণ করা। ২. পুরুষ মহিলার পক্ষ থেকে হজ করবে। হাদীসের মুনাসাবাত প্রথম অংশের সাথে তো স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে তার মৃত মায়ের পক্ষ থেকে হজ করার এবং মান্নত পূর্ণ করারও অনুমতি দিয়েছেন।

তবে দ্বিতীয় অংশের সাথে মুনাসাবাত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়, যার কারণে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) এর উত্তরে বলেন, যখন মহিলা মহিলার পক্ষ থেকে হজ করতে পারে তাহলে পুরুষ তো আরো উত্তমরূপেই পারবে।

২. দ্বিতীয় উত্তর হলো মহিলার প্রশ্নের জবাবে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- اقضوا الله। যা হলো বহুবচনের সীগাহ। বুঝা গেল যে, মহিলার বদল হজ পুরুষও করতে পারবে। সুতরাং الرجل يحج عن المرأة, প্রমাণিত।

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) কখনও সামঞ্জস্যের জন্য অন্য সনদের প্রতি ইঙ্গিত করে দেন। এখানে কিতাবুন নুযুরের একটি রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যাতে স্পষ্ট রয়েছে যে, একজন পুরুষ তার বোনের পক্ষ থেকে হজের অনুমতি পেয়েছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করতে পারবে; যদি সে সক্ষম না হয়। যেমন বাবের হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মহিলা মহিলার পক্ষ থেকে এবং পুরষের পক্ষ থেকেও করতে পারে। তেমনিভাবে পুরুষ মহিলার পক্ষ থেকে এবং পুরুষের পক্ষ থেকেও করতে পারে।

بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৬৬] যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ. عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪১] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, বিদায় হজের বছরে খাসআম গোত্রের একজন নারী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ আদায় করা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার ওপর ফরয। আমার পিতার ওপর হজ এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ করলে তার হজ কি আদায় হবে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫, ২৫০, ৬৩১, ৯২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও বদলী হজ করতে পারবে যদি সে ল্যাংড়া ও দুর্বল হয়, যে নড়াচড়াও করতে না

পারে, তাহলে তার পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তি হজ করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ (রহ.) প্রমুখের মত এটিই। ইমাম মালেক ও লাইছ (রহ.) প্রমুখ বলেন জীবিত কারো পক্ষ থেকে বদলী হজ করা যাবে না। তবে মৃতদের পক্ষ থেকে করতে পারবে। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহূরের সমর্থন করেছেন।

তবে যে ব্যক্তি নিজে হজ করতে সক্ষম, তার পক্ষ থেকে ফরয হজ সর্বসম্মতিক্রমে অন্যে করা জায়েয নয় কিন্তু নফল হজের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬৭] পুরুষের পক্ষ হতে মহিলা হজ আদায় করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪২] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, ফযল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসেছিলেন। খাসআম গোত্রের একজন নারী এই সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে ফযল তার দিকে তাকায় আর নারীও তার দিকে তাকায়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। নারীটি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আল্লাহর ফরয (হজ) এমন অবস্থায় আমার পিতার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজের সময়ের ঘটনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৫, ২৫০, ৬৩১, ৯২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলা হজ করতে পারবে।

باب حَجِّ الصِّبْيَانِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬৮] বালকদের হজ আদায় করা

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ بَعَثَنِي. أَوْ قَدَّمَنِي. النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৩] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাতে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, ইবনে আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজের সময় ছিলেন যখন তিনি ছিলেন নাবালক। সুতরাং বালকের হজ প্রমাণিত হলো।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২২৭, ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَمِّهِ. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ. أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى. حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ. ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ. فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আমি আমার একটি গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে মিনায় আগমন করলাম। আমি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিনাতে দাঁড়িয়ে নামাযরত ছিলেন।

আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম এবং তারপরে গর্দভীর পিঠ হতে নামলাম। সেটি বেড়াতে থাকলো। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে গিয়ে লোকদের সাথে কাতারে শামিল হলাম। ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এ ঘটনা বিদায় হজের সময় মিনায় ঘটেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত পূর্বের হাদীসের সামঞ্জস্যের অনুরূপ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৭, ৭১, ১১৯, ২৫০, ৬৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৫] ঃ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.) বলেছেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ. عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৬] ঃ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাযি.) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ সম্পর্কে বলেন, সায়েবকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সামগ্রীর সাথে হজ করানো হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নাবালক শিশুর হজ সহীহ ও বিধিবদ্ধ। ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে ঐ স্পষ্ট হাদীসটি উল্লেখ করেননি যা ইমাম মুসলিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন। এক মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর উপরও কি হজ আছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার ছওয়াব তুমি পাবে।

হানাফিরাও এর প্রবক্তা; তবে নাবালকের হজ ফরয হিসেবে গণ্য হবে না। যদি সাবালক হওয়ার পর তার উপর হজ ফরয হয় তখন আবার তাকে হজ করতে হবে।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ইলমে হাদীসে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। প্রথমে মদীনায় মুহাদ্দিস সালেহ ইবনে কায়সানের নিকট হাদীস ও দীনি ইলম শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তদানীন্তন মনীষীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পারিক চর্চা ও আলোচনার পূর্ণ সুযোগ পান এবং হাদীসের অন্যান্য সাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি যখন মদিনা থেকে চলে গেলাম, তখন আমার চেয়ে (হাদীসে) বড় আলেম আর কেউ ছিল না। তিনি ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাফেয যাহাবী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন–

كان فقيها مجتهدًا عارفا بالسنن كبيرَ الشأن ثبتًا حجةً حفظا قانتًا لله أواها منيبًا.

অর্থাৎ, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ফিকহবিদ, মুজতাহিদ, সুন্নাত ও হাদীসে পারদর্শী, বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাদীস-অভিজ্ঞ, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রাবী, হাদীসের হাফেয, আল্লাহর হুকুম পালনকারী, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী লোক ছিলেন।[৩৫]

بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

পরিচ্ছেদ: [১১৬৯] মহিলাদের হজ প্রসঙ্গে

وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَذِنَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)....আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.) হতে বর্ণিত, যে বছর ওমর (রাযি.) শেষবারের মত হজ আদায় করেন সে বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রীকে হজ আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.)-কে পাঠিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রীগণ বিদায় হজের সময় হজ সম্পাদন করেছিলেন। অর্থাৎ ফরয আদায় করেছিলেন। এবং ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব, তাছাড়া অধিক ভিড়াভিড়ির কারণে পুরুষদের সাথে মেলামেশার সমস্যা থাকে, তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্মানার্থে ওমর (রাযি.)-এর সংশয় ছিল যে, তাদেরকে হজের অনুমতি দিবেন কি না? অতঃপর তিনি অনুমতি দিলেন। এবং তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত উসমান ও আব্দুর রহমান বিন

---

[৩৫] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৫৭৬]

আউফ (রাযি.)-কে নিযুক্ত করে দেন। এরপর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর খেলাফতকালেও উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ হজ করেছিলেন। তবে তারা চেহারার উপর চাদর দিয়ে রাখতেন।

প্রশ্ন: যে কোনো মহিলার শরিয়তসম্মত দূরত্বের সফর মাহরাম বা স্বামী ব্যতীত জায়েয নেই। যেমন হাদীসে আছে- لا تسافر المرأة ليس معها زوجها او ذو محرم আর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের সাথে যারা ছিলেন তারা কেউ-ই তো তাদের মাহরাম ছিলেন না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হলেন সকল মুসলমানের মা। যেমন কুরআনে আছে- وازواجهم امهتهم (احزاب) আর মাহরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার সাথে চীরদিনের জন্য বিবাহ হারাম। সুতরাং তারা মাহরামের হুকুমেই ছিলেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ " لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৭] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মেয়েরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মকবুল (মাবরুর) হজ। আয়েশা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে একথা শুনার পর থেকে আমি কখনও হজ করা বাদ দেইনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২০৬, ২৫০, ৩৯০, ৪০২, ৪০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ " اخْرُجْ مَعَهَا ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৮] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেয়েরা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম ব্যক্তি কাছে না থাকলে কোন পুরুষ তার সাথে সাক্ষাত করবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমার স্ত্রী হজ করার সংকল্প করেছে। (এ অবস্থায় আমি কি করবো?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَخْرُجْ مَعَهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫০, ৪২১, ৪৩০, ৭৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ "مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ". قَالَتْ أَبُو فُلاَنٍ-تَعْنِي زَوْجَهَا-كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي". رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৪৯] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান আনসারীকে (একজন আনসারী নারী) বললেন, কে তোমাকে হজ্জে যেতে বাধা দিলো? তিনি (উম্মে সিনান) জবাবে বললেন, অমুকের পিতা অর্থাৎ তাঁর স্বামী। পানি টানার জন্য আমাদের দু'টি উট মাত্র। এর একটিতে চড়ে তিনি হজ আদায় করতে গিয়েছিলেন এবং অপরটি আমাদের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করতো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রমজান মাসে একটি ওমরা আদায় করা একটি ফরয হজ আদায়ের সমান অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমার সাথে হজ আদায় করার সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫০-২৫১, ২৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫০] ঃ হযরত যিয়াদের আজাদকৃত গোলাম কাযাআহ (রাযি.) বলেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে, যিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন-বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি অথবা বলেছেন (রাবীর সন্দেহ) তিনি ঐগুলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়গুলো আমাকে চমৎকৃত করে দিয়েছে এবং বিস্ময়াভিভূত করেছে। (তা এই যে) স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোনো নারী দুই দিনের রাস্তা সফর করবে না, কেউ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন রোযা

রাখবে না। আসর ও ফজর এই দুটি নামাযের পরে কেউ কোনো নামায পড়বে না, আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত। এবং মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদুন নববী) ও মসজিদে আকসা এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোনো মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নিবে না। (এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোনো মসজিদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ -এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৮, ১৫৯, ২৬৭, ২৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, হজ যেমনিভাবে পুরুষদের উপর ফরয, তেমনিভাবে মহিলাদের উপরও ফরয। কিন্তু মহিলাদের হজের জন্য অতিরিক্ত একটি শর্ত হলো স্বামী বা মাহরাম আত্মীয়দের মধ্য হতে কেউ সঙ্গে থাকা। এতদ্ভিন্ন তারা হজ করতে পারবে না। এটিই হানাফীদের মাযহাব।

بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদ:[১১৭০] যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মান্নত করে (তা পূরা করা ওয়াজিব কি না)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَامٍ. أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ. قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ. عَنْ أَنَسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ "مَا بَالُ هَذَا". قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ "إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ". وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫১] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, (তিনি বলেছেন), আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের ওপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন, এর কি হয়েছে? লোকেরা জানালো, সে হেঁটে হেঁটে (কাবা পর্যন্ত) যাবার মান্নত করেছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেয়ার মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাবার আদেশ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫২] ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বলেছেন, আমার বোন বায়তুল্লাহ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মান্নত করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হেঁটেও যাবে এবং সওয়ারীতেও যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ. إِلَى بَيْتِ اللهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৩] ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমাকে আবু আসেম বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আইউব থেকে তিনি এজিদ বিন আবী হাবীব থেকে তিনি আবুল খাইর থেকে তিনি উকবা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীস বর্ণনা করে ইশারা করে দিলেন যে, ইবনে জুরাইজের দুইজন শায়খ, এক. ইয়াহইয়া বিন আইউব দুই. সাঈদ বিন আবী আইউব।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি কা'বা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার মান্নত করে তাহলে পায়ে হেঁটে চলবে, কিন্তু কোথাও গিয়ে ক্লান্ত হলে বা কষ্ট লাগলে সওয়ার হবে। যেমন বৃদ্ধ লোকটিকে যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, সে কষ্টের কারণে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছে এবং ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন তিনি তাকে সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ
মদিনার ফযিলত

بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ
পরিচ্ছেদ: [১১৭১] মদিনা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৪] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদিনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (একটি নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করে) হারাম; মহাসম্মানিত। এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবে না। (ইসলামের বিপরীত) কোনো কাজ এখানে করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে এধরনের বিদআত করবে তার প্রতি আল্লাহর সকল ফিরিশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ১০৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ "‏ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي ‏"‏‏.‏ فَقَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ‏.‏ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ‏.‏

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৫] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসার পর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনী নাজ্জার! আমার কাছ থেকে (ভূমির) মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে এর মূল্য চাই না। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, ভগ্নাবশেষ সাফ করে ভূমি সমতল করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। মসজিদের কিবলার দিকে কেবল কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত:শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে পরোক্ষভাবে। কারণ, পূর্বের হাদীস দ্বারা জানা গেছে যে, গাছ কাটা যাবে না। আর এ হাদীসে আছে গাছ কাটা হয়েছিল। বুঝা গেল যে, মদিনার গাছপালা মক্কার গাছপালার ন্যায় নয়; বরং মদিনার হেরেম হলো মর্যাদার দিক থেকে। কেননা, মদিনা যদি মক্কার ন্যায় হেরেম হতো তাহলে তার পগাছপালা কাটা করা হতো না।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৭, ৬১, ২৫১, ২৭৩, ৩৮৮, ৩৯৮, ৫৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي ". قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ " أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ". ثُمَّ الْتَفَتَ. فَقَالَ " بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদিনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হারাম বা মর্যাদাবান করা হয়েছে। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী হারেসার এলাকায় গিয়ে বলেন, তোমরা তো হারামের বাইরে রয়ে গেছো। পরে তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বললেন, না বরং তোমরা হারামের অভ্যন্তরেই আছো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ. وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْمَدِينَةُ حَرَمٌ. مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا. مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا. أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ". وَقَالَ " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৭] ঃ হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আর কিছুই নেই। এতে বর্ণিত আছে, মদিনার আইর নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত। এখানে যদি কেউ (ইসলামের বিপরীত) অসংগত নতুন কিছু (বিদআত) করে বা বিদআত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত (আল্লাহর কাছে)

কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং কেউ কোনো মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফিরিশতা এবং গোটা মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার মিত্র গোত্রের অনুমতি ছাড়াই অন্য কওমের সাথে বন্ধুত্ব করলো, তার প্রতিও আল্লাহ, ফিরিশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْمَدِينَةُ حَرَمٌ. مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনা মুনাওয়ারার মর্যাদা প্রমাণ করা। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) স্পষ্ট কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি যে, এর মর্যাদা কি মক্কার মতোই, নাকি কিছু পার্থক্য আছে। যেহেতু এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের এখতেলাফ বিদ্যমান। এজন্য তিনি স্পষ্ট হুকুম বর্ণনা করেননি।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত হলো, মদিনার সম্মান-মর্যাদা মক্কার মতোই। মক্কার যেমন কোনো বৃক্ষ কর্তন করা যায় না তদ্রুপ মদিনারও কোনো বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকার করা যাবে না। তবে তাদের মতেও এ সমস্ত কাজের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

হানাফীদের অভিমত হলো, মদিনার সম্মান-মর্যাদা মক্কার মতো নয়; বরং এর বৃক্ষরাজি কাটা যাবে, এর জন্তু শিকার করা যাবে। নতুবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের প্রথম বর্ষেই বনু নাজ্জারের খেজুর বাগান কাটাতেন না। তবে মদিনা নেহায়েতই মর্যাদাবান স্থান। তাই তার সৌন্দর্য রক্ষা করা উচিত, মদিনাকে বিরানভূমিতে পরিণত করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর অভিমতের সমর্থন করেছেন।

باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭২] মদিনার ফযিলত এবং মদিনা অবাঞ্ছিত লোকদের বহিষ্কার করে দেয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ. سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ. وَهْيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে (শহরে) হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ তার (উপযুক্ত) নাম হলো মদিনা। এই মদিনা খারাপ লোকদেরকে (এর অভ্যন্তর থেকে) এমনিভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَهْيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ- এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনা মুনাওয়ারার মর্যাদা প্রমাণ করা। এ হাদীসে আছে- أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে; বাস্তবেও তাই হয়েছিল। কারণ, মদিনা একটি দীর্ঘ যুগ ধরে ইরান, আরব, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদির রাজধানী ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন মদিনায় অবস্থান করেই রাজ্য পরিচালনা করেছেন, এমনকি মক্কা থেকে শিরক ও কুফরীর মূলোৎপাটন করা হয়েছিল এ মদিনাতে বসেই।

بَاب الْمَدِينَةُ طَابَةُ

পরিচ্ছেদ:[১১৭৩] মদিনার অপর নাম ত্বা-বাহ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى. عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " هَذِهِ طَابَةُ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৫৯] ঃ হযরত আবু হুমাইদ (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক থেকে ফিরে এসে মদিনার কাছাকাছি হলে তিনি বললেন, এই তো তাবাহ (তাবাহ অর্থ তাইয়েবা বা পবিত্র)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هَذِهِ طَابَةُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) মদীনার ফযিলত সম্পর্কিত অনেকগুলি বাব কায়েম করেছেন। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদিনার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা। কেননা, নামের আধিক্য নামবিশিষ্টের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আর মদিনায় শুয়ে আছেন দয়ার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিধায় তার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করাই স্বাভাবিক।

بَاب لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭৪] মদিনার কংকরময় দুটি এলাকা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলতেন, আমি যদি মদিনাতে হরিণ চরে বেড়াতে দেখি তাহলে সেটাকে ভয় দেখাবো না। কারণ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদিনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মদিনার মর্যাদা মক্কার ন্যায়, যা সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষার্থে সেখানকার বৃক্ষরাজি ও পশু-পাখি শিকার করা যাবে না।

হানাফীদের অভিমত হলো, মদিনার বৃক্ষরাজি কর্তন করা যাবে, এবং শিকারও করা যাবে। সুতরাং এ হাদীসের উত্তর হলো–

১. এ হাদীসে ইযতিরাব রয়েছে। ১. এখানে আছে مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ. কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ما بين مازميها. কোনো কোনো বর্ণনায় আছে بين حرتيها. কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ما بين جبليها সুতরাং বুঝা গেল হাদীসটি মুযতারাব, যা দলীল হতে পারে না।

২. হানাফীরাও বলে যে, মদিনার সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষার্থে বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এবং বন্য প্রাণী শিকার করা যাবে না। এ হিসেবে মদিনা হারাম। তবে মক্কায় বৃক্ষরাজি কাটার কারণে যেমন দম ওয়াজিব হয়; মদিনাতে তা ওয়াজিব হবে না।

بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭৫] যে ব্যক্তি মদিনা থেকে বিমুখ হয় তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ ـ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তম অবস্থায় মদিনাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে, আর তখন হিংস্র পশু-পাখী এখানে ছেয়ে যাবে। সবশেষে যারা মদিনাতে আসবে তারা হল মুযাইনা গোত্রের দুইজন রাখাল। তারা তাদের ছাগলের দল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদিনাতে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে সেখানে জংলী পশুতে ছেয়ে গেছে। অবশেষে তারা সানিয়্যাতুল বিদা নামক জায়গাতে পৌছলে মুখ থুবড়ে পড়ে (মারা) যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ-অংশের সাথে। অর্থাৎ এদের মদিনা ছেড়ে যাওয়াকে নিন্দা করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬২] ঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রাযি.) বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়েমেন বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারীর উট হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদের বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদিনা তাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম ছিল যদি তারা তা জানতে পারতো। (ঠিক তেমনিভাবে) শামদেশ (সিরিয়া) বিজিত হবে এবং একদল লোক সওয়ারী জন্তু তাড়িয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে সওয়ারীতে উঠিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মদিনা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতো। এর পরে ইরাক বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারী জন্তু তাড়িয়ে এসে তাদের স্বজন ও অনুগতদের সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে (মদিনা ত্যাগ করে) চলে যাবে। কিন্তু মদিনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতে পারতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মদিনা থেকে বিমুখ হওয়া নিন্দনীয়। তবে কেউ যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে সেখান থেকে বের হয়, যেমন চাকরি, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি তাহলে সে এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

بَابُ الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদ: [১১৭৬] ঈমান মদিনার দিকে ফিরে আসবে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৩] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমান (শেষ পর্যন্ত) এমনভাবে মদিনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুমিন ব্যক্তিকে তার ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত মদিনার দিকে নিয়ে যাবে।

আল্লামা আইনী বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের সাথে খাছ। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে যেহেতু পূর্বের ন্যায় নেই, তাতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, বিদআতের প্রচলন হয়েছে। তাই এ যুগ উদ্দেশ্য নয়।

بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭৭] মদিনাবাসীর সাথে প্রতারণাকারীর পাপ সম্পর্কে

(?অর্থাৎ যারা মদিনাবাসীর সাথে মন্দ/অনিষ্টতার উদ্দেশ্য রাখে, তাদের পরিণতি কি হবে)

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، عَنْ جُعَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৪] ঃ হযরত সাদ (রাযি.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২, ৪৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্বের কয়েকটি বাবে মদিনার ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা করেছেন, এখন এ বাবে বিপরীত দিক আলোচনা করছেন, অর্থাৎ যারা মদিনাবাসীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, ঠকবাজি করবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিবে তারা বিপদগ্রস্ত হবে। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

من اراد اهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة اذابه الله كما يذوب الملح في الماء

بَاب آطَامِ الْمَدِينَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭৮] মদিনার প্রস্তর নির্মিত দুর্গসমূহ সম্পর্কে

آطام শব্দটি হলো أُطُمٌ-এর বহুবচন। আর তা হলো পাথর দ্বারা নির্মিত দুর্গ, সুউচ্চ অট্টালিকা, উঁচু ভবন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ابن عبدالله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، سَمِعْتُ أُسَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ ". تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৫] ঃ হযরত উসামা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার একটি সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করে বললেন, আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো? আমি বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানের মত তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনার স্থান দেখতে পাচ্ছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২, ৩৩৪, ৫০৮, ১০৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনার কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা। যেমন হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উচু টিলার উপর উঠে বললেন, আমি তোমাদের ঘর-বাড়িতে ফেতনাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন হযরত উসমান (রাযি.) এ মদিনাতেই শহীদ হয়েছেন, তেমনিভাবে মদিনায় এজিদের আক্রমণ, হাররার ঘটনায় যে মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

باب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১১৭৯] দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৬] ঃ হযরত আবু বকরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসীহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদিনাতে প্রবেশ করবে না। ঐ সময় মদিনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে দুইজন করে ফিরিশতা (পাহারায়) থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২, ১০৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ. لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৭] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদিনার প্রবেশ পথসমূহে ফিরিশতারা পাহারায় থাকে। সেখানে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২, ৮৫৩, ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ " يَأْتِي الدَّجَّالُ ـ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ ـ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ، هُوَ خَيْرُ النَّاسِ ـ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ـ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ. فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৮] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। যেসব কথা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে, দাজ্জালের ওপর মদিনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ (তাই সে মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। সুতরাং সে মদিনার বাইরে একটি লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে উপস্থিত হবে। সেই সময় (মদিনা থেকে) তার কাছে এক ব্যক্তি যাবে সে (তৎকালীন) মানব গোষ্ঠীর উত্তম। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আচ্ছা যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে জীবিত করি তাহলেও কি আমার ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকবে? সবাই জবাব দিবে, না। সে তাকে হত্যা করে জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলে উঠবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চাইতে বেশি অভিজ্ঞতা (এ ব্যাপারে) আমার কোন দিনই ছিল না (তুমিই নিঃসন্দেহে দাজ্জাল)। দাজ্জাল বলবে, আমি একে হত্যা করবো। কিন্তু আর সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَأْتِي الدَّجَّالُ ـ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫২-২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ، يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৬৯] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মক্কা ও মদিনা ছাড়া এমন শহর (বা জনপদ) নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। মক্কা এবং মদিনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফিরিশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। এরপর মদিনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত (ভূমিকম্প) হবে। আর এভাবে আল্লাহ সেখান থেকে সমস্ত কাফির ও মুনাফিকদের বের করে দিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৫৩, ১০৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবের অধীনে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সবগুলির সারমর্ম হলো আল্লাহ তাআলা তার হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছেন যে, কিয়ামতের আগে মদিনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তার ভয়-ভীতিও তাতে প্রবেশ করবে না।

باب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

পরিচ্ছেদঃ [১১৮০] মদিনা অপবিত্র লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ. فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا. فَقَالَ أَقِلْنِي. فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ. فَقَالَ "الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ. تَنْفِي خَبَثَهَا. وَتَنْصَعُ طَيِّبُهَا"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭০] ঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেছেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলামের জন্য বায়আত তথা আনুগত্যের শপথ নিল। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার বোঝা নামিয়ে দিন অর্থাৎ বায়আত বাতিল করে দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার অস্বীকার করলেন এবং বললেন, মদিনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের মত যা ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি বা নির্ভেজালকে ধরে রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩৫৩, ১০৭০, ১০৭১, ১০৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقْتُلُهُمْ. فَنَزَلَتْ {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭১] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বলেছেন, যে সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করেন সে সময় তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী (যুদ্ধ না গিয়ে) ফিরে এলে একদল বললো, আমরা তাদেরকে হত্যা করবো এবং অপর একদল বললো, না আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না। এই সময় 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে।' (সূরা নিসা-৮৮) এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আগুন যেমন লোহার মরিচা ও আবর্জনা দূর করে মদিনাও তেমন খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৩, ৫৮০, ৬৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনার ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা যে, আগুনের হাপর লোহার ময়লা যেভাবে দূর করে দেয় মদিনাও তদ্রুপ খবিছ ও খাবাছাতকে দূর করে দেয়।

باب

পরিচ্ছেদঃ [১১৮১] শিরোনামহীন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭২] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যে বরকত দান করেছো মদিনায় তার বরকত দ্বিগুণ দান করো।

ব্যাখ্যাঃ খানা-পিনা ও জীবিকার দিক থেকে মক্কা অপেক্ষা অধিক বরকত দান করা হয়েছে। এটি মদিনা তাইয়্যিবার জন্য একটি আংশিক ফযিলত। এর দ্বারা মক্কার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আবশ্যক হয় না। যদিও এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মত হলো যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক মদিনাতেই রয়েছে, তাই মদিনা মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর দ্বারা শুধুমাত্র ঐ স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়; পূর্ণ মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব নয়। তবে এটা স্পষ্ট যে, খানা-পিনা, বসবাস, চলাফিরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মদিনায় রয়েছে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এ বাবটি হলো পূর্বের বাবের فصل সদৃশ। সুতরাং পূর্বের বাবে মদিনার ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা ছিল, আর এ বাবেও মদিনার জন্য দোয়া করা হয়েছে, যা তার ফযিলতেরই নামান্তর।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৩] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরার পথে মদিনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদিনার প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁর উট দ্রুত চালনা করতেন। আর অন্য কোনো জন্তুর ওপর থাকলে তাকে (দ্রুত চলার জন্য) আন্দোলিত করতেন।

ব্যাখ্যা: جُدُرات শব্দটি হলো جدار-এর বহুবচন। অর্থ দেয়াল, প্রাচীর।

بَاب كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

পরিচ্ছেদ: [১১৮২] মদিনার কোনো এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا، إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ "يَا بَنِي سَلِمَةَ، أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ". فَأَقَامُوا.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৪] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেছেন, বনী সালামা গোত্র (মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে) মসজিদ (নববী) এর কাছাকাছি স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার সংকল্প করলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা জনশূন্য করা পছন্দ করলেন না। বরং তিনি বনী সালামার লোকদের বললেন, হে বনী সালামা! মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের পদক্ষেপের ছওয়াব কি তোমরা হিসেব করো না? সুতরাং বনী সালামা সেখানেই থেকে গেল।

(রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল মদিনার বসবাস সর্বত্র যেন বিরাজমান থাকে, এবং তার উন্নয়ন যেন চলমান থাকে। যাতে করে কাফের-মুশরিকদের উপর তার প্রভাব পড়ে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ- অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯০, ২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদিনার পূর্ণাঙ্গতা পছন্দ করতেন, মদিনার কোনো এলাকা লোকশূন্য হওয়া পছন্দ করতেন না।

بَاب

পরিচ্ছেদ:[১১৮৩] শিরোনামহীন

وهو كالفصل من الباب السابق

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি। আর আমার মিম্বার আমার হাওজের ওপরে অবস্থিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : এটি হলো শিরোনামহীন বাব, অর্থাৎ كالفصل من الباب السابق আর পূর্বের বাবে ছিল মদিনা খালি করা যাবে না। আর এ বাবে বলা হচ্ছে মদিনায় বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর মুনাসাবাত বিদ্যমান।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৯, ২৫৩, ৯৭৫, ১০৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর উদ্দেশ্য হলো মদিনায় বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ × وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً × بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ × وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ. كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَفِي مُدِّنَا. وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ". قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ. قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. تَعْنِي مَاءً آجِنًا

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদিনায় এলে আবু বকর ও বিলাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবু বকর যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও কাছে।"

আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন–

"আহ! কতোই না উত্তম হতো যদি আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি প্রান্তরে একটি রাত অতিবাহিত করতে পারতাম যেখানে আমার চারদিকে ইযখির ও জালিল ঘাস থাকতো। আহ! একদিন যদি মুজ্জেন্নার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম।"

হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনে রবীআ, উতবা ইবনে রাবীআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রতি লানত বর্ষণ করো যেমন তারা আমাদের আবাসভূমি থেকে বের করে আমাদেরকে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে।' এ জন্য

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মুহাব্বত মদিনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশি মুহাব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা ও মুদে বরকত দান করো এবং মদিনাকে আমাদের (বসবাসের) উপযোগী করে দাও। (অথবা অর্থ এই যে, এখানে এসে আমরা যেসব পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি তা ভাল করে দাও এবং এর জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমরা যে সময় মদিনায় এলাম তখন এটি ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা বেশি মহামারীর স্থান। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, সেই সময় মদিনার প্রান্তরে বুতহান নামক একটি ঝর্ণা ছিল যা দিয়ে স্বল্প পরিমাণ বিকৃতবর্ণ দুর্গন্ধময় পানি প্রবাহিত হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ-অংশের সাথে। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্বর যেন মদিনা ছেড়ে চলে যায়, যেন মদিনায় বসবাসকারীরা আরামে বসবাস করতে পারে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৩, ৫৫৮, ৮৪৪, ৮৪৭, ৯৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বাক্যসমূহ বর্ণনা করা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনায় বসবাসের প্রতি উৎসাহিত করা। তেমনিভাবে সামনের বাবে বর্ণিত হযরত ওমর (রাযি.)-এর হাদীস যার দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো মদিনায় বসবাসের প্রতি উৎসাহিত করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ أُمِّهِ. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ سَمِعْتُ عُمَرَ. نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ حَفْصَةَ. سَمِعْتُ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَذَا قَالَ رَوْحٌ عَنْ أُمِّهِ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৭] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযি.) তাঁর পিতার মাধ্যমে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ওমর) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত (শহীদ হওয়া) এবং তোমার রাসূলের শহরে (মদিনায়) মৃত্যু দান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য: হযরত ওমর (রাযি.)-এর দোয়ার বাক্যসমূহ দ্বারা মদিনার ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মদিনায় বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

চমৎকার সমাপ্তি: وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ-এর সাথে স্পষ্ট।

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায়: ছওম

صوم শব্দের শাব্দিক অর্থ : اى هذا كتاب في بيان احكام الصيام (এ বাবটি রোযার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা সম্পর্কে)

صوم শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- الامساك مطلقا علي اي شئ যেকোনো ধরনের বস্তু থেকে বিরত থাকা।

اي صام يصوم صوما و صياما পানাহার ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। এ অর্থে এর ব্যবহার কুরআনেও আছে- انسيا اليوم اكلم فلن صوما للرحمن نذرت (আমি আল্লাহর জন্য রোযার মান্নত করেছি, আজ আমি কারো সাথে কথা বলব না) তার ধর্মে এটা জায়েয ছিল যে, কথা না বলারও রোযা রাখা যেত। তবে আমাদের ধর্মে এ ধরণের রোযা রাখার অনুমতি নেই।

পারিভাষিক অর্থ : শরীয়তের পরিভাষায় রোযা বলা হয়-সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকাকে।

অন্যভাবে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা থেকে বিরত থাকা।

ইসলামের রোকনসমূহের বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর তারতীব: ইসলামের রুকন চারটি। নামায, জাকাত, হজ ও রোযা। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় লিখিত গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে এ রুকনসমুহের যে তারতীব পেশ করেছেন, তা-ই সঠিক ও সুন্দর। যার বিবরণ কিতাবুয জাকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো ইসলামের রুকন চতুষ্টয় নামায, জাকাত ও হজ এ তিনটি হলো وجودي অস্তিত্ববান। পক্ষান্তরে রোযা, এটি হলো تركي বা বর্জনীয়। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম ইবাদতের নিয়তে বর্জন করা। তাই তিনি প্রথমে সকল وجودي- এরপর সকল تركي-কে উল্লেখ করেছেন।

রমযানের ফযিলত

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। আর বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। এক ঘোষক ঘোষণা করেন, হে সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ! আগে বাড় হে পাপাচার! থেকে যাও। আর আল্লাহ তা'আলা এ মাসে অসংখ্য লোকরদেরকে প্রতি রাতেই দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৪২)

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- রযমান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাত্র থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৪৪)

৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখলো, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৪১)

রোযার ফযিলত

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে রোযা ব্যতীত। কারণ– রোযার প্রতিদান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়ে থাকেন। আর রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ– ১টি তার ইফতারের মুহূর্তে এবং ২য় টি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময় এবং রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশক আম্বরের ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৩৮)

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যুদ্ধের মধ্যে ঢাল যেমন রক্ষাকারী, রোযাও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢালস্বরূপ। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৩৯)

৩. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জান্নাতের একটি দরজার নাম "রাইয়্যান"। কিয়ামতের দিন সেখান থেকে এ বলে আহ্বান করা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? রোযাদার ব্যক্তি উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং সে কখনও পিপাসার্ত হবে না। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৪০)

রোযার সুন্নাতসমূহ

১. রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখা এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গা সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৫৪)

২. সাহরী খাওয়া সুন্নাত যদিও এক চুমুক পানি দিয়ে হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

৩. সুর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা সুন্নাত কেননা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে বান্দা ইফতারের সময় হওয়া মাত্রই ইফতার করে, সে আমার নিকট খুবই প্রিয়। (বুখারী শরীফ, ১/২৫৩)

৪. খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত; অন্যথায় পানি দিয়ে। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৮৯)

৫. ইফতারির সময় নিন্মে দু'আটি পড়া– اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফত্বারতু। (আবু দাউদ, হা. ২০১১)

৬. পূর্ণ রযমান মাস তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (খাসায়েলে নববী)

৭. তারাবীহ ২০ রাকাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (তাবারানী)

৮. তারাবীহ নামায জামাতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া।

৯. দুই দুই রাকাত করে দশ সালামে ২০ রাকাত পড়া সুন্নাত। (বেহেশতী গাওহার)

১০. রমযান মাসে তারাবীহ নামাযে এক খতম কুরআন শরীফ পড়া বা শুনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

১১. পূর্ণ ২৯ বা ৩০ দিনের তারাবীতে এক খতম কুরআন পড়া সুন্নাত।

১২. রমযানের শেষে ১০ দিনে ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিফায়া।

১৩. রমযানে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

১৪. রমযানে সুরমা লাগানো সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৭৮)

যে সকল দিনে রোযা রাখা সুন্নাত

শাওয়াল মাসে ৬ রোযা : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখলো, তা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭১৬)

জিলহজের প্রথম দশমের রোযা : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জিলহজের প্রথম দশকের ইবাদতের চেয়ে দুনিয়ার অন্য কোন দিনের ইবাদত মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় নয়। আর এ দিনগুলোর এক একটি রোযা এক বছর রোযা রাখার সমান এবং এক রাত কদরের রাতের সমান। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭২৮)

আরাফার দিবসের রোযা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আরাফার দিনে রোযা রাখে, তার এক বছর আগের ও পরের বছরের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৩১)

আশুরার দিনের রোযা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখতেন এবং তিনি এ দিনের রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৩৩)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই নবম তারিখে রোযা রাখব। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৩৬)

প্রতি মাসে ৩ দিন রোযা রাখা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আইয়ামে বিযের রোযা" অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন তা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭০৭)

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ঃ হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ভাল মনে করতেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৩৯)

* আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ব্যক্তি ব্যতীত সোম ও বৃহস্পতিবার এ দুই দিন প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৪০)

শুধু মাত্র জুমুআর দিনে রোযা না রাখা

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর একদিন আগের বা একদিন পরের সাথে মিলিয়ে রাখা ব্যতীত কেবলমাত্র জুমুআর দিনের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭২৩)

আইয়ামে তাশরীকে রোযা না রাখা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মিনার দিনসমূহ হচ্ছে পানাহারের দিন, সুতরাং এই দিনে রোযা রাখা নিষেধ। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭১৯)

উভয় ঈদেরন দিনে রোযা না রাখা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, কেননা, ঈদুল ফিতরের দিন হচ্ছে রোযা ভঙ্গের দিন আর ঈদুল আযহা হচ্ছে কুরবানির গোশত আহার করার দিন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭২২)

শনিবার দিনে অন্য রোযা না রাখা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের উপর যে রোযা ফরজ করা হয়েছে, এর মধ্যে শনিবার অন্য রোযা পালন করবে না। আর তোমাদের কারো যদি আঙ্গুরের ডালা অথবা বৃক্ষের বাকল ব্যতীত কিছুই না থাকে, তবে যেন তাই চুষে শনিবারের রোযা ভঙ্গ করে। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭২৬)

রোযা শুদ্ধ হওয়ার মুস্তাহাবসমূহ

১. চক্ষু হেফাজত করা অর্থাৎ হারাম ও নাজায়েয এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা।

২. জবানের হেফাজত করা। অর্থাৎ মিথ্যা-চোগলখুরী, বাজে কথা, গীবত-শেকায়েত, অহেতুক কথাবার্তা ইত্যাদি হতে জবান হেফাজত করা। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৯১)

৩. কানের হেফাজত করা অর্থাৎ যেসব অপছন্দনীয় বস্তু যা মুখে উচ্চারণ করা না জায়েয, তার প্রতি কর্ণপাত করাও না জায়েয।

৪. বাকী সকল অঙ্গ হেফাজত করা, যেমন– হাতকে নিষিদ্ধ বস্তু স্পর্শ করা হতে, পা-কে অবৈধ স্থানে গমন হতে, পেটকে সন্দেহজনক বস্তু খাওয়া হতে রক্ষা করা। যে ব্যক্তি হারাম মাল দিয়ে ইফতার করলো, সে যেন রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করল এবং তাতে বিষও মিশ্রিত করে দিলো। এতে তার মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই।

৫. ইফতারের সময় পেট পূর্ণ করে না খাওয়া। কেননা, রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে কামভাব ও পশু প্রবৃত্তিকে দমন করা এবং নূরানী শক্তিকে বর্ধিত করা।

৬. রোযা কবুল হয় কিনা এ ভয়ে সর্বদাই কম্পিত থাকা।

রোযা ৬ প্রকার

১. ফরজ রোযা যেমন ঃ রমযানের রোযা।

২. ওয়াজিব রোযা ঃ যে নফল রোযা কেউ রাখার পর ভঙ্গ করে ফেলেছে তার কাযা আদায়।

৩. মাসনুন রোযা ঃ আশুরাার দিবসের রোযা, তার পূর্ববর্তী নয় তারিখের রোযা ইত্যাদি।

৪. মুস্তাহাব রোযা ঃ প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা রাখা, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার শাওয়াল মাসের ৬ রোযা, এবং এমন যেকোন রোযা যা পালনে হাদিসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন দাউদ (আ) এর মত। একটা রোযা রাখা আর একদিন রোযা না রাখা।

৫. নফল রোযা ঃ উপরোক্ত রোযাগুলো ব্যতীত এমন যেকোন রোযা রাখা যার অপছন্দনীয়তা প্রমাণিত নয়।

৬. মাকরূহ রোযা ঃ এটা দু'প্রকার মাকরূহে তানযিহী ও মাকরূহে তাহরীমী।

প্রথমটি যেমন– ৯ তারিখের রোযা না রেখে শুধু আশুরার দিবসে রোযা রাখা।

দ্বিতীয়টি যেমন– দুই ঈদের দিন, তাশরীকের দিনগুলোতে (অর্থাৎ যিলহজ্বের ১১, ১২, ১৩)। শুধু জুমার দিন ও শনিবার দিন রোযা রাখা।

রোযা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

যখন রোযাদার ব্যক্তি নিম্নে বর্ণিত জিনিসগুলো আহার করে তখন তার রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

১. কাঁচা চাল।

২. আটার খামির।

৩. শুকনা আটা।

৪. একত্রে অধিক লবণ।

৫. খেজুরের আঁটি।

৬. তুলা।

৭. কাগজ।

৮. ডুমুর যা পাকানো হয়নি।

৯. কাঁচা আখরোট।

১০. কঙ্কর, লোহা, মাটি, পাথর গিলে ফেলা।

১১. মলদ্বার দিয়ে ঔষধ ব্যবহার করা।

১২. নাকের ভিতর ওষুধ ব্যবহার করা।

১৩. নল বা অন্য কিছু দ্বারা গলার মধ্যে কিছু ঢেলে দেয়া।

১৪. কানে তেলের ফোঁটা বা পানির ফোঁটা দেয়া।

১৫. জবরদস্তির শিকার হয়ে রোযা ভঙ্গ করা।

১৬. জবরদস্তির শিকার হয়ে সঙ্গম করা।

১৭. জবরদস্তির শিকার হয়ে নারী সঙ্গম হওয়া।

১৮. রোযাদার ব্যক্তির পেটের ভিতর কেউ পানি পৌছে দিলে।

১৯. ভুলে আহার করার পর আবার ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা।

২০. ভুলে স্ত্রী সঙ্গম করার পর আবার ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গম করা।

২১. যদি ফজরের সময় শুরু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সাহরী খেয়ে নেয় অথবা সঙ্গম করে, অথচ তখন ফজরের সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

২২. কেউ যদি সূর্যাস্ত যাওয়ার ধারণা করে ইফতার করে ফেলে, অথচ তখনও সূর্যাস্ত যায়নি।

২৩. চুমু দিয়ে অথবা স্পর্শ করে রেতঃপাত করা।

২৪. মৃত মানুষের সাথে সঙ্গম করা।

২৫. কোন প্রাণীর সাথে সঙ্গম করা।

২৬. উরুর সাথে অথবা পেটের সাথে ঘর্ষণ করে রেতঃপাত করা।

২৭. ঘুমন্ত নারীর সাথে সঙ্গম করা।

২৮. নারী তার লজ্জাস্থানে কোন কিছু ঢেলে দেয়া।

২৯. পুরুষ পানি অথবা তেলে ভেজা আঙ্গুল তার মলদ্বারে প্রবেশ করা।

৩০. নারী তার লজ্জাস্থানের ভিতরের অংশে ভিজা আঙ্গুল প্রবেশ করা।

৩১. কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার গলার ভিতরে ধোঁয়া প্রবেশ করা।

৩২. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে।

৩৩. রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় মুখভর্তি বেরিয়ে আসা বমি পুনরায় ভিতরে ফিরিয়ে নেয়া।

৩৪. ছোলা পরিমাণ দাঁতের মাঝ থেকে কিছু বের করে খেয়ে ফেলা।

রোযা নষ্ট হওয়ার কারণ সমূহ, যাতে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব

১. (বায়ুপথ ও যোনিপথ এই) দুই দ্বারের যেকোন একটিতে সঙ্গম করা। তবে এক্ষেত্রে উভয়ের উপর কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

২. কোন কিছু আহার করা।

৩. পান করা।

৪. এমন বৃষ্টির ফোঁটা গিলে ফেলা, যা মুখের মধ্যে এসে পড়েছে।

৫. কাঁচা গোস্ত ভক্ষণ করা।

৬. চর্বি খাওয়া।

৭. শুকনো গোস্ত খাওয়া।

৮. গম খাওয়া এবং চাবানো, তবে যদি একটি মাত্র গম চিবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং সেটা বা তার স্বাদ গলায় না পৌছে তাহলে রোযা নষ্ট হবে না এবং কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে না।

৯. একটি গম গিলে ফেলা।

১০. গীবত করে, শিঙ্গা লাগিয়ে, কামভাব নিয়ে কাউকে স্পর্শ করে, কামভাব নিয়ে চুমু দিয়ে, অথবা গোঁফে তেল লাগিয়ে ইত্যাদির পর রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে খেয়ে ফেলা।

রোযা নষ্ট না হওয়ার কারণসমূহ

১. ভুলবশত কিছু আহার করা।

২. ভুলবশত পান করা।

৩. ভুলবশত সঙ্গ করা।

৪. শুধু দৃষ্টি দেয়ার কারণে কারো রেতঃপাত হওয়া।

৫. কল্পনার কারণে রেতঃপাত হওয়া।

৬. তেল লাগালে।

৭. সুরমা লাগালে।

৮. শিঙ্গা লাগালে।

৯. গীবত করলে।

১০. রোযা ভঙ্গ করার নিয়ত করলে, অথচ ভঙ্গ করেনি।

১১. স্বেচ্ছা কর্ম ব্যতিরেকে গলায় ধোঁয়া গেলে।

১২. ধুলা-বালি গলায় চলে গেলে, যদিও কোন মেশিনের ধুলা হয় তবুও।

১৩. গলায় কোন মাছি চলে গেলে।

১৪. ঔষধের স্বাদের আছর গলায় চলে গেলে যদিও রোযার কথা তার স্মরণে থাকে।

১৫. জুনুবী হলে, যদিও পুরোদিন জানাবত অবস্থায় অতিবাহিত করুক না কেন।

১৬. পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে পানি বা তেল গেলে।

১৭. নদীতে ডুব দেয়ার ফলে কানে পানি ঢুকে গেলে।

১৮. খড়ি দ্বারা কান চুলকানোর ফলে সেখান থেকে ময়লা বের হয়ে গেলে এবং সেই খড়িটি বারবার কানে প্রবিষ্ট করলে।

১৯. যদি কারও ইচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর আবার তা ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেটে ফিরে যায়।

২০. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তির চেয়ে কম বমি করা।

২১. ছোলার চেয়ে কম দাঁতের মাঝে আটকে থাকা বস্তু খেয়ে ফেলা।

রোযাদারের জন্য মাকরূহ কাজসমূহ

১. কোন রকম ওযর ব্যতিরেকে কোন বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করা বা চিবানো।

২. স্ত্রী কে চুমু দেয়া।

৩. স্বামী-স্ত্রী আলিঙ্গন করা।

৪. মুখে থুথু জমিয়ে রেখে গিলে ফেলা।

৫. যে কাজ তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা হয় এরূপ কোন কাজ করা। যেমন- টিকা বা শিঙ্গা লাগানো।

بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

পরিচ্ছেদ:[১১৮৪] রমজানের রোযা ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

এবং মহান আল্লাহর বাণী- হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) রোযা ফরয হওয়ার প্রমাণ কুরআন দ্বারা দিয়ে এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, রমজানের রোযা ইসলামের রুকনসমূহের একটি মহান রুকন। এর অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে, এবং বিনা ওজরে তরককারী ফাসেক সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রোযা কখন থেকে ফরয হয়েছে?

রমজান মাসের রোযা ফরয হওয়ার বিধান এসেছে হিজরতের দ্বিতীয় বছর শা'বান মাসে। এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম আশুরা ও আইয়ামে বীযের (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা রাখতেন। এ রোযা ফরয ছিল কি না? এ ব্যাপারে আবার মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীরা বলেন, এ রোযা ফরয ছিল। আর শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ কওল হলো রমজানের রোযার পূর্বে এ উম্মতের উপর কোনো রোযা ফরয ছিল না; বরং আশুরার রোযা রমজানের রোযার পূর্বেও সুন্নত ছিল, এখনও সুন্নত হিসেবেই বহাল রয়েছে।

হানাফীদের দলীল: ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ এ হাদীসে امر দ্বারা ওয়াজিব বুঝে আসে। ২. এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা কাজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কাজা করতে হয় ফরয বা ওয়াজিবের। তাছাড়া শাফেয়ীদের এক কওলও হানাফীদের অভিমতের ন্যায়।

রমজান নামকরণের কারণ:

এ সম্পর্কে একটি উক্তি হলো– এটি رَمِضَ يرمَضُ رمضا বাবে سمع থেকে। অর্থ হলো দিন প্রচণ্ড গরম হওয়া। رمضان অর্থ হলো ভীষণ গরমে প্রজ্বলিত হওয়া। যেহেতু এ মাসে রোযা রাখা হয়, আর ক্ষুধার তীব্রতা সহ্য করতে হয়। যা প্রাচীন ইবাদতসমূহের একটি। আরেকটি কারণ এও বলা যায় যে, রমজানের রোযা রাখার দ্বারা রোজাদারদের গোনাহ সমূহ জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। সেহেতু রমজানকে রমজান বলে নামকরণ করা হয়েছে।

রোযার জন্য রমজান মাসের নির্ধারণ:

রোযার জন্য রমজান মাসকে এজন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এ মাসেই পবিত্র কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলিম জাতি শক্তিশালী হয়েছে। লাইলাতুল কদর এ মাসেই হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এ মাস রহমত, বরকত অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ সময়। সেগুলি অর্জনের সুবর্ণ মাধ্যম হলো রোযা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ " الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا ". فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ " شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا ". فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ. قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৮] ঃ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, একদিন একজন বেদুঈন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু তুমি যদি নফল নামায পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বললো, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমজান মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বললো, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার

ওপর কি পরিমাণ জাকাত ফরয করেছেন? এবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান জানিয়ে দিলে সে বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করবো না আর কমও কিছু করবো না। লোকটির মন্তব্য শুনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করলো অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ-অংশের সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান : ১১, সাওম : ২৫৪, শাহাদাত : ৩৬৮, হিয়াল : ১০২৯, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ৩০ এ বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

جاء رجل الخ : নজদ বাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমন করেন। আরবের উঁচু এলাকাকে নজদ বলে। (نون এর উপর যবর, جيم এর উপর সাকিন) আর নিচু অংশকে বলে তিহামা। মধ্যবর্তী অংশকে হিজায বলে। এখানে নজদ দ্বারা তিহামার বিপরীত হিজাযের উঁচু অংশ উদ্দেশ্য। যা ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত।

ثائر الرأس : পেশ সহকারে। এটি হয়তো رجل এর সিফাত হয়েছে অথবা হাল হিসেবে নসব হয়েছে। ثائر الرأس (তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো ছিলো।) যা দূর-দূরান্ত সফরের প্রমাণ বহন করে। এই বর্ণনা দ্বারা এ মাসআলা বুঝা যায় যে, যদি কোনো ছাত্রকে এলমে দ্বীন অর্জনের জন্যে দূর-দূরান্তে সফর করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য তাই করা উচিত। এতে চিন্তা-ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ছাত্রের জন্যে প্রয়োজনের অধিক সাজসজ্জার পিছনে সময় ব্যয় করা উচিত নয়। বরং শুধু একটাই চিন্তা থাকবে।

طالب علم ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن میرا

مرینگے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن میرا

এই আগন্তুক এবং প্রশ্নকারী নজদী সম্পর্কে হযরত মুহাদ্দেসীনে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

আল্লামা কাজী ইয়ায ও আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) এর মতে, নজদী ব্যক্তি ছিলেন, যিমাম বিন সা'লাবা (রহ.)।

তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে একাধিক দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলি পেশ করেন ঃ

১। প্রথম দলিল হল এই যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) ত্বালহা (রাযি.)-এর হাদীসের পর যিমাম বিন সা'লাবা (রাযি.)-এর হাদীস বর্ণনা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ত্বালহা (রাযি.)-এর হাদীসের মাঝে رجل من أهل نجد দ্বারা উদ্দেশ্য যিমাম বিন সা'লাবা (রাযি.)। কেননা, ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সাধারণ নিয়ম হল এই যে, তিনি হাদীসগুলো এমন তারতীবে বর্ণনা করেন যে, যদি প্রথম বর্ণনায় কোন অস্পষ্টতা বা সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে তাহলে দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও এমনটি হয়েছে।

২। দ্বিতীয় দলিল হল এই যে, যিমাম বিন সা'লাবা (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতের শব্দসমূহ এই রেওয়ায়েতের সাথে মিলে যায়। কেননা, হযরত যিমাম বিন সা'লাবা (রাযি.)-কে আ'রাবী বা গ্রাম্য ব্যক্তি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা

হয়েছে। তাহলে এই নজদীর অবস্থাও ثائر الرأس এর মাধ্যমে গ্রাম্য ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। হযরত আনাস বিন মালেক (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে رجل من أهل البادية দ্বারা নিশ্চিতভাবে হযরত যিমাম বিন সা'লাবা (রাযি.) উদ্দেশ্য।

৩। তৃতীয় দলিল হল, প্রত্যাবর্তনের সময় তারা উভয়ে لا ازيد على هذا و لا انقص منه বলেছেন।

হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও আইম্মায়ে হাদীসের একটি দল এ ব্যাপারে একমত না হয়ে বরং ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন আল্লামা কুরতুবী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এই অস্পষ্ট ব্যক্তি যিমাম নন। যদিও কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও উভয়ের প্রশ্নোত্তরের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

نسمع دوي صوته -আমরা তাঁর গুনগুন আওয়াজ শোনছিলাম। دوي — دال এর উপর যবর, واو এর নিচে যের, ياء তাশদীদযুক্ত এর শাব্দিক অর্থ হল, মাছির গুনগুন আওয়াজ। এখানে গ্রাম্য ব্যক্তির গুনগুনানুর কারণ এই ছিল যে, সে ছিল এক গোত্রের সর্দার। সে তার দায়িত্বকে অনুভব করছিল বিধায় তার প্রশ্নকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করতে চাচ্ছিল। তাই বলে সে প্রশ্নগুলোকে নিজের জবানে পুনরাবৃত্তি করছিল যাতে করে কথা বলার সময় কোন ধরণের পদস্খলনের সম্ভাবনা না থাকে। নিয়ম হল এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বড় মানুষের নিকটে যাবে তখন তার প্রভাব তার উপর সৃষ্টি হয়। এজন্যে এই ব্যক্তি স্মরণ করতে করতে যাচ্ছিল। যাতে করে কোন কথা ছুটে না যায়।

فاذا هو يسأل عن الاسلام — اذا مفاجاتية অর্থাৎ, তার জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা দ্বারা এ আশা ছিল না যে, ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, اى عن اركان الاسلام অর্থাৎ, এ নজদীর প্রশ্ন ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে ছিল না। বরং ইসলামের আরকান ও ফারায়েয সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল। এ কারণেই এতে শাহাদাতাইনের উল্লেখ নেই।

হতে পারে প্রশ্ন মূল ইসলাম সম্পর্কেই ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতাইনের বর্ণনাও করেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষেপের জন্য তা উল্লেখ করেননি। কেননা, এ সবকিছু অজ্ঞাত বিষয়।

خمس صلوات فى اليوم و الليلة -রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয)।

فقال هل علي غيرها؟ قال : لا -এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন যে, এগুলো ব্যতীত অন্য কোন নামাযও কি আমার দায়িত্বে আছে? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না। এর দ্বারা সন্দেহ হয় যে, বিতর ও দুই ঈদের নামায ওয়াজিব নয়।

বিতরের মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল উম্মে' এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, ففرائض الصلوات خمس و ما سواها تطوع অর্থাৎ, ফরয নামায পাঁচটি, এছাড়া বাকী সবগুলো নফল। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) শুধু এতটুকু শব্দই বলেছেন, বিতর সম্পর্কে বিশেষভাবে অস্বীকার করেননি অথবা আবশ্যক হওয়ার কিছু বলেননি। পরবর্তীতে শাফেয়ীগণ বিতর নামায ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে এ রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বিতর ইত্যাদি ওয়াজিব নয়। (ফাতহুল বারী ১/৮৮)

উত্তর সমূহ ঃ হযরত মুহাদ্দেসীনে কেরাম উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে–

১. যদি এই রেওয়ায়েত দ্বারা আপনি বিতর নামায ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণ করেন, তাহলে সামনে জাকাত সম্পর্কেও হুবহু একই শব্দ বর্ণিত আছে, لا الا ان تطوع, তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। অথচ ওলামায়ে শাওয়াফে' এবং স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতেও সদকাতুল ফিতর ফরয। অতএব এক্ষেত্রে আপনাদের যে উত্তর আমাদের সেই উত্তর। সুতরাং সদকাতুল ফিতির যদি ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও বলব যে, বিতির নামায ওয়াজিব নয়। আর যদি আপনাদের মত অনুযায়ী সদকাতুল ফিতির ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও বলব যে, বিতির নামায ওয়াজিব।

২। এ হাদীসটি বিতর ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের। যেমন, আবু দাউদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

ان الله تعالى قد امدكم بالصلوة هي خير لكم من حمر النعم و هو الوتر . أبو داؤد ١/ ٢٠١

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের নামাযগুলোতে আরেকটি সংযুক্ত করেছেন, যেটি তোমাদের জন্য লাল উটগুলো অপেক্ষা উত্তম-সেটি হল, বিতরের নামায। (আবু দাউদ, রশীদিয়া, দিল্লী : ১/২০১)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয ছিল, অতঃপর এক নামায তথা-বিতরের বৃদ্ধি হল। আর যেহেতু এ হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ ছিল এজন্য এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হবে।

(٣) عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ان النبي صلى الله عليه و سلم قال بادروا الصبح بالوتر. (ابو داؤد : ٢٠٣)

(٤) الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا (أبو داؤد : ٢٠١)

(٥) من نسي الوتر أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها.

যে বিতর নামায ভুলে যায় অথবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় তাহলে যখন স্মরণ আসবে তখন পড়ে নিবে। যেমনিভাবে ফরয নামাযের কাযা করার নির্দেশ রয়েছে এমনিভাবে বিতরের নামাযের কাযারও নির্দেশ রয়েছে; এমনকি এটাই দলিল বিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে। যদি বিতরের নামায ওয়াজিব না হত তাহলে কাযা ওয়াজিব কেন হয়েছে?

৬। قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أهل القران! اوتروا. (أبو داؤد : ٢٠٠)

و المراد بأهل القران المؤمنون فان الأهلية عاملة شاملة لمن أمن به سواء قرأ أو لم يقرأ

এর মাঝে আমরের সীগা রয়েছে। যা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ করে।

৭। عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن النبي صلى الله عليه و سلم اجعلوا اخر صلوتكم الليل وترا. ابو داؤد : ٢٠٣

এমনিভাবে অনেক হাদীসে বিতরের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। যা দ্বারা ওয়াজিবের স্তর বুঝা যায়। এখানে শুধু দলিলসমূহের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হল। ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত দলিলসহ বিবরণ বিতরের অধ্যায়ে জানা যাবে।

إلا ان (بفتح الهمزة) تطوع -এর মাঝে استثناء মুত্তাসিল না মুনকাতি'।

নফল ও কাযা এবং পূর্ণাঙ্গ করা ঃ

এ হাদীসের অধীনে একটি আলোচ্য বিষয় হল, যদি নফল নামায বা রোযা শুরু করা হয় এবং কোন কারণে ভেঙ্গে যায় তাহলে কাযা করা আবশ্যক কি না?

ওলামায়ে আহনাফদের মতে তা কাযা করা আবশ্য ও ওয়াজিব। আম কিতাবসমূহের মাঝে মালেকীদের মাযহাব এটাই বর্ণিত আছে। কোনো কোনো কিতাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি কোনো কারণে নফল শুরু করার পর তা ফাসেদ হয়ে যায় তাহলে তা কাযা করা ওয়াজিব।

শাফেঈদের (রহ.) দলিলসমূহ ঃ

যেহেতু استثناء তে আসল হল মুত্তাসিল হওয়া। আর শাফেয়ীগণ মুনকাতি' এর প্রবক্তা। সুতরাং الا ان تطوع শব্দে শাফেয়ীদের মতে مستثنى منقطع অর্থাৎ, مستثنى منه থেকে مستثنى বহির্ভূত থাকবে। مستثنى منه তে ফরয ওয়াজিব সব ছিল, আর مستثنى তে নফল ও মুস্তাহাবগুলো অন্তর্ভুক্ত। আর যদি مستثنى متصل এ مستثنى منه . مستثنى এর এক জিন্‌স এর হওয়া জরুরী। এবং এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে متصل হল আসল। এজন্য হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী (রহ.) বলেন–

و حرف المسئلة دائرة على الاستثناء فمن قال انه متصل تمسك بالأصل و من قال انه منقطع احتاج الى دليل و الدليل عليه ما روى النسائى و غيره. (فتح البارى : ١/٨٨)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, এ মাসআলাটি নির্ভর করে ইসতিসনার উপর। যিনি বলেছেন, ইসতিসনা মুত্তাসিল, তিনি আসলের উপর নির্ভর করে উক্তি করেছেন। আর যিনি বলেছেন, মুনকাতি' তার উক্তি দলিলের মুখাপেক্ষী। বস্তুতঃ এর উপর প্রমাণ হল, সুনানে নাসাঈ ইত্যাদির একটি রেওয়ায়েত।" (ফতহুল বারী ঃ ১/৮৮)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নফল রোযার নিয়ত করে তা ভেঙ্গে ফেলতেন এবং বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস (রাযি.)-কে জুমার দিন রোযা আরম্ভ করার পর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী-১ : ১/২৬৭)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ উভয় রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। যা কাযা সম্পর্কে নীরব রয়েছে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে কাযা করার আদেশ রয়েছে সেগুলোকে জেনে বুঝে ছেড়ে দিয়েছেন। যা ইনসাফ পরিপন্থী কাজ।

হানাফীদের দলিলসমূহ ঃ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এবং হযরত হাফসা (রাযি.) রোযা রেখেছিলাম। ইতোমধ্যে আমাদের নিকট হাদিয়া স্বরূপ বকরির গোশত আসল। আমরা উভয়ে তা খেয়ে নিয়েলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। আর হযরত হাফসা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা জানিয়ে দেন। তখন তিনি বললেন– اقضيا يوما اخر مكانه অর্থাৎ, এর পরিবর্তে অন্য কোন দিন কাযা করে নিও। (তিরমিযী : ১/৯২, মিশকাত : ১/১৮১, মুসনাদে আহমাদ)

২। দারাকুতনী হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন রোযা রেখেছিলেন, অতঃপর কোন কারণে ভঙ্গ করতে হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাযার আদেশ দেন। আর আদেশসূচক শব্দ ওয়াজিব বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, কাযা করা ওয়াজিব।

৩। কুআরনের এক আয়াতে আছে- لا تبطلوا اعمالكم অর্থাৎ, স্বীয় আমলগুলো বাতিল করো না। এখানে নাহী এর সীগা রয়েছে আর নাহীর মুল হল তাহরিমা হওয়া। যখন আমলকে বাতিল করা হারাম তখন তার উপর আমল কায়েম রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ, শুরু করার দ্বারা তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৪। ইজমা দ্বারাও আহনাফদের মাযহাব প্রমাণিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি নফল হজ্জ শুরু করে, তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই। যদি কেউ ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে কাযা ওয়াজিব। সুতরাং নফল নামায ও রোযার হুকুম একই হওয়া উচিত।

৫। ইবাদতে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। কেননা, এ বিষয়টি খুবই পরিষ্কার যে, ইবাদত করা ও ইবাদত ছেড়ে দেয়ার মাঝে ইবাদত করে নেয়াই আমলের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা।

৬। সব থেকে উত্তম দলিল এটি যা বাদায়ে' গ্রন্থকার (১/২৯০) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, و ليوفوا نذورهم অর্থাৎ, তারা যেন তাদের মান্নতগুলো পূর্ণ করে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সহীহ মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

মান্নতের প্রকারসমূহ ঃ মান্নত দুই প্রকার।

ক. نذر قولى (বাচনিক মান্নত) যা প্রসিদ্ধ, খ. نذر فعلى (কার্যত মান্নত)

নফল শুরু করা نذر فعلى (কার্যত মান্নত)। যখন মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য কোন মৌখিক অঙ্গীকার করে তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে বাঁচার জন্যে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে এই জিনিসকে মানুষ নিয়তের মাধ্যমে শুরু করে তা পূর্ণ করা সর্বোত্তম রূপে ওয়াজিব হবে।

والله لا ازيد على هذا ولا انقص

প্রশ্ন ঃ অধিক পরিমাণে ইবাদত না করার কসম কেন খেলেন?

উত্তর ঃ কখনো কখনো দু'টি অংশ উল্লেখ করে একাংশের গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য হয়। যেমনটি ক্রেতা মূল্য কমাতে চাইলে বিক্রেতা উত্তরে বলেন, আমি কিছুই কম বেশি করতে পারব না। তার উদ্দেশ্য এই হয় যে, কম হবে না। কিন্তু গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে 'বেশি' শব্দও সাথে মিলানোর প্রচলন হয়ে গেছে। সুতরাং এখানেও শুধু لا انقص উদ্দেশ্য।

২। لا ازيد على هذا و لا انقص : এ ব্যক্তি নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন, এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীগুলো গোত্র পর্যন্ত পৌছানো তার দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল। সুতরাং তার উক্তির উদ্দেশ্য হল এই যে, আপনার বাণীসমূহ পৌছানোর ক্ষেত্রে আমি নিজের পক্ষ থেকে কম বেশি করব না। আপনি যতটুকু বর্ণনা করেছেন ঠিক আমি ততটুকুই লোকজনের নিকট পৌছাবো।

৩। এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, অবস্থার মাঝে কম বেশি করব না। অর্থাৎ, ফরযকে গায়রে ফরয আর গায়রে ফরযকে ফরয মনে করব না। তাছাড়া ফজরের নামায দু'রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত আর জোহরের নামাযে চার রাকাতের পরিবর্তে দু'রাকাত পড়ব না।

৪। لا ازيد على هذا و لا انقص : এ উক্তিটিকে তার বাহ্যিক অর্থে রাখাও সঠিক হতে পারে যে, আমি নফল ইবাদত করব না এবং এ ব্যাপারে কসম খাওয়া বিমুখতা ও ঘৃণার কারণে নয়; বরং সুযোগ না থাকার কারণে এ শপথ করেছেন।

আল্লামা উসমানী (রহ.) বলেন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) হযরত হাজী সাহেবের খেদমতে আরজ করেছিলেন যে, আমি শুধু বায়আত হতে চাই। যিকির ও শোগল ইত্যাদি আমি কিছুই করতে পারব না। তিনি উত্তরে বললেন, কিছু না করলেও শিখে রাখ। যাতে করে মনে চাইলে তা করতে পার। এরপর বার তাসবীহের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তিনিও শুধু শিখে নিলেন, খেয়াল ছিল এগুলো করবেন না।

হাজী সাহেব (রহ.) এই তদবীর করলেন যে, খাদেমকে বললেন, তাঁর বিছানা আমার নিকটে কর। রাত্রে চোখ খুলে গেল অথচ যৌবনকাল ছিল। রাত্রে কখনও উঠার কল্পনাও ছিল না। চোখ খোলার পরে পুনরায় ঘুমানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম আসছে না। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, আজকে হযরতের নির্দেশিত ওজীফা পড়ে নেই। অতঃপর তাহাজ্জুদ পড়ে গভীর আগ্রহের সাথে যিকির করলেন। শেষ পর্যন্ত যিকিরের এমন স্বাদ অনুভব হল যে, পুরা রাত এভাবে অতিক্রম হয়ে গেল। এমনিভাবে সম্ভব যে, ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে لا ازيد তো বলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণ নফল ইবাদতও করেছিলেন।

افلح ان صدق -যদি সে নিজের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে সে সফলকাম।

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, افلح و ابيه ان صدق, (মুসলিম : ১/৩০) অর্থাৎ, তার পিতার শপথ, যদি সে সত্যবাদী থাকে, তবে সফলকাম হবে।

প্রশ্ন ঃ এর মাঝে গায়রুল্লাহর কসম খাওয়া হলো। অথচ হাদীসে আছে- لا تحلفوا بآبائكم তথা তোমাদের পিতা-প্রপিতাদের নামে কসম কর না। (বুখারী : ২/৯৮৩)

যখন গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া নিষেধ, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে গায়রুল্লাহর শপথ করলেন?

উত্তর ঃ হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন-

আল্লামা শাওকানী (রহ.) (গায়রে মুকাল্লিদ) নাইলুল আওতার গ্রন্থে কোন চিন্তা ছাড়াই এ উত্তর দিয়েছেন যে, هو من فلتات لسانه অর্থাৎ, এ কসম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে এমনিতেই নিঃসৃত হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) নিঃসন্দেহে এ উত্তর ভুল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে এটা অনর্থক ধৃষ্টতা।

উত্তর ঃ ১। সম্ভবত এটা গায়রুল্লাহর কসম খাওয়া হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

২। এ কানুন থেকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাআলার উপর তো স্পষ্ট যে, কোন জিনিসের হারাম অথবা ফরয হওয়ার প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ব্যতিক্রমভুক্ত যে, সেখানে হারামের কারণ বিদ্যমান ছিল না। গায়রুল্লাহর নামে কসম হারাম হওয়ার কারণ এই যে, কোথাও مقسم به (যার নামে কসম খাওয়া হয়) এর মাহাত্ম্য শিরকের দিকে পৌঁছে দেয় কি না। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

৩। এখানে رب শব্দটি উহ্য। মূলত ছিল- ورب ابيه

৪। কতিপয় মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ শব্দটি মূলতঃ ছিল, افلح و الله। লিপিকারের ভুলের কারণে افلح و ابيه হয়ে গেছে। والله اعلم بالصواب

ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাযি.)

হযরত ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাযি.)-এর উপনাম আবু মুহাম্মাদ। হযরত তালহা আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ আটজন বুযুর্গদের মধ্য থেকে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাছাড়া হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) নিজের পরে খলিফা নির্বাচন করার জন্য যে বুযুর্গের নাম নির্বাচন করেছিলেন তিনি তাঁর মধ্যেও ছিলেন। ১০ জুমাদাল উলা ৩৬ হিজরীতে জঙ্গে জামালে কোন এক পক্ষের একটি তীর লেগে শহীদ হয়ে যান। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪/৬৩ বা ৫৮ বছর।

তাঁর থেকে সর্বমোট ৩৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। দু'টি হাদীসের ব্যাপারে বুখারী মুসলিম একমত, আর দুটি রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.), তিনটি রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বতন্ত্র বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, বুখারী শরীফে তাঁর থেকে সর্বমোট চারটি হাদীস, আর মুসলিমে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ. إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৭৯] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরায় রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রাখার আদেশ করেছিলেন। রমজানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হয়। আর অভ্যাস মত রোযা রাখার দিন না হলে আব্দুল্লাহ (ইবনে ওমর) আশুরার রোযা রাখতেন না। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে রোযা রাখতেন। এসব তারিখে আশুরার দিন পড়লে তবে তিনি আশুরার নিয়্যাত করে রোযা রাখতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪, ২৬৮, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ. حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا - أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮০] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখতো। পরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও আশুরার রোযা রাখার আদেশ দান করেন। ইতোমধ্যে রমজানের রোযা ফরয করা হলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ রোযা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২৫৪, ২৬৮, ৫৪০, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদে মোট তিনটি হাদীস এনেছেন। যার প্রথম হাদীসটি হলো হযরত তালহা বিন উবাইদিল্লাহ (রাযি.) হতে। এতে বিবৃত হয়েছে যে, রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য কোনো রোযা আল্লাহ তাআলা ফরয করেননি। এ রেওয়ায়েত উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব জুমহূরের দিকেই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ হযরত শাফেয়ী প্রমুখের অভিমতকে সমর্থন করা উদ্দেশ্য। কিন্তু রমজানের রোযা ফরয করার পর আশুরা ও অন্যান্য রোযাসমূহের عدم فرضيت-এর ক্ষেত্রে ইজমা রয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন নাসরুল বারী প্রথম খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা।

بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদ: [১১৮৫] রোযার ফযিলত প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (গুনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোনো লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, আমি রোযা রেখেছি। কথাটি দুইবার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কারণ (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করবো। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪, ২৫৫, ৮৭৮, ১১১৬, ১১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো রোযার ফযিলত বর্ণনা করা। যেমনটি শিরোনাম দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝে আসে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الصِّيَامُ جُنَّةٌ: جُنَّة অর্থ হলো ঢাল। রোযা ঢাল হওয়ার একাধিক অর্থ হতে পারে।

এক. রোযা জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষার ক্ষেত্রে ঢালস্বরূপ হবে। এক হাদীসে আছে الصيام جنة من النار কারণ, রোযা হলো কামস্পৃহা থেকে বিরত থাকা। আর জাহান্নাম হলো কামস্পৃহা দ্বারা আচ্ছাদিত। যেমন হাদীসে আছে – حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

কাজী ইয়ায (রহ.) বলেন– ব্যাপক অর্থও নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ গুনাহ থেকে রক্ষা করবে, অথবা উভয়টি থেকে রক্ষা করবে।

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ : خلوف শব্দটির خ বর্ণে পেশ হবে। এটিই প্রসিদ্ধ, আরবি অভিধান ও হাদীসে এতদ্ভিন্ন ব্যবহার হয় না। কাজী ইয়ায বলেন, অনেক মাশায়েখ خ বর্ণে ফাতাহ দিয়েও ব্যবহার করেছেন। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ ব্যবহার ভুল। (উমদাহ, ফাতাহ)

الصَّومُ لِي : নামায, জাকাত, হজ এসব ইবাদত দৃশ্যমান যা অন্যরা দেখে বুঝতে পারে। নামাযের আসল হুকুম তো জামাতের সাথে আদায় করা। কিন্তু কেউ যদি একাকী নামায আদায় করে তাহলেও বিশেষ আরকান যেমন রুকু, সেজদা ইত্যাদি দেখে বুঝা যায় যে, লোকটি নামায পড়ছে। তেমনিভাবে জাকাত যা গরিব-মিসকীনদেরকে দেওয়া হয়, তাও অন্যরা বুঝতে পারে। হজেরও একই অবস্থা। লাখো-কোটি লোকের সমাগমে বিশেষ দিনে তা আদায় করা হয়। কিন্তু রোজা এমন ইবাদত, যাতে এমন কোনো কাজ নেই যার কারণে অন্যরা তা দেখে বুঝতে পারবে যে, সে রোযাদার। তাছাড়া একাকীও যদি কেউ পানাহার করে তাহলেও কেউ জানতে পারবে না। তাই অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় এ ইবাদতটিতে রিয়া বা লৌকিকতার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যারা-ই রোযা রাখে তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই রাখে। এ কারণেই বলা হয়েছে– الصيام لي وانا اجزي به (রোযা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দিব)

এক হাদীসে কুদসীতে আছে– قال الله تعالي كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به

বাদশাহ যদি কারোর প্রতি রাজি-খুশী হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তিকে দান করে, তাহলে তার অনুমান কে করতে পারে। বিস্তারিত দেখুন মুসলিম শরীফ পৃ. ৩৬৩।

باب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

পরিচ্ছেদ: [১১৮৬] রোযা (গুনাহের) কাফফারা হওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا جَامِعٌ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ " . قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ. إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ. قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ. كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮২] ঃ হযরত হুযাইফা (রাযি.) বলেন, একদিন ওমর (রাযি.) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হুযাইফা বললেন, আমি আছি। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদকা হলো এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (ওমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে সেই ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হুযাইফা) বললেন, এমন ফিতনার সামনে একটি বন্ধ দরজা আছে। তিনি (ওমর) বললেন, সে দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে দেয়া হবে? তিনি (হুযাইফা) বললেন, ভেংগে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার নয়। আমরা মাসরূককে বললাম, হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করুন, এ বন্ধ দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা কি ওমর জানতেন? হুযাইফা (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ, আগামী প্রভাতের পূর্বে রাত আসা যতটা নিশ্চিত ততটা নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৭৫, ১৯৩, ২৫৪, ৫০৭, ১০৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো রোযার একটি মহান ফযিলত বর্ণনা করা যে, রোযা এত মহান ফযিলতপূর্ণ জিনিস যার দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন– ان الحسنات يذهبن السيئات

تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ : আলোচ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে– ان الحسنات يذهبن السيات অর্থাৎ পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বুঝানো হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গুনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামাজ সগীরা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে – ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (কবীরা) গুনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাজ দ্বারা এক জুমা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান দ্বারা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গুনাহ নামাজ, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে "বাহরে মুহীত" নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয়

কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গুনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। والله اعلم

باب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

পরিচ্ছেদ: [১১৮৭] জান্নাতের রাইয়ান নামক গেট রোযা পালনকারীদের জন

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ. لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৩] ঃ হযরত সাহল (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪, ৪৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ " نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৪] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি উট বা যে কোনো দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম। যে নামাযী, তাকে নামাযের

দরজা থেকে ডাকা হবে, যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোযাদার, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে, আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। কাউকে জান্নাতের ঐ সবগুলো দরজা থেকে ডাকার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন।

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ফযিলত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) এ হাদীস দ্বারা তাঁর মহান ফযিলত ও বড়ত্ব প্রমাণিত হলো। তাঁর জান্নাতী হওয়াটা অকাট্যভাবে জানা গেল। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, জান্নাতীদের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ স্থানে আসীন হবেন। যার কারণে ফেরেশতারা তাকে সকল গেট দিয়ে আহ্বান করবেন।

হে আল্লাহ! হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর তোফায়েলে আমাদেরকে অন্তত একটি গেট দিয়ে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত করে দিন। যদিও আমাদের আমল এর উপযুক্ত নয়; কিন্তু আমরা এ আশায় জীবন কাটাচ্ছি।

পংক্তি–

شنیدم کہ در روز امید و بیم * بدان را بہ نیکاں بخشند کریم

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪-২৫৫, ৩৯৮, ৪৫৭, ৫১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, জান্নাতের প্রসিদ্ধ একটি একটি দরজার নাম হলো باب الريان এ দরজাটি কেবলমাত্র রোযাদারদের জন্য খাছ। এ দরজা দিয়ে রোযাদারগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বিস্তারিত দেখুন বদউল খাল্ক في صفة ابواب الجنة –

بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ: [১১৮৮] রমজান বলা হবে, না রমজান মাস বলা হবে? আর যাদের মতে উভয়টি বলা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:যে ব্যক্তি রমজানে রোযা রাখবে এবং আরো বলেছেন তোমরা রমজানের আগে রোযা রেখো না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ-অংশের সাথে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম شهر ব্যতীত শুধুমাত্র رمضان বলেছেন। সুতরাং শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল যে, رمضان-কে شهر ব্যতীত ব্যবহার করা যাবে কি না? হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তা বলা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম شهر رمضان বলেননি।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ "

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) যদিও বাবে কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি; কিন্তু বাবের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তা দ্বারা তার মনোভাব বুঝা যায়, তিনি এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, রমজানকে শুধুমাত্র رمضان আবার شهر رمضان উভয়ভাবে বলা জায়েয হবে।

আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মুজাহিদ ও আতা (রহ.) শুধুমাত্র রমজান (ইযাফতবিহীন) বলাকে মাকরূহ মনে করতেন। আর ইযাফতের সাথে شهر رمضان বলাকে জরুরী মনে করতেন। এ সম্পর্কে কামিল বিন আদীর একটি হাদীসও রয়েছে, যা হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) রেওয়ায়েত করেছেন। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'তোমরা রমজান বলোনা, কেননা রমজান হলো আল্লাহর নাম'। তবে তোমরা শাহরু রমজান বলবে। এ হাদীসটি দুর্বল। জুমহূর মুহাক্কিকীনগণের মতে এভাবে বলাতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁকও জুমহূরের সাথে।

بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

পরিচ্ছেদ: [১১৮৯] চাঁদ দেখার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ". وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهِلاَلِ رَمَضَانَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৭] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখো আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার করো (রোযা বন্ধ করো)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُومُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো চাঁদ দেখার প্রতি উৎসাহিত করা। ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন চাঁদ দেখা মুস্তাহাব। আবার কেউ কেউ واجب علي الكفاية বলেছেন।

بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

পরিচ্ছেদঃ [১১৯০] যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় নিয়তসহ রোযা রাখবে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুযায়ীই লোকদের উঠানো হবে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় নামায পড়বে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমজানের রোযা রাখবে তারও অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০, ২৫৫, ২৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ নিঃসন্দেহে রমজানের রোযা হলো একটি বুনিয়াদী রুকন ও ফরয। এ রোযার জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ব্যতীত তা সহীহ হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- । انما الاعمال بالنيات الخ-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন নাসরুল বারী প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৬

بَابٌ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ: [১১৯১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে সর্বাধিক দান করতেন

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. وَكَانَ جِبْرِيلُ. عَلَيْهِ السَّلَامُ. يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ. يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ. عَلَيْهِ السَّلَامُ. كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৮৯] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমজান মাসে জিবরাঈল যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচাইতে বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল রমজানের মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমজান মাস অতিবাহিত হতো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ সময়) তার সামনে কোরআন পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর চাইতেও বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩, ২৫৫, ৪৫৭, ৫০২, ৭৪৮ বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য:এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রমজান মাস এমন মাস যাতে দান-সদকা ছওয়াব তেমনিভাবে সকল আমল ও ইবাদতের ছওয়াব অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও দানশীলতা বৃদ্ধি পেত। বিশেষতঃ রমজান মাসে যখন জিবরাঈল (আ.) নবীজীর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন, তখন তা তীব্র বায়ুর চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পেত। অর্থাৎ তীব্র ঝড়োহাওয়া যেমন ধূলাবালি সব উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনিভাবে তাঁর দানশীলতার কারণে তার নিকটও কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

اَللّٰهُمَّ صل علي سيدنا ومولانا محمد وعلي اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضي عدد ما تحب وترضي

جود ও سخا এর মধ্যে পার্থক্য

اجود ইসমে তাফযীলের সীগা। باب نصر جاد يجود جودا থেকে অর্থ হল দান ও বখশিশে প্রবল হওয়া।

ইমাম রাগিব (রহ.) جود এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন- اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي যে জিনিস যার মুনাসাবাত তাকে তা দান করা এবং সাখাওয়াতের অর্থ সম্পদের বণ্টন। এদিকে লক্ষ্য করে جود শব্দটি নিজের মাঝে অনেক ব্যাপকতা রাখে। অর্থাৎ, এটি সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মুনাসিব জিনিস দিয়ে দেয়াকে জুদ বলে। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে কাপড় দেয়া, বস্ত্রহীনকে খানা দেওয়াকে جود বলে না কেননা, এখানে মুনাসিব ব্যক্তিকে তা দেওয়া হয়নি। বরং ফকির অসহায় ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন এলেমের

পিপাসুদের জন্যে এলেম প্রচার, পথভ্রষ্টদের জন্যে হেদায়েত করা অর্থাৎ, প্রতিটি কাজকে যথাস্থানে করাকে جود বলে। এদিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে বড় দানবীর হওয়ার বিষয়টি সূর্য অপেক্ষা স্পষ্ট।

جود মূলতঃ একটি যোগ্যতার নাম। سخاوت হল এর ফল ও ক্রিয়া। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করে সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের উপর মর্যাদা রাখতেন। ইরশাদে নববীতে রয়েছে–

انا اجود ولد ادم و اجودهم بعدى رجل علم علما لنشر علمه الخ (فتح)

অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে সবথেকে বড় দানবীর আমি। অতঃপর আমার মৃত্যুর পর বনী আদমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানবীর ঐ ব্যক্তি যে এলেম অর্জন করে তা প্রচার প্রসার করার জন্য অন্যকে শিক্ষা দেয়।

বিভ্রান্তির অবসান

সাধারণতঃ একটি বিভ্রান্তি এই হয় যে, جود ও سخا এর অর্থ এটি বুঝা হয় যে, অধিক সম্পদ খরচ করা। দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই হয় যে, মনে করা হয় سخا ও جود কে সম্পদের সাথে। এ দু'টি ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, দুনিয়ার মাঝে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বড় দানবীর হাতেম তাঈ। যার ঘটনাবলী প্রসিদ্ধ।

সুতরাং বাস্তবতা হল, প্রচুর সম্পদ ব্যয় করা سخا বা جود নয়। বরং পূর্ণ সম্পদ থেকে ব্যয়কৃত সম্পদের তুলনায় বিষয়টি ধর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি লাখপতি এবং সে এক হাজার টাকা দান করেছে। অপর ব্যক্তির শুধু এক টাকা আছে এবং সে আল্লাহর রাস্তায় এই এক টাকাই দান করে দিয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও প্রথম ব্যক্তিকে দানবীর মনে হয় এজন্য যে, সে এক হাজার টাকা দান করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি শুধু এক টাকা দান করেছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি দানবীর এজন্য যে সে তার পূর্ণ সম্পদ দান করেছে। যখন প্রথম ব্যক্তি নিজের সম্পূর্ণ সম্পদের একশত ভাগের এক ভাগ খরচ করেছে। একবার রাসূলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হযরত সাহাবায়ে কেরামকে সম্পদ দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। ঐ সময় হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ ছিল। তখন তিনি সব সম্পদের অর্ধেক রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে নিয়ে আসলেন এবং মনে মনে সন্তুষ্ট হতে থাকলেন একথা ভেবে যে, আজকে আমি সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব। এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) নিজের ঘরের পূর্ণ সম্পদ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারুক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতটুকু সম্পদ এনেছ? তিনি উত্তর করলেন, অর্ধেক। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতটুকু সম্পদ এনেছ? তখন তিনি বললেন, পূর্ণ সম্পদ নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘরে পরিবার-পরিজনের জন্যে কি রেখে এসেছো? তিনি বললেন, تركتُ الله و رسوله তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) বলেন যে, ঐদিন থেকে আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, কোন সময় সিদ্দীকে আকবরের মোকাবেলা করতে পারব না।

অতএব, এই স্থলে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটি লক্ষ্য করা হয়নি যে অধিক মাল কে এনেছে। বরং এদিকে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, পূর্ণ সম্পদের কত অংশ এনেছে। মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) এর মাঝে হযরত আলী (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

جاء ثلثة نفر الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال احدهم كانت لى مائة دينار فتصدقت بعشرة فقال الاخر كانت لى عشرة فتصدقت بواحد و قال الاخر كان لى دينار فتصدقت بعشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلكم فى الاجر سواء و كلكم تصدق بعشر ماله

এরূপভাবে جود و سخا কে সম্পদের সাথে বিশেষিত মনে করা ভুল। কারণ, এটা ফুয়ূয, আনওয়ার, উলূম ও আসরারকেও (নিগূঢ় রহস্যাবলীকেও) অন্তর্ভুক্ত করলে। যেমন– ইমাম রাগিব (রহ.) جود এর অর্থ বর্ণনা করেন– هو اعطاء ما ينبغى لمن ينبغى অতএব, جود و سخا এর হাকীকত জানার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবেচে বড় দানবীর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে কোন কিছু পাকানোর জিনিস না থাকার ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চুলায় আগুন পর্যন্ত জ্বলত না। "উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, দুই দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যেত অথচ আমাদের ঘরের চুলায় আগুন জ্বলত না। শুধু খেজুর এবং পানি খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করতাম।"

অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতাম, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই অবস্থা ছিল তখন তিনি সব থেকে বড় দানবীর কিভাবে হলেন?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই দরিদ্রতা অনৈচ্ছিক ছিল না; বরং তা ছিল ঐচ্ছিক এবং দানবীরতার কারণেই ছিল। কেননা, যা কিছু আসত তৎক্ষণাত তা বণ্টন করে দিতেন। ঐ সময় পর্যন্ত ঘরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সব বণ্টন না করে দিতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এল। (বুখারী : ১/৬০) বিন আবু শায়বার মুরসাল বর্ণনা আছে যে, সে সম্পদ ছিল এক লক্ষ দিরহাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে ঐ সম্পদ মসজিদের এক কোণে রাখা হল এবং নামাযের পরে রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে ঐ সম্পদ মসজিদের এক কোণে রাখা হল এবং নামাযের পরে রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বণ্টন করতে শুরু করেন। এভাবে তিনি পূর্ণ সম্পদ বণ্টন করে দিলেন।

فما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم و ثمه منها درهم

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দিরহামও ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠেননি। (বুখারী : ১/৬০)

একবার আসর নামাযের পর তৎক্ষণাৎ লোকজনের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন স্বর্ণের একটি টুকরো নিয়ে এসে বললেন, একটি বণ্টনযোগ্য বস্তু ঘরে রয়ে গিয়েছিল। এ ধরণের বস্তু পয়গাম্বরের ঘরে থাকা সমীচীন নয়।

একজন মহিলা বড় আগ্রহের সাথে একটি লুঙ্গি নিয়ে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করলেন, তখন এক সাহাবী দেখে স্পর্শ করে বলেন, খুবই সুন্দর তো! তার ভাষা বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ঐ জিনিসের প্রত্যাশী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং নিজের পুরানো লুঙ্গি ধারণ করলেন এবং ঐ লুঙ্গিটি সাহাবীকে দিয়ে দিলেন। অন্যান্য লোকেরা তখন তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো যে, তুমি এটি ঠিক করোনি। তুমি কি চিন্তা করনি যে, একজন মহিলা অত্যন্ত আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে তা রাসূলের নিকট নিয়ে এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বড়ই

আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তুমি তৎক্ষণাতই তা চেয়ে ফেললে! তিনি উত্তর দিলেন, আমি এজন্যই চেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র শরীরের সাথে এ লুঙ্গির ছোয়া লেগেছে। আমি আমার কাফনে এমন কাপড় দেখতে চাই যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থা তো এমন ছিল যে, কোন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে কোন কিছু সরাসরি না চেয়ে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতো যা তার প্রয়োজনীয়তার উপরে ইঙ্গিত বহন করে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তা পূর্ণ করে দিতেন। যদি নিজে সক্ষম না হতেন, তখন ঐ মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে ঋণ নিতেন। যদি ঋণও না পাওয়া যেত তাহলে হযরত সাহাবায়ে কেরামকে তার প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করাতেন–

ما قال لا قط الا فى تشهده * لو لا التشهد كان لاءه نعم

অতএব, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবথেকে বড় দানবীর হওয়ার বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দানবীর এ বিষয়টি স্বীকৃত।

و كان اجود ما يكون فى رمضان الخ রমজানুল মুবারকে যখন হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন (অন্যান্য সময়ের তুলনায়) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দানশীলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হত। তার বাহ্যিক কারণ এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে মহান ও বরকতময় মাস বলেছেন। এর মাঝে নফলের সওয়াব ফরযের সমতুল্য হয়। এক ফরযের সাওয়াব ৭০ ফরযের সমান হয়। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– রমজান শরীফের প্রতিটি রাতে দশ লক্ষ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

স্থান ও কালের শ্রেষ্ঠত্ব

* অধিকাংশ কালাম শাস্ত্রবিদের মাযহাব হল, সত্তাগতভাবে সব স্থান ও কাল সমান। বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা সবকিছুকে এক ধরনের বানিয়েছেন। কোন স্থান বা কালের অন্যটির উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অবশ্য কোন বিশেষ কারণে কোন স্থান বা কালের উপর অন্য স্থান বা কালের শ্রেষ্ঠত্ব এসে যায়।

* শায়খে আকবর ও বিন কাইয়্যিম (রহ.) প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কিছু কাল ও কিছু স্থানকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হেকমতের দাবী হল সর্বোত্তম স্থান ও সর্বোত্তম কালকে শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলোর জন্যে মনোনিত করা হয়। অতঃপর ঐ সমস্ত বিষয়গুলো এবং ঘটনার কারণে তার শ্রেষ্ঠত্ব এসে যায়। উদাহরণস্বরূপ আশুরার দিন সম্পর্কে শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মত হল ঐ দিনের অন্য দিনের উপর সত্তাগতভাবে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু যেহেতু ঐ দিনে কিছু বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জলিলুল কদর পয়গম্বর হযরত মূসা (আ) এর মুক্তি এবং অবাধ্য এবং নাফরমান ফেরাউনের ধ্বংস ও ডুবে যাওয়া ইত্যাদি। এজন্য ঐ দিনকে বিশেষ ঘটনার কারণে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, ঐ দিনে সৃষ্টিগতভাবে এক বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল। এজন্যই ঐ দিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্যে নির্বাচিত করেছেন। যে কারণে ঐ দিনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে শাস্ত্রজ্ঞানীগণ বলেন যে, কদরের রাত্রের অন্য রাতসমূহের উপর বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। কিন্তু কুরআনের অবতরণ এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের অবতরণের কারণে ঐ রাতটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন যে, কদরের রাতে সৃষ্টিগতভাবে এক বিশেষ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল। এজন্যই সে রাতে আসমানী কিতাবসমূহ এবং পবিত্র কুরআনে পাক অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে কা'বা শরীফের স্থান সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞানীগণ বলেন যে, ঐ স্থানের বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। যেহেতু সেখানে হজ্জ শুরু হয়েছে। সম্মানিত লোকেরা সেখানে হজ করতে যেত। সেহেতু ঐ স্থানে একটি শ্রেষ্ঠত্ব এসে গিয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন যে, যদি সমস্ত স্থান এক ধরনের হতো তাহলে হজের জন্য ঐ স্থানকে কেন নির্বাচন করা হয়েছে। وربك يخلق ما يشاء و يختار আপনার প্রতিপালক যা চান তা সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান তাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাকীম। হেকমতের অর্থ হল- وضع الشئ فى محله অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসকে যথাস্থানে রাখা। এজন্য স্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বড় কাজের জন্যে কোন স্থান বা সময়কে নির্ধারণ করে নিলে অবশ্যই তাতে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য থাকবে।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম (রহ.) এ মাসআলাকে একটি দীর্ঘ ভূমিকার পরে কিতাবুস সুন্নাহর আলোকে অনেক বিস্তারিত থেকে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং যাদুল মা'আদের ৩৫ পৃষ্ঠা থেকে ৬০ পর্যন্ত ২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

এক জায়গায় বলেন, এ হিকমত, এ স্বল্পজ্ঞানীর বুঝের উর্ধ্বে, যে সত্তা, কর্ম, স্থান ও কালগুলোকে সমান মনে করে, তাদের ধারণা অনুসারে এগুলোর একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার বিপরীত আমার নিকট ৪০ টির অধিক দলিল রয়েছে। যেগুলোকে আমি অন্যত্র বিশ্লেষণের সাথে বর্ণনা করেছি। এই স্থলে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ বাতিল করার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট যে, যদি তা মেনে নেয়া হয় তাহলে আম্বিয়া (আ) এবং তাঁদের শত্রু (কাফের, মুশরিক, ফেরআউন, হামান) সবার মর্যাদা এক হয়ে যাবে এবং এর থেকে বড় অহেতুক ও বাতিল কথা আর কি হতে পারে যে, হারাম শরীফের স্থান অন্য সব স্থানের সমমর্যাদার হবে? হাজরে আসওয়াদের টুকরা দুনিয়ার অন্য সমস্ত পাথরের ন্যায় হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তা অন্য সব মানুষের সমান হবে? অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- الله اعلم حيث يجعل رسالته আল্লাহ তাআলা জানেন, তিনি কাকে রিসালাত দান করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি রিসালাতের উপযুক্ত নয়। বরং যদিও নবুওয়াত একটি ওয়াহাবী (দানকৃত) বস্তু কাসবীহ (উপার্জিত) নয় কিন্তু তার যোগ্যতার জন্যে কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী অবশ্যই প্রয়োজন। যেগুলোর উপর নবুওয়াত এবং রিসালাতের ভিত্তি এবং তা ব্যতীত একথা সত্য প্রমাণিত হতে পারে না এবং ঐ বৈশিষ্ট্যাবলীর এলেম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো নেই। তিনি জানেন কে ঐ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী। এজন্যই বলেছেন, الله يصطفى من الملئكة رسلاً و من الناس আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) কিছু সময় স্থানের মর্যাদা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানীগণের মাযহাবকে দীর্ঘায়িত করে দলিলসহ বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে কালামশাস্ত্রবিদদের মতবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন- هو اعظم جناية جناها المتكلمون على الشريعة। (যাদুল মাআদ : ১/৪৭)

এ সব উক্তি কালামশাস্ত্রবিদগণের। এ সমস্ত অপবাদের মধ্য থেকে যা তারা শরীয়াতের উপর আরোপ করেছেন এবং তার দিকে নিসবত করে দিয়েছেন। অথচ শরীয়াত ঐ সমস্ত অপবাদ এবং ত্রুটিমুক্ত এবং কালামশাস্ত্রবিদদের নিকট কোন কোন সাধারণ বিষয় সাম্যতা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নেই। এই ব্যাপক সমতা দ্বারা মৌলিক সাম্যতা কখনও অর্জন হতে পারে না। বরং রাত দিনের প্রত্যক্ষদর্শী এর ব্যতিক্রম। উদাহরণস্বরূপ প্রকৃত সমতা কোন অবস্থাতেই প্রমাণিত হতে পারে না। বরং রাত-দিনের প্রত্যক্ষ দর্শন এর পরিপন্থী। যায়েদ, উমর, বকর আকার-আকৃতিতে, মানবতায়, খানাপিনায়, উঠা-বসায় এক রকম। কিন্তু এর পরেও না এরা সকলে এক না এক ধরণের। বরং অনেক বিষয়ে তারা ভিন্ন। এটি একটি স্পষ্ট বিষয় আল্লাহ তাআলাই তাওফিক দাতা। (জামি'উদ দিরারী, সূত্র : যাদুল মাআদ, বড় প্যারা : পৃষ্ঠা- ৬-১৪)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন-

انزل أشرف الكتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارة اشرف الملائكة و كان ذلك فى اشرف بقاع الأرض و ابتداء انزاله فى اشرف شهور السنة و هو رمضان فكمل من كل الوجوه

فيدارسه القران -হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কুরআন দাওর করতেন। يدارس শব্দটি فعل مضارع এর সীগা। باب مفاعلة مدارسة থেকে উদ্ভূত। যা উভয়ের পক্ষ থেকে কোন কাজ হওয়া বুঝায়। এখানে উদ্দেশ্য হল দাওর করা। এই مدارسة থেকে বুঝা যায় যে, এই পবিত্র মাসের কালামে ইলাহীর সাথে এক বিশেষ মুনাসাবাত রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমস্ত কিতাব এ পবিত্র মাসেই যেমন পূর্ণ কুরআনে মাজীদ লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে এ মাসে সবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাইতুল ইজ্জতের মাঝে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এবং বাইতুল ইজ্জত দুনিয়ার আকাশে একটি স্থানের নাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কুর্আনের ওহীর সূচনা পবিত্র রমজান মাসের ১৭ তারিখে সোমবারে হয়েছে। অতঃপর অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুপাতে তেইশ বছর সময়ে তা অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহীফাগুলোও পহেলা রমজান অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মূসা (আ) কেও তাওরাত রমজানের ৬ তারিখে দান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) কে ইঞ্জিল ১৩ই রমজান দান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত দাউদ (আ)ও ১৮ই রমজান যাবুর পেয়েছেন।

فلرسول الله صلعم اجود بالخير من الريح المرسلة : এর ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) আল্লাহর শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফয়েজ, বরকত ও আধ্যাত্মিক দান-দৃষ্টির সঞ্জীবনী শক্তি বসন্তের মলয় বায়ুর সঞ্জীবনী শক্তি অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফয়েজ যে কত দ্রুত ক্রিয়াশীল ও কত ব্যাপক ছিল তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করার জন্য বসন্তের মলয় বায়ুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুনিয়ার বুকে বসন্তের বায়ুর দ্বারা কি ব্যাপক পরিবর্তনই না আসে! হিম ঋতুর প্রকোপে গাছের পাতা ঝরে গাছগুলি জীর্ণশীর্ণ হয়, তরুলতা অগ্নিদগ্ধের মত বিবর্ণ ও শ্রীহীন হয়, সমস্ত পশু-পক্ষী এমনকি মানুষের মনের পুলক পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। কিন্তু যখনই ঋতুরাজ মধুকাল বসন্তের হাওয়া জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে থাকে, তখনই পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা গাছপালা সকলেই নতুন জীবন ধারণ করে উঠে। বসন্তের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ুর বদৌলতে গাছপালার শুষ্ক ডালগুলেও নতুন পাতায় ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, অগ্নিদগ্ধ মাটি সবুজ ঘাসে ছেয়ে যায়, সকলের প্রাণেই উল্লাসের ঢেউ খেলতে থাকে। তদ্রূপই যুগ-যুগান্তব্যাপী কুফর শেরকে ডুবন্ত মৃতদেহ-আত্মাসমূহ এবং আল্লাহ ভুলা হওয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরগুলো, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আবির্ভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর ছোহবতের ও শিক্ষার ফয়েজ ও বরকতের কল্যাণে শুধু সজিব, জীবন্ত ও আলোকিতই নয় বরং এমন সঞ্জীবনী শক্তি সম্পন্ন জীবনদাতা, আলোদাতা হয়েচিলেন যে, তাঁরা সমস্ত জগতকে নতুন জীবনের ও নতুন আলোকের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। জগতের প্রত্যেক সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু যেরূপ বসন্তের সুশীতল মলয় বায়ুর দ্বারা জীবনী শক্তি লাভ করে থাকে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আধ্যাত্মিক ফয়েজের সামান্য ছিটা ফোটার দ্বারা তার চাইতে অধিক জীবনী শক্তি জগদ্বাসী লাভ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা লাভ করতে থাকবে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

গারে হেরা সংক্রান্ত হাদীসে (অর্থাৎ অনুচ্ছেদের তৃতীয় রেওয়ায়েতে) স্থানগত সূচনার কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, ওহীর সূচনার স্থান বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসে ওহীর সূচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। যে সর্বপ্রথম ওহী অবতরণের শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে। যেমন, ইরশাদে বারী রয়েছে- شهرُ رمضان الذى أنزل فيه القران

باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদ: [১১৯২] যে ব্যক্তি রোযা রাখার সময় মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল বর্জন করেনি

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ রোযা রাখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই নয় যে, মানুষ ভুখা-পিপাসার্ত থাকবে; বরং রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচবে, অধিক থেকে অধিকতর ইবাদত-বন্দেগী করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। মোটকথা, শুধুমাত্র রোযা রাখলেই চলবে না; বরং রোযার রূহও সৃষ্টি করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ৮৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রোযা রাখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই নয় যে, মানুষ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে; বরং উদ্দেশ্য হলো নফসে আম্মারাহ-কে দমন করে, নফসে মুতমাইন্নাহ-কে অনুগত করা, গুনাহ থেকে বেঁচে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে। বুঝা গেল ليس لله حاجة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রূপক, কবুল না হওয়া ও ছওয়াব না পাওয়া।

باب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

?পরিচ্ছেদ: [১১৯৩] কাউকে গালি দিলে সে কি বলবে, আমি তো রোযাদার

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ. فَإِنَّهُ لِي. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ. أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, তবে রোযা আমার জন্য। আমি নিজে এর পুরস্কার প্রদান করবো। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি

রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর মুষ্ঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দুটি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়। আকেরবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ. أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪, ২৫৫, ৮৭৮, ১১১৬, ১১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয় দূর করা যে, নিজের ইবাদত ও আনুগত্যের কথা প্রকাশ করায় কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত হলো রিয়া ও লৌকিকতা যেন উদ্দেশ্য না হয়।

بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعُزْبَةَ

পরিচ্ছেদ:[১১৯৪] অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার) আশংকা করে, তার জন্য রোযার বিধান

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯২] ঃ হযরত আলকামা (রাযি.) বলেছেন, একদিন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি বললেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কারণ বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সক্ষম নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কারণ রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, الباءة অর্থ হলো النكاح।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ৭৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর যিনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা খুবই জরুরী।

العزوبة : আল্লামা আইনী বলেন, শব্দটির ع ও ز বর্ণে পেশ হবে। কোনো কোনো কপিতে আছে الْعُزْبَةَ বাবে نصر মাসদার عَزْبَة و عُزُوبة অর্থ হলো স্ত্রীহীন হওয়া; অবিবাহিত হওয়া।

বিবাহ করার হুকুম: ১. কোনো সূরতে বিবাহ করা ওয়াজিব, যদি মোহর ও খোরপোষ দিতে সক্ষম ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয় যে সে বিবাহ না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তখন বিবাহ করা ওয়াজিব। ২. কিন্তু যদি যৌনচাহিদা এত প্রবল না হয় তখন বিবাহ করা সুন্নত। সুতরাং সে যদি এ নিয়তে বিবাহ করে যে, গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, তাহলে সে ছওয়াবও পাবে।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [১১৯৫] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– যখন তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখবে তখন রোযা শুরু করবে, আবার যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে তখন রোযা ভাঙ্গবে

হযরত সেলাহ (রহ.) আম্মার (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখল সে আবুল কাসিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করল।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ "لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমজানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না, আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে হিসেব করো অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ الخ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্টও হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৪] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এতো এতো দিনে মাস হয় (দুই হাতের দশটি আঙুল তিনবার দেখিয়ে) তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙুলী বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ কোনো কোনো মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বুঝালেন)।

অর্থাৎ উভয় হাতের আঙ্গুল হলো দশটি। সুতরাং উভয় হাতের আঙ্গুল দুইবার উপরের উঠিয়ে উপর থেকে নিচে করে ইঙ্গিত করলেন, যার দ্বারা বিশ হলো। তৃতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে ইঙ্গিত করলেন, তাতে নয় হলো। সর্বমোট উনত্রিশ হলো। বিস্তারিত মুসলিম শরীফে দেখুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا -অংশের সাথে। অর্থাৎ রোযা রাখতে হবে চাঁদ দেখা গেলে। আর চাঁদ কখনো হয় ২৯ তারিখে। এ হাদীসে সে কথাই বলা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬, ৭৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো) তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ. عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا. فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا. فَقَالَ "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا".

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য ঈলা করলেন (এক মাস যাবত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার শপথ করলেন)। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাকে বলা হলো, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬, ৭৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ. وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ. فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৭] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করলেন, এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। উনত্রিশ রাত পর্যন্ত তিনি ঘরের মাচানে অবস্থান করেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৫, ৫৬, ৯৬, ১০১, ১৫০, ২৫৬, ৩৩৫, ৭৮৩, ৯৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সন্দেহের দিন রোযা রাখা হারাম। সন্দেহের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শা'বান মাসের ৩০ তারিখ, যেদিন এটা জানা যায় না যে, তা শা'বান মাসের ৩০ তারিখ নাকি রমজান মাসের ১ তারিখ। ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, শা'বানের ৩০ তারিখ যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে রমজানের রোযা রাখা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যাঃ উত্তম হলো ত্রিশ তারিখের সন্দেহ হলে চাশতের সময় পর্যন্ত চাঁদ দেখার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষা করবে যে সম্ভবত অন্য স্থানে চাঁদ দেখা গেছে। যদি চাঁদ দেখার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যায় তাহলে রোযার নিয়ত করে রোযা পূর্ণ করে নিবে। নতুবা খাওয়া-দাওয়া করে নিবে। অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেলবে।

এ হাদীসের বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৪০১

باب شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

পরিচ্ছেদঃ [১১৯৬] (দুই) ঈদের দুই মাস কম হয় না

কোনো কোনো কপিতে এতটুকু বৃদ্ধি আছে–

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ.

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই বলেছেন যদি তা উনত্রিশ দিন হয় তাহলেও পূর্ণ ত্রিশদিনের ছওয়াব পাওয়া যাবে। আর মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেছেন, উভয় মাস উনত্রিশ দিন হবে এমন হয় না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

شهرا عيد ।ঈদের দুই মাস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রমজান ও যিলহজ মাস। যেমন তিরমিযীর আবওয়াবুস সাওমে এটা স্পষ্ট আছে। যেমন- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان و ذي الحجة ইমাম তিরমিযী এর উপর স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন- باب ماجاء شهرا عيد لا ينقصان তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদের অধীনে হযরত আবু বকরা (রাযি.)থেকে এই হাদীসই উদ্ধৃত করেছেন। তাই এর বিশ্লেষণ হাদীসের অধীনে হবে, ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ. عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ "

قال ابو عبدالله وقال احمد بن حنبل ان نقص رمضان تم ذو الحجة وان نقص ذو الحجة تم رمضان

وقال ابو الحسن كان اسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة ان كان تسعة وعشرين او ثلثين

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৮] ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) থেকে তাঁর পিতার বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন দু'টি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) মাস হয় না। আর তা হল ঈদের দু'টি মাস রমজান ও যুল-হিজ্জাহ।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন যে, যদি রমজান অপূর্ণ (অর্থাৎ ২৯ দিনে হয়) তাহলে যিলহজ পূর্ণ হবে, আর যদি যিলহজ মাস অপূর্ণ হয় তাহলে রমজান পূর্ণ হবে। আবুল হাসান বলেন ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি বলতেন যে, উভয়ের ফযিলতে কম হবে না। চাই উনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ : এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য হতে ইমাম বুখারী (রহ.) মাত্র দুটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

১. ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন- انها لا ينقصان معا فى سنة واحدة অর্থাৎ একই বছর রমজান যিলহজ মাস উনত্রিশ দিনে হয় না। এতদুভয়ের মাঝে এক মাস যদি উনত্রিশ দিনে হয় তাহলে অপর মাস অবশ্যই ত্রিশ দিনে হবে। (তবে যেহেতু এ মতটি বাস্তবতার পরিপন্থি তাই এর অর্থ এই নেয়া হলে সহীহ হতে পারে। তা হলো-

لا ينقصان معا في سنة واحدة علي طريق الاكثر الاغلب وان ندر وقوع ذلك

সুতরাং যদি কখনো উভয় মাসই উনত্রিশ দিনে হয় তাহলে আর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। কারণ বিষয়টি অধিকাংশের ভিত্তিতে বলা হয়েছে।

২. ইমাম বুখারী (রহ.)এর দ্বিতীয় অভিমত: তিনি দ্বিতীয় অভিমত এটি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম ইসহাকের মতে এর অর্থ হচ্ছে, এ দু'টি মাস দিনের গণনায় যদি কমও হয় তবু ছওয়াবের দিক থেকে এর মাঝে কোনো প্রকার কমতি হবে না। অর্থাৎ উনত্রিশ দিন রোযা রাখার পর যদি ঈদের চাঁদ উদিত হলেও তাকে পূর্ণ ত্রিশ দিন রোযার রাখার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। কারণ রোযা এক মাস ফরয; আর মাস কখনও উনত্রিশ দিনে হয় আবার কখনও ত্রিশ দিনে হয়। তাহলে আর কোনো প্রশ্নই হয় না; সকল মতের মধ্যে এ মতটিই অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

৩. ইমাম ত্বহাবী (রহ.) ও ইমাম বায়হাকী (রহ.)এর অভিমত : তাদের মতে- لا ينقصان في الأحكام। বিধিবিধানের দিক থেকে কমে না। অর্থাৎ মাস দু'টি যদি উনত্রিশ দিনেরও হয় তবুও এর বিধিবিধান পরিপূর্ণই থাকে। অর্থাৎ মাস যদি উনত্রিশ দিনের হয় কিন্তু তার উপর বিধিবিধান জারি হবে ত্রিশদিনের। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যে, একজন কর্মচারির মাসিক বেতন নির্ধারিত হয়েছে ষাট টাকা। সেক্ষেত্রে মাস ত্রিশ দিনে হোক বা উনত্রিশ দিনেই হোকনা কেন উভয় সূরতেই সে ষাট টাকাই পাবে। এমন হবে না যে, যদি মাস উনত্রিশ দিনে হয় তাহলে সে বেতন আটান্ন টাকা পাবে। মোটকথা উভয় সূরতেই সে বেতন ষাট টাকা পাবে।

৪. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বছরের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ একথাটি বলেছিলেন।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ"

পরিচ্ছেদ: [১১৯৭] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو. أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ. لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৭৯৯] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়, অর্থাৎ কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬, ৭৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রোযা নির্ভর করবে চাঁদ দেখার উপর। জ্যোতির্বিদ্যার উপর নয়। বরং জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। যেমন ১৭৯৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه

যখন মেঘ ইত্যাদির কারণে ২৯ শা'বান রমজানুল মুবারকের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে, উনত্রিশ দিন চাঁদ দেখা না গেলে– فاسئلوا اهل الحساب বরং তিনি বলেছেন– اكملوا العدة ثلاثين

بَابٌ: لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

পরিচ্ছেদ:[১১৯৮] রমজানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা শুরু করবে না

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮০০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ রমজানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না। তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রোযা নির্ভর করবে চাঁদ দেখার উপর। জ্যোতির্বিদ্যার উপর নয়। সুতরাং চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করবে, আবার (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ করবে। চাঁদ না দেখেই আগের থেকে রোযা রাখা আরম্ভ করা যাবে না।

بَابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ}

পরিচ্ছেদ: [১১৯৯] মহান আল্লাহর বাণী– তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রোযার রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া; কেননা তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ; আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন, সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর এবং যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, [অবাধে] তার প্রস্তুতি কর।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى. عَنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا. فَحَضَرَ الإِفْطَارُ. فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ. حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا. فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ. فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ. فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ. فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ. فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً

لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا. وَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}.

হাদীসের অনুবাদ [১৮০১] ঃ হযরত বারাআ (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জানতে চাইলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি খোঁজ করে দেখে আসি আপনার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী দিনের বেলা (ক্ষেত-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন। (স্ত্রী খাবারের খোঁজে যাবার পর) ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, আপনার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে কোরআনের এ আয়াত নাযিল হলো, 'রমজানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা হালাল করা হয়েছে।' এ আদেশ অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলো, 'তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো' (সূরা বাকারা-১৮৭)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত এভাবে যে, এ হাদীস দ্বারা উক্ত আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, احل لكم ليلة الصيام-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল? আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করে দিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, তখন মুসলমানরা ইফতারের পরে যখন শুয়ে পড়ত বা ইশার নামায পড়ে নিত তখন রোযা শুরু হয়ে যেত। তখন আর না পানাহারের অনুমতি ছিল, আর না স্ত্রী-সহবাসের। এভাবে পূর্ণ রাত এবং পরবর্তী পূর্ণ দিন রোযা রাখতে হতো।

মূলত এ বিধানটি কষ্টসাধ্য ছিল। এমনকি হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর ন্যায় ব্যক্তি একদিন এশার নামায আদায়ের পর স্ত্রী-সহবাস করে ফেললেন। কিন্তু ফরয গোসল আদায়ের পর অনেক কান্নাকাটি করলেন, এবং নিজের এ অন্যায়ের জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। পরে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ওজর-আপত্তি করতে লাগলেন।

কিন্তু বাবের হাদীসে অন্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবার নামও উলট-পালট হয়ে গেছে। ঘটনার বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম হলো সিরমা, যার উপনাম হলো আবু কাইস।

বিস্তারিত জানতে দেখুন নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড কিতাবুত তাফসীর।

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [১২০০] মহান আল্লাহর বাণী– আর খাও ও পান কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কালো রেখা হতে, অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত।

এ বিষয়ে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ. فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ. فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي. فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮০২] ঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযি.) বলেছেন, যে সময় (কোরআনের বিধান) 'খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে' নাযিল হলো তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সুতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতে আমি (রশি দুটি বার বার) দেখতে থাকলাম।

কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭, ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ. مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ أُنْزِلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ. فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ. وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا. فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৩] ঃ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযি.) বলেন, যখন 'খাও এবং পান করো যতক্ষণ না কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়' নাযিল হলো তখনও ফজরের কথাটা নাযিল হয়নি, এ অবস্থায় লোকে রোযা রাখতে চাইলে প্রত্যেকেই দুই পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নিতো এবং (সাহরীর সময়) সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতো। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ ফজরের কথাটা নাযিল করলেন। তখন সবাই জানতে পারলো যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল রাত (এর অন্ধকার) ও দিন (এর আলো)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭, ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সাহরী খাওয়ার শেষ সময় বর্ণনা করা।

ফায়েদা: বাবের প্রথম হাদীসে আছে যে, হযরত আদী (রাযি.) সাদা ও কালো সুতা বালিশের নিচে রাখতেন, আর দ্বিতীয় এ রেওয়ায়েতে আছে সুতা পায়ে বেঁধে রাখতেন। মূলতঃ উভয়ের মাঝে কোনো এখতেলাফ নেই। কারণ, কেউ কেউ বালিশের নিচে রাখত, আবার কেউ পায়ে বেঁধে রাখত।

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ"

পরিচ্ছেদ: [১২০১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– বিলালের আজান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ بِلَالاً. كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ". قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৪]: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। কারণ ফজর (উদয়) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম) আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হাদীসের মাফহূমের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮৭, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সুবহে সাদিক পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয আছে। তবে যখন সুবহে সাদিক হয়ে যায় তখন সাহরী খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। যা حتى يطلع الفجر দ্বারা স্পষ্টই বুঝে আসে।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) : মূল নাম কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক। তিনি মদিনার শীর্ষস্থানীয় সাতজন ফকীহ তাবেয়ীর অন্যতম। তিনি স্বীয় যুগে বিশেষ মর্যাদা ও গুণের অধিকারী ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন, আমরা মদিনায় এমন কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে পাইনি, যাঁকে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারি। তিনি সাহাবীদের এক জামাআত থেকে– যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাযি.) ও মুয়াবিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন– রেওয়ায়েত করেছেন তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৬]

---

[৩৬] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৫৩৪]

بَاب تَعْجِيلِ السَّحُورِ

পরিচ্ছেদ: [১২০২] সাহরী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي. ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৫] ঃ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযি.) বলেছেন, আমি বাড়িতে পরিবার-পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়ার লক্ষ্যে তাড়াহুড়া করে যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي. ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮২, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এখানে শিরোনামের দুটি নুসখা রয়েছে। ১. باب تاخير السحور এটিই অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য শরাহগ্রন্থে যেমন ওমদাতুল কারী, ফতহুল বারী, কিরমানী ইত্যাদিতে রয়েছে। ২. تعجيل السحور ভারত-বাংলাদেশ- পাকিস্তানী কপিগুলিতে এভাবেই রয়েছে। সুতরাং যদি تاخير السحور এ নুসখা গ্রহণ করা হয় তখন উদ্দেশ্য হলো মুস্তাহাব বর্ণনা করা। অর্থাৎ উত্তম ও মুস্তাহাব হলো সুবহে সাদিকের আগমুহূর্তে সাহরী খাওয়া। ২. আর যদি تعجيل-এর নুসখা নেওয়া হয় তখন উদ্দেশ্য হবে জাওয়ায বা বৈধতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ সতর্কতামূলক আগে আগে খেয়ে নেওয়া উচিত, যেন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে।

আবার কেউ কেউ এর অর্থও গ্রহণ করেছেন যে, এখানে تعجيل টি تاخير-এর মোকাবেলায় নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো তাড়াতাড়ি করে খাওয়া। অর্থাৎ সাহরী খেতে দীর্ঘ সময় লাগাবে না; বরং তাড়াতাড়ি খেয়ে নিবে।

بَاب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ: [১২০৩] সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ কত?

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৬] ঃ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন) আমি যায়েদ ইবনে সাবেতকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৮১, ৮২, ১৫২, ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সাহরী বিলম্বে খাওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা এবং বিলম্বে খাওয়া যে মুস্তাহাব তা বর্ণনা করা।

بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرُ السَّحُورُ

পরিচ্ছেদ: [১২০৪] সাহরীতে রয়েছে বরকত; কিন্তু তা ওয়াজিব নয়।

কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একটানা রোযা রেখেছেন অথচ সেখানে সাহরীর কোনো উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ. فَنَهَاهُمْ. قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى"

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৭] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, কোন এক সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখতে থাকলে লোকেরাও একাধারে রোযা রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বললো, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ. فَنَهَاهُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭, ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً"

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৮] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও। কারণ সাহরীতে বরকত লাভ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। আর লাগাতার রোযা রাখার দলীল দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার রোযা রেখেছেন, মাঝে সাহরী খাওয়ার কথা কেউ বলেননি। যদি সাহরী খাওয়া ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই সাহরী খেতেন। আর যদি তারা সাহরী খেতেন তাহলে তাদের জন্য বিষয়টি এত কষ্টসাধ্য হতো না। কতক রেওয়ায়েতে আছে সাহাবায়ে কেরাম চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়তেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহবশত নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল তানযীহীস্বরূপ, তাহরীমী স্বরূপ নয়।

بَابٌ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

পরিচ্ছেদ: ১২০৫] যদি কেউ দিনের বেলা রোযার নিয়ত করে

উম্মুদ-দারদা (রাযি.) বলেন যে, আবুদ-দারদা (রাযি.) তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে? আমরা যদি বলতাম, নেই, তা হলে তিনি বলতেন, আমি আজ রোযা রাখব। আবু তালহা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং হুযায়ফা (রাযি.) অনুরূপ করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ "أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ

হাদীসের অনুবাদ [১৮০৯] ঃ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেন, আশুরার দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন ঘোষক পাঠালেন, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায় অথবা রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো দিনের বেলা নিয়ত করা জায়েয হওয়ার উপর। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল– فليتم ও فليأكل শব্দদ্বয় দিনের বেলা রোযার নিয়ত করার বৈধতাকে বুঝায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি যে, দিনের বেলা নিয়ত করা দ্বারা রোযা হবে কি না? সাধারণত মতভেদপূর্ণ মাসআলায় তিনি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন না।

ইমামগণের মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, সুবহে সাদিকের আগে নিয়ত করা জরুরি। সুবহে সাদিকের পরে নিয়ত করলে রোযা হবে না। তার দলীল হলো– لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل এ হাদীসটি হলো মুতলাক, যা সকল রোযাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

জুমহূর বলেন এ হাদীসটি হলো مؤول তাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে এ হাদীসটি ফরযের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাদের মতে নফল রোযার নিয়ত দিনেও করা যায়। অসংখ্য হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যখন জানতে পারলেন যে, ঘরে খাবার নেই তখন তিনি রোযার নিয়ত করে নিলেন। হানাফীদের মতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো রোযা রাত থেকেই ধর্তব্য হবে। এমন নয় যে, যোহরের সময় খাবার খেয়ে নিয়ত করে নিল যে, আমি এখন থেকে মাগরিব পর্যন্ত রোযা রাখলাম।

হানাফীদের নিকট রমজানুল মুবারক ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়ত দিনের বেলা করলেই চলবে। তবে অনির্দিষ্ট মান্নত এবং কাফফারার রোযা ও রমজানের কাযা রোযা অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ফরয রোযার নিয়ত রাতের বেলায় করা জরুরী।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রোযার নিয়ত যে কোনো সময় করলেই চলবে।

بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

পরিচ্ছেদঃ [১২০৬] জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় রোযা পালনকারীর ভোর হওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا. وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَعْلَمُ. وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ. وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮১০] ঃ হযরত আব্দুর রহমান (রাযি.) মারওয়ানকে অবহিত করেছেন যে, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাযি.) তাকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতেন এবং এ অবস্থায়ই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়ত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবুদর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরাইরাকে আতংকিত করে দাও (কারণ এরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদিনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, আব্দুর রহমানের কাছে মারওয়ানের এ কথা মনোপুত

ছিল না। এরপর আমরা ঘটনাক্রমে যুল-হুলাইফাতে একত্রিত হই। সেখানে আবু হুরাইরার এক খণ্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আব্দুর রহমান আবু হুরাইরাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাসও আমাকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি অবহিত। হাম্মাম ও ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত রিওয়াতটির সনদই মজবুত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ. ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৮, ২৫৮-২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যদি কোনো ব্যক্তি সুবহে সাদিক পর্যন্ত জুনুবী থাকে, এরপর ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর যখন ফজরের আজান হয় তখন উঠে গোসল করে নামায আদায় করবে।

এখন প্রশ্ন হলো তার রোযা সহীহ হবে কি না? বা ফরয রোজা ও নফল রোযার মাঝে কোনো পার্থক্য হবে কি না? পূর্বসূরী সালাফদের মাঝে কিছুটা মতভেদ থাকলেও ইমাম চতুষ্টয় ও জুমহূরের মাঝে মতৈক্য রয়েছে যে, রোযা সহীহ হয়ে যাবে। কারণ রোযার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

এদিকে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) যখন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস জানতে পেরেছেন তখন তিনি রুজু করে নিয়েছেন। এর পূর্বে তিনি হযরত ফযল বিন আব্বাস (রাযি.) থেকে শুনে ফতওয়া দিতেন। যে-

من ادرك الفجر جنبا فلا يصم فرجع ابو هريرة عما كان يقول من ذلك

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রকাশ করা।

بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

পরিচ্ছেদঃ [১২০৭] রোযাদার কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রোযাদারের জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান হারাম

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ عَنْ شُعْبَةَ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ. وَهُوَ صَائِمٌ. وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {مَآرِبُ} حَاجَةٌ. قَالَ طَاوُسٌ {أُولِي الإِرْبَةِ} الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ

হাদীসের অনুবাদ [১৮১১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, রোযা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি সক্ষম ছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, মা'রিব অর্থ প্রয়োজন বা চাহিদা। আর তাউস বলেছেন, গাইরু উলিল ইরবাহ অর্থ নির্বোধ যাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ-অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সহবাস ব্যতীত অন্যসব কাজ যেমন-এক সাথে শয়ন করা, চুমা দেওয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না । যদিও মুবাশারাত শব্দটি স্ত্রী-সহবাসের অর্থেও ব্যবহৃত হয় । কিন্তু মূলত মুবাশারাত হলো শরীরের সাথে শরীর মিলানো । যেহেতু যুবকদের জন্য রোযা অবস্থায় মুবাশারাত ও চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে যায়, তাই তাদের জন্য তা নিষিদ্ধ । কিন্তু তারপরও যদি কেউ স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, এবং কাজা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে ।

بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ

পরিচ্ছেদ:[১২০৮] রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ।

,জাবির ইবনে যায়িদ (রহ.) বলেন, (স্ত্রীলোকদের দিকে) তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলেও রোযা পূর্ণ করবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ

হাদীসের অনুবাদ [১৮১২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, রোযা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন । (একথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ-অংশের সাথে ।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ". قُلْتُ نَعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৩] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেছেন, কোন এক সময় আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমার হায়েয শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে নীরবে বের হলাম। তিনি জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার, তোমার হায়েয শুরু হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর উম্মে সালামা এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৪, ৪৬, ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যেহেতু মাসআলাটি বিতর্কিত, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসুলভ কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি। কিন্তু পরিচ্ছেদের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঝোঁক বুঝে আসে যে, রোযাদার ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে চুমু দেয় তাহলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটা যুবকদের জন্য মাকরূহ, আর বৃদ্ধদের জন্য অনুমতি রয়েছে। মাসআলার বিশ্লেষণের জন্য উমদাতুল কারী দেখে নিন।

بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

পরিচ্ছেদঃ [১২০৯] রোযাদার ব্যক্তি গোসল করা প্রসঙ্গে

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

ইবনে ওমর (রাযি.) রোযা অবস্থায় একটি কাপড় ভিজালেন এরপর তা গায়ে দেওয়া হলো। রোযা অবস্থায় শা'বী (রহ.) গোসলখানায় প্রবেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, হাঁড়ি থেকে কিছু বা অন্য কোনো জিনিস চেটে স্বাদ খাওয়া কোনো দোষ নেই। হাসান (রহ.) বলেন, রোযাদার কুলি করা এবং ঠাণ্ডা লাগান দূষণীয় নয়। ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন সকালে তেল লাগায় এবং চুল আঁচড়িয়ে নেয়। আনাস (রাযি.) বলেন, আমার একটি হাউজ আছে, আমি রোযা অবস্থায় তাতে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। ইবনে ওমর (রাযি.) রোযা অবস্থায় দিনের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে মিসওয়াক করতেন। আতা (রহ.) বলেন, থুথু গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়েছে বলা যায় না। ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহারে কোনো

দোষ নেই। প্রশ্ন করা হল, কাঁচা মিসওয়াকের তো স্বাদ রয়েছে? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, অথচ এ পানি দিয়েই তুমি কুলি কর। আনাস (রাযি.), হাসান (রহ.) এবং ইবরাহীম (রহ.) রোযাদারের জন্য সুরমা ব্যবহারে কোনো দোষ মনে করতেন না।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহ.) : তাঁর মূল নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন। উপনাম আবু বকর। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি হযরত আনাস, ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর কাছ থেকেও বহু মুহাদ্দিস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ফকীহ, আলেম, আবেদ, মুত্তাকী ও মুহাদ্দিস এবং একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন। শরীয়তের অগাধ জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। খালাফ ইবনে হিশাম (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে এমন উত্তম চরিত্র এবং বিনয় দান করেছিলেন যে, তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো। আশয়াস বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে ফিকহের কোনো মাসয়ালা এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁর চেহারা এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে যেত যে, মনে হতো তিনি সেই ইবনে সীরীন নয়, যাঁকে পূর্বে দেখেছি। মাহদী ইবনে হাসান (রহ.) বলেন, আমরা প্রায়ই মুহাম্মাদের কাছে যাওয়া-আসা করতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু মৃত্যুর আলোচনা ওঠলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ এবং ফ্যাকাসে হয়ে যেত। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৭]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ {جُنُبًا} فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৪] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, রমজান মাসে ইহতেলাম ছাড়াই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরয গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়ত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ

(قال ابو جعفر سألتُ ابا عبد الله اذا افطر يُكَفِّرُ مثل الْمُجامع قال لا الا ترى الاحاديثَ لَمْ يَقْضِهِ وان صام الدهر)

[৩৭] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৫, পৃ: ৪৮৭]

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৫] ঃ হযরত আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.) বলেছেন, একদিন আমি এবং আমার পিতা আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ইহতেলামের কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরয গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মে সালামা (রাযি.)-এর কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

(আবু জা'ফর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম যদি কোনো ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলে (পানাহার করে ফেলে) তাহলে সে কি সহবাসকারীদের ন্যায় কাফফারা দিবে? ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন না। তুমি কি হাদীসসমূহে দেখনা যে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে জীবনভর রোযা রাখলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না?)

ফায়েদা: قال ابو جعفر الخ এ ইবারতটুকু এ বাবে অপ্রযোজ্য। এ বাবের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ ইবারতটুকু অপ্রাসঙ্গিকভাবে এখানে এসে গেছে। তাই বুখারীর নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূ যেমন ওমদাতুল কারী, ফতহুল বারী, কিরমানী ইত্যাদিতে এ অংশটুকু নেই)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ يَصُومُهُ -অংশের সাথে। অর্থাৎ এ হাদীসটি এ পৃষ্ঠাতেই উপরে বর্ণিত হয়েছে। যাতে একথা স্পষ্ট রয়েছে যে ثم يغتسل و يصوم ; সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ঐ রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলা যায় মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৮, ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, রোযা অবস্থায় গোসল করা মাকরূহ ও রোযা ভঙ্গকারী। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মতকে খণ্ডন করার জন্য এ পরিচ্ছেদ কায়েম করে তিনি জুমহুরের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। জুমহূরের মতে গোসল করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না; বরং তা মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়েয।

ব্যাখ্যা: যারা বলেন যে, গোসল করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় তাদের দলীল হলো লোমকূপ দিয়ে পানি শরীরের ভিতরে পৌছে যায়। ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের আছার উল্লেখ করে তাদের জবাব দিয়ে দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে পানি ব্যবহার করার প্রমাণ আছে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু রোজা অবস্থায় গোসল করেছেন, এতে প্রমাণিত হলো যে, যদি রোজা অবস্থায় গোসল করা রোজা ভঙ্গকারী আমল হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কখনো সে অবস্থায় গোসল করতেন না।

بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ: [১২১০] রোযাদার যদি ভুলবশতঃ আহার করে বা পান করে ফেলে।

আতা (রহ.) বলেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি তা কণ্ঠনালীতে ঢুকে যায়, আর সে ফিরাতে সক্ষম না হয় তা হলে কোনো দোষ নেই। হাসান (রহ.) বলেন, রোযাদার ব্যক্তির কণ্ঠনালীতে মাছি ঢুকে পড়লে তার কিছু

করতে হবে না। হাসান এবং মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, রেজাদার ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে কিছু করতে হবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৬] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৯, ৯৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কেউ ভুলক্রমে পানাহার করে ফেলে তাহলে সে রোযা পূর্ণ করবে, তার রোযা হয়ে যাবে। রমজানের বাহিরে তাকে আর ঐ রোযা কাজা করতে হবে না। এটিই হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী প্রমুখের মাযহাব। শুধুমাত্র ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে ঐ রোযা কাজা করতে হবে, রমজানে আদায়কৃত সে রোযা বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো জুমহূরের সমর্থন ব্যক্ত করা, এবং ইমাম মালেকের মতকে খণ্ডন করা।

بَابُ السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ

পরিচ্ছেদঃ [১২১১] রোযাদারের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা

আমির ইবনে রাবীআ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযাদার অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার অজুর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবির (রাযি.) এবং যায়েদ ইবনে খালিদ (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং তিনি রোযাদার এবং অ-রোযাদার এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। আয়েশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আতা (রহ.) এবং কাতাদা (রহ.) বলেছেন, রোযাদার তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَىْءٍ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৭] ঃ হযরত হুমরান ইবনে আবান (রাযি.) বলেছেন, আমি উসমানকে অযু করতে দেখেছি। তিনবার তিনি হাতের উপর পানি ঢাললেন, পরে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডানহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং এরপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং ডান পা তিনবার ধুলেন। সবশেষে বাম পা তিনবার ধুয়ে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অযুর মত করেই অযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি বললেন, যে আমার এ অযুর মত অযু করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে-অন্য কোনো কিছু যদি এ দুয়ের মাঝে না এসে থাকে–তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا-অংশের সাথে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ ও সুন্নত মুতাবিক অজু, যাতে মিসওয়াক অন্তর্ভুক্ত আছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭, ২৮, ২৫৯, ৯৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মিসওয়াক করা মুতলকভাবে সুন্নত, চাই রোযাদার হোক বা বে-রোযাদার হোক। তেমনিভাবে রোযা অবস্থায় যাওয়ালের পূর্বে বা পরে সর্বাবস্থায়ই মিসওয়াক করা সুন্নত। এটিই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় হানাফীদের সমর্থন করেছেন। এবং ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করেছেন যারা রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করাকে মাকরূহ বলেন।

বিস্তারিত দেখুন নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ لَمْ يَمْلِكْ

পরিচ্ছেদ: [১২১২] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– যখন ওজু করবে তখন নাকের ছিদ্রদিয়ে পানি টেনে নিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদার বা রোযাদার নয়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, রোযাদারের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার করায় দোষ নেই, যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌঁছে এবং সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। আতা (রহ.) বলেন, কুলি করে মুখের পানি ফেলে দেওয়ার পর

থুথু এবং মুখের অবশিষ্ট পানি গিলে ফেলায় কোনো ক্ষতি নেই এবং রোযাদার গোন্দ (আঠা) চিবাবে না। আঠা চিবিয়ে যদি কেউ থুথু গিলে ফেলে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি এ কথা বলছি না, তবে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা উচিত।

আর যদি নাকে পানি ঢালে এবং পানি হলকে চলে যায় এবং সে তা ফেরাতে সক্ষম না হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদঃ [১২১৩] রমজান মাসে স্ত্রী-সহবাস করা প্রসঙ্গে

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ». وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওযর এবং রোগ ব্যতীত রমজানের একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলল, তার সারা জীবনের রোযার দ্বারাও এ কাজা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন রোযা পালন করে। ইবনে মাসউদ (রাযি.)ও অনুরূপ কথাই বলেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নখয়ী, কাতাদা, এবং হাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, তার স্থলে একদিন কাজা করবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ. قَالَ " مَالَكَ ". قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ " أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ". قَالَ أَنَا. قَالَ " تَصَدَّقْ بِهَذَا "

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৮] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি রমজানের রোযা রেখে স্ত্রীর কাছে গিয়েছি। ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি ঝুড়ি ভর্তি খেজুর এলো যা আরাক নামে পরিচিত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগুনে পোড়া লোকটি কোথায়? সে বললো, আমি উপস্থিত আছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৯, ১০০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করলে তখন কি করণীয়? যেহেতু মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) নিজের পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট হুকুম বর্ণনা করেননি। কিন্তু বাবের

অধীনে যে হাদীসটি তিনি উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা এটা বুঝে আসে যে, وجبت عليه الكفارة তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমামগণের মাযহাব: যদি কোনো ব্যক্তি রমজানুল মুবারকে শরয়ী ওযর ব্যতীত স্ত্রী-সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করে তাহলে সেক্ষেত্রে জুমহূর ইমামচতুষ্টয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, তার উপর কাফ্ফারাসহ কাযা ওয়াজিব হবে। তবে স্ত্রী-সহবাস ব্যতীত অন্য উপায়ে যদি রোযা ভঙ্গ করে তাহলে রোজা ভঙ্গকারীর হুকুম কি? এ ক্ষেত্রে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

১। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে তার উপরও কাফফারাসহ কাযা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ হানাফীগণের মতে রোযা যেভাবেই ভাঙুক যদি তা ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। তারা সহবাস ও অন্যগুলির মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। তিনো সূরতে কাফফারাসহ কাযা ওয়াজিব হবে।

২। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে এ কাফফারা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গেছে। খাদ্য গ্রহণকারী বা পানকারীর উপর নয়।

বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এ হাদীসটি কিতাবুল মুহারিবীনে ১০০৮ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জ্বলে গেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার কি হয়েছে? সে বলল, রমযানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সদকা কর। বলল আমার তো কিছুই নেই। এরপর সে বসেই রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি গাধা হাঁকিয়ে এলো, যার পিঠে খাবার ছিল। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান বলেন, জানা নেই যে, তার নিকট কি ধরণের শস্য ছিল? যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এনেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্বলে যাওয়া লোকটি কোথায়। সে বলল আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ খাবারগুলি নিয়ে সদকা করে দাও। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চেয়ে অধিক অভাব গ্রস্তকে? আমার বাড়িতে তো কোনো খাবারই নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তাহলে তোমরাই খেয়ে নাও।

এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

পরিচ্ছেদ: [১২১৪] যদি রমজানে স্ত্রী সঙ্গম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে সদকা দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা কাফফারাস্বরূপ দিয়ে দেয়

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ " مَا لَكَ ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". قَالَ لاَ. فَقَالَ " فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قَالَ لاَ. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا

تَمْرٌ ـ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ـ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ " . فَقَالَ أَنَا . قَالَ " خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " .

হাদীসের অনুবাদ [১৮১৯] : হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তোমার কাছে কি কোনো ক্রীতদাস আছে যাকে মুক্ত করে দিতে পার? সে বললো, না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুইমাস রোযা রাখতে পারবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে এবারো বললো, না। আবু হুরাইরা বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষায় থাকলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় বসে থাকতেই তাঁর কাছে ঝুড়ি ভর্তি খেজুর এলো। আরাক' হলো ঝুড়ি। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললো, হ্যাঁ, আমি আছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতে অভাবী লোককে সদকা করে দিবো? আল্লাহর শপথ (মদিনার) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত এলাকায় আমার পরিবারের চাইতে বেশি অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খেতে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৯-২৬০, ২৬০, ৩৫৪, ৮০৮, ৮৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনে বুঝে রমজানের রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করে; কিন্তু কাফফারা আদায় করার মতো শক্তি সামর্থ না থাকে, যেমন- গোলাম আজাদ করার অর্থকড়ি নেই, দুই মাস রোযা রাখার ক্ষমতা নেই, আর ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেওয়ার মতোও তার শক্তি সামর্থ নেই। বরং সে পূর্ণরূপে মাযূর ও অপরাগ হয়। আর এমন ব্যক্তিকে যদি কেউ ঐ পরিমাণ সদকা দেয় তাহলে সে ঐ সদকা কাফফারা দিয়ে দিবে। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন– وفيه اشارة الي ان الاعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة অর্থাৎ অভাব-অনটনের কারণে কাফফারা রহিত হয় না। এটিই হলো হানাফী ও মালেকীগণের মাযহাব। পরবর্তীতে যখন ওয়াজিব হবে তখন আদায় করতে হবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল এ কাফফারাও যিহারের কাফফারার ন্যায় বিন্যস্ত, অর্থাৎ একটি না হলে অপরটি দিতে হবে। যেমনটি হানাফী ও জুমহূর বলেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে সে ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে গোলাম আজাদ করবে বা রোযা রাখবে।

باب الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

পরিচ্ছেদ: [১২১৫] রমজানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি ?কাফফারা থেকে তার অভাবগ্রস্তপরিবারকে খাওয়াতে পারবে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ "أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً". قَالَ لاَ. قَالَ "أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لاَ. قَالَ "أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لاَ. قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. وَهُوَ الزَّبِيلُ. قَالَ "أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ". قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ "فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮২০] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে বললো, এই হতভাগা রমজানের রোযা থেকে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজন কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য কি তোমার আছে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বললো, না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত সামর্থ্য কি তোমার আছে? লোকটি এবারও বললো, না। ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আরাক অর্থাৎ ঝুড়ি ভর্তি খেজুর এলো। আরাক বলা হয় খেজুর বাকলের থলিকে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এগুলো তোমার পক্ষ থেকে মিসকীনদেরকে খাওয়াও। সে বললো, আমার চাইতে অভাবী লোকদের খাওয়াবো? অথচ কংকরময় দুই সমভূমির মধ্যস্থিত স্থানে (মদিনায়) আর কোনো পরিবার আমাদের চাইতে অভাবী নয়। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৯, ২৬০, ৩৫৪, ৮০৮, ৮৯৯, ৯১০, ৯৯২, ৯৯৩, ১০০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম কায়েম করেছেন কাফফারার খাবার নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাওয়ানো যাবে কি না? মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ হওয়ায় তিনি স্বভাবসূলভ কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি।

পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অভাব-অনটনের কারণে কাফফারা রহিত হয় না। এখন রইল ঐ ব্যক্তির বিষয়টি? তার কারণ হলো মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। কাফফারা হলো ওয়াজিব সদকা, যা নিজে নিজের পরিবারভুক্তদেরকে খাওয়ানো জায়েয নেই; কিন্তু দয়ার নবী তাকে তা নিজ পরিবার-পরিজনদেরকে খাওয়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। এটা নবীজী ও ঐ ব্যক্তির জন্য খাস। অন্যদের বেলায় তা প্রযোজ্য হবে না।

بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

পরিচ্ছেদ: [১২১৬] রোযা পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা প্রসঙ্গে

وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সালিহ (রহ.) আমাকে বলেছেন.... আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। কেননা এতে কিছু বের হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথম উক্তিটি বেশি সহীহ। ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং ইকরিমা (রহ.) বলেন, কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়। কিন্তু বের হওয়ার কারণে নয়। ইবনে ওমর (রাযি.) রোযা অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিনে শিংগা লাগানো ছেড়ে দিয়ে রাতে শিংগা লাগাতেন। আবু মূসা (রাযি.) রাতে শিংগা লাগিয়েছেন। সাঈদ, যায়েদ ইবনে আরকাম এবং উম্মে সালামা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা সকলেই রোজাদার অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। বুকাইর (রহ.) উম্মে আলকামা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা আয়েশা (রাযি.)-এর সামনে শিংগা লাগাতাম, তিনি আমাদের নিষেধ করতেন না। হাসান (রহ.) থেকে একাধিক রাবী সূত্রে মারফূ' হাদীসে আছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের রোযাই নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আইয়াশ (রহ.) হাসান (রহ.) থেকে আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ. وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

হাদীসের অনুবাদ [১৮২১] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৮, ২৬০, ২৮৩, ৩০৪, ৮৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

হাদীসের অনুবাদ [১৮২২] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ. يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ. إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৩] ঃ হযরত সাবেত আল-বুনানী (রাযি.) বলেছেন, আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়) আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু শিংগা লাগালে যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অপছন্দ করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রোযা অবস্থায় যদি বমি হয় বা রোযা অবস্থায় শিংগা লাগালে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা মূলনীতি হলো রোযা ভাঙ্গে ما دخل দ্বারা; কিন্তু ما خرج দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাবে দুটি পৃথক পৃথক মাসআলা তথা- শিংগা লাগানো ও বমির মাসআলাকে এক পরিচ্ছেদে শুধুমাত্র এজন্য এনেছেন যে, উভয়টি কারণ হিসেবে একই। অর্থাৎ ما دخل দ্বারা রোযা ভাঙ্গে; কিন্তু ما خرج দ্বারা ভাঙ্গে না। সুতরাং যদি কোনো রোযাদারের বমি হয় তাহলে বমি কম হোক বা বেশি, সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে কেউ তার রোজার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

পরিচ্ছেদঃ [১২১৭] সফরে রোযা রাখা ও না রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ. سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي " . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ.

قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ. قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي". فَنَزَلَ. فَجَدَحَ لَهُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا. ثُمَّ قَالَ "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৪] ঃ হযরত ইবনে আবু আওফা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। (সন্ধ্যায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, বাহন থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, বাহন থেকে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে আবারো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো সূর্য অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারো বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে বাহন থেকে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, পূর্ব দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়েছে। জারীর (রাযি.) এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রাযি.) .... ইবনে আবু আওফা (রাযি.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় সফর করেছেন। এর দ্বারা শিরোনামের প্রথম অংশ প্রমাণিত হলো।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ هِشَامٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৫] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, হামযা বিন আমর আসলামী আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লাগাতার রোযা রাখি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ-অংশের সাথে। কারণ, এটা সফরকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারো আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যদি কষ্ট না হয় তাহলে রোযা রাখা উত্তম। কারণ, পরবর্তীতে কাজা করলেও এ বরকতসমূহ অর্জিত হবে না।

بَابُ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

পরিচ্ছেদ: [১২১৮] রমজানের কয়েকদিন রোযা রাখার পর যদি কেউ সফর আরম্ভ করে তার সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ. فَأَفْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৭] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, কোনো এক রমজান মাসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বোখারী (রহ.) বলেছেন, উসফান ও কুদাইদ নামক স্থান দুটির মধ্যখানে কাদীদ অবস্থিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০-২৬১, ৪১৫, ৬১২, ৬১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো সেসব লোকদের মতকে খণ্ডন করা যারা এ মতের প্রবক্তা ছিল যে, যদি রমজানুল মুবারকের প্রথম দিন নিবাসে থাকে, তাহলে পূর্ণ রমজানের রোযা ফরয হবে। অর্থাৎ তাদের জন্য সফরেও রোযা ভাঙ্গা জায়েয নেই।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে হাদীস পেশ করে বলে দিলেন যে, মুসাফিরের জন্য সফরে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুল মাগাযীতে ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস বর্ণনা করে ইমাম যুহরী বলেন- فالآخر انما يؤخذ من امر رسول الله صلي الله عليه وسلم الآخر যা দ্বারা বুঝা গেল যে, সফরে রোযা জায়েয আছে। অর্থাৎ- فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من-এর ব্যাপকতাটা من شهد منكم الشهر فليصمه-এর ايام اخر দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

باب

(পরিচ্ছেদ: [১২১৯] (শিরোনামহীন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ. أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ. حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৮] ঃ হযরত আবু দারদা (রাযি.) বলেছেন, প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। গরম এতো প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল (সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবনে রাওয়াহা ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট। তা হলো সফরে যদি রোযা রাখা ও ভাঙ্গা জায়েয না হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবনে রাওয়াহা রোযা রাখতেন না, আর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রোযা ভাঙ্গতেন না।

শিরোনামহীন বাব সম্পর্কে অতিবাহিত হয়েছে যে, এটা كالفصل من الباب السابق তাছাড়া কোনো কোনো কপিতে তো এখানে باب ও নেই। তখন এটি পূর্বের বাবেরই হাদীস।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৮৯, ১১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ দেখুন ১২১৮ নং বাবের উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুসলিম শরীফের ৩৫৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) বললেন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভীষণ গরমের মধ্যে বের হলাম। এই সফরটি কোন সফর ছিল? এ ব্যাপারে আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন এটা মক্কা বিজয়ের সফর ছিল না। কারণ, এ সফরে তো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) সফরসঙ্গী ছিলেন। আর তিনি তো মক্কা বিজয়ের পূর্বে মূতার যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন।

তালভীহ গ্রন্থকার বলেন, সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা ছিল বদর যুদ্ধের সফর। কারণ, তিরমিযীতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমজানুল মুবারকে বদর ও মক্কা বিজয়ের সফর করেছিলাম। এবং এ উভয় সফরেই আমরা রোযা রাখতাম না। (ওমদাহ ১০/৪৭)

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ: [১২২০] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সফরে রোযা পালন করায় নেকী নেই

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ "مَا هَذَا". فَقَالُوا صَائِمٌ. فَقَالَ "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮২৯] ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে থাকা অবস্থায় এক স্থানে জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন-যাকে ছায়া করে দেয়া হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, কি হয়েছে? লোকজন বললো, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো হাদীসের শব্দ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ-এর কারণ বর্ণনা করা। তা হলো রাসূলুল্লাহ এক সাহাবীর কষ্ট দেখে একথা বলেছিলেন। সুতরাং এর সারমর্ম এই বের হলো যে, যার সফরে রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকে, কষ্ট হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে তার জন্য রোযা না রাখা উত্তম। তাছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অবকাশকে গ্রহণ না করে তার জন্যও উত্তম। তেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হওয়া বা মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য সফরে রোযা রাখা জায়েয নেই। যেমন তিরমিযীতে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালনকারীদের জন্য বলেছিলেন– اولئك العصاة এরা অবাধ্য, নাফরমান ও গুনাহগার।

কিন্তু যদি শক্তিশালী হয়, এবং কষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে রোযা রাখা উত্তম। যদিও রোযা না রাখাও জায়েয। যদি রোযা না রাখে তাহলে কোনো গুনাহ হবে না।

باب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

পরিচ্ছেদ: [১২২১] রোযা রাখা ও না রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩০] ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেছেন, আমরা অনেক সময় (রমজান মাসে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনো রোযা নেই এমন লোকদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষারোপ ও নিন্দা করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, একজন মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা। সুতরাং সফরে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকলে রোযা রাখা উত্তম, তাসত্তেও যদি কোনো ব্যক্তি রোযা না রাখে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে দোষারোপ বা কটাক্ষ করতেন না। যেহেতু শরিয়তে তা জায়েয আছে।

بَاب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

পরিচ্ছেদঃ [১২২২] সফর অবস্থায় রোযা এ জন্য ভাঙ্গা যেন লোকেরা দেখতে পায় (অর্থাৎ যারা লোকদের অনুসৃত ও নেতা হয় তারা এমন করবে, যেন লোকেরা তার দেখাদেখি রোযা ভাঙ্গতে পারে, এবং কষ্টের শিকার না হয়)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ. حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩১] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি রোযা রেখেছিলেন। তিনি উসফান নামক স্থানে পৌছে পানি আনিয়ে লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা হাতের উপর উঁচু করে ধরলেন এবং রোযা ভঙ্গ করে এই অবস্থায় মক্কা পৌছলেন। এ ছিল রমজান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস বলতেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে আবার কেউ ইচ্ছ করলে রোযা ভঙ্গও করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০, ৪১৫, ৬১২, ৬১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য বাবের অধীনে দ্রষ্টব্য।

بَابٌ: وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

পরিচ্ছেদ: [১২২৩] মহান আল্লাহর বাণী– আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম তাদের জিম্মা ফিদিয়া একজন দরিদ্রের খোরাক দেওয়া

قال ابن عمر و سَلَمَة بن اكوع نَسَخَتها شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

وقال ابن نُمَير حدثنا الاعمش حدثنا عَمْرُو بنُ مُرة حدثنا ابن ابي ليلي حدثنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم نزل رمضانُ فشَق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم

ইবনে ওমর ও সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) বলেন, وعلي الذين يطيقون الخ আয়াতটিকে شهر رمضان الخ আয়াতটি মানসূখ করে দিয়েছে। আয়াতের অর্থ– 'রমজান মাস, এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত। [-এর উপকরণ] ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের, যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী, সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে, তাকে অবশ্যই এই মাসে রোযা রাখতে হবে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা মুসাফির হয়, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোযা] রাখবে; আল্লাহ তোমাদের সাথে আছানির ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না, আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর– তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন, আর যেন তোমরা শোকর কর।'

ইবনে নুমাইর(রহ.) ইবনে আবু লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রমজানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের মধ্যে কেউ রোজা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোজা ত্যাগ করে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এ ব্যাপারে তাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তারপর وان تصوموا خير لكم আর রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম' এ আয়াতটি পূর্বের হুকুমকে রহিত করে দেয় এবং সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

حَدَّثَنَا عَيَّاش. حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ. قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩২] ঃ হযরত নাফে (রাযি.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোরআন মজীদের 'ফিদয়াতুন তআমু মিসকীন' আয়াত পড়ে বললেন, এর আদেশ রহিত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬১, ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مساكين এ আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ: [১২২৪] রমজানের রোযার কাজা কখন করা হবে?

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, পৃথক পৃথক রাখলে ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন- فعدة من ايام اخر 'অন্যদিনে এর সংখ্যা পূর্ণ করবে। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ.) বলেছেন, রমজানের কাজা আদায় না করে যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রোযা রাখা উচিত। ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) বলেন, অবহেলার কারণে যদি পরবর্তি রমজান এসে যায় তাহলে উভয় রমজানের রোযা এক সাথে আদায় করবে। মিসকীন খাওয়াতে হকেব বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি মুরছাল হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে খাওয়াবে; অথচ আল্লাহ তাআলা খাওয়ানো কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন فعدة من ايام اخر অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৩] ঃ হযরত আবু সালামা (রাযি.) বলেছেন, আমি আয়েশাকে বলতে শুনেছি, আমার উপর রমজানের কাযা রোযা থাকতো। কিন্তু শাবান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে (তিনি তাঁর কাযা আদায় করার অবকাশ পেতেন না)।

(অর্থাৎ মেয়েলী বিষয়ক সমস্যার কারণে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর রোযা ছুটে যেত। কারণ, হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নেই, এবং বাকি এগার মাস পর্যন্ত রোযা রাখার অবকাশ পেতেন না। কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তার পালা না এলেও তার নিকট যেতেন, চুমা দিতেন, জড়িয়ে ধরতেন, আদর-সোহাগ করতেন। তবে অন্যের পালার দিন তাঁর সাথে সঙ্গম করতেন না।

এখন প্রশ্ন হয় যে, এ সমস্ত কাজ তো রোযার প্রতিবন্ধক ছিল না; কেননা রোযা অবস্থায় চুমা দেওয়া, জড়িয়ে ধরা, বা সহবাস ব্যতীত অন্যান্য কাজ করা তো জায়েয আছে। উত্তর হলো সম্ভবত এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য হলো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখতেন

না। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সঙ্গমের প্রয়োজন পড়বে ; আর শা'বান মাসে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর পরিমাণ রোযা রাখতেন, তাই হযরত আয়েশা (রাযি.)-এরও রোযা রাখার সুযোগ মিলে যেত।

এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, রমজানের রোযার কাজা তাৎক্ষণিক ফরয নয় এবং বিলম্ব করলে গুনাহ হবে না

بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

পরিচ্ছেদ: [১২২৫] ঋতুবতী মহিলা নামায ও রোজা উভয়ই ত্যাগ করবে

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

আবুয-যিনাদ (রহ.) বলেন, শরিয়তের হুকুম-আহকাম অনেক সময় কিয়াসের বিপরীতও হয়ে থাকে। মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। এর একটি উদাহরণ হল যে, ঋতুবতী মহিলা রোযার কাজা করবে কিন্তু নামাযের কাজা করবে না।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৪] : হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না? আর দ্বীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ. وَلَمْ تَصُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪, ২৬১, ৩৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ

পরিচ্ছেদ: [১২২৬] রোযার কাজা যিম্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়।

হযরত হাসান (রহ.) বলেন, তার পক্ষ থেকে ত্রিশজন লোক একদিন রোযা রাখলে হয়ে যাবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا أَبِي. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ. حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ". تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৫] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। ইবনে ওয়াহাব (রহ.) আমর (রহ.) থেকে উক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব (রাযি.) ইবনে আবু জাফর (রহ.) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনাম ছিল অস্পষ্ট, হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬১-২৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ ـ قَالَ ـ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ـ قَالاَ ـ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৬] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবো? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

সুলায়মান বলেন, হাকাম (রহ.) বলেছেন, মুসলিম (রহ.) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আমরা সকলেই একসাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে মুজাহিদ (রহ.) -কে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমরা শুনেছি।

আবু খালিদ আহমার (রাযি.) ... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার বোন মারা গেছে।

ইয়াহইয়া (রহ.) ও আবু মুআবিয়া ... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার মা মারা গেছেন।

উবায়দুল্লাহ (রহ.) ... ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার মা মারা গেছেন, অথচ তার যিম্মায় মান্নতের রোযা রয়েছে।

আবূ হারিয (রহ.) ... হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললো, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর (ওপর) পনের দিনের রোযা কাযা আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: যেহেতু মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) স্পষ্ট কোনো হুকুম নির্ধারণ করেননি।

আল্লামা আইনী ফোকাহায়ে ইসলামের ছয়টি কওল বর্ণনা করেছেন, যার সারমর্ম হলো−

ইমামগণের মাযহাব: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা হবে না; অর্থাৎ রোযার কাজা করা যাবে না; বরং ফিদইয়া দিতে হবে।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে মান্নতের রোযার কাজা করা যাবে, এতদ্ভিন্ন অন্য রোযার কাজা করা যাবে না।

بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

পরিচ্ছেদ: [১২২৭] রোযাদারের জন্য কখন ইফতার করা হালাল?

وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) সূর্যের গোলাকার বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করতেন।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৭] : হযরত আসেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্ব দিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসে আর দিন এদিক (পশ্চিম দিক) দিয়ে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে متي يحل দ্বারা যে অস্পষ্টতা ছিল হাদীসে وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ বলে তা দূর করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ " يَا فُلاَنُ قُمْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ. فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا. فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৮] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) বলেছেন, কোনো এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি কাফেলার একজন লোককে ডেকে বললেন, হে অমুক! যাও আমাদের জন্য কিছু ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহন থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সন্ধ্যা হতে দিন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করো, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে বাহন হতে নামলো এবং সবার জন্য ছাতু গুলিয়ে আনলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করে বললেন, যখন দেখবে যে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا. فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০, ২৬৩, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন রাতের কোনো অংশের অপেক্ষা না করেই যে কোনো মুহূর্তে বিলম্ব না করেই ইফতার করা মুস্তাহাব।

بَاب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

পরিচ্ছেদ:[১২২৮] পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ " انْزِلْ. فَاجْدَحْ لَنَا ". فَنَزَلَ. فَجَدَحَ. ثُمَّ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ". وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৩৯] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) বলেছেন, এক সময় আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি এক

ব্যক্তিকে বললেন, তুমি বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যাও না, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে এলো। পরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَاجْدَحْ لَنَا-অংশের সাথে। কারণ, ছাতু গোলানো হয় পানি ইত্যাদি দ্বারা। আর শিরোনাম হলো بالماء وغيره, সুতরাং মুনাসাবাত সুস্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬২, ২৬৩, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কোনো হাদীসে আছে من وجد تمرا فليفطر عليه এ امر টি ওয়াজিবের জন্য নয়। তাই তিনি বাব কায়েম করে বলে দিলেন যে, ইফতার পানি ইত্যাদি দ্বারাও করা জায়েয আছে।

الجزء الثامن

অষ্টম পারা

باب تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

পরিচ্ছেদ: [১২২৯] ইফতার ত্বরান্বিত করা প্রসঙ্গে

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে–

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا

আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল হলো ইফতার তাড়াতাড়ি করা। (তিরমিযী শরীফ : ১/৮৮)

তেমনিভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে যে,

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصاري يؤخرون

অর্থাৎ দীন-ইসলাম ততদিন পর্যন্ত শক্তিশালী ও বিজয়ী থাকবে যতদিন পর্যন্ত লোকেরা ইফতারী তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইহুদি ও নাসারারা ইফতার বিলম্বে করে। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুস ছিয়াম ৩২১ পৃ.)

উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইফতারের সময় হওয়ার পর ইফতার করতে বিলম্ব না করা। এ সমস্ত হাদীস দ্বারা সুন্নতের অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং ইহুদি-নাসারাদের তরিকার বিরোধিতা করা বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া এ সমস্ত হাদীস দ্বারা শিয়াদের মতও খণ্ডন করা হয়। কারণ তারা ইফতার করতে এতটা বিলম্ব করে যে, আকাশে তারকা প্রকাশ পেয়ে যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪০] : হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযি.) বলেছেন, যত দিন লোকজন তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ. فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى. قَالَ لِرَجُلٍ "انْزِلْ. فَاجْدَحْ لِي". قَالَ لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ انْزِلْ. فَاجْدَحْ لِي. إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪১] : হযরত ইবনে আবু আওফা (রাযি.) বলেছেন, কোনো এক সফরে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক

ব্যক্তিকে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বললো, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত قَالَ انْزِلْ. فَاجْدَحْ لِي-অংশের সাথে। কারণ, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই তিনি ত্বরান্বিত করে ইফতার করলেন। আর শিরোনামও হলো ইফতার ত্বরান্বিত করা।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো ইফতার তাড়াতাড়ি করার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পেশ করে সুন্নতের ইত্তেবার প্রতি উৎসাহিত করা এবং ইহুদি-নাসারাদের রীতিনীতির প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা। তাছাড়া ইফতার বিলম্বে করা সম্পর্কিত যতগুলি হাদীস আছে, তার সবগুলিকে খণ্ডন করা।

بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

পরিচ্ছেদ : [১২৩০] যদি কোনো ব্যক্তি (এটা মনে করে যে সূর্যাস্ত হয়েছে) ইফতার করে ফেলে অতঃপর সূর্য দেখা দেয়?

(অর্থাৎ অধিক মেঘের কারণে রমজান মাসে সূর্য অস্ত যাওয়ার অনুমান করতে পারেনি এবং প্রবল ধারণা হয়েছে যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে, এবং ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল, তখন কি করণীয়?) জুমহূরের মতে সহীহ কওল হলো কাযা করা আবশ্যক। তবে কাফফারা দিতে হবে না।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ فَاطِمَةَ. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ. ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪২] ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতে আমরা এক বাদলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল। হাদীসের বর্ণনাকারী হিশামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদেরকে কি কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল। মা'মার হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, তারা কাযা করেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এ ব্যাপারে আয়িম্মায়ে আরবাআ একমত যে, এমতাবস্থায় কাজা করা আবশ্যক। যেহেতু হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে- فامروا بالقضاء অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কাযা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না। কিন্তু এটাও জরুরি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্তমিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবে-

فاذا هي لم تغرب امسك بقية يومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه (عمدة)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ঐ দিনের রোযার কাজা করা ওয়াজিব। এটিই জুমহূরের মাযহাব।

باب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

পরিচ্ছেদ: [১৩৩১] বাচ্চাদের রোযা রাখা

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ

রমজানের দিনের বেলায় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ওমর (রাযি.) বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত রোযা রাখছে, তোমার সর্বনাশ হোক! তারপর ওমর (রাযি.) তকে প্রহার করলেন

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ". قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৩] : হযরত রুবাই বিনতে মুআওয়িয্য (রাযি.) বলেছেন, আশুরার দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। বর্ণনাকারিণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা প্রস্তুত করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নাবালেগ শিশুদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে রোযা রাখানো জায়েয ও শরিয়তসম্মত।

وَقَالَ عُمَرُ : রমজান মাসে এক ব্যক্তি মদ পান করেছে। যখন তাকে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর নিকট আনা হলো তখন তিনি তাঁর নাক ও মুখ শুকে দেখলেন। যখন তিনি মদের ঘ্রাণ পেলেন, তখন বললেন, আরে নালায়েক কমবখ্‌ত! তুমি এ কি করেছো? আমাদের শিশুরাও তো রোযা রাখে। এরপর তার উপর হদ বা দণ্ডবিধি জারী করলেন। অর্থাৎ ৮০টি বেত্রাঘাত করলেন, এবং সিরিয়ায় দেশান্তরিত করে দেন।–ফতহুল বারী

بَابُ الْوِصَالِ

পরিচ্ছেদ: [১২৩২] সওমে বেসাল (বিরতিহীন রোযা) প্রসঙ্গে

وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

মহান আল্লাহর বাণী- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ 'অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত' এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাতে রোযা রাখা যাবে না বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করেছেন এবং কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা নিন্দনীয়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لاَ تُوَاصِلُوا". قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ "لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى. أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৪] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল বা বিরতীহীনভাবে রোযা রাখবে না। সবাই বললো, আপনি যে সাওমে বেসাল রেখে থাকেন? জবাবে তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারপর আবার বললেন, আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ تُوَاصِلُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩, ১০৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৫] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সবাই বলেছিলেন, আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭, ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ الْهَادِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لاَ تُوَاصِلُوا. فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ". قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৬] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল করো না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত যেন বেসাল করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার খাওয়ার ও পানীয় দেয়ার একজন আছেন যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَا تُوَاصِلُوا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩, ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৭] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়াবশত সবাইকে সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

صوم وصال- বিরতিহীন রোযাঃ সাওমে বেসাল অর্থ হলো দুই দিন বা তার চেয়ে বেশি দিনসমূহকে একত্রে মিলানো। আর এর দুটি সূরত হতে পারে।

১. ক্রমাগতভাবে দু'দিন এভাবে রোযা রাখা যে, মাঝখানে রাত্রিবেলাও দিনের ন্যায় পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ ইফতার করা ও সাহরী খাওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় দিন রোযা রাখা। এটা হলো صوم وصال تام বা পূর্ণাঙ্গ বিরতিহীন রোযা। আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন–

فسر ابو يوسف ومحمد رحمهما الله الوصال بصوم يومين لا يفطر بينهما (بدائع الصنائع ٢/٢١٧)

২. দ্বিতীয় সূরত হলো পূর্ণ দিন রোযা রেখে ইফতারের সময় খেয়ে দেয়ে সারারাত কিছুই পানাহার না করে পরের দিন আবার রোযা রাখা। এটাকে বলা হয় صوم وصال ناقص বা অসম্পূর্ণ বিরতিহীন রোযা।

সওমে বেসালের শরয়ী বিধানঃ অসম্পূর্ণ বেসাল হলে জুমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। কিন্তু তা উত্তমতার মুখালিফ। শুধুমাত্র কতিপয় জাহেরী একে নাজায়েয বলে।

পূর্ণাঙ্গ বেসালের ব্যাপারে শুধুমাত্র শাফেয়ীগণের মতে মাকরূহ তাহরীমী। পক্ষান্তরে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে মাকরূহ তানযীহী। এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে করেছেন; হারামের জন্য নয়। সাহাবায়ে কেরাম থেকে সওমে বেসাল প্রমাণিত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) বিরতিহীন রোযা সম্পর্কে দুটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদটি হলো পূর্ণাঙ্গ বিরতিহীন, আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হলো অসম্পূর্ণ বিরতিহীন। কিন্তু মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি।

بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [১২৩৩] যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তিপ্রদান।

হযরত আনাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ " لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ ". كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ، حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন একজন মুসলমান তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি (এমনভাবে) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা (সাহাবায়ে কেরাম) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকলে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে এক দিনের পর আরেক দিন সাওমে বেসাল রাখলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, চাঁদ আরো দেরীতে দেখা দিলে আমিও (সাওমে বেসাল) দীর্ঘায়িত করতাম। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকায় শাস্তি হিসেবে তিনি এ ব্যবস্থা করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৪, ২৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ". مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ " إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ".

হাদীসের অনুবাদ [১৮৪৯] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিরত থাকো, দুইবার বললেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমি রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তোমরা শক্তিসামর্থ অনুপাত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩, ২৬৪, ১০১২, ১০৭৫, ১০৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে اكثر শব্দ বৃদ্ধি করে উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কখনও কখনও সওমে বেসাল করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো কষ্ট যেন না হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মতের উপর অত্যধিক দয়ালু। তাই তিনি এটা পছন্দ করতেন না যে, তারা এত কষ্ট স্বীকার করবে, যার দ্বারা তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

পরিচ্ছেদ:[১২৩৪] সাহরীর সময় পর্যন্ত সওমে বেসাল পালন করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ ". قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫০] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল রেখো না, তোমরা কেউ বেসাল রাখতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত রাখো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল রেখে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন করি যে, আমার খাদ্যদানকারী আছেন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দানকারী আছেন, তিনি আমাকে পান করান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৩, ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, অসম্পূর্ণ সওমে বেসালের বৈধতা বর্ণনা করা। যা ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সমর্থন করছেন। যেমন এ বাবের অধীনে আল্লামা কাসতাল্লানী বলেন–

باب جواز الوصال الى السحر. اطلق عليه وصالاً لمشابهته له في الصورة الخ (ارشاد الساري)

অর্থাৎ মূলত এই সওমে বেসাল বেসাল নয়; কিন্তু বাহ্যত সাদৃশ্যের কারণে তাকে সওমে বেসাল বলা হয়। কেননা সওমে বেসাল হলো দিনের ন্যায় পূর্ণ রাতও কিছুই পানাহার না করা। এটা শুধুই দাবী নয় যে, সওমে

বেসালের হাকীকত হলো امساك جميع الليل ঃ বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বর্ণিত আছে– انه صلي الله عليه وسلم كان يواصل من سحر الي سحر (رواه احمد و عبدالرزاق عن علي (ارشاد الساري)

بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

পরিচ্ছেদ: [১২৩৫] কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল রোযা ভঙ্গের জন্য কসম দিলে এবং তার জন্য এ রোযাকে কাজা ওয়াজিব মনে না করলে, যখন রোযা না রাখা তার জন্য উত্তম হয়

(এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব, কিন্তু হানাফী ও মালেকীদের মতে নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা করা ওয়াজিব)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً. فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ كُلْ. قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. قَالَ نَمْ. فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ. فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَدَقَ سَلْمَانُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫১] ঃ হযরত আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাযি.) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করালেন। (এক সময়) সালমান আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে দারদার মাকে খুব বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, কি ব্যাপার, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ইতোমধ্যে আবু দারদা এসে উপস্থিত হলেন। সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আমি তো রোযা রেখেছি, আপনি খেয়ে নিন। সালামান বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা নামাযে (নফল ইবাদতে) দাঁড়ালে সালমান তাকে বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি তখন শুয়ে পড়লেন। পরে আবার নামাযে দাঁড়ালে এবারেও সালমান (তাঁকে) বললেন, শুয়ে পড়ুন। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেন, এখন উঠে পড়ুন। এরপর উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাঁকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার-পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন। এরপর তিনি (আবু দারদা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব কথা বললে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৪৬, ৯০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কেউ নফল রোযা রেখে পরবর্তীতে তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাজা করা আবশ্যক নয়। এটিই হলো ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় শাফেয়ী ও হাম্বলীদের সমর্থন করেছেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নসবনামা

ইবনে আসাকির (রহ.) বলেন, তার বংশপরম্পরা হচ্ছে- রুযিয়া ইবনে ইউযুখশান (یوذخشان) ইবনে মুরসালান (مورسلان) ইবনে বাহবুযান (بهبوذان) ইবনে ফায়রুজ ইবনে শাহরাক। লোকেরা তার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলতেন- أنا سلمان بن الإسلام 'আমি ইসলামের পুত্র সালমান।'

হকের সন্ধানে

তিনি পারস্যের একজন অগ্নিপূজকের সন্তান ছিলেন। কিন্তু অগ্নিপূজা কিংবা অন্য কোনো ভ্রান্তি থাকে অস্থির করে তোলে। তিনি হকের সন্ধানে ছটফট করতে শুরু করেন। শুরু হয় সত্যের সন্ধান ও আল্লাহকে পাওয়ার অভিলাষী জীবন কথা। তিনি বলেন, আমি তখন পারস্যের ইসফাহার অঞ্চলের একজন পারসী নওজোয়ান। আমার গ্রামটির নাম 'জায়্যান'। বাবা ছিলেন গ্রামের দাহকান-সর্দার। সর্বাধিক ধনবান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তাঁর কাছে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচে বেশি প্রিয়। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসাও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে কোন এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি আমাকে মেয়েদের মত ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন।

আমার বাবা-মার মাজুসী ধর্মে আমি কঠোর সাধনা শুরু করলাম এবং আমাদের উপাস্য আগুনের তত্ত্বাবধায়কের পদটি খুব তাড়াতাড়ি অর্জন করলাম। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা উপাসনার সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বটি আমার ওপর অর্পিত হয়।

আমার বাবা ছিলেন বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি নিজেই তা দেখাশুনা করতেন। তাতে আমাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো। একদিন কোন কারণবশত তিনি বাড়িতে আটকে গেলেন, গ্রামের খামারটি দেখাশুনার জন্য যেতে পারলেন না। আমাকে কাজে পাঠালেন।

আমি খামারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে খ্রিস্টানদের একটি গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের কিছু কথার আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। তারা তখন প্রার্থনা করছিলো। এ আওয়াযই আমাকে সচেতন করে তোলে।

এরপর শুরু হলো সত্যের পথে অনিশ্চিত ঠিকানায় পথচলা। শাম, ইরান, ইরাক সহ বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে ঘুরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত জাজিরাতুল আরবে প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু তার দরবারে পৌছার আগেই বিত্তবান পিতার সন্তান সালমান ফারসি (রাযি.) ডাকাতদের হাতে পড়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তিনি মদিনায় পৌছেন দাস হিসেবেই। ইসলামী জীবন শুরু হয়ে দাসত্বের মধ্য দিয়েই।

দাসত্ব থেকে মুক্তি

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। ফলে তিনি খুবই মর্মজ্বালা ভোগ করতে থাকেন। সালমান বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার মনিবের সাথে মুকাতাবা (চুক্তি) কর। আমি চুক্তি করলাম, তাকে আমি তিন শ' খেজুরের চারা লাগিয়ে দেব এবং সেই সাথে

চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণও দেব। আর বিনিময়ে আমি মুক্তি লাভ করবো। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ চুক্তির কথা অবহিত করলাম। তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য কর। তারা প্রত্যেকেই আমাকে পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশটি করে যে যা পারলেন চারা দিলেন। এভাবে আমার তিনশ' চারা সংগ্রহ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে গর্ত খুড়লাম। তিনি নিজেই একদিন আমার সাথে সেখানে গেলেন। আমি তাঁর হাতে একটি করে চারা তুলে দিলাম, আর তিনি সেটা রোপন করলেন। আল্লাহর কসম, তাঁর একটি চারাও মারা যায়নি। (ঐতিহাসিকরা বলছেন, সালামান (রাযি.) একটি মাত্র চারা রোপন করেছিলেন, আর সেটাই মারা যায়। বাকী সবগুলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোপণ করেছিলেন এবং সবগুলিই বেঁচে যায়) এভাবে আমি আমার চুক্তির একাংশ পূরণ করলাম, বাকী থাকলো অর্থ।

একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে মুরগীর ডিমের মত দেখতে স্বর্ণজাতীয় কিছু পদার্থ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, তোমার চুক্তি মুতাবিক পরিশোধ কর। আমি বললাম, এতে কি তা পরিশোধ হবে? তিনি বরলেন, 'ধর, আল্লাহ এতেই পরিশোধ করবেন।' আল্লাহর কসম, আমরা ওজন করে দেখলাম তাতে চল্লিশ উকিয়াই আছে।

এভাবে সালমান (রাযি.) তার চুক্তি পূরণ করে মুক্তিলাভ করেন। গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে হযরত সালমান (রাযি.) মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তখন তাঁর কোনো ঘর-বাড়ী চিল না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মুহাজিরদের মত প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদা (রাযি.)-এর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

খন্দক খনন ও জিহাদের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়রে সূচনায় তার ভূমিকা

গোলামীর কারণে হযরত সালমান (রাযি.) বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয। এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে পূর্ববর্তী দু'টি যুদ্ধে অনুপস্থিতির ক্ষতি পুষিয়ে নেন। সারা আরবের বিভিন্ন গোত্র কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দেন। হযরত সালমান বলেন, পারস্যে পরিখা খনন করে নগরের হিফাজত করা হয়। মদীনার অরক্ষিত দিকে পরিখা খনন করে নগরীর হিফাজত করা সমীচীন। এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনঃপূত হয়। মদীনার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করা হয়। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই পরিখা বা খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে এ অপূর্ব রণ-কৌশল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ২১/২২ দিন মদীনা অবরোধ করে বসে থাকার পর শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

জিহাদে অংশগ্রহণ

খন্দকের পর যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে হযরত সালমান অংগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হযরত সালমান বেশ কিছুদিন মদনিায় অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষে অথবা হযরত 'উমারের খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি ইরাকে এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু দারদা (রাযি.) সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত উমারের যুগে ইরান বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসিলম মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। জালুলু বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাযি.) তাঁকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ইসলম গ্রহণের পর হযরত সালমানের জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে। এ কারণে তিনি ইলম ও মা'রেফাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হযরত আলী (রাযি.)-কে তাঁর ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, 'সালমান ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লুকমান

হাকীমের সমতুল্য।' অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি বলেন, 'ইলমে আউয়াল ও ইলমে আখের সকল ইলমের আলিম ছিলেন তিনি।' ইলমে আখের অর্থ কুরআনের ইলম। আরবে তার কোন আত্মীয় ও খান্দান ছিল না, তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আহলে বাইতের সদস্য বলে ঘোষণা করেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল– যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও মুজতাহিদ সাহাবী– বলেন, চার ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করবে। সেই চারজনের একজন সালমান।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন

তিনি সর্বদাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এড়িয়ে চলতেন এবং বলতেন–

إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل

তুমি সম্ভব হলে মাটি খেয়ে থাকবে, তবু দুইজন লোকেরও দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।'

কিন্তু তারপরেও তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করাকালেও ছিলেন আগের মতোই সাধাসিধে। মাদায়েনের গভর্নর থাকা অবস্থায় একবার তিনি রাস্তায় চলছিলেন। অপরিচিত দুইজন লোক শহরে প্রবেশ করল। তাদের মাথায় ছিল খড় ও ঘাসের বোঝা। রাস্তায় একজন অপরিচিত লোককে দেখে দরিদ্র ও মজদুর মনে করল তাকে বোঝাটা তুলে নিতে বলল। তিনি তুলে নিলেন। লোক দুইজন তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। চলতে চলতে বোঝা বহনকারী 'মজদুর' লোকদের সাথে দেখা হলে তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। তারা জবাবে বলল, وعلى الأمير السلام আমীরের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক।' লোক দুটি হতচকিত হয়ে গেল। কাকে আমীর বলছে? তারা মনে করছে তাদেরকেই লোকেরা আমীর ভাবছে! একপর্যায়ে তারা দেখল শহরবাসীর কেউ কেউ ছুটে এসে বলল, আমীর! আমার মাথায় বোঝাটা তুলে দিন! এই ঘটনা দেখে শামবাসী ওই দুইজন লোক বেঁহুশ হওয়ার মতো অবস্থা। ছুটে গেলেন বোঝাটা নিয়ে নিতে। কিন্তু সালমান ফারসি (রাযি.) বললে, না, যাবত না তোমাদেরকে গন্তব্যে পৌছে দিই।

হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-কে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– حلاوة رضاعها. ومرارة فطامها এর দুগ্ধ মিষ্ট। কিন্তু দুগ্ধ ছাড়ানো খুবই তিক্ত।

বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা

হযরত সালমান (রাযি.) থেকে ৬০ (ষাট) টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি মুসলিম ও তিনটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী, আবুত তুফাইল, ইবন আব্বাস, আউস বিন মালিক ও ইবন আজযা (রাযি.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা

হযরত সালমান (রাযি.) সেইসব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন–

كان لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى كان يغلبنا على رسول الله

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন রাতে সালমানের সাথে নিভৃতে আলোচনা করতে বসতেন, আমরা তাঁর স্ত্রীরা ধারণা করতাম সালমান (রাযি.) আমাদের ওপর গালেব হবেন অর্থাৎ হয়তো আজ আমাদের রাতের সান্নিধ্যটুকু কেড়ে নেবেন।'

আলী (রাযি.)-কে সালমান (রাযি.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন–

علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف وهو منا أهل البيت

'তিনি প্রথম যুগের এবং শেষ যুগের যাবতীয় ইলম সংগ্রহ করেছেন। তিনি এমন সমুদ্র, যা শুষ্ক হয় না। তাকে আহলে বায়তের মধ্যে গণনা করা হতো।'

যুহদ ও তাকওয়া পরহেযগারী

যুহুদ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি জীবন যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ী তৈরী করেননি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে ইজাযত চাইলো, তাঁকে একটি ঘর বানিয়ে দেওয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বার বার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঘর বানাবে? লোকটি বললোঃ এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল বেঁধে যাবে এবং শুয়ে পড়লে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাজী হলেন। তাঁর জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর তৈরী করা হয়। হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, 'সালমান যখন পাঁচহাজার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের নেতৃত্ব দিতেন তখনও তাঁর একটি মাত্র আবা' ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় আবাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন।'

ওফাত

হযরত সালমান (রাযি.) যখন অন্তিম রোগশয্যায়, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) তাঁকে দেখতে যান। সালমান (রাযি.) কাঁদতে শুরু করলেন। সা'দ বললেন, আবু আবদুল্লাহ, কাঁদছেন কেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি মিলিত হবেন। বললেন, আমি মরণ ভয়ে কাঁদি না। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে। সা'দ বলেন, সেই জিনিসগুলি একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পনির পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওফাতের সময় স্ত্রীকে বললেন, আমার চারপাশ পানি দিয়ে ধৌত করো। কেননা আমার কাছে আল্লাহ তাআলার এমন মাখলূক আসবেন, যিনি খাদ্য খান না। তিনি সুগন্ধি পসন্দ করেন। এটা করা হলে তিনি বললেন, দরজা বন্ধ করে দাও এবং আমাকে একা থাকতে দাও। আদেশ পালন করা হলো এবং কিছুক্ষণ পর স্ত্রী ঘরে এসে দেখলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

হযরত আলী (রাযি.) দাফন-কাফন এবং নামাজের ব্যবস্থা করেন। তিনিই তার জানাযার নামাজের ইমামতি করেন।

ওফাতকাল ও বয়স

আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) বলেন–

وتوفي سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان وقيل: أول سنة ست وثلاثين قال العباس بن يزيد: قال أهل العلم: عاش سلمان ثلثمائة وخمسين سنة فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيه قال أبو نعيم: كان سلمان من المعمرين يقال: إنه أدرك عيسى بن مريم

তিনি উসমান (রাযি.)-এর খেলাফতের শেষ দিকে ৩৫ হিজরী, কেউ কেউ বলেন, ৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তার বয়স সম্পর্কে আব্বাস ইবনে ইয়াযিদ বলেন, তিনি সাড়ে তিনশত বছর জীবিত ছিলেন। তবে আড়াইশত বছর হায়াত পাওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ করেন নি। আবু নুআঈম (রহ.) একটি বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, হযরত সালমান (রহ.) দীর্ঘজীবি মানুষদের একজন। বলা হয়ে থাকে, তিনি হযরত ঈছা (আ.)-কেও পেয়েছিলেন।[৩৮]

---

[৩৮]. উসদুল গাবা : ১/৪৬২

بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৩৬] শাবান মাসে রোযা পালন করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي النَّضْرِ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একাধারে) রোযা রাখা শুরু করতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (হয়ত আর) রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার তিনি রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (সহসা আর) রোযা রাখবেন না। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাস ছাড়া এত অধিক (নফল) রোযা আর কোনো মাসে তাঁকে রাখতে দেখিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে কেন অধিক রোযা রাখতেন, সে সম্পর্কে অনেকগুলি মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম মত হলো শা'বান মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে উঠানো হয়। যেমন এক হাদীসে আছে–

وهو شهر ترفع فيه الاعمال الي رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. أَنَّ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-حَدَّثَتْهُ قَالَتْ. لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. وَكَانَ يَقُولُ " خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৩] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা আর কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি শাবান মাসের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা যতটুকু আমল করার শক্তি রাখো, ঠিক ততটুকু করো। আল্লাহ (ছওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয় হল এমন নামায-যা অব্যাহতভাবে

আদায় করা হয়-পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেনো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল- যখন তিনি কোনো (নফল) নামায আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৪, ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এ পরিচ্ছেদ থেকে নফল রোযাসমূহের আলোচনা শুরু করছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ব্যতীত অন্যান্য মাসেও রোযা রাখতেন। কিন্তু রমজানের পূর্বের মাস তথা-শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। শাবান মাসে রোযা রাখার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সর্বোত্তম কারণ হলো শা'বান মাসে বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন– والاولي في ذلك ما جاء في حديث الخ যার সারমর্ম হলো হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি অন্য মাসে এত রোযা রাখেন না, যত রোযা আপনি শা'বান মাসে রাখেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হলো ঐ মাস যাতে বান্দার আমল আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়, আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল আল্লাহর নিকট এমতাবস্থায় পেশ হবে যে, আমি রোযা রেখেছি।

(فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ :) এখানে كل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اكثر; অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন। এখানে تغليب হিসেবে كل বলে দেওয়া হয়েছে। নতুবা রেওয়ায়েত সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে (আবু দাউদ ১/৩১৯ পৃষ্ঠায়) রেওয়ায়েত আছে– اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

(২) আরো একটি জবাব এভাবে দেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও শা'বানের প্রথম দশদিন রোযা রাখতেন, আবার কখনও মধ্য দশকে, আবার কখনও শেষ দশকে। আর এটাকেই পূর্ণ শা'বান বলে দেওয়া হয়েছে।

(৩) সামনের পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস আসবে যেখানে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ

পরিচ্ছেদ: [১২৩৭] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা পালন করা ও না করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৪] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ছাড়া আর কোনো মাসে পুরো মাস রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রেখে যেতেন- এমনকি লোকজন বললো, আল্লাহর শপথ! তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার রোযার বিরতি দিতেন এমনকি মানুষ বলতো যে, আল্লাহর শপথ! তিনি আর রোযাই রাখবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَصُومُ ... و لا يَصُومُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৫] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মাসে এমনভাবে রোযার বিরতি দিতেন আমরা ধারণা করতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আবার এমনভাবে রোযা শুরু করতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি রোযা একেবারেই ভাংবেন না। রাতে তুমি যদি কাউকে নামাযরত দেখতে চাও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যদি নিদ্রারত দেখার ইচ্ছ করো-তাও তাঁকে দেখতে পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ ... وَيَصُومُ الخ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৩, ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৬] ঃ হযরত হুমাইদ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাসকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন আমি যদি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো মাসে রোযাদার হিসেবে দেখতে চাইতাম তবে তা দেখতে পেতাম। আর যদি রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাও দেখতে পেতাম। রাতে নামাযরত দেখতে চাইলে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতাম এবং ঘুমে দেখতে ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পেতাম। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তুলনায় অধিক কোমল কোনো রেশমী কাপড় দেখিনি এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুঘ্রাণের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোনো মিশক (মৃগনাবি) ও আম্বরেও পাইনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৩, ২৬৪, ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক রোযার আলোচনা দ্বারা উম্মতের মধ্যে রোযার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ছাড়া অন্যান্য মাসেও অধিক পরিমাণ রোযা রাখতেন। একমাত্র রমজানেই তিনি পূর্ণ মাস রোযা রাখেন। কিন্তু উম্মতের সহজতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি নফল রোযা রেখেছেন আবার ছেড়েছেনও, রাত্রি জেগে নামায পড়েছেন আবার হকদারদের হকও আদায় করেছেন। যদিও তাঁর শক্তি ছিল; তিনি সওমে দাহরও রাখেননি।

باب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদঃ [১২৩৮] (নফল) রোযার ব্যাপারে মেহমানের হক

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي "إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا". فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ "نِصْفُ الدَّهْرِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৭] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসেছিলেন, এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের হক আছে। অবশ্যই তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদের রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ অর্ধবছর একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৮০, ৭৫৫, ৭৮৩, ৯০৫, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নফল রোযা এমনভাবে রাখা চাই যে, কারো হক নষ্ট না হয়। যেমন স্ত্রীর হক, মেহমানের হক ইত্যাদি। এখানে এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত, এ পৃষ্ঠাতেই বিস্তারিত হাদীস সামনে আসছে। তাছাড়া সওমে দাউদের বিশ্লেষণও সামনে আসবে। ইনশাআল্লাহ

بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদ: [১২৩৯] নফল রোযায় শরীরের হক সম্পর্কে

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ " . فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ " . فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ " فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ " . قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ-عَلَيْهِ السَّلاَمُ-قَالَ " نِصْفَ الدَّهْرِ " . فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৮] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে জানতে চাইলেন, হে আব্দুল্লাহ! আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি (সর্বদা) দিনে রোযা রাখো এবং রাতে নামাযরত থাকো? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, এমনটি আর করো না। তুমি রোযা রাখো এবং বিরতি দাও, নামায আদায় করো এবং ঘুমাও। কারণ তোমার প্রতি তোমার শরীরের হক আছে, তোমার প্রতি তোমার চোখ দুটির হক রয়েছে, তোমার প্রতি তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে এবং তোমার প্রতি তোমার সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কারণ প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে এর দশগুণ ছওয়াব। এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বলেন, এরপর আমি আরো বেশি রোযা রেখে নিজের উপর কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইলাম। আমাকে সেই কঠোরতা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি (অনুরূপ রোযা রাখার) শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.)-এর ন্যায় রোযা রাখো। এর ওপর আর বাড়াবাড়ি করো না। আবেদন করলাম, আল্লাহর রাসূল! হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ যখন বুড়ো হয়ে গেলেন, তখন দুঃখ করে বলতেন হায়! আমি যদি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া অব্যাহতিটা কবুল করে নিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ৪৮৫, ৪৮৬, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৮৩. ৯০৫, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, নফল রোযা এত বেশি না রাখা যে, শরীর দুর্বল হয়ে যায়, এবং তুমি তা বরদাশত করতে না পার। নফল নামায ও নফল রোযা এতটুকুই নিজের জন্য আবশ্যক কর, যা তুমি সর্বদা আদায় করতে সক্ষম।

باب صَوْمِ الدَّهْرِ

পরিচ্ছেদ: [১২৪০] পূর্ণ বছর রোযা রাখা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ " فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ". قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ". قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ". فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৫৯] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহিত হয়েছেন যে, আমি বলছি, আল্লাহর শপথ! যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে নামায আদায় করবো। (আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে) আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক, ঠিকই আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, কখনো এ শক্তি তুমি রাখো না। অতএব তুমি রোযা রাখো আবার ভেঙ্গেও ফেল, (রাতে) নামাযে দাঁড়াও এবং ঘুমাতে যাও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখো। কারণ প্রত্যেক নেক কাজের দশগুণ করে ছওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা বছর রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যাবে। আমি আবেদন করলাম, আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখো এবং দুইদিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখো এবং একদিন বিরত থাকো। এটিই দাউদের রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক সামর্থ রাখি। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চাইতে উত্তম আর (কোনো রোযা) নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ৪৮৫, ৪৮৬, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৮৩, ৯০৫, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, সওমে দাহর জায়েয আছে কি নেই? কিন্তু দলীলাদি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তিনি কোনো হুকুম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

صوم الدهر- সারা বছর রোযা রাখার হুকুম ঃ

১. পূর্ণ বছর রোযা রাখা যার মধ্যে নিষিদ্ধ ৫টি দিনও রয়েছে, এটা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয।

২. নিষিদ্ধ ৫দিন বাদ দিয়ে অন্যান্য দিনগুলিতে রোযা রাখা জুমহূরের নিকট জায়েয। কিন্তু তা খেলাফে আওলা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে সওমে দাহরের এ সূরত মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনসমূহে রোযা ভাঙ্গতে হবে। এবং ফরয ও ওয়াজিব হুকুক সমূহের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তাহলে নিষিদ্ধ।

সুতরাং সওমে দাহরের নিষেধাজ্ঞার হাদীস ঐ সমস্ত লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা নিষিদ্ধ দিনসমূহেও রোযা রাখবে। আল্লামা নববী বলেন–

اختلف العلماء فيه فذهب اهل الظاهر الي منع صيام الدهر وذهب جماهير العلماء الى جوازه اذا لم يصم الايام المنهى عنها وهى العيدان والتشريق ومذهب الشافعي رحـ واصحابه ان سرد الصيام اذا افطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط ان لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فان تضرر او فوت حقا فمكروه (شرح نووى مسلم ١/٣٦٥)

بَابُ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ: [১২৪১] রোযা রাখার ব্যাপারে পরিজনের হক। হযরত আবু জুহায়ফা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬০] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পৌছাল যে, আমি একাধারে রোযা রেখে থাকি এবং রাতে নামায পড়ে থাকি। এরপর তিনি (রাবীর সন্দেহ) হয়ত আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি স্বয়ং তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তুমি শুধু রোযাই রাখো, বিরতিও দাও না এবং (রাতে) নামাযই পড় এবং ঘুমাতে যাও না (এটা ঠিক নয়), বরং রোযাও রাখো. বিরতিও দাও, নামাযেও দাঁড়াও এবং ঘুমাও। কারণ তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক রয়েছে, তোমার আত্মা এবং পরিবার-পরিজনেরও। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি নিজেকে এজন্য এর চাইতেও অধিক শক্তিমান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ.)-এর মতো রোযা রাখো। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আবেদন করলাম, তিনি কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, দাউদ (আ.) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এজন্য (দুর্বল হতেন না) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়েও) পালাতেন না। আব্দুল্লাহ বললেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আমার শক্তি কে

যোগাবে? আতা বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না, সদা-সর্বদা রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার বলেছেন, যে সর্বদা রোযা রাখলো সে যেন কোনো রোযাই রাখলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৪, ২৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, এ শর্তাবলীর সাথে সওমে দাহর জায়েয যে, নিষিদ্ধ দিনসমূহেও যেন রোযা না রাখে; বরং ঐ দিনগুলিতে রোযা ভাঙ্গতে হবে, এবং ফরয ও ওয়াজিব হকসমূহের যেন কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। যদি এ শর্তাবলী পাওয়া যায় তাহলে সওমে দাহর জায়েয। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এ মাসআলায় জুমহূরের সমর্থন করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ : সওমে দাহর মাকরূহ প্রবক্তাদের দলীল এটি। যেমন ইবনুল আরাবী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা রোযা রাখেনি, তাহলে তাদের ছওয়াব পাওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? তবে কেউ কেউ এ হাদীসে সাওমে দাহর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যারা নিষিদ্ধ দিনসমূহেও রোযা রাখে– তাদের নিষেধাজ্ঞা তো সর্বসম্মতিক্রমে। সুতরাং তাদের জন্য এ শর্তাবলীর সাথে সওমে দাহর জায়েয যে, নিষিদ্ধ দিনসমূহেও যেন রোযা না রাখে; বরং ঐ দিনগুলিতে রোযা ভাঙ্গতে হবে, এবং ফরয ও ওয়াজিব হকসমূহে যেন ব্যাঘাত না হয়। যদি এ শর্তাবলী পাওয়া যায় তাহলে সওমে দাহর জায়েয। যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। তবে সর্বাবস্থায় উত্তম এটিই যে, সাওমে দাউদী রাখবে, যার আলোচনা সামনের বাবে আসছে।

بَاب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

পরিচ্ছেদ: [১২৪২] একদিন রোযা রাখা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ". قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " فَقَالَ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ". قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلاَثٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬১] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখো। আব্দুল্লাহ বললেন, আমি এর চাইতে বেশি ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখো এবং একদিন বিরতি দাও। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আরও) বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কোরআন খতম করো। আব্দুল্লাহ বললেন, আমি এর চাইতে বেশি শক্তি রাখি। এভাবেই কথা চলছিল, এমনকি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তিন দিনে (একবার খতম করো)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ২৬৫-২৬৬, ৭৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো একদিন রোযা রাখা ও একদিন ভাঙ্গার ফযিলত বর্ণনা করা। قال العينى واليه ميل الحافظ كما سيأتى فى الباب الاتى

بَاب صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

পরিচ্ছেদ: [১২৪৩] হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ. وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ. وَتَقُومُ اللَّيْلَ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ. لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ". قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ " فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬২] ঃ হযরত আবুল আব্বাস মক্কী (রাযি.) যিনি একজন কবি ছিলেন এবং যার হাদীস সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে জানতে চাইলেন, তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখো এবং সারারাত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এমন করলে তাতে চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। যে সর্বদা রোযা রাখলো, সে রোযাই রাখলো না। (মাসে) তিনদিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ.)-এর অনুরূপ রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। ফলে (দুর্বল না হওয়ার কারণে) তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) পালাতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ২৬৫-২৬৬, ৪৮৫, ৪৮৬, ৭৫৫, ৭৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابن شاهينَ الْوَاسِطِيُّ. اخْبَرَنَا خَالِدٌ ابنُ عبدالله عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ. عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ. قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ. فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ. حَشْوُهَا لِيفٌ. فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ. وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي

وَبَيْنَهُ. فَقَالَ "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "خَمْسًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "سَبْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "تِسْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "إِحْدَى عَشْرَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ-عَلَيْهِ السَّلاَمُ-شَطْرَ الدَّهْرِ. صُمْ يَوْمًا. وَأَفْطِرْ يَوْمًا"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার রোযা রাখার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার একটি তাকিয়া বিছিয়ে দিলাম। তা খেজুরের ছালে ভরাট ছিল। তিনি মাটিতে বসলেন এবং তাকিয়াটি আমার ও তাঁর মাঝে আড় হয়ে গেল। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় না? আব্দুল্লাহ বললেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরও অধিক। তিনি বললে, পাঁচ দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরও অধিক। তিনি বললেন, সাত দিন। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরও অধিক। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আবেদন করলাম, আরও অধিক। তিনি বললেন, এগার দিন। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাউদের রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন বিরতি দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ২৬৫, ৪৮৫, ৪৮৬, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৮৩, ৯০৫, ৯২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ পূর্বের বাবে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছিল, একদিন রোযা রাখা ও একদিন ভাঙ্গার ফযিলত বর্ণনা সম্পর্কে। আর এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, পূর্বের বাবে বর্ণিত একদিন রোযা রাখা ও একদিন ভাঙ্গা এ পদ্ধতিটি হলো হযরত দাউদ (আ.)-এর পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ: এখানে ك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আবু কিলাবাহ, আর তার পিতার নাম হলো যায়েদ। যেমনটি ৯২৮ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট রয়েছে– عن ابي قلابة قال دخلتُ مع ابيك زيد علي عبد الله بن عمرو رضـ الخ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ এর দ্বারা জবাব কিভাবে হলো?

জবাব : মূলত এখানে জবাব উহ্য রয়েছে। তা হবে এভাবে لا يكفيني الثلاثة يا رسول لله وكذلك يقدر في البواقي অর্থাৎ এ তিন, পাঁচ, সাত আমার জন্য যথেষ্ট নয় হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

باب صِيَامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৪৪] আইয়ামে বীজ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা প্রসঙ্গে

أَيَّامِ الْبِيضِ : بِيْض শব্দটি ابيض-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো সাদা, শুভ্র; উজ্জ্বল। সুতরাং أَيَّامِ الْبِيضِ অর্থ হলো উজ্জ্বল ও আলোকময় দিনসমূহ। অর্থাৎ এমন দিনসমূহ যার দিন ও রাত উভয়ই উজ্জ্বল। যেহেতু

চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রাতভর চাঁদনি থাকে, তাই এ দিনগুলিকে আইয়ামে বীজ বলা হয়। কারণ, এর দিন ও রাত উভয়ই উজ্জ্বল। এ রাত নির্ধারণে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কওল হলো এটিই যে, আইয়ামে বীজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫তম রাত্র উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৪] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমার পরম বন্ধু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়াত করে গেছেন। (ক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা (খ) চাশতের দুই রাকাআত নামায পড়া এবং (গ) আমি যেন রাতে নিদ্রা যাওয়ার আগেই বেতেরের নামায আদায় করে নিই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) প্রমুখ এখানে প্রশ্ন উথাপন করে বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে কিভাবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে নির্দিষ্ট করলেন? অথচ হাদীসে তো সে দিনগুলির কথা উল্লেখ নেই।

উত্তর: এর উত্তর এই যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তার স্বভাবসূলভ এখানে অন্য একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যে হাদীসটি নাসাঈতে (কিতাবুস সিয়াম ১/২৫৬ অধ্যায়ে) হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর সনদে বর্ণিত হয়েছে–

صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام البيض صبيحة ثلاث عشرة واربع عشرة و خمس عشرة

নাসাঈ শরীফে (কিতাবুস সিয়াম ১/২৫৭ অধ্যায়ে) এ সম্পর্কিত অপর একটি হাদীস হলো–

عن ابي ذر امرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام البيض ثلث عشرة واربع عشرة و خمس عشرة

তাছাড়া নাসাঈ শরীফের প্রথম খণ্ডে ২৫৭ পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষে রয়েছে– ان كنتَ صائما فصم الغر যদি তোমাকে রোযা রাখতেই হয় তাহলে উজ্জ্বল দিনগুলিতে রোযা রাখ। الغُر শব্দটি اغر-এর বহুবচন। এর মাউসুফ ايام উহ্য রয়েছে। এটি হলো ايام بيض-এর অন্যরূপ বর্ণনা।

হযরত আব্দুল মালিক বিন কাতাদাহ ইবনে সালমান (রহ.) তার পিতা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন–

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا ان نصوم البيض ثلث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيأة الدهر (ابو داؤد اول كتاب الصيام: صفه٣٣٢)

মোটকথা, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এবং রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে জুমহূরের মতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত উক্তি হলো এটিই। অর্থাৎ আইয়ামে বীজের রোযা।

بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

পরিচ্ছেদ: [১২৪৫] কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) রোযা না ভাঙ্গা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ. هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ. عَنْ أَنَسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ. فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ. قَالَ " أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ. وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ. فَإِنِّي صَائِمٌ ". ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ. فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ. وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَةً. قَالَ " مَا هِيَ ". قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ ". فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى. قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ. سَمِعَ أَنَسًا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৫] ঃ হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, (একদিন) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম (রাযি.)-এর ঘরে এলেন। উম্মে সুলাইম তখন কিছু খেজুর ও ঘি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘি ও খেজুর পাত্রে রেখে দাও। কারণ আমি রোযাদার। এরপর তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইম ও ঘরের বাসিন্দাদের জন্য দোয়া করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে (দোয়ায় তাকেও শরীক করুন)। তিনি জানতে চাইলেন, সে কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। (আনাস বলেন) তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন এবং এ দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ্! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দাও এবং তার (সব কিছুতে) বরকত দান করো। (এই দোয়ার বরকতেই) আজ আমি আনসারদের মধ্যে বেশি শক্তিশালী। আর আমার মেয়ে উমাইনা বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজের বসরায় (শাসক হয়ে) আসার সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশত কুড়ি জনেরও অধিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ. وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ-অংশের সাথে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইমের নিকট গিয়ে মেহমান হয়েছেন, তাঁর সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা সত্ত্বেও তিনি তা আহার করেননি; বুঝা গেল মেহমানকে মেজবানের নিকট বিনা কারণে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নেই। কারণ আল্লাহর বাণী- ولا تبطلوا اعمالكم

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৬, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কোনো ব্যক্তি কারো সাক্ষাত করতে গিয়ে সেখানে তার মেহমান হলে মেজবানের সন্তুষ্টির জন্য শরিয়তসম্মত কোনো ওজর ব্যতীত বিনা কারণে রোযা ভাঙ্গা উচিত নয়। যদি ভেঙ্গে ফেলে তার মাসআলা মতবিরোধসহ অতিবাহিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি কারো নিকট কেউ মেহমান হয় তাহলে যথাসাধ্য তার মেহমানদারি করা উচিত। আরবদের প্রসিদ্ধ উক্তি হলো- من زار احدًا ولم يأكل عنده شيئًا فكأنما زار ميتا যদি কেউ কারো সাথে সাক্ষাত করতে যায়, এবং সেখানে কিছুই আহার না করে, তাহলে সে যেন মাইয়েতের সাথে সাক্ষাত করতে গেল।

بَابُ الصَّوْمِ آخِرِ الشَّهْرِ

পরিচ্ছেদ: [১২৪৬] মাসের শেষভাগে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَشَعْبَانُ أَصَحُّ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৬] ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে জানতে চাইলেন বা অন্য এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবং ইমরান (রাযি.) শুনছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে রোযা রাখনি? বর্ণনাকারী আবু নোমান বলেন, আমার ধারণা এখানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য রমজান মাস ছিল। সে ব্যক্তি জবাব দিল, না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি যখন ইফতার করো, তখন (এর পরিবর্তে) দুদিন দুটি রোযা রেখে নিও। সাল্‌ত এ কথা বলেননি যে, আমার ধারণায় এখানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য রমজান ছিল। অন্য সনদে ইমরান আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শাবান মাসের শেষ ভাগে বর্ণনা করেছেন। আবু আব্দুল্লাহ বোখারী বলেছেন, এখানে (রমজানের) স্থলে শাবানই অধিক শুদ্ধ ও সঠিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো মাসের শেষ দিনের রোযার ফযিলত বর্ণনা করা। এবং তিনি শিরোনামে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, যদিও হাদীসে শা'বান মাসের শেষ দিনের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য হলো প্রতি মাসের শেষ দিন রোযা রাখা। তবে এর দ্বারা ঐ হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব হবে না যাতে আছে যে- لا يقدمن احدكم رمضان يوم او يومين কারণ সেই হাদীসে এও আছে যে- الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ:[১২৪৭] জুমআর দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يعني إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

আর যদি কেউ জুমআর দিন রোযা রাখে তবে তার উচিত রোযা ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যদি এর আগের দিনে রোযা না রেখে থাকে এবং পরের দিনে রোজা রাখার ইচ্ছা না থাকে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ. قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৭] ঃ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রহ.) বলেন, আমি জাবের (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (শুধুমাত্র) জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আবু আসেম ভিন্ন অন্যান্য রিওয়ায়াতকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা নিষেধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কখনও শুধুমাত্র জুমুআর দিন রোযা না রাখে। (যদি রাখতে চায়) তবে জুমুআর আগের দিন বা পরের দিন যেন একটি রোযা রেখে নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ. ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ "أَصُمْتِ أَمْسِ". قَالَتْ لاَ. قَالَ "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا". قَالَتْ لاَ. قَالَ "فَأَفْطِرِي" وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৬৯] ঃ হযরত আবু আইয়ুব (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জানতে চাইলেন, তুমি আগামী কাল রোযা রাখার আশা পোষণ করো কি? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, জুয়াইরিয়া তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (রোযা ভাংগার) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَفْطِرِي-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৬-২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কেবল জুমআর এক দিন রোযা রাখা জায়েয নেই। তবে যদি তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রোযা রাখে এবং জুমআর পরের দিন শনিবার রোযা রাখার ইচ্ছা থাকে তাহলে শুক্রবার রোযা রাখা মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিরোনাম এবং তার অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটাই বুঝে আসছে।

ইমামগণের মাযহাব

১. শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে শুধুমাত্র জুমআর একদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

২. হানাফী ও মালেকীগণের মতে শুধুমাত্র জুমআর একদিন রোযা রাখা মুতলাকভাবে জায়েয আছে। তাদের দলীল হলো (তিরমিযী, আবওয়াবুস সাওম ১/৯৩) এ বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর হাদীস–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত জুমআর দিন রোযা রাখতেন। এটিই ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব।

জবাবঃ ইমাম বুখারী (রহ.) এর পেশকৃত বাবের হাদীসের জবাবে হানাফী ও মালেকীগণ বলেন, মাকরূহ হওয়ার এ হুকুমটি ইসলামের শুরু যুগের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারণ, তখন আশঙ্কা ছিল যে, কেউ জুমআর দিনকে যেন বিশেষভাবে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিবে। যেমনিভাবে ইহুদিরা শনিবারকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, আর বাকি দিনগুলি ইবাদত থেকে মুক্ত।

بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

পরিচ্ছেদঃ [১২৪৮] রোযা রাখার উদ্দেশ্যে কোনো দিন নির্দিষ্ট করা যাবে কি না?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭০] : হযরত আলকামা (রাযি.) বলেছেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার জন্য কোনো দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান শক্তি-সামর্থ রাখে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৭, ৯৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) প্রশ্নমূলক বাক্য ব্যবহার করে কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য এটাই মনে হচ্ছে যে, কোনো দিনকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে ঐ দিনই রোযা রাখবে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন না। তার কারণ এটাই বুঝে আসছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন নিয়মতান্ত্রিকতা ঐ দিনের রোযা ওয়াজিব হওয়াকে আবশ্যক করে। তাই এরকম নির্দিষ্ট করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মনোভাব ও ঝোঁক তা মাকরূহ হওয়াই বুঝে আসছে।

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। যেমন আবু দাউদ শরীফের (কিতাবুস সওম ৩৩১নং পৃষ্ঠায়) এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাযি.)-এর গোলাম ও খাদেম বলল, আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, এখন সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন কেন? তখন তিনি বললেন–

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين و يوم الخميس وسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين و يوم الخميس (ابو داؤد كتاب الصوم)

তেমনিভাবে (তিরমিযী শরীফের আবওয়াবুস সওম ১/৯৩ পৃষ্ঠায়) হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন–

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحري صوم الاثنين و الخميس

বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

উত্তর: اجيب بانه استثناء من عموم قول عائشة لا

যেমন আশুরা ও আইয়ামে বীজের বিশিষ্টতা স্বয়ং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া সোম ও বৃহস্পতিবার নির্দিষ্টভাবে রোযা রাখার হেকমত স্বয়ং হাদীসেই আছে। কারণ উক্ত দুই দিন বান্দার আমল আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়।

আবার এ হাদীস অপর হাদীসের পরিপন্থি নয়, যাতে আছে–

يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل

আবার অপর হাদীসে আছে ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين و يوم الخميس সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান?

উত্তরঃ মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, এক জায়গায় আছে يرفع আমল উঠানো হয়, আর এক জায়গায় আছে تعرض তা পেশ করা হয়। সুতরাং প্রতিদিন আমল উঠানোর পর একস্থানে তা জমা হতে থাকে। অতঃপর সোম ও বৃহস্পতিবার তা উপস্থাপন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমল উপস্থিত করা হয়। সুতরাং আমি আশা করি যেন আমার আমলও সে সময় উঠানো হয় যখন আমি রোযাদার।

بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৪৯] আরাফার দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنِيْ يَحْيَى. عَنْ مَالِكٍ. قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ. قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ. مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ. الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭১] ঃ হযরত উম্মুল ফযল (রাযি.) বলেন, আরাফার দিন লোকজন তাঁর কাছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বললো, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক পিয়ালা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের ওপর বসা ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ-অংশের সাথে। কারণ, শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল, হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সেদিন রোযা রাখা (হাজীদের জন্য সঠিক নয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ.أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ.قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. عَنْ بُكَيْرٍ. عَنْ كُرَيْبٍ. عَنْ مَيْمُونَةَ.رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.أَنَّ النَّاسَ. شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ. فَشَرِبَ مِنْهُ. وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রাযি.) বলেন, লোকজন আরাফাতের দিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন) তখন আমি তাঁর খেদমতে কিছু দুধ পাঠালাম। এই সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখনি দুধটুকু তিনি পান করলেন। আর লোকজন তা দেখছিল (অতএব তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আসল উদ্দেশ্য হলো আরাফার দিনের রোযার হুকুম বর্ণনা করা। কিন্তু যে সমস্ত হাদীসে আরাফার দিনে রোযার ফযিলত ও উৎসাহমূলক কথা রয়েছে, ইমাম বুখারী (রহ.) সে সমস্ত হাদীস এখানে উল্লেখ করেননি। কারণ, সেগুলি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্ত মোতাবেক সহীহ নয়। অথচ ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন রোযা রাখা এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হবে এভাবে যে, আরাফার দিন রোযা রাখা হাজীদের জন্য উচিত নয়। কারণ, এর দ্বারা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, পরে তারা হজের অন্যান্য আমল করতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। আর বাবের উভয় হাদীসই হজের সাথে সম্পৃক্ত। আর হাজী ব্যতীত অন্যদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব ও ছওয়াবের কারণ।

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ: [১২৫০] ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৩] : হযরত ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ (রাযি.) বলেন, আমি ঈদের দিন ওমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইদিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন, দ্বিতীয় হলো যেদিন তোমরা কুরবানির গোস্ত খেয়ে থাকো।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী (রহ.)) বলেন, ইবনে উয়ায়না (রহ.) বলেন, যিনি ইবনে আযহারের মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক বর্ণনা করেছেন; আর যিনি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রহ.)-এর মাওলা বলেছেন, তিনিও ঠিক বর্ণনা করেছেন। (এর কারণ হলো ইবনে আযহার ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রহ.) উভয়েই ঐ গোলামের শরীক ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, সে মূলতঃ গোলাম ছিল আব্দুর রহমান বিন আউফের। কিন্তু ইবনে আযহার (রহ.)-এর খেদমতও মাঝে মাঝে করত। সুতরাং একজনের হলো প্রকৃত গোলাম, আর অপরজনের হলো রূপক গোলাম)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হবে এভাবে যে, শিরোনামে অস্পষ্ট ছিল যে, ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা কেমন? হাদীসে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, তা নিষেধ ও হারাম।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৭, ৮৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنِ الصَّمَّاءِ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَعَنْ صَلَاةٍ. بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৪] ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও কুরবানির ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো যা নিষেধ করেছেন তা হলো-চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া-যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটু দুটো খাড়া করে বসতে, এতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোনো নামায পড়তে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৩, ৮২, ১৫৭, ১৫৯, ২৫১, ২৬৭, ২৬৮, ২৮৮, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ঈদুর ফিতরের একদিন ও ঈদুল আযহার তিন দিন রোযা রাখা হারাম ও নাজায়েয।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اشتمال الصماء -শব্দটির মধ্যে সিফাতের ইযাফত মওসুফের দিকে হয়েছে। اشتمال এর অর্থ আগেই বর্ণিত হয়েছে। ২৪৬ নং বাবের শেষ হাদীসটি দেখা যেতে পারে।

অর্থাৎ এমনভাবে চাদর পেঁচানো থেকে নিষেধ করেছেন যা صماء অর্থাৎ চাদর এভাবে পেঁচানো যে, কোন ফাঁক থাকবে না। হাত আবদ্ধ হয়ে যাবে– বের করা কষ্টসাধ্য হবে। এরূপ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোন কিছুকে প্রতিহতও করতে পারবে না। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহবশতঃ এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ان يحتبى الرجل الخ ان ـ শব্দটি মাসদারিয়া। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহতিবা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইহতিবা হল, নিতম্বের উপর বসে উভয় হাঁটুকে দাঁড় করিয়ে হাত দ্বারা পায়ের গোছা বেঁধে নিবে অথবা কোন কাপড় দ্বারা পিঠ এবং পায়ের গোছা বেঁধে নিবে।

এই ইহতিবা নিষেধ তখন, যখন তার নিম্নাঙ্গে কোন পাজামা বা লুঙ্গি না থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান খোলা থাকার কারণে তা হারাম। কিন্তু যদি এরূপ কোন কিছু দ্বারা ঢাকা থাকে তবে এভাবে বসা নিষেধ নয়।

এ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুত্ তাফসীর দেখুন।

بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

পরিচ্ছেদ: [১২৫১] কুরবানির দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ،، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ،،

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৫] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেছেন, দুই ধরনের রোযা এবং দুই রকমের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতিতে বেচাকেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫৩, ৮৩, ২৬৭, ২৮৭, ২৮৮, ৮৬৫, ৮৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা কিতাবুল বুয়ূ'তে আসছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৬] ঃ হযরত যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) বলেন, একদিন একজন লোক ইবনে ওমরের কাছে এসে বললো, এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, সে একদিন রোযা রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা দিনটি সোমবার ছিল। ঘটনাক্রমে তা ঈদের দিন পড়ে গেল। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, আল্লাহ মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৭, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمَسْجِدِ الأَقْصَى. وَمَسْجِدِي هَذَا "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৭] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বারটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে চারটি কথা শুনেছি এবং আমার তা খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, নারী একা যেন দুই দিনের সফর না করে। তবে স্বামী বা মুহরিম (যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তি যদি সাথে থাকে (তবে করতে পারবে) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন কোনো রোযা নেই, ফজরের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোনো নামায নেই। আর তিনটি মসজিদ ভিন্ন অপর কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি যেন না হয়। কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৮, ১৫৯, ২৫১, ২৬৭, ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, যেমনিভাবে পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা হারাম, তেমনিভাবে এ বাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা হারাম।

بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ، عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى. وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا

পরিচ্ছেদঃ [১২৫২] তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) ... হিশাম সূত্রে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাযি.) মিনাতে (অবস্থানকালে) রোযা পালন করতেন। আর তাঁর পিতাও সে দিনগুলোতে রোযা রাখতেন।

ফায়েদা : وَكَانَ أَبُوهُ : উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো কপিতে যেমন ওমদাতুল কারী ও কিরমানীতে আছে وكان ابوها তখন অর্থ হবে আয়েশা (রাযি.)-এর পিতা আবু বকর (রাযি.) এ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন।

وَقَالَ لِي : ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে حدثنا حدثني. اخبرنا اخبرني ইত্যাদির পরিবর্তে قال لي বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসটি মুহাম্মদ বিন মুছান্না থেকে মুযাকারা হিসেবে শুনেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভ্যাস হলো যে সমস্ত হাদীস তিনি মুযাকারা হিসেবে শুনেন, সেগুলি তিনি قال لي বলে বর্ণনা করেন। এরকম উপরে অনেকবার অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسَى. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ.. وَعَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ. إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৮] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) ও ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার কাছে কুরবানির পশু নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামের অস্পষ্টতা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৭৯] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজকে ওমরার সাথে মিলিয়ে তামাত্তু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি তার কুরবানির পশু না থাকে এবং সে রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত صَامَ أَيَّامَ مِنًى-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামের অস্পষ্টতা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখা যাবে কি না? এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর স্বভাবসুলভ স্পষ্ট করে কোনো হুকুম বা নিজ মাযহাব স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। কিন্তু বাবের অধীনে যে হাদীস এনেছেন তা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব হলো তামাত্তু'কারী ও কিরানকারী যদি আরাফার দিন পর্যন্ত রোযা রাখতে না পারে এদিকে তার কুরবানি করার সামর্থ্যও নেই, তাহলে সে মিনার দিনগুলিতে তিনটি রোযা রাখবে। অর্থাৎ যিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ রোযা রাখবে, আর এ দিনগুলিকেই আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। আহনাফের নিকট তাশরীকের দিনে রোযা রাখার অনুমতি নেই। বিস্তারিত ফিকাহর কিতাবে দেখা যেতে পারে।

بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

পরিচ্ছেদ: [১২৫৩] আশুরার দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে

অধিকাংশ আহলে ইলমের মতে আশুরা মহররমের দশম তারিখকে বলা হয়। তবে কারো কারো মতে মহররমের নয় তারিখ হলো আশুরা। এজন্য উত্তম হলো ৯ ও ১০ উভয় দিন রোযা রাখা। ইসলামের শুরুতে এ

রোযা ফরয ছিল। ২য় হিজরীতে রমজানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযার ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়। কিন্তু এ রোযা সুন্নত এবং সকল নফল রোযার মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হলো আশুরার রোযা।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ "إِنْ شَاءَ صَامَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮০] ঃ হযরত সালেম (রাযি.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশুরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৪, ২৬৮, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমত) আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমজানের রোযা ফরয করা হলো, তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ- অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রোযা মুস্তাহাব।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৪, ২৫৪, ২৬৮, ৫৪০, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদিনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমজানের রোযা ফরয হলো, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হলো। যার ইচ্ছা এ রোযা রাখতো যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রোযা মুস্তাহাব।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২১৭, ২৫৪, ৫৪০, ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৩] : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) যে বছর হজ করেছিলেন, মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদিনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-অংশের সাথে। অর্থাৎ শিরোনামে যে অস্পষ্টতা ছিল হাদীস দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রোযা মুস্তাহাব।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ. فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ " مَا هَذَا ". قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ. هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ. فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ " فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৪] : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদিনায় এসে দেখলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জানতে চাইলেন, এটি কি ধরনের (রোযা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ দুশমন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই এ দিন মূসা (আ.) রোযা রেখেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের তুলনায় মূসার বেশি হকদার হলাম আমি। এরপর তিনিও রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮, ৪৮১, ৫৬২, ৬৭৭, ৬৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَصُومُوهُ أَنْتُمْ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৫] ঃ হযরত আবু মূসা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, ইহুদিরা আশুরার দিনকে ঈদ হিসেবে গণ্য করতো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরামকে) বললেন, তোমরাও এ দিন রোযা রাখো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَصُومُوهُ أَنْتُمْ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮, ৫৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৬] ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমজান ভিন্ন আর কোনো দিনকে অধিক ফযীলতের মনে করে রোযা রাখতে দেখিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ " أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ "

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৭] ঃ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন রোযা রেখে দেয়। কারণ আজ হলো আশুরার দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৭, ২৬৮-২৬৯, ১০৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : এটি হলো ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ষষ্ঠ ছুলাছী হাদীস।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আশুরার দিন রোযা রাখার হুকুম হলো মুস্তাহাব।

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

অধ্যায়: তারাবীহ নামায

اى هذا كتاب فى بيان صلوة التراويح

অর্থাৎ এ অধ্যায় হলো, তারাবীহ নামাযের বর্ণনা সম্পর্কে।

هذا-এর পূর্বে كتاب বৃদ্ধি শুধুমাত্র মুসতামলির সংকলনে আছে। এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ ওমদাতুল কারী, ফতহুল বারী ইত্যাদিতে هذا বৃদ্ধি নেই। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন– وفي رواية غيره لم يوجد هذا

بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ: [১২৫৪] তারাবীহ্ নামাযের ফযিলত সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ "مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৮] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমজানে (রাতে নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০, ২৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ. أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ. إِلَى الْمَسْجِدِ. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ. قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৮৯] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (নামাযে) দাঁড়ায়, তার আগেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। ইবনে শিহাব বলেছেন, এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। আর হুকুম এ অবস্থায়ই রয়ে গেল। তারপর আবু বকরের গোটা খিলাফতকাল এবং হযরত উমর (রাযি.) খিলাফতের প্রথম ভাগ এ অবস্থায়ই কেটে গেল (অর্থাৎ সকলেই একা একা তারাবীহ পড়তো)।

ইবনে শিহাব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারী বলেছেন, আমি রমজানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদের দিকে বের হলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে। কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর কিছু লোক তার সাথে নামায আদায় করছে। তখন ওমর বললেন, আমার মনে হয়, এদের সবাইকে একজন কারীর সাথে জামাআতবন্দী করে দিলে সবচাইতে ভাল হবে। এরপর তিনি তা করার মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'বের পিছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। এরপর আমি দ্বিতীয় রাতে আবার তাঁর সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। ওমর বললেন, এটি উত্তম বিদআত বা সুন্দর ব্যবস্থা। রাতের যে অংশে লোকজন ঘুমায় তা যে অংশ তারা ইবাদত করে তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ রাতের প্রথম ভাগের চাইতে শেষ ভাগের নামায অধিক উত্তম-এটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯০] ঃ ইসমাইল (রহ.) ... নবী-সহধর্মিণী আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন এবং তা ছিল রমজানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ-অংশের সাথে। কারণ, তা ছিল তারাবীহ নামায।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১০১, ১২৬, ২৬৮, ২৬৯, ৮৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ. أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا. فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ. فَصَلَّوْا مَعَهُ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا. فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى. فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ. حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ. وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ". فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন এবং তা রমজানে হয়েছিল। অন্য এক সনদে আছে আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রমজানের রাতের মধ্যভাগে বের হলেন, এরপর মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে নামায পড়লো। পরে ভোর হলে মানুষ এর চর্চা করলো। দ্বিতীয় দিন এর চাইতে অধিক মানুষ জামাআতে শামিল হলো। তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লো। এরপর ভোর হলে মানুষ পরস্পর আলোচনা করলো। এরপর মানুষ মসজিদে তৃতীয় রাতেও অধিক হলো। এরপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন (মসজিদে গিয়ে) নামায পড়লেন, মানুষও তাঁর সাথে নামায আদায় করলো। তারপর যখন চতুর্থ রাতে, মসজিদ এত মানুষ ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি নামায শেষ করে লোকজনের প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন, তিনি তাশাহহুদ বা খুতবা পড়লেন, তারপর বললেন, এরপর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তবে আমি ভয় করছি, তোমাদের উপর (এ তারাবীহ) ফরয হয়ে যায় নাকি। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন আর অবস্থা এমনই রয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا-অংশের সাথে। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবীহ নামায।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২৬, ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ. وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯২] ঃ হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.) আয়েশার কাছে জানতে চাইলেন, মাহে রমজানে (রাতে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল। তিনি জবাব দিলেন, রমজানে এবং রমজান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাকাআতের বেশি তিনি পড়তেন না। **(প্রথমত)** তিনি চার রাকাআত পড়েন। এ চার রাকাআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি কোনো প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকাআত পড়েন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই করো না। এরপর পড়েন আর তিন রাকাআত। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বেতের নামায পড়ার আগেই শুয়ে যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চোখ দুটি ঘুমিয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ১৫৪, ১৫৫, ২৬৮, ৫০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, তারাবীহ নামায শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। যেমনটি মুসতামলির কপিতে এখানে স্বতন্ত্রভাবে كتاب التراويح উল্লেখ আছে। তারপর ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনাম কায়েম করেছেন باب فضل من قام رمضان বুখারীর প্রাচীন ব্যাখ্যাতা আল্লামা কিরমানী বলেন- اتفقوا علي ان المراد بقيامه صلاة التراويح অর্থাৎ কিয়ামে রমজান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবীহ নামায, এ ব্যাপারে সকলের মতৈক্য রয়েছে। যেমন বাবের দ্বিতীয় হাদীসে আছে من قال رمضان ايمانا واحتسابا غفر له الخ-

تراويح নামাযের হুকুম

তারাবীর নামাজ কত রাকাত? এ নিয়ে বেশ ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে তারাবীর নামায বিশ রাকাত। এবং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম মালেকেরও এক কওল মতে তারাবীর নামায বিশ রাকাত। যদিও ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ কওল মতে তারাবীর নামায ৩৬ রাকাত।

তারাবীর নামায ৩৬ রাকাত যেভাবে হলো : মক্কাবাসীদের বিশ রাকাত তারাবী পড়ার নিয়মই ছিল। কিন্তু তারা প্রতি চার রাকাতের পর একবার তাওয়াফ করত। কিন্তু তারাবীর নামায বিশ রাকাতই পড়ত। মদিনাবাসী যেহেতু তাওয়াফ করতে পারত না তাই তারা তাদের নামাযের মধ্যে একটি তাওয়াফের স্থলে চার রাকাত বৃদ্ধি করে নিত। এভাবে তাদের তারাবীর নামায মক্কাবাসীর তুলনায় ষোল রাকাত বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাদের মতেও মূল হলো বিশ রাকাত। সুতরাং তারাবীর নামায বিশ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ঐক্য হয়ে গেল।

তারাবীর নামায সুন্নত

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالي فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيام فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه كيوم ولدته امه (نسائي كتاب الصيام ابن ماجه في باب ماجاء في قيام شهر رمضان)

বাবের হাদীস ও তারাবীর রাকাত সংখ্যা :

বাবের অধীনে ইমাম বুখারী (রহ.) পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস অর্থাৎ হাদীস নং ১৮৯২ হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। যাতে তারাবীর ফযীলত ও ছওয়াবের কথা রয়েছে। তাতে রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। দ্বিতীয় হাদীস অর্থাৎ ১৮৯৩ নং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তারাবীর নামাযের রাকাত হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে নির্দিষ্ট হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম হলেন হযরত ওমর (রাযি.)। যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخ (ابو داؤد وغيره)

অর্থাৎ আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতেরও ঐ হুকুম যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের হুকুম। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশও রয়েছে যে– اقتدوا بالذين من بعدي ابوبكر و عمر তোমরা আমার পরে আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ কর। তাছাড়া তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। যারা এটা কবুল করে নিয়েছিলেন, এবং এতে তাদের ঐক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুষ্ঠিময় লোকে এ ইজমা মেনে নেওয়ায় অসুবিধা কোথায়?

আরো বিস্তারিত জানার জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমী (রহ.)-এর রেসালা ركعات تراويح অধ্যয়ন করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ {مَا أَدْرَاكَ} فَقَدْ أَعْلَمَهُ وَمَا قَالَ {وَمَا يُدْرِيكَ} فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ

পরিচ্ছেদ: [১২৫৫] লাইলাতুল কদর-এর ফযিলত সম্পর্কে

আর মহান আল্লাহ বলেন– নিঃসন্দেহে আমি মহিমান্বিত রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর আপনার কি জানা আছে যে, মহিমান্বিত রজনী কী? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। [অর্থাৎ এ রাত্রিতে ইবাদতের ছওয়াব সহস্র মাসের ইবাদতের ছওয়াব অপেক্ষাও অধিক] সে রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস [হযরত জিবরাঈল (আ.)] স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে [পৃথিবীতে] অবতরণ করেন। [আর সে রাত্রি] আগাগোড়া শান্তি। সে রাত্রির ফজর হওয়া পর্যন্ত [বরকতময়] থাকে। ইবনে উয়ায়না (রহ.) বলেন, কুরআন মাজীদে যে স্থলে وَمَا أَدْرَاكَ উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছেন। আর যে স্থলে وَمَا يُدْرِيكَ উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করেননি।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৩] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোযা রাখলো, তার পূর্ববর্তী সবগুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে দাঁড়ালো, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সুলায়মান ইবনে কাছির (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৫৫, ২৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো শবে কদরের ফযিলত বর্ণনা করা যে, শুধুমাত্র এক রাতের ইবাদত দ্বারা সকল পাপ মোচন হয়ে যায়।

بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

পরিচ্ছেদ: [১২৫৬] (রমজানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কদরের সন্ধান করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رِجَالاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৪] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমজানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে মুনাসাবাতশীল হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায়– সে যেন শেষ সাত রাতেই তা খোঁজ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭০, ১০৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا وَقَالَ " إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ ". فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৫] ঃ হযরত আবু সালামা (রাযি.) বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে–যিনি আমার বন্ধু ছিলেন- প্রশ্ন করলাম, তিনি জবাব দিলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমজানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসলাম। এরপর বিশ তারিখের ভোরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখানো হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। বা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রমজানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (২১: ২৩: ২৫: ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর সন্ধান করো। কারণ আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হলো। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। এরপর নামায পড়া হলো। আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো, শবে কদরের ফযিলত বর্ণনা করা এবং এর অন্বেষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। যেমন এক কপিতে আছে بَابٌ اِلْتَمِسُوا ليلة القدر এতে আমরের সীগাহ রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা শেষ দশকে শবে কদর অনুসন্ধান কর।

بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৫৭] রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদর সন্ধান করা;

এ প্রসঙ্গে উবাদা (রাযি.) থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে সন্ধান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ "كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ. وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৭] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহে রমজানের মধ্যের দশ দিনে ইতিকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ইতিকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমজানে তিনি সেই রাতে ইতেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণতঃ তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, আমি এ দশদিনে ইতেকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ই'তিকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ইতেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা (রমজানের) শেষ দশ দিনেই তা সন্ধান করো। আর তার খোঁজ করো প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাতেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সব ভেসে গিয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ هِشَامٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْتَمِسُوا" ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَيَقُولُ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৮] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শবে কদর সন্ধান করো। (অপর সনদ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে শেষ দশ দিনে সন্ধান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى. فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى. فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى " تابعه عبد الوهاب عن ايوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا فى اربع وعشرين

হাদীসের অনুবাদ [১৮৯৯] ঃ হযরত ইবনে আব্বস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশ দিনে খোঁজ করো। লাইলাতুল কদর এসব রাতে আছে- যখন (রমজানের) ৯,৭ বা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)। আব্দুল ওয়াহহাব আইয়ুব এবং খালেদ থেকে তারা ইকরিমা থেকে ইকরিমা ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ২৪ তারিখ রাত্রে অন্বেষণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ. وَعِكْرِمَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هِيَ فِي الْعَشْرِ الاواخِرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ". يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. قَالَ عَبْدُ وَهَّابٍ أَيُّوبَ

হাদীসের অনুবাদ [১৯০০] ঃ হযরত ইবনে আব্বস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় বা সাত রাত বাকী থাকে (২৯ বা ২৭ তারিখে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত هِيَ فِي الْعَشْرِ الاواخِرِ -অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, শবে কদর সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কওল হলো যে, তা রমজানের শেষ দশক। বিশেষতঃ বি-জোড় রাতগুলিতে তালাশ করা উচিত।

ফায়েদাঃ অধিকাংশ আকাবিরগণ বলেছেন যদি দুর্বলতাবশত শেষ দশকে রাত্রি জাগরণ ও রাতে ইবাদত-বন্দেগী করতে অক্ষম হয় তাহলে অন্তত ২৭তম তারিখে অবশ্যই পূর্ণ রাত ইবাদত কর। দাড়িয়ে নামায পড়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়লে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দরুদ ইত্যাদিতে পূর্ণ রাত সময় কাটিয়ে দিবে। এবং ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে শুয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ মহান ফায়েদার অধিকারী হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট সাত সংখ্যাটি অধিক পছন্দনীয়। আসমান সাতটি, জমিন সাতটি, দিন সাতটি নির্ধারণ করেছেন। তাওয়াফেও সাতবার চক্কর দিতে হয়; কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রেও সাত সংখ্যা নির্দিষ্ট করা

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু রোগের সময় বেহুঁশী দূর করার জন্য তিনি বলেছিলেন আমার উপর সাত মশক পানি ঢালো'

এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, রমজানের ২৭তম রাতে বেশি বেশি ইবাদত কর। কেননা এটি শেষ দশকের ৭ম দিন।

باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ

পরিচ্ছেদ: [১২৫৮] মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ " خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ "

হাদীসের অনুবাদ [১৯০১] ঃ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে এলেন। এমন সময় দুইজন মুসলমান বিবাদে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সম্পর্কে) খবর দেয়ার জন্যে, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তাই (এর এলেম আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো)। সম্ভত এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদর (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২, ২৭১, ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো শিয়াদের মতকে খণ্ডন করা, যারা বলে যে, লাইলাতুল কদরের অস্তীত্বই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যেমনটি ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে رفع معرفة-এর কয়েদ বৃদ্ধি করে বলে দিলেন যে, লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যার স্পষ্ট দলীল হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ– التمسوا في التاسعة الخ যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, লাইলাতুল কদরের অস্তিত্ব অবশিষ্ট আছে। নতুবা তা তালাশ করা অনর্থক হয়ে যাবে।

بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ:[১২৫৯] রমজানের শেষ দশকের আমল সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

হাদীসের অনুবাদ [১৯০২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমজানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ১২, ২৭১, ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রমজানুল মুবারকের শেষ দশক হলো খুবই বরকতময়। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনগুলিতে অধিক আমল করতেন। সুতরাং মুসলমানদেরও উচিত বিশেষত এ সময় অধিক পরিশ্রম করা ও আমলের মাধ্যমে রমজানের শেষ দশক কাটানো।

চমৎকার সমাপ্তি : হাদীসে আছে شد مئزره আর ইযার হলো কাফনের কাপড়ের অংশবিশেষ। সুতরাং এর দ্বারা ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, (জীবনের) সমাপ্তির উপর দৃষ্টি রাখ, এবং শেষ দশকে পরিশ্রম করে সমাপ্তি ঠিক করে নাও। والله اعلم

ابوابُ الاعتكاف

অধ্যায়: ই'তিকাফ সম্পর্কিত আলোচনা

ইতিকাফের ফযিলত

যে ব্যক্তি রমযানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরার সওয়াব দান করবেন। (বায়হাকী শরীফ)

ইতিকাফের সুন্নাতসমূহ

১. পুরুষের জন্য মসজিদে রমযানে পূর্ণ শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করা সুন্নাত। আর মহিলাদের জন্য আপন ঘুরে সুন্নাত। (বেহেশতী গাওহার)

২. একজন বা কয়েকজন লোক ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় কেফায়া, একজন ইতিকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যদি একজনও ইতিকাফ না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

৩. ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করা। কেননা হাদিসে বর্ণিত আছে, রমযানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করার জন্য মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো। সেখানে খেজুরের চাটাই দিয়ে পর্দা করা হতো কিংবা ছোট তাবু টানিয়ে নিতেন। (ইবনে মাজাহ, হা. ১৭৭৫)

৪. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের ২০ তারিখে ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং ঈদের চাঁদ দেখার পর মসজিদ থেকে বের হতেন। (মাদারেক)

৫. ইতিকাফকারী ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য অথবা জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। (উসওয়া)

ইতিকাফের মুস্তাহাবসমূহ

১. চুপ না থেকে নেক আমল ও ভাল কথা-বার্তা বলা।
২. কুরআন তিলাওয়াত করা।
৩. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া।
৪. ধর্মীয় কিতাবাদি পড়া বা শুনা।
৫. ওয়াজ-নসিহত করা।
৬. পাঞ্জেগানা জামাআত হয় এমন মসজিদে ইতিকাফ করা। (আবু দাউদ শরীফ)

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৬০] রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ এবং ই'তিকাফ সব মসজিদেই হয়

কারণ, আল্লাহ তাআলার বাণী– আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে, এগুলো আল্লাহর বিধান, সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা, তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বিধানসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, যেন তারা মুত্তাকী হবে। (বাকারাহঃ ১৮৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اعتكاف শব্দের অর্থ : ই'তিকাফ শব্দের মূলবর্ণ হলো عكف বাবে نصر মাসদার عكفا و عكوفا ; অর্থ কোনো দিকে মনোযোগী হওয়া; আবশ্যক করা; আঁকড়ে ধরা; কোথাও অবস্থান করা। অর্থাৎ ইতেকাফের শাব্দিক অর্থ হলো মুতলাক অবস্থান করা; বসবাস করা। যেমন কুরআনে আছে– يعكفون علي اصنام لهم وقوله تعالي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون এগুলি কোন মূর্তি, যাদেরকে তোমরা আঁকড়ে ধরেছো। এতে عاكفون এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য।

কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় ইতিকাফ হলো কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারতি সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করা। শিরোনামের আয়াত দ্বারা ঐ অর্থই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, ইতিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত।

ইতিকাফের শর্তসমূহের মধ্যে আরো শর্ত হলো, ইতিকাফকারী ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, আকেল হওয়া, হায়েয-নিফাস ও জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়া, কেননা হায়েযা ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

ইতিকাফের প্রকারঃ ইতিকাফ তিন প্রকার। ১. ওয়াজিব, ২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়াহ , ৩. নফল।

ওয়াজিবঃ মান্নতের ইতিকাফ। যা রোযাসহ ইতিকাফ করতে হয়।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ কিফায়াহঃ রমজানুল মুবারক মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করা।

নফলঃ যখন ইচ্ছা তখনই মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করা, তার জন্য নির্দিষ্ট দিনও শর্ত নয়, রোযাও শর্ত নয়।

অবশিষ্ট মাসআলার জন্য সামনে বাব আসছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৩] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনের ইতেকাফ বসতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৪] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীগণও (শেষ দশকে) ইতেকাফ করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৫] ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী, (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। এরপর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ইতেকাফে বসলেন। যখন একুশ তারিখের রাত এলো যে রাতে ভোরে সাধারণত তিনি ইতেকাফ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তিনি বললেন, যে আমার সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করে। কারণ এই (কদরের) রাত আমাকে দেখানো হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ঐ রাতে ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। অতএব তোমরা শেষ দশটি তারিখে তা সন্ধান করো এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা খোঁজ করো। তারপর সেই রাতেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হলো। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোটা পড়তে লাগলো। আমার দুটি চোখ একুশ তারিখের ভোরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল যে, তাঁর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ শিরোনামটি দুটি অংশে বিভক্ত। ১. সময় ও কালের নির্দিষ্টতা, আর তা হলো রমজানের শেষ দশক। ২. স্থানের নির্দিষ্টতা। অর্থাৎ মসজিদ হওয়া। এতে কারো দ্বিমত নেই।

باب الحائض ترجل رأس المعتكف

পরিচ্ছেদ: ১২৬১] ঋতুবতী নারী কর্তৃক ই'তিকাফকারীর চুল আঁচড়ে দেওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৬] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মহিলারা হায়েয অবস্থায় পুরুষের শরীর স্পর্শ করতে পারে। এতে ইতিকাফ বাতিল হবে না। তাছাড়া এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, ইতিকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত। তাছাড়া এটাও জানা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের বাইরে পা বের না করে, শুধুমাত্র হাত বা মাথা ইত্যাদি যদি বের করে তাহলে মসজিদ থেকে বের হওয়া প্রমাণিত হবে না।

باب: المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة

পরিচ্ছেদ: [১২৬২] (প্রকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফকারী (তার) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৭] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ইতেকাফরত) ছিলেন। আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতেকাফে থাকা অবস্থায় জরুরি দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইতিকাফকারী ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য বাড়িতে যেতে পারবে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে لحاجت الانسان মানবীয় প্রয়োজনের জন্য। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, তাঁর মল-মূত্র ত্যাগের জন্য বের হওয়ার প্রয়োজন হলে বের হতে পারবে আর এতে ইতিকাফ বাতিল হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমতও নেই।

হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

كَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ : শুধুমাত্র মল-মূত্র ত্যাগের জন্যই নয়; বরং জানাবাতের গোসলের জন্যও বের হতে পারবে, যদি সেই মসজিদে গোসলখানা/টয়লেট না থাকে। হানাফীদের নিকট যেহেতু ইতিকাফের জন্য জামে মসজিদ শর্ত নয়; বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায় সেখানেই ইতিকাফ করা যায়। তাই এক্ষেত্রে জুমার নামাযের জন্যও বের হওয়া যাবে। তবে জানাযার নামায, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদির জন্য বের হতে পারবে না। বের হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

بَاب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

পরিচ্ছেদ:[১২৬৩] ই'তিকাফকারী (মাথা ইত্যাদি) ধৌত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৮] : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত যাপন করেছেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৪, ২৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইতিকাফকারী ব্যক্তি মাথা ইত্যাদি ধৌত করতে পারবে।

আল্লামা কিরমানী বলেন, এখানে غسل শব্দটি غ বর্ণে যবরের সাথে, পেশের সাথে নয়।

باب الاعْتِكَافِ لَيْلًا

পরিচ্ছেদ: [১২৬৪] শুধুমাত্র রাতে ই'তিকাফ করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ "

হাদীসের অনুবাদ [১৯০৯] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, হযরত ওমর (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম–মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করবো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার মান্নত পূরণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৪, ৪৪৫, ৬১৮, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য কি? সে সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. ঐ সমস্ত লোকদের মতকে খণ্ডন করা, যারা বলে যে– اقل الاعتكاف عشر كما حكاه ابن القاسم عن مالك তিনি বলে দিলেন যে, যে কোনো সময়ের জন্য ইতিকাফ করা যায়।

২. এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, রোযা ছাড়াও ইতিকাফ করা জায়েয। তখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হবে ওলামায়ে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের অভিমত সমর্থন করা। ওলামায়ে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হানাফীদের মাযহাব: ওলামায়ে আহনাফের মতে মান্নত ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত। আর মান্নতবিহীন ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলীরা বাবের হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন যে, রোযাবিহীন ইতিকাফ সহীহ। কারণ, রাতে তো রোযা রাখা হয় না। আল্লামা কিরমানী বলেন–

وفيه انه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

জবাব: জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন, হযরত ওমর (রাযি.)-এর এ ঘটনায় বর্ণনা একাধিক। যেমন স্বয়ং বুখারীর ৪৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, ওমর (রাযি.) বললেন–

يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فامره ان يفي به

২. মুসলিম ছানীর ৫০ পৃষ্ঠায় আছে, ওমর (রাযি.) বলেন–

يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المجسد الحرام

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এ উভয় বর্ণনায় ليلة-এর পরিবর্তে يوما বিদ্যমান। সুতরাং শাফেয়ী প্রমুখের দলীল এজন্য সহীহ নয় যে, কোনো বর্ণনায় আছে ليلة আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আছে يوم। এর দ্বারা তো এটা বুঝা যায় যে, হযরত ওমর (রাযি.)-এর মান্নত ছিল দিন ও রাত উভয়ের। সুতরাং এ দ্বারা তাদের দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

পরিচ্ছেদ: [১২৬৫] নারীদের ইতিকাফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ " مَا هَذَا ". فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ ". فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

হাদীসের অনুবাদ [১৯১০] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। আমি তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। একবার হাফসা, আয়েশার কাছে অনুরূপ তাঁবু খাটানোর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা তাঁকে অনুমতি দিলেন। হাফসা একটি তাঁবু খাটালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ তা দেখে আরেকটি তাঁবু খাটালেন। ভোরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুগুলো দেখে জানতে চাইলেন, এসব কি? তখন তাঁকে জানানো হলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি এ সব দ্বারা নেকী অর্জন করতে চায়? এরপর তিনি সে মাসের ইতেকাফ বর্জন করলেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَضَرَبَتْ خِبَاءً-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ২৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মহিলাদের জন্য মসজিদের পরিবর্তে ঘরের মধ্যে নামাযের স্থানে ইতিকাফ করা উত্তম। যেমনটি বাবের হাদীসে বর্ণিত আছে যে. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে টানানো মহিলাদের সকল তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছেন।

হাদীসের এ অংশ দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মহিলাদের ইতিকাফ ঘরের মসজিদে হওয়া উচিত। আর হানাফীদের মতে মহিলাদের জন্য জামে মসজিদে ইতিকাফ করা জায়েয নেই।

بَابُ الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ:[১২৬৬] মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবু খাটানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ. وَخِبَاءُ حَفْصَةَ. وَخِبَاءُ زَيْنَبَ. فَقَالَ " الْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ". ثُمَّ انْصَرَفَ. فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯১১] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি যে স্থানে ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। একটি তাঁবু আয়েশার একটি হাফসার, আর একটি যয়নাবের। তিনি বললেন, তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ আছে মনে করো? এরপর তিনি ইতেকাফ না করেই ফিরে গেলেন এবং পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসারাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত إِذَا أَخْبِيَةٌ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ২৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মহিলাদের জন্য মসজিদে ইতিকাফ করা অনুচিত। যেমন ইমাম আবু হানিফার মতে মহিলাদের ইতিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঘরের অভ্যন্তরে নামাযের স্থানে হওয়া। ইমাম শাফেয়ীর মতে জামে মসজিদে মাকরূহ। ইমাম আহমদের মতে যদি স্বামী তাঁর সাথে থাকে, তাহলে জায়েয। (বর্তমান যুগে তো কোনো অবস্থাতেই মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ করা জায়েয নয়)

بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ: [১২৬৭] কোনো প্রয়োজনে ইতিকাফকারী কি মসজিদের দরজা পর্যন্ত বের হতে পারবে?

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ صَفِيَّةَ. زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ. فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً. ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ". فَقَالاَ

سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا "

হাদীসের অনুবাদ [১৯১২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাযি.) একবার আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রমজানের শেষ দশ দিনের ইতেকাফে ছিলেন। সাফিয়া তাঁর কাছে (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফিরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাকে এগিয়ে দেবার জন্য উম্মে সালামার দরজার কাছে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন দুইজন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। এই নারী হলো হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌঁছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোনো কুধারণার সৃষ্টি করে দেয় কি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ৪৩৭, ৪৬৪, ৯১৮, ১০৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামে الي باب المسجد-এর কয়েদ লাগিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মসজিদের দরজা পর্যন্ত যাওয়া জায়েয আছে। আর এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, দরজা পর্যন্ত যাওয়া জায়েয আছে। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ইতিকাফ অবস্থায় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে বৈধ কথাবার্তা বলার অনুমতি রয়েছে।

بَابُ الاِعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৬৮] ইতিকাফ এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক (রমজানের) বিশ তারিখ সকালে বেরিয়ে আসা

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ. سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمِ. اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ- قَالَ- فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ. قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ " إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. وَإِنِّي نُسِّيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ. فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ ". فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى

الْمَسْجِدِ. وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً. قَالَ. فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ. وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ. حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৩] ঃ হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রাযি.) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমজানের দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখে ভোরে বেরিয়ে এলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ তারিখে ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে কদরের রাত দেখানো হয়েছিল এবং আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে সন্ধান করো। কারণ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইতেকাফরত ছিল তার ফিরে আসা উচিত। সুতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেল। আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ ছেয়ে গেলো এবং প্রবল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ হলো এবং নামাযও আদায় করা হলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদা ও পানিতে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২-২৭৩, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো দুই হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করা। অর্থাৎ এখানে আছে فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ আবার বুখারীর ২৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইমাম মালেকের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে- اذا كان ليلة احدي وعشرين وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه الخ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, এ হাদীসে صبح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর পূর্ববর্তী সকাল, অর্থাৎ ২০ তারিখের সকাল। যেমন এ বাবের হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে। আর মূলনীতি হলো-

كل شيئ متصل بشيئ فهو مضاف اليه سواء كان قبله او بعده

باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

পরিচ্ছেদঃ [১৩৬৯] মুস্তাহাযা (প্রদর স্রাবযুক্ত) নারীর ইতিকাফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. عَنْ خَالِدٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ. فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ. فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৪] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর কোনো এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী স্রাবের রক্তের রঙ লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একটি পাত্র রেখে দিতাম রক্ত যেন তাতেই পড়ে। আর এই অবস্থায় তিনি নামায আদায় করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৫, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুস্তাহাযা মহিলা মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবে। তবে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে ব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত। এ জন্যই হানাফীরা বলেন, মুস্তাহাযা মহিলারা ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য যে স্থানটি নির্ধারিত করা থাকে সেখানে ইতিকাফ করবে, জামাতের মসজিদে নয়।

بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

পরিচ্ছেদ: [১২৭০] ইতিকাফ অবস্থায় স্বামীর সংগে স্ত্রীর সাক্ষাত করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ " لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ ". وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا. فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَا وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ". قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا "

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৫] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীগণও ছিলেন। তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুয়াই তনয়া সাফিয়াকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না, আমিও তোমার সাথে যাবো। সাফিয়ার কক্ষটি ছিল উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের কাছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে চললেন। দুইজন আনসারী পুরুষের সাথে তাঁর দেখা হলো। তারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চললো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা এগিয়ে এসো। এই মেয়েলোকটি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বললো, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আমার আশংকা হলো, সে তোমাদের মনে কোনো কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ -এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ৪৩৭, ৪৬৪, ৯১৮, ১০৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা একটি সংশয় নিরসন করা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য, আর তাহলো স্বামীর সাথে সাক্ষাত করা হলো সহবাস কামনা করার বস্তু, তাই ইতিকাফ অবস্থায় তা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হওয়া উচিত।

এ সংশয় নিরসনে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস পেশ করে প্রমান করে দিলেন যে, শুধুমাত্র এ সংশয় ও ধারণার কারণে সাক্ষাত নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা সকল সাক্ষাতই সহবাসকে কামনাকারী নয়। তবে যদি সহবাসে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে সাক্ষাত থেকে অবশ্যই নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ: [১২৭১] ইতিকাফকারী কি নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করতে পারে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ صَفِيَّةَ، أَخْبَرَتْهُ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ صَفِيَّةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ "تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةُ ـ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ". قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَتَتْهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلٌ

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৬] ঃ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাযি.) বলেন, সাফিয়া (রাযি.) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইতেকাফরত ছিলেন। যখন সাফিয়া ফিরে চললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে কিছুটা গেলেন। একজন আনসারী পুরুষ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলো। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন এবং বললেন, এ হলো সাফিয়া বিনতে হুয়াই। শয়তান বনী আদমের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আলীর বর্ণনা, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাতে এসেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তা তো রাতই ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ-অংশের সাথে। কারণ, এখানে কথা দ্বারা সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ৪৩৭, ৪৬৪, ৯১৮, ১০৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইতিকাফকারী নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ দূর করতে পারবে। তাছাড়া ইতিকাফ তো আর নামাযের ন্যায় নয়। তাই প্রয়োজনে কথা বা কাজের দ্বারা মানুষের সন্দেহ ইত্যাদি দূর করতে পারবে।

بَاب مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

পরিচ্ছেদ: [১২৭২] ইতিকাফ হতে সকাল বেলা বের হওয়া প্রসঙ্গে

(এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি শুধুমাত্র রাতের ইতিকাফের নিয়ত করেছে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় ইতিকাফে বসেছে, আবার সকালবেলা বের হয়ে গেছে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক দিনের ইতেকাফের নিয়ত করে তাহলে সুবহে সাদিকের সময় ইতিকাফে বসবে এবং সূর্যাস্তের পর বের হবে)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ". فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَهَاجَتِ السَّمَاءُ، فَمُطِرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৭] ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাঝের দশ দিনে ইতেকাফে বসেছিলাম। বিশ তারিখ ভোরে আমরা আমাদের আসবাবপত্র স্থানান্তর করলাম। এ সময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন, যে ইতেকাফে ছিল সে যেন ইতেকাফের স্থানে ফিরে যায়। আমি (স্বপ্নে) এই (কদরের) রাত দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। যখন তিনি নিজ ইতেকাফের স্থানে ফিরে গেলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো এবং বর্ষণ শুরু হলো। শপথ সেই সত্তার যিনি তাঁকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন! আকাশ সেই দিনের শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আর মসজিদে ছিল তখন খেজুর পাতায় ছাউনি; আমি তাঁর নাক ও কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২, ১১২, ১১৫, ২৭০, ২৭১, ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইতিকাফকারী ইতিকাফের স্থান থেকে যদি কোনো মাল-সামানা বাড়িতে পাঠায়, তাহলে তা জায়েয আছে,

এতে ইতিকাফ নষ্ট হবে না। অথবা তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র রাতের ইতিকাফের নিয়ত করেছে সে সকালবেলা বের হতে পারবে।

بَابُ الاِعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

পরিচ্ছেদ: [১২৭৩] শাওয়াল মাসে ইতিকাফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ـ قَالَ ـ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً. فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ. فَضَرَبَتْ قُبَّةً. وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا. فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ. فَقَالَ "مَا هَذَا". فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ. فَقَالَ "مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا آلْبِرُّ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا". فَنُزِعَتْ. فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ.

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৮] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে ইতেকাফ করতেন। তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ইতেকাফে চলে যেতেন। আয়েশা (রাযি.) তাঁর কাছে ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাযি.) সেখানে একটি তাঁবু খাটালেন। হাফসা (রাযি.) যখন তা শুনলেন, তিনি একটি তাঁবু বানালেন। এরপর যয়নাব (রাযি.) তা শুনলেন। তিনিও একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষে ফিরে এসে চারটি তাঁবু দেখে বললেন, এসব কি? তাঁকে সব বলা হলো। তিনি বললেন, তাদেরকে নেকী হাসিলের উদ্দেশ্য এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব ভেঙ্গে ফেলো। আমি এতে নেকীর কোনো কিছু দেখছি না। সুতরাং তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলা হলো। এরপর সেই রমজানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ইতেকাফে বসেননি। শাওয়ালের শেষ দশ দিনে তিনি ইতেকাফ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭৩, ২৭৪, ২৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকাফ করা এ কথা প্রমান করে যে, সর্বদা পালনীয় নফল যদি কারো ছুটে যায় তাহলে তার কাজা করা মুস্তাহাব। واستدل به المالكية علي وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم ابطل মালেকীরা বলে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আমল শুরু করে ছেড়ে দেয় তাহলে তার কাজা করা ওয়াজিব। আরো বুঝা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি যে কোনো ইবাদত শুরু করার পর ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার কাজা করতে হবে। যেমনটি হানাফীরা বলেন। দলীল হিসেবে হানাফিয়াগণ لا تبطلوا اعمالم আয়াতের অংশবিশেষ উপস্থাপন করেন। আর এ দলীলের ভিত্তিতে হানাফীরা বলেন যদি কোনো নফল ইবাদত শুরু করে ছেড়ে দেয় তাহলে তার কাজা করা ওয়াজিব। কারণ, রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখতে পেলেন যে, তার স্ত্রীদের অনেকেই মসজিদে এসে ইতিকাফের জন্য তাঁবু টানিয়ে নিয়েছে, এভাবে যদি সকলেই তাঁবু টানিয়ে নেয় তাহলে তো মসজিদে নামাজীদের জন্য মসজিদটি সংকুলান হবে না। এজন্য তিনি সকল তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছেন। এবং ঐ বৎসরের রমজানের ইতিকাফ ছেড়ে দিয়ে শাওয়াল মাসে তার কাজা করেছেন। والله اعلم

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

পরিচ্ছেদ: [১২৭৪] যিনি ইতিকাফকারীর জন্য রোযা পালন জরুরি মনে করেন না

(অর্থাৎ নফল ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। কেননা, নফল ইতিকাফের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। ইতিকাফের নিয়ত করে এক, দুই ঘন্টার জন্য মসজিদে বসা যায়। তাছাড়া যদি শুধুমাত্র সারারাতের ইতিকাফের নিয়ত করে তাহলেও রোযা শর্ত নয়। যেমনটি পরিচ্ছেদের হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোযার শর্তারোপ করেননি। বিনা শর্তে তিনি বললেন أَوْفِ نَذْرَكَ তোমার মান্নত পূর্ণ কর। তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, মান্নত ইতিকাফ ও রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ যা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়াহ, তার জন্য রোযা শর্ত)।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْفِ نَذْرَكَ". فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً

হাদীসের অনুবাদ [১৯১৯] ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার মান্নত পূরণ করো তখন ওমর (রাযি.) এক রাত ইতেকাফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْفِ نَذْرَكَ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৪, ৪৪৫, ৬১৮, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম স্পষ্ট করেননি। মালেকী ও হানাফীগণের মতে মান্নত ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত। কিন্তু কেউ যদি শুধুমাত্র রাতের ইতিকাফের নিয়ত করে তাহলে রাতে যেহেতু রোযা রাখার কোনো নিয়ম নেই সেহেতু রোযাও শর্ত নয়। যেমনটি হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসছে।

بَاب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

পরিচ্ছেদ: [১২৭৫] জাহিলিয়্যাতের যুগে ইতিকাফ করার মান্নত করে পরে ইসলাম কবুল করা

(এখানে اذا-এর জাযা উহ্য আছে। উহ্য ইবারত হবে هل يلزمه الوفاء بذلك ام لا?)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - قَالَ أُرَاهُ قَالَ - لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

হাদীসের অনুবাদ [১৯২০] ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, ওমর (রাযি.) জাহিলী যুগে (মুসলমান হওয়ার আগে) ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, ওমর এক রাতের কথা বলেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত أَوْفِ نَذْرَكَ এর সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৪, ৪৪৫, ৬১৮, ৯৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ যেহেতু মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে কোনো হুকুম স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। জুমহূর ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশটি ছিল মুস্তাহাবের জন্য। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে যেহেতু কুফুরী অবস্থার মান্নত সহীহ হয়ে যায়, সে হিসেবে তাঁর মতে মুসলমান হওয়ার পরও মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ أَوْفِ نَذْرَكَ এ নির্দেশটি ওয়াজিবের জন্য।

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৭৬] রমজানের মাঝের দশকে ইতিকাফ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

হাদীসের অনুবাদ [১৯২১] ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমজানের দশদিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হলো, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত عِشْرِينَ يَوْمًا-অংশের সাথে। কারণ, তার মধ্যে মধ্য দশকও আছে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭৪, ৮৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, ইতিকাফের জন্য রমজানের শেষ দশক (২১ থেকে চাঁদ দেখা পর্যন্ত) জরুরী নয়; যদিও শেষ দশকে ইতিকাফ করা উত্তম।

بَابٌ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

পরিচ্ছেদঃ [১২৭৭] যে ব্যক্তি ইতিকাফ করার ইচ্ছা করেছে, পরে কোনো কারণে তা না করার ইচ্ছা হলে ইতিকাফ নাও করতে পারে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا. وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ "مَا هَذَا". قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ". فَرَجَعَ. فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

হাদীসের অনুবাদ [১৯২২] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয়েশা তাঁর কাছে ইতেকাফের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসাও আয়েশার কাছে আবেদন করলেন তার জন্য যেন অনুমতি নিয়ে নেয়া হয়। আয়েশা (রাযি.) তা করে দিলেন। যয়নাব বিনতে জাহশ তা দেখে তিনিও একটি তাঁবু খাটানোর আদেশ করলেন। সুতরাং তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে এসব তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এসব কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এগুলো হলো আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা তারা কি নেকী হাসিলের আশা করেছে? আমি ইতেকাফে থাকবো না। সুতরাং তিনি ফিরে চলে গেলেন। রোযা শেষ হলে তিনি শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত হলো, হাদীসে উল্লেখিত فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ-অংশের সাথে।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি বুখারী শরীফের ২৭২, ২৭৩, ২৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্যঃ এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু ইতিকাফের ইচ্ছা করেছে, কিন্তু এখনো ইতিকাফ শুরু করেনি, তাহলে সে ঐ ইতিকাফ স্থগিত করতে পারে। তবে শুরু করার পর ছেড়ে দিলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

ইতিকাফের সময় সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে যে, কখন থেকে তা শুরু হয়? জুমহুরের মতে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মতে, ফজরের পর থেকে শুরু হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) এর ঝোঁকও ইমাম আওযায়ী (রহ.) এর মতের দিকেই।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ

পরিচ্ছেদ: [১২৭৮] ইতিকাফকারী যদি তার মাথা ধৌত করার জন্য মসজিদ থেকে মাথা বের করে

(তাহলে তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا. يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ

হাদীসের অনুবাদ [১৯২৩] ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন অথচ এই সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মসজিদে ইতেকাফরত। আর আয়েশা ছিলেন তাঁরই কক্ষে (ঘর থেকেই তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মুনাসাবাত স্পষ্ট।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি: হাদীসটি বুখারী শরীফের ৪৩, ৪৪, ২৭১, ২৭৪, ৮৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য: এ শিরোনাম লাগানোর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যদি দুই পা মসজিদের ভিতরে থাকে, তাহলে কেবলমাত্র মাথা বা হাত বের করার দ্বারা মসজিদ থেকে বের হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

كمل بعون الله جل ذكره الجزء الخامس من نصر البارى شرح صحيح البخارى ويتلوه ان شاء الله الجزء السادس ومطلعه كتاب البيوع. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتمامه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير

৫ম খণ্ড সমাপ্ত